গিরীশ গ্রন্থাবলী - ১১শ ভাগ
গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সূচীপত্র।

পুস্তক।	পৃষ্ঠা।
১। রাবণবধ	১
২। অভিশাপ	৩৪
৩। আয়না	৬০
৪। করমেতি বাই	৯৭
৫। মনের মতন	১৬১
৬। প্রবন্ধ (বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ)	২৭৭

গিরিশ-গ্রন্থাবলী।

একাদশ ভাগ।

রাবণবধ।

(পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)

"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে
"বাল্মীকি, হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি!

* * *

"কৃত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি—
"বঙ্গভূমি-অলঙ্কার——,

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।				স্ত্রীগণ।
ব্রহ্মা।	...	...	...	দুর্গা।
মহাদেব।	...	...	...	কালী
ইন্দ্র।	...	...	...	সীতা।
অগ্নি।	...	...	...	নিকষা।
রাম।	...	...	...	মন্দোদরী।
লক্ষ্মণ।	...	...	...	সরমা।
হনুমান।	...	...	...	ত্রিজটা।
সুগ্রীব	...	...	...	...
রাবণ।	...	...	...	...
বিভীষণ।	...	...	...	...
শুক।	...	...	...	...
সারণ।	...	...	...	...

বানরসেনাগণ, রাক্ষসসেনানায়ক, দূত, সৈনিকগণ তাল, বেতাল, প্রমথগণ, যোগিনীগণ, অপ্সরাগণ, গন্ধর্ব্বগণ ইত্যাদি।

রাবণবধ।

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

—*—

রাজসভা।

(রাবণ, নিকষা ও সেনাপতিগণ দণ্ডায়মান)

নিকষা। ধর বৎস্য,
ধর উপদেশ, রাখ বাক্য জননীর।
প্রাণ কাঁদে তাই বলি তোরে,
কেন প্রাণ হারাও আহবে ?
কর আপন কল্যাণ, রাখ জননীর মান।
ঠেকেছ জেনেছ পুত্র-শোক,
জেনে শুনে কেন—মহাজ্ঞানী তুমি,
হান সেই শেল মায়ের হৃদয়ে !
ফিরাইয়ে দেহ ভিখারীর ধন ভিখারীরে,
রাজ-ধর্ম্ম করহ পালন।
দমিয়াছ ইন্দ্র চন্দ্র যমে কুবের বরুণে,
নহে দর্পী রঘুপতি—
ত্রিভুবনপতি ! কি কারণে তবে
বিবাদ তাহার সনে ?
উচ্চ আশা তব, নাশিবে নরককুণ্ড,
স্বর্গের সোপান গঠিবে বাসনা মনে ;
ভুলিয়াছ হেন উচ্চ আশা
মাতিয়া কি ছার রণে ?
অধর্ম্মের জয় কভু নয়,
তাই ছার নরের সংগ্রামে, হতশ্রী এ
স্বর্ণলঙ্কা—
দম দুষ্ট জনে, প্রজার পালনে হও রত
দেহ ফিরে ভিখারীর ধন।

রাবণ। মাতঃ ! ক্ষমা কর মোরে।
নাশিয়াছি নিজ বুদ্ধিদোষে ইন্দ্রজিতে,
মহারথী কুম্ভকর্ণ মহাশূরে,
মহাপাশ, দেবত্রাস, নরান্তক, অতিকা[য]
সে মহীরাবণ—কাঁপিত ভুবন যার ড[রে]
হ'ল সর্ব্বনাশ, এবে রাজ্য আশ
করিব কি সুখে, কহ তা জননী মো[রে]
পুত্রের কল্যাণ করিতে বিধান
এসেছ জননী তুমি ;
তিনলোকে, কহ মাতঃ
লক্ষ পুত্র শোকে কার প্রাণ ধৈর্য্য ধ[রে]
শাসন করিব দেবরাজে পুনঃ কার বে[লে]
—নাহি মোর ইন্দ্রজিত,
বধিয়াছে তারে দুর্জ্জয় বানর নরে !
শূন্য নিদ্রাগার, নাহি কুম্ভকর্ণ আর,
আর কি শমন ডরিবে আমায় মাতঃ।
বীরবাহু ছিন্নবাহু সাগরের তীরে !
ত্যজি মান, এ ছার জীবন
রাখিব কি সুখে, মাতঃ !
তিনলোক-ত্রাস দুর্জ্জয় রথীন্দ্রবৃন্দ,
ছার নর বানরের রণে ত্যজিয়াছে
কলেব[র]
প্রতিশোধ নাহি দিয়ে তায়, বুঝা'ব
নরককু[ণ্ড]
স্বর্গে সুখ কি আমার [illegible] !
পুত্রশোকে তাপিত [illegible] আমি,

...রুকিত পুত্র হত !
কি কারণে স্বর্গের সোপান গঠিব
জননি !
তারা নভঃস্থল,
...ত শমন পুরন্দর আদি—
দর্প দিব বিসর্জ্জন ভিখারীর পায় !
ধরি ধনু করে,
সিংহনাদে প্রবেশ করেছি রণে—
রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর আদি চরাচর
কবে হয়েছে স্থির ?
যায় প্রাণ মাতঃ ! কর গো কল্যাণ,
দর্পে, সেই শরাসন করে,
রণক্ষেত্রে—আনন্দ যথায় মম—
ধরণীশায়ী অনন্ত শয্যায়।
বুঝা'ও না—বুঝাইলে মাতঃ !
অবুঝ-সন্তান একবার হ'ব গো জননী !
যাও ফিরি নিজগৃহে—
(সৈন্যগণের প্রতি)
বাজাও দুন্দুভি,
লঙ্কাপুরে নর-বানর-সমরে,
জীবিত যে আছে যথা সাজুক সত্বরে ;
দেখুক জগৎ—
কি হেতু রাক্ষসগণ ভুবন-বিজয়ী।
বুঝুক ভুবন—
কি হেতু রাবণ আছিল দুর্জ্জয় হেন !
সাজ সাজ, আন রে পুষ্পক রথ।
[নিকষা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।
ষা। লক্ষ তারা নহে এক চন্দ্র সম !
লক্ষ পুত্র হত তোর
সেই শোকে যাও বুঝিবারে,
ধরিতে না পার প্রাণ ;
লক্ষ পুত্র মাঝে তোর,
কে তোর শতাংশ ছিল গুণে !
হে বিধাতঃ ! প্রাণ কি কঠিন এত !
...ভাগিনী আমি রোদন করিতে নারি,
হেরি অন্ধকার চারিদিক।
এত দিনে জানিনু যে হায়,
কি কারণে নিকষা রাক্ষসী আমি !
[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

সজ্জা ভূমি।

(মন্ত্রী ও সৈনিকগণ)

মন্ত্রী। সুসজ্জিত লঙ্কাপতি আসিবে এখনি—
মাত রে উল্লাসে সবে,
বাজাও দুন্দুভি, ঘোর শৃঙ্গ ভীমরবে !
সৈ-গ। জয় জয় লঙ্কাপতি !
(রাবণের প্রবেশ)
রাবণ। জিনিয়াছি এ তিন ভুবন
তোমাদের বাহুবলে ; পুনঃ আজি
রণস্থলে
দেখাও সে বীরদাপ।
শমনে দমিতে নারে কেহ ;
বীর কিন্তু নাহি তারে ডরে।
তোমাদের অস্ত্রের প্রভাবে
কে কবে হয়েছে স্থির ?
যদি নর বানর দুর্জ্জয়,
তথাপিও হে বীরেন্দ্রদল, আছে স্থল
প্রকাশিতে নিজ নিজ বাহুবল।
যদি সে দুর্জ্জয় রাম নাহি মানে পরাভব,
তোমাদের দুর্জ্জয় প্রতাপে,
তোমাদের মারিবে জিনিতে।
মরণ-সঙ্কল্প বীরগণে কে কবে জিনেছে
রণে ?
চল ত্বরা,
বীরের বাঞ্ছিত শয্যা আছে পাতা,
হউক রাক্ষসকুল নির্ম্মূল সমরে ;
নহে পুনঃ,
ভুবনবিজয়ী দুন্দুভি নিনাদি
জয় জয় নাদে প্রবেশিব পুরে,

করি অরির শোণিতে
আত্মীয়ের প্রেতাত্মা-তর্পণ।

সৈ-গ। জয় জয় লঙ্কাপতি!

রাবণ। বজ্রদন্ত!
সহ গজসেনা, পূর্ব্বদ্বারে দেহ হানা।
বিশালাক্ষ, রুদ্রমুষ্টি
ভুবনবিজয়ী বীরদ্বয়,
যাও রে পশ্চাতে তার।
উত্তরে, সত্বরে—সহ অশ্বারোহী—
অশ্বমালি দেহ রণ, যথা ভাঙ্গি গুল্মবন
করিয়ে গর্জ্জন কেশরী আক্রমে গজে।
লম্বোদর, খরকর! দোঁহে
হও গিয়া সহায় সমরে।
ক্ষণ প্রভামালা! রথীন্দ্র বেষ্টিত
ঘোর সিংহনাদে আক্রম দক্ষিণ দ্বার।
বিদ্যুজ্জিহ্বা, বিদ্যুন্মালি!
বিদ্যুতের গতি দোঁহে ধাও পাছে।
পদাতিক দলে
পশ্চিম দ্বারেতে প্রবেশিব আমি;
সে ভিখারী,
যোগ্য অরি কি না, দেখিব পরীক্ষা করি,
বিজয়-রাক্ষসগণ বাজাও দুন্দুভি!

সৈ-গ। জয় লঙ্কাপতি! বিনাশিব রাঘবে
সংগ্রামে।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। কটাক্ষে ঈক্ষণ কর প্রাণনাথ
দাসী প্রতি।
কোথা যাও ত্যজি পদাশ্রিতে?

রাবণ। রাণী মন্দোদরি! নহে বীরাঙ্গনা-রীতি
এই—

মন্দো। নাথ! নহি রাণী, নহি বীরাঙ্গনা;—
ছার রাজ্য, ছার সিংহাসন;
সার মাত্র তোমার চরণ-সেবা।
সতী নারী আমি অধিক না জানি,
অধিক না চাহি আর;
[illegible]

ত্যজিও দাসীরে সেই দিন,
যদি কভু যাচি রাজ্যসুখ।

রাবণ। সতী তুমি পতিসেবা তব ব্রত,
তবে কি কারণে আজি নিবার আম[illegible]
বহু দিন অলস এ ভুজ,
রণোল্লাস বহু দিন আছি ভুলে,
সৃজিয়াছ তুমি রণ-ক্রীড়া তুষিতে
আমার
দিবা নিশি, শয়নে স্বপনে,
রণসাধ বিনা নাহি অন্য সাধ রাণী,
স্বর্গ মর্ত্ত ত্রিভুবন ভ্রমিয়াছি আমি
রণস[illegible]
তুল্য অরি মিলেছে ঘরের দ্বারে।

মন্দো। নাথ!
কি কারণে বিক্রমের পরিচয় আজি
যবে দিগ্বিজয়ে করেছ গমন,
পড়িয়া মঙ্গল সাজায়েছি স্বহস্তে তে[illegible]
অশ্রুবিন্দু হের নি নয়নে!
নহে সাধারণ অরি জটাধারী রাম—
শুনেছি রাক্ষসবংশ ধ্বংসের কারণ
অবনীতে অবতীর্ণ আপনি গোলোক[illegible]
নহে কার প্রাণে বানর সহায়ে
আসিত জিনিতে ইন্দ্রজিতে?
হেরি কুম্ভকর্ণ বীরে থাকিত সমরে
[illegible]
পেয়ে সমর-আরতি দম্ভে পশিল সংগ্রা[illegible]
ভুবনবিজয়ী বীরবৃন্দ সিংহনাদে,
সুরবৃন্দ টলিল গগনে,
পদভরে নড়িল বাসুকি শির—
কিন্তু হায় দারুণ রামের বাণ—
প্রাণ লয়ে কেহ না আইল ফিরে।
রণে যেই যায় আর নাহি দেখি তা[illegible]
তাই নাথ কাঁদে পোড়া প্রাণ!
নহি বীরাঙ্গনা আমি,
"অবোধ অধিনী দাসী রাবণের দা[illegible]

পড়িয়াছে অক্ষয়কুমার ইন্দ্রজিত,
ভুলিয়াছি সে দারুণ জ্বালা,
তোমার চরণ সেবি।
ভুবনবিজয়ী তুমি নাথ, তব স্বেচ্ছাধিনী
আমি;
তবু কোন যাচ্ঞা ও পদে
করে নাই কভু রাণী মন্দোদরী!
ভাসি নয়নের জলে পড়ি পদতলে,
যাচি সাপিনী-রূপিণী সীতা।
রাজধর্ম্মে সুপণ্ডিত তুমি,
নাহি লাজ রমণীর যাচিতে প্রণয়,
সতীর সর্ব্বস্ব ধন পতির নিকটে।
তোমার কৃপায় লঙ্কার ঈশ্বরী আমি,
সুন্দরী রমণী
আমার সম্মুখে কি হেতু অশোক বনে?
রাবণ। সকলি জেনেছি, সকলি বুঝেছি,
অধিক বুঝাবে কি বা রাণী মন্দোদরি?
জানিয়াছি রক্ষোবংশ ধ্বংস এত
দিনে;
কিন্তু ছার প্রাণ হেতু
মান বিসর্জ্জন কদাচন করিব না!
দর্পে লঙ্কা ত্রিভুবন পূজ্য, দর্পে হবে ক্ষয়
এ কথা নিশ্চয় জানি চিরদিন আমি।
নিজ শির ছেদি নিজ করে
যাচিনু অমর বর ব্রহ্মার চরণে,
বিরিঞ্চি বঞ্চনা করিল অধীনে,
না দিল অমর বর;
ক্ষোভ নাহি তাহে,
মরিয়ে অমর আমি হ'ব মন্দোদরি।
প্রকারে হইব মৃত্যুঞ্জয়! দেখিবেন
মৃত্যুঞ্জয় পদ্মযোনি কেশব বাসব,
ভূচর খেচর জলচর আদি—
পুনঃ কহি, মরিয়ে হইব মৃত্যুঞ্জয়।
সতী তুমি,
যবে অনন্ত শয়নে এ দেহ হইবে শায়ী,
জুড়াও প্রাণের জ্বালা শুয়ে মম পাশে;
সমদর্পে জীবনে মরণে,
করিব বিহার দুইজনে!
মন্দো। হায়! অভাগিনী আমি—
রাবণ। অভাগিনী তুমি?
পতিভাগ্যে ভাগ্যবতী নারী।
খুঁজে দেখ এ তিন ভুবন,
কেবা আছে ভাগ্যবান্ মম সম।
যোগে যোগী যে চরণ ধ্যান করে,
দিবানিশি যার গুণগান
করে পঞ্চানন পঞ্চাননে,
ব্রহ্মা যারে নাহি পায় ধ্যানে,
সে অখিলপতি,
ব্রহ্মসনাতন রাজীবলোচন,
ধ্যানে জ্ঞানে হেরিছেন মোরে!
জীব মাত্র বহে দেহভার,
এ সংসারে মৃত্যুর অধীন সবে;
কিন্তু হেন মৃত্যু কে কবে লভেছে
ভূমণ্ডলে!
এসেছেন গোলোকের পতি
সহি জঠর-যন্ত্রণা, বহি দেহভার,
ছার রাবণ-সংহার হেতু,
আত্মীয় স্বজন
পড়িয়াছে যে যে কাল রণে,
অশরীরী বাক্যে সবে কর উত্তেজনা!
কভু ক'রনা ধারণা,
ভয়ে রণে ক্ষমা দিবে লঙ্কাপতি!
শুনিয়াছি ভৃগুরাম পরাভব রাম ভুজ-
তেজে,
সে ভুবন-পূজ্য রঘুবীর
হবেন যশস্বী যুঝিয়া আমার সনে!
নেপথ্যে। "জয় জয় লঙ্কাপতি"
শুন সিংহনাদ! বিলম্ব সহে না আর—
বিদায় এখন,—যদি সাধ থাকে মনে,
গোলোকে পুলকে আবার মিলিব
দোঁহে—
আন রথ সত্বর সারথি।

দেখাইব বাহুবল---
প্রচার করিব ভূমণ্ডলে
কোন্ দর্পে দর্পী লঙ্কেশ্বর,—
কি বা দর্পে যম করে ডর,
কি বা দর্পে অরুণ দুয়ারে দ্বারী,
কেন সহস্র লোচন, সহ দেবগণ,
কাঁপে ডরে,
শুনি রথের ঘর্ঘর ঘোর ধনুর টঙ্কার।
হে বাহু! তুলিয়াছ কৈলাস পর্ব্বত,
আদ্যাশক্তি সহ পঞ্চানন মহাদেব
বিরাজিত যথা,
বীর-দর্পে ধর ধনু,
যদি ছিন্ন হও রামের সমরে,
তথাপি ত্যজ না মুষ্টি।

[প্রস্থান।

মন্দো। দেব দিগম্বর! দেখ চেয়ে দাসী প্রতি,
দিয়েছিলে সকলি দাসীরে,
লয়েছ সকলি ফিরে,
আছে মাত্র কপালে সিন্দুর;
রেখ মনে বিশ্বনাথ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—ঃ*ঃ—

প্রথম দৃশ্য।

—ঃ*ঃ—

শিবির।

(রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, ইন্দ্র ও ব্রহ্মার প্রবেশ।)

রাম। সফল জীবন মম;
সহস্রলোচন অতিথি কুটীরে,
পদ্মযোনি প্রণমি চরণে,
প্রণাম ব্যতীত ভিখারীর কি আছে, জগতে
তব যোগ্য, সৃষ্টির ঈশ্বর।

ব্রহ্মা। আপন বিস্মৃত তুমি ব্রহ্ম সনাতন,
সে কারণ, ইন্দ্রের আদেশে
আসিয়াছি লঙ্কাপুরে।
সাজিছে রাবণ রণে;
যেন না হও বিস্মৃত
জনক নন্দিনী সীতা রাবণের ঘরে,
শক্তিশেল লক্ষ্মণের বুকে,
অলঙ্ঘ্য সাগর পরেছে বন্ধন;
প্রাণ দেছে অসংখ্য বানর জয়রাম নাদে
উদ্ধারিতে সীতাদেবী,
কাঁদে গৃহে তাদের প্রেয়সী;
ভুল না ভুল না, ত্যজ না হে ধনুর্ব্বাণ,
রাক্ষস-মায়ায়, মায়াময়!
যদি তব শরে সকরুণ স্বরে
রাবণ করে হে স্তুতি,
রেখ মনে হে অখিলপতি,
সকাতরে ব্রহ্মা যাচে রাবণ-নিধন।
রাজীবলোচন! দেখ হে ইন্দ্রের সাজ,
নহে দেবরাজ, আজ মালাকর!
নন্দন কাননে ফুল চয়ি,
নিজ হাতে গাঁথে মালা রাবণে পরাতে।

রাম। অপরাধী হে বিরিঞ্চি! ক'র না আমায় আর;
কি সাধ্য আমার ক্ষুদ্র নর আমি,
তুষিব তোমারে দেবরাজ!
দুর্জ্জয় রাক্ষসকুল,
তবে যে স্বদলে আজও রয়েছি জীবিত,
সে কেবল তব আশীর্ব্বাদে,
দেবের চরণ ধ্যান বিনা
নাহি অন্য বল মম,
দুর্ব্বলের বল
কি আছে এমন আর এ সংসারে।

তব আশীর্ব্বাদে,
অবশ্য নাশিব রণে লঙ্কার অধিপে।
ওহে পদ্মযোনি কমণ্ডলু-পাণি!
নিজ কার্য্য সাধিবে আপনি,
নিমিত্ত মাত্র আমি র'ব ধনুর্ব্বাণ হাতে।
ভূমণ্ডলে হেন সাধ্য কার,
হরে দেব-ভার দৈব-বল বিনা;
দেব কার্য্য কে পারে সাধিতে
নহে যেই দেবের আশ্রিত
সুপ্রসন্ন হও হে নলিন!
তবে বরে রাবণ দুর্জ্জয়,
দেহ বর দাসে,
উদ্ধারি দুঃখিনী জনক-নন্দিনী সীতা।
ইন্দ্র। গর্জ্জিছে রাক্ষস ঠাট শুন দয়াময়!
প্রলয় উথলে যেন:
ধর ধনুর্ব্বাণ, হও আগুয়ান রণে,
বিকম্পিত বসুধরা কর তারে স্থির।
ব্রহ্মা। এবে বিদায় হইনু প্রভু!
রাম। করুন কল্যাণ, হ'ক রণজয়ী দাস।
ব্রহ্মা। স্বস্তি!

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। ঘুচাও বাসবত্রাস আজিকার রণে,
ওহে পীতবাস বৈকুণ্ঠ বিহারি!

[প্রস্থান।

(সুগ্রীবের প্রবেশ)

সুগ্রীব। রাজীব-লোচন,
আজিকার রণে ঠেকেছি বিষম দায়!
যথা বহ্নি দহে তুলা-রাশি,
বাণানলে দহিছে রাক্ষস বানর দলে,
নল নীল অঙ্গদ প্রভৃতি,
বিশাল বিক্রম বীর হনুমান,
অচেতন সবে দারুণ রাবণ শরে!
হের মম বক্ষে লক্ষ বাণ,
নয়ন মেলিতে নারি,
বধির শ্রবণ শুনি ভৈরব গর্জ্জন;
পড়িয়াছে অসংখ্য বানর
রথের ঘর্ঘর-নাদে;
চারিদিক অন্ধকার বাণে,
বিজলী সমান চমকিছে রথখান,
কভু বা দক্ষিণে, কভু বামে,
না পারি লক্ষিতে যুঝে বেটা, কোথা
হতে;
সহস্র রাবণ জ্ঞান হয় রঘুপতি!
হের রঘুবীর,
প্রলয়ের তম ঘেরিয়াছে রণস্থল
রুদ্ধ চন্দ্র সূর্য্য পবন গমন,
কভু দীপ্ত সে ঘোর তিমির বাণের
অনলে,
কোটি বজ্রনাদে টঙ্কারে ধনুক রক্ষঃ,
কে জানিত রাবণ দুর্জ্জয় হেন!
রাম। স্থির হও মিত্রবর,
কুম্ভকর্ণে তুমি জিনিয়াছ রণে,
কি কারণে আপন বিস্মৃত আজি?
লক্ষ্মণ দেহ পদধূলি প্রভু নাশি রক্ষঃশ্বরে।
রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ কি কায অসাধ্য তব!
বধিয়াছ ইন্দ্রজিতে নিজ ভুজ-তেজে,
এবে বিষহীন ফণি দশানন;
ছিল ইন্দ্রজিত দুর্দ্দম জগতে,
দেব ভীত মানিত সতত,
শুনি যার ধনুকটঙ্কার,
হইয়াছি সে সাগর পার তোমার সহায়ে,
এবে এ গোখুর জলে নাহি ডরি।
পড়ে মনে ভাই রে লক্ষ্মণ,
যবে মায়ামৃগ বধি ফিরি পঞ্চবটী বনে,
হেরি শূন্য নিকেতন,
'হা সীতা' বলিয়া হয়েছিনু অচেতন,
পড়ে মনে সীতার উদ্দেশে, কিরাতের
বেশে,
নয়নসলিলে ভাসি ভ্রমণ বিপিনে।
পড়ে মনে অচেতন প্রায়,
পর্ব্বত পাষাণে, স্থাবর জঙ্গমে,

তরুগুল্মলতা আদি সুধিয়াছি একে একে,
কোথা মম প্রাণের পুতলি সীতা!
পড়ে মনে পিতৃসখা জটায়ু নিধন;
পড়ে মনে ভাই রে লক্ষ্মণ,
বালির নিধন চোরাবাণে।
পড়ে মনে তারার রোদন সাগর বন্ধন,
নাগপাশ পড়ে মনে;
পড়ে মনে ইন্দ্রজিত শরে,
চারিদ্বারে অচেতন বানর কটক।
জ্বলে হৃদে অনল সমান
তোর বুকে শক্তিশেল!
পাইয়াছি তারে, যার তরে সহিয়াছি
এত,
সেই অরি সম্মুখ সমরে;
ভাই রে লক্ষ্মণ!
প্রাণের দোসর ভাই, দেহ ভিক্ষা
নিভাইব দুখানল রাবণ-শোণিতে!
মিত্রবর ফিরাও কটকে,
পর্ব্বত উপরে বসি সবে দেখ সুখে,
পতঙ্গের প্রায়,
পুড়াইব শরানলে দুষ্ট দশাননে।
করিয়াছ বড় রণ-শ্রম সবে
আমার কারণে,
মরিয়াছে অসংখ্য বানর মোর লাগি,
তোমার আশ্রয়ে জানি নাই দুঃখ লেশ,
ক্ষত্রবংশোদ্ভব আমি,
পরীক্ষিতে বাহুবল উচিত আমার।

[প্রস্থান।

বিভী। সংহার মুরতি আজি ধরেছেন প্রভু,
রাক্ষসকুলের অরি;
কার সাধ্য রক্ষে দশাননে!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

রণস্থল।

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু। রণভঙ্গ না দেহ বানর!
ফের ফের যুবরাজ,
এ কি লাজ, ধাইছে রাক্ষসদল
পাছু পাছু ধর ধর রবে,
আমরা সকলে শ্রীরামের দাস,
কলঙ্ক রটিবে রামনামে,
যদি কোনবারে বিমুখে সমরে
ছার লঙ্কার রাক্ষস!
দেখ চাহি বক্ষঃস্থলে মম, রুধিরপ্রবাহ,
কাতর নহিক আমি,
বীরের ভূষণ অস্ত্রলেখা,
জয় রাম নাদে বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে
বিনাশিব রাঘবারি,
পড়িবে রাক্ষসকুল আমার প্রতাপে,
কদলী যেমতি বাতে,
চল পুনঃ জয় রাম নাদে,
শমন প্রতাপে পশি রণে—

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। শাখামৃগ, এখন সমর-সাধ—
হনু। রে মূঢ়! হের মম বজ্রের নিন্দিত তনু
সীতার প্রসাদে, কে কবে আহবে
পরাভবে রঘুদাসে!

(রামের প্রবেশ)

রাম। ক্ষান্ত হও হনুমান,
করেছ অনেক শ্রম মোর হেতু বাছাধন,
দেখাবে রাবণে মোরে আছিল প্রতিজ্ঞা
তব,
সে প্রতিজ্ঞা তুমি করেছ পালন বীরবর;
এবে ঘুচাই মনের জ্বালা

স্বহস্তে কাটিয়া অরি শির,
পূরাও বাসনা বৎস!
ক্ষমা দেহ রণে।

ণ। রে মূঢ় তপস্বী ভণ্ড,
এই তোর বীরপণা!
ধারণা কি মনে তোর,
বনের বানর পরাজিবে রাবণেরে?
ভীরু তুই আছিলি পশ্চাতে!

রাম। কি কাজ হে বৃথা বাক্যব্যয়ে,
লঙ্কেশ্বর!
ভুবনবিজয়ী তুমি এই দম্ভ মনে,
দেখ এবে মানবের ভুজবল;
ছিলি লুকাইয়ে প্রাণভয়ে এত দিন,
ক্ষুদ্র জীবে পাঠায়ে সমরে;
দেখ রে দেখ রে চেয়ে দেখ রে পামর,
দেখ চেয়ে রণস্থল,
চারিদিকে আত্মীয় স্বজন তোর
শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য,
আপন লাঞ্ছনা করিয়াছি কত শত
হানি অস্ত্র হীন বীর্য্য জনে।

ণ। হীনবীর্য্য আমার আত্মীয়!
বিধাতা বিমুখ মোর প্রতি,
তাই তুই ভণ্ড জটাধারী
রয়েছ জীবিত আজি;
হয় কি স্মরণ নাগপাশের বন্ধন?
হীনবীর্য্য আত্মীয় আমার
দিয়েছিল রণে হানা!
পড়ে কি রে মনে শক্তিশেল?
ভক্তের প্রসাদে
পাইয়াছ প্রাণদান বার বার;
ধিক্ তোরে! নহে এতদিনে
গৃধিনী-জঠরে থাকিত তোমার চক্ষুদ্বয়;
হীনবীর্য্য কহিস্ কাহাকে মূঢ়?
কোন রক্ষঃ রথী
তুমি বধিয়াছ নিজ ভুজ-তেজে?
মূঢ়, ভাই মোর রাজ্যলোভী বিভীষণ
মিলিয়াছে তোর সনে,
তাই তোর এত অহঙ্কার!
কিন্তু আজ নাহিক নিস্তার মোর হাতে।

রাম। রে পতঙ্গ পুড়ে মর শরানলে।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—:০:—

ইন্দ্রসভা।

গীত।

রাগিণী দেশ—তাল কারফা।

অপ্সরীগণ।

সুধা পিও পিও সখি প্রাণ ভরে।
হের ঝর ঝর মধু ঝরে॥
ভাবে ঢল ঢল, ঢল নেচে চল,
পর ফুলহার, পর থরে থরে॥

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। নাহি জানি কি সাহসে রয়েছ বাসব,
গীতনাট্য কর সবে,
সৃষ্টি নাশ হবে আজি রণে!
কোটি অক্ষৌহিণী ঠাট পড়িলে সমরে,
নাচে রণস্থলে কবন্ধ,
কোটি অক্ষৌহিণী কবন্ধ নিধনে
জয় ঘণ্টা বাজে রামের ধনুকে;
সেই ঘণ্টারব
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ সপ্ত দিন আজি,
জল স্থল ব্যোমদেশ বাণে আবরিত
নাহি চলে চন্দ্র সূর্য্য,
না পারে সহিতে ভার ধরা,
রাবণে নাশিতে বিভীষণ-উপদেশে
বিশ্ব-বিনাশক শর ধরেছেন রঘুবীর,
মরিবে না রাবণ সে শরে,
বিফল হবে না বাণ,
বিশ্বনাশ হইবে সত্বর!

রজোগুণে তমোগুণে,
বড়ই বিষম রঘুনাথ,
মাতি রক্ষঃ-রণে
ভুলেছেন আজি সৃষ্টির পালন ভার ;
হের দেখ দীপ্ত রণস্থল,
প্রলয় অনলে যেন,
ধূর্জ্জটির বরে
পেয়েছে দুর্জ্জয় জাঠা দশানন,
অস্ত্র-শ্রেষ্ঠ পাশুপত হীন যার তেজে,
বধির হইল কর্ণ অস্ত্রের আরাবে,
ত্যজেছে রাবণ জাঠা,
নাহিক সংশয় হইল প্রলয়,
ত্যজেছেন রঘুনাথ শর,
নাহি জানি কি হয় কি হয়
অস্ত্র-দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে এবে ;
পালাও সত্বর দেবরাজ,
নহে সহিত অমর
হবে ভস্মরাশি অস্ত্রানলে !
চেয়ে দেখ কোটি কোটি ভানু-তেজে
দীপিতেছে অস্ত্রদ্বয়,
নাহি পাবে নিস্তার শমন,
তমোগুণ প্রদীপ্ত অনলে।

সকলে। প্রলয়, প্রলয়, মহাকাল সন্নিকট
আজি।

[ব্রহ্মা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ব্রহ্মা।

রাখ মা তারিণী, প্রলয়-বারিণী,
ব্রহ্মসনাতনী জগত-জননী।
দিয়ে সৃষ্টিভার, কর' না সংহার,
এলোকেশী উমা উমেশ-ঘরণী ॥
শ্যামা নিস্তারিণী, মহিষ-মর্দ্দিনী,
বরাভয়-করা অভয়দায়িনী।
ত্রৈলোক্য-শুভদে, তার মা বরদে,
মাতঙ্গী মোক্ষদে জগতপালিনী ॥
কোটি ব্রহ্ম পায়, বিষ্ণু ব্যাপ্তি কায়,
কারণ সলিলে, নিত্য সৃষ্টি লীলে
মৃত্যুঞ্জয় হৃদি চিরবিহারিণী ॥

দৈববাণী। হর নিজ তেজ পদ্মযোনি!
নহে রাবণ-নিধন
দেবের অসাধ্য জেনো স্থির,
এইমাত্র উপায় রক্ষিতে বিশ্ব।

(মহাদেবের সহিত প্রমথগণের গা[ন]
করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী সারঙ্গ—তাল তেওরা।

দেও দেও ডিমি ডম্বুর তাল।
দেও তাল করতাল বেতাল তাল মিলি [...]
শক্তির সাধন, গুণ-কীর্ত্তন গান, তোল [...]
গভীর সাগর, ভূধর কম্পিত থর থর
ভব ভোম শিঙ্গা ঘোর বোলে,
বববোম্ বববোম্, বোমবববোম্ বোল।
গালে বো[...]

ব্রহ্মা। রক্ষ বিশ্ব বিশ্বনাথ! পালন কারণ
জনার্দ্দিন সংহার মগন আজি।

মহা। বিরিঞ্চি বেসো না ভয়,
এস দোঁহে করি আদ্যাশক্তি উপাসন
সেই শক্তি-বলে এ বাণ-অনলে,
রবে রবে সৃষ্টি,
নাহি নাহি নাহিক সংশয়।

[দেও দেও ডিমি ইত্যাদি গান করিতে ক[...]
সকলের প্রস্থ[...]

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থলের এক পার্শ্ব।

(হনুমান, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব ইত[...]

হনু। হও স্থির কপিগণ,

লক্ষ্মণ। নিশ্চয় রাবণ নিধন হইবে রণে।
সুগ্রী। কিন্তু বিশ্ব যাবে রসাতলে।
বিভী। রক্ষ রক্ষ ঠাকুর লক্ষ্মণ
ছুটিতেছে শরানল চারিদিকে।
লক্ষ্মণ। কি ভয় হে রক্ষবর!
স্থির হও কপি সবে,
অসংখ্য সমরে
সিংহনাদে হইয়াছ রক্ষজয়ী.
যুঝিছেন আপনি শ্রীরাম,
হেথায় নাহিক রণ,
তবে কি কারণে চঞ্চল কটক হেরি?
হনু। রক্ষা কর নিজ নিজ থানা কপিগণ,
ঠাকুর লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ করে
রক্ষিবেন মো সবারে।
বিভী। হে প্রভু,
বিশ্ব-বিনাশন শেল
তুলিয়াছে হাতে দশানন.
বিশ্ব-বিনাশিনী নিস্তারিণী পূজে
পাইয়াছে অস্ত্র রক্ষঃ।
লক্ষ্মণ। চেয়ে দেখ রক্ষঃশ্রেষ্ঠ,
আপনি চামুণ্ডা দিয়াছেন খড়্গ রঘুনাথে,
খড়্গের প্রভাবে শেল ভস্মরাশি,
জয়রাম নাদে গর্জ্জে কপিগণ,
হের দেখ রক্ষঃশির পতিত ভূতলে;
জয় রাম!
একি কাটা মাথা লাগে জোড়া!
কাল-চক্র শরে
অবশ্য বিনাশ হইবে দশানন,
গর্জ্জে অস্ত্র মহাকাল তেজে,
জয় রঘুপতি ভূপতিত দশানন!
বড়ই দুর্ব্বার বেটা যোঝে আর বার।
দেখুন ঠাকুর লক্ষ্মণ চেয়ে,
.ল নীলানল অস্ত্রমুখে,
ভিচির হয়েছে রাবণ,
য় রঘুপতি!
একি অর্দ্ধ অঙ্গ লাগে যোড়া।

সুগ্রী। দেখ শালবৃক্ষ সম
ডানি হস্ত কাটি পেড়েছেন রঘুনাথ।
বিভী। হবে না রাবণ নিধন,
দেখ হস্ত লাগিয়াছে যোড়া,
ব্রহ্মাবরে প্রকারে অমর লঙ্কেশ্বর;
পঞ্চানন আপনি আসিয়া
কুড়াইয়া হস্ত পদ শির,
মৃত্যুসঞ্জীবনী শক্তি তেজে দেন প্রাণ দান,
দ্বিগুণ প্রভাবে যোঝে পুনঃ দশানন।
হনু। যা থাকে অদৃষ্টে আজি
পরীক্ষিব বাহুবল,
স্মরি রাম নাম,
বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে করিব রাবণ-শির চূর।
[হনুমানের প্রস্থান।
লক্ষ্মণ। স্থির হও স্থির হও বীরবর,
বীর্য্য তব ব্যাপ্ত চরাচরে,
অকারণ কেন রণশ্রম!
হও কপিসেনা আগুয়ান হও রণে,
হনুর সহায়ে,
চল পুনঃ মাতিব সমরে।
সকলে। পশিব সমরে পুনঃ যায় যাবে প্রাণ।
[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থল—অপর পার্শ্ব।

(রক্ষঃ সৈন্যগণ)

১ম রাক্ষ। গর্জ্জি কপিসেনা পুনঃ পশিয়াছে রণে,
শার্দ্দূল বিক্রমে কর আক্রমণ সবে,
যেন প্রাণ লয়ে ফিরে নাহি যায় এক কপি।
২য় রাক্ষ। হা ইন্দ্রজিত!
৩য় রাক্ষ। হা কুম্ভকর্ণ শূর!

সকলে। জয় লঙ্কাপতি দশানন !

(রাম সৈন্যগণের প্রবেশ)

রাম-সৈ। জয় রাম !

(উভয় দলের যুদ্ধ।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থল।

(রাম ও রাবণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ)

রাম। কর রে শমন দরশন—

(রাবণের মূর্চ্ছা।)

এই মুখে হারালি জানকী !
দিতেছি জীবন দান, ফিরে দেহ সীতা।
ভুবন ঈশ্বর লঙ্কেশ্বর তুমি,
কিসের বিবাদ তব ভিখারীর সনে ?
নহি কোন দোষে দোষী আমি
মম প্রাণের পুত্তলি সীতা
কেন রাখ বাঁধি অশোক কাননে ?
আজ্ঞা কর অনুচরে আনিতে সীতারে,
সুখে থাক লঙ্কাপুরে আশীর্ব্বাদ করি।

রাবণ। সাগর ভূধর তরুবর,
স্থাবর জঙ্গম ভুজঙ্গম বিহঙ্গম আদি,
বিরাজিত প্রতি লোমকূপে,
ভৃগুপদ চিহ্ন বক্ষঃস্থলে ;
নিরুপম শ্যাম কান্তি,
শ্রীচরণে পতিত-পাবনী গঙ্গা !
ওহে প্রভু দয়াময়,
কর কর অস্ত্রাঘাত,
ত্যজিয়া রাক্ষস-বপু,
পুলকে গোলোকে চলে যাই !
জনার্দ্দন পালন তোমাতে,
ভগবন্ করুণানিধান,
কর ত্রাণ অভাগা রাক্ষসে
অন্তিমে হে অন্তক-অরি,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ;
দেহ শ্রীচরণ ব্রহ্মরন্ধ্রে,
এ তাপিত প্রাণ
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি লয় হ'ক রাঙ্গাপদে
পতিতপাবন তার হে পতিতে,
ভক্তি-স্তুতি-বিহীন এ মূঢ় জনে,
অগতির গতি বিশ্বপতি বিশ্বনাথ,
হে মুরারি পঙ্কঃ-অরি,
দাও দাসে শ্রীচরণে স্থান।

(লক্ষ্মণ, হনুমান ও সুগ্রীবের প্রবে

লক্ষ্মণ। এইবার নিস্তেজ পামর,
বধুন বধুন প্রভু !

রাম। অবোধ লক্ষ্মণ,
পরম ভকত মম লঙ্কা-অধিপতি,
হায় হেরি এ দুর্গতি তার,
বিদরে আমার হিয়া !

লক্ষ্মণ। কেবা ভক্ত তব দয়াময় ?
এখনি পুনঃ উঠিবে রাক্ষস,
ব্রহ্মঅস্ত্রে করুন সংহার।

রাম। জান না বিশেষ তত্ত্ব বালক লক্ষ
বধিলে রাবণে,
বল রাম নাম কেবা লবে এ জগতে
ভক্ত পিতা মাতা মম, ভক্ত মম প্রা
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া
ভক্তের কোমল কায় করিয়াছি অস্ত্রা
অস্ত্র স্পর্শ না করিব কভু ;
দারুণ প্রহার
সহিয়াছে কত লঙ্কা অধিকারী।
ছার রাজ্য ধন, ধিক্ ধিক্ সীতা !
হেন ভক্তে প্রহারিনু সীতা লাগি,
রটিল কলঙ্ক নামে,

ফুটিলে কণ্টক মম ভক্তের চরণে,
শেল সম বাজে হৃদে !
ওঠ লঙ্কেশ্বর,
অক্ষয় শরীরে ভোগ কর লঙ্কাসুখ,
কাজ নাই সীতা, ফিরে যাই বনবাসে।

রাবণ। (স্বগত) শুনিয়া মিনতি রঘুপতি
করেছেন দয়া ;
এ রাক্ষস-দেহ-ভার কত দিন ব'ব আর,
করি কটুবাক্যে উত্তেজিত রোষ।
(প্রকাশ্যে) রে ভণ্ড তপস্বি জটাধারি
রাম !
পূজিলাম ইষ্টদেবে,
ভয়ে অস্ত্র তেয়াগিয়া জানাও মাহাত্ম্য
নিজ ?
যদি তুই ব্রহ্মসনাতন,
বাকল বসন কেন তোর ?
যদি তুই রমেশ,
পামর কিরাতের বেশে, দেশে দেশে
কি হেতু ভ্রমিস্ তুই ?
কপট তপস্বি,
আজ রক্ষা তোর নাহি মোর হাতে।

রাম। একান্ত কি ইচ্ছিলি মরণ ?
[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। ধন্য মায়াধর নিশাচর !
পরম দয়াল রাম,
ভাগ্যে তুষ্ট সরস্বতী
বসিল আসিয়া রাবণের কণ্ঠদেশে,
নহে আজি ঘটিত বিষম,
ত্যজি ধনুর্ব্বাণ রঘুমণি
পশিতেন পুনঃ বনে,
নাহি হ'ত রাবণ সংহার,
সীতার উদ্ধার না হ'ত কভু।
জয় রাম—
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০:০—

(মন্ত্রী ও সৈন্যগণের দ্বারা বেষ্টিত
রাবণ অচেতন)

মন্ত্রী। উঠ উঠ লঙ্কেশ্বর,
কেন সম্মুখ সমরে অচেতন আজি !
ধর পুনঃ ধনুর্ব্বাণ,
বধিয়ে বানর নরে রাখ লঙ্কাপুরী,
ঘুচাও হে বিধবা-রোদন !

রাবণ। (চেতনা প্রাপ্ত হইয়া স্তব)
জয় দুর্গতি-নাশিনী, দামিনী-হাসিনী,
দুর্জ্জন-ত্রাসিনী মুক্তকেশী।
জয় গিরিশ-নন্দিনী, গিরীশ-বন্দিনী,
গিরিশ-মোহিনী ঘোরবেশী ॥
জয় ভৈরবী ভীষণা, দেবী শবাসনা,
লক্ লক্ রসনা দিগঙ্গনা।
জয় নৃমুণ্ড-মালিনী, শিশু-শশি-ভালিনী,
ত্রিশূল-চালিনী রণাঙ্গনা ॥
জয় যোগিনী-সঙ্গিনী, জয় রণ-রঙ্গিণী,
ভব-ভয়-ভঙ্গিনী ভয়ঙ্করী।
জয় ভবেশ-ভামিনী, তমোময়ী কামিনী,
যামিনী-রূপিণী শুভঙ্করী ॥
জয় মৃত্যুঞ্জয়-জায়া, দেহি পদছায়া,
রক্ষ মহামায়া দীন জনে।
জয় মৃগেন্দ্র-আসনা, পূর হৃদি বাসনা,
পদ্মাসনা দেহি কৃপাকণা ॥

(কালীর সহিত যোগিনীগণের গান করিতে
করিতে প্রবেশ)

যোগি। (গীত।)

রাগিণী পাহাড়ী পিলু—তাল খেম্‌টা।

রাঙ্গা জবা কে দিলে তোর পায় মুটো মুটো।
দে না মা সাধ হয়েছে, পরিয়ে দে না মাথায়
দুটো। ॥

মা বলে ডাকবো তোরে, হাততালি দে
নাচবো ঘুরে,
দেখে মা নাচাব কত, আবার বেঁধে দিবি
ঝুঁটো ॥

কালী। মা ভৈঃ! মা ভৈঃ!
হও রণজয়ী, কি ভয় তোমার আর,
এ তিন ভুবনে আর কার প্রাণে
হবে আগুয়ান রণে তোর,
রক্ষিব সমরে আমি তোরে;
হবে মৃত্যুঞ্জয় রণে ক্ষয় আজি
যদি শূলী পশেন সংগ্রামে;
ত্রৈলোক্য উপর হবি রাজ্যেশ্বর
পুনঃ রে ভকত মম;
সুখে সীতা লয়ে কর কেলি চিরদিন।
আছি বহুদিন রণরঙ্গ ভুলে,
আমি করিব প্রলয়, হবে বিশ্বক্ষয়,
দিনু বরাভয় তোরে।
পুনঃ রণ-মাঝে দৈত্য-বিনাশিনী-সাজে
নাচিব রে তোমারে লইয়ে কোলে।

যোগি। মা ভৈঃ মা ভৈঃ!

(রাবণকে ক্রোড়ে লইয়া কালীর উপবেশন)

যোগিনীগণের গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল খেম্‌টা।

সকলে। কেঁদেছি আপন দোষে,
বেজেছে মায়ের প্রাণে।
মা বলে আয় রে কোলে,
মুখ মুছায়ে কোলে টানে ॥
পেয়েছি অভয়ারে,
আর কি রে ভয় করি কারে,
মা বলে' বারে বারে,
চেয়ে রব চরণ পানে ॥

রাবণ। মা ভৈঃ মা ভৈঃ!
চল পুনঃ রণে রক্ষসেনা,
রক্ষিবেন আপনি শঙ্করী।

সকলে। জয় জয় ব্রহ্মময়ী শ্যামা!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—ঃ০ঃ—

রণস্থল।

(রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণ
ইত্যাদি দণ্ডায়মান)

রাম। হের মিত্র,
ঘোর সিংহনাদে পুনঃ
পশিছে সমরে লঙ্কানাথ;
বাম অঙ্গ মম, কাঁপে ঘন ঘন,
ধনু-মুষ্টি নহে দৃঢ়।
তিষ্ঠ সবে সাবধানে,
যা থাকে কপালে, হই অগ্রসর,
মরি কিম্বা মারিব রাবণে।

[প্রস্থান

লক্ষ্মণ। এ কি! ঘোর বিজলির ছটা,
উজলিছে রক্ষঃসেনা,
নৃত্যকালী হাসি সম
নিবারে আঁধার ঘোর!
টলমল ক্ষিতি, রক্ষঃদল পদ-ভরে;
কাঁপে হিয়া দুর্‌ দুর্‌,
বুঝি বা বিপদ কোন ঘটে অকস্মাৎ।
উল্কাপাত, রক্তবৃষ্টি বিনা মেঘে,
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ;
স্তম্ভিত প্রকৃতি, স্তম্ভিত জলধি,
ঘোর তম-রাশি ঘেরিতেছে চারিদিকে;
ঘোর নাদে নিনাদিছে কে বা
কর্ণ মম বধির যে রবে;
শঙ্খের নিনাদ—রথের ঘর্ঘর—
তূর্য্যধ্বনি—দুন্দুভি আরাব—
ঘোর সিংহনাদ—অনন্ত নাগিনীত্রাস—
কোটি বজ্রনাদে, কোটি কোটি ধনুক-
টঙ্কার—
অরিঘ্ন বাণের গর্জ্জন;
শুনেছি এ সব লক্ষ লক্ষ,

লক্ষ লক্ষ রক্ষ রণে ;
কিন্তু কভু হৃদিকম্প হয় নি আমার ;
না জানি, কি মহাশক্তি তেজে
তেজস্বী রাক্ষস-চমূ !
স্থির নহে প্রাণ মম ডরে।

(রামের প্রবেশ)

রাম। যাও ফিরে, যাও রে লক্ষ্মণ অযোধ্যায়
সঙ্গে লও মিত্র বিভীষণে ;
কিষ্কিন্ধ্যায় পালাও সুগ্রীব মিতা ;
পর্ব্বত পাষাণ ত্যজি হনুমান দেহ রড়,
নাহিক নিস্তার কারো ;
আপনি মা নিস্তারিণী,
সংহার রূপিণী বেশে,
নাচিছেন রণমাঝে,
ডাকিনী হাকিনী সাথে !
কে পাবে উদ্ধার আ'জ তারার সমরে,
মৃত্যুঞ্জয় যার পদ-ভরে অচেতন !
হের দূরে,
তিমির-রূপিণী নাচিতেছে,
দুলায়ে ভীষণা বিস্তার রসনা ;
ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, মহা বহ্নি ভালে !
পালাও সত্বর, আমি একেশ্বর রহি রণে,
করালবদনী পদে, অর্পিব এ পোড়া
প্রাণ।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। রণ ত্যজি রঘুমণি পালাও সত্বর
কেন পুড়ে মর, পতঙ্গের প্রায়,
চামুণ্ডার খড়্গ-অগ্নি তেজে।

[সকলের প্রস্থান।

(কতিপয় রাক্ষস ও যোগিনীর প্রবেশ)

গীত।

রাগিণী বাহার—তাল মৎ।

মা আমার ভক্ত বই আর জানে না,
হৃদয় খুলে ডাক্ মা বলে,
পুরবে মনের বাসনা।
মা বলে থাক্‌লে পরে,
তাপিত প্রাণে বারি ঝরে,
প্রেমময়ী প্রেমের ভরে,
ডাক্‌ছে রে ভাই শোন না ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—:০:—

সমুদ্র তীর।

(রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ ও অন্য অন্য নেতৃপতিগণ দণ্ডায়মান)

রাম। শত জন্মে, শুধিতে নারিব
তব ভ্রাতৃ প্রেম-ঋণ,
জন্মের মতন করি আলিঙ্গন তোরে।
আমা বিনা হনু, কিছু নাহি জানে
এ সংসারে আর, লহ, সঙ্গে তারে ;
মোসবারে প্রাণদান দেছে বার বার
রেখো মনে।
হনুমান, নাহি অন্য সাধ তব মনে ;
আমার কারণ,
করিয়াছ বহু শ্রম বাছাধন,
প্রাণ কাঁদে হনু, তোর তরে,
কি দিয়ে শুধিব তোর ধার !
আছিল বাসনা, মিত্র বিভীষণ !
স্বর্ণ-লঙ্কা সিংহাসনে হেরিব তোমায় ;
কিন্তু হায় ! বিধাতা বিমুখ,
সাধে বাদ সাধিলেন তারা ;
নাহি জানি, জননীর পায়,
কোন্ অপরাধে, অপরাধী দাস।
যাও ফিরি
কিষ্কিন্ধ্যানগরে, কিষ্কিন্ধ্যা ঈশ্বর,
বিশৃঙ্খল নব রাজ্য তব ;
কভু মিতা বলে, কর মনে অভাগায়,
পুত্র সম পালিহ অঙ্গদে।

নির্লজ্জ আমি,

তেঁই হে অঙ্গদ যুবরাজ, সম্ভাষি তোমায়;

যে গুণ তোমার, কি সাধ্য আমার

বাখানিতে!

পিতৃ-অরির সাহায্যে প্রাণপণে করেছ

সমর।

কহিও সুগ্রীব মিতা নেতৃপতিগণে,

রহিলাম ঋণী আমি সবার নিকটে;

সবে সহাস্য বদনে, দেহ বিদায়

আমায়,

সাগর সলিলে ত্যজিব তাপিত প্রাণ!

বিভী। হে প্রভু? নাহি মম ত্রিজগতে স্থান,

এ তিন ভুবনে, নাহি স্থান

রাবণের অগোচর;

স্মরণ লয়েছি পদে,

কেন তবে ত্যজ দয়াময়!

লক্ষ্মণ। আজ্ঞা অপেক্ষায়, আছি দাঁড়াইয়া

রঘুমণি!

নমি বিশ্বামিত্র গুরুর চরণে,

পশিব সমরে প্রভু;

ব্রহ্ম অস্ত্র দিয়াছেন গুরু দান,

স্থাবর জঙ্গম, দেব নর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর,

সৃষ্ট বস্তু যা আছে সংসারে,

এখনি দহিব আমি অস্ত্র অগ্নিতেজে।

এত দিনে জানিলাম স্থির—

নাহি ধর্ম্ম, নাহি কর্ম্ম, নাহি দেব বিধি,

নহে কেন

দুরন্ত রাবণে—পরম অধর্ম্মাচারী—

কাত্যায়নী দিলেন আশ্রয়?

তব শ্রীচরণ ধ্যান জ্ঞান,

অন্য কিছু নাহি জানি,

তবে কি কারণে, এ নিষ্ঠুর ব্যথা

দিতেছেন প্রভু হৃদে?

পাইলে তোমায় পদ ধূলি,

নাহি ডরি কাত্যায়নী,

নাহি ডরি শূলী পঞ্চাননে!

হনু। ঠাকুর লক্ষ্মণ!

আমিও যাইব রণে তোমার পশ্চাতে

(নেপথ্য। "জয় লঙ্কাপতি")

লক্ষ্মণ। রাক্ষসের সিংহনাদ,

নাহি সহে প্রাণে রঘুবীর!

(ধনুকে শর যোজনা করিয়া)

জয় রঘুবীর,

জয় জয় বিশ্বামিত্র মুনির প্রধান!

রাম। কি কর লক্ষ্মণ ভাই!

ক্ষুদ্র নরে কভু

নাহি পারে বুঝিতে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি।

কি কাজ সাধিবা ভাই, নাশিয়া সংসার

নাশিবে আমারে—যার তরে

বনবাসী তুমি রাজ্য পরিহরি;

নাশিবা জানকী

শক্তিশেল হৃদে, ধরেছিলে যার তরে;

বিনাশিবে পবননন্দন হনু—

বার বার, প্রাণ দান মোরা

পাইয়াছি যাহার প্রসাদে,

ভস্ম হবে অযোধ্যানগরী,

সর্ব্বনাশ কর কি কারণ?

হের রে তূণীরে মম, কালসর্পাকৃতি শর,

শূলচক্র পাশ দণ্ড আদি

মহা অস্ত্র, কি আছে জগতে,

বিমুখিতে নাহি পারি কোদণ্ড প্রভাবে;

কিন্তু তথাপিও নারি বিনাশিতে

দশাননে

তারার চরণে, ভক্তি অস্ত্র বিনে,

কি পারে বিন্ধিতে আর!

হের দূরে, জ্বলে পদতলে

মৃত্যুঞ্জয়-নাশিনী অনল!

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। কি হেতু এ ভাব সবাকার,

এখনও নাহি দেবী পূজা আয়োজন?

রাম। কহ বিধি, কোন্ বিধিমতে,

অম্বিকা-অর্চ্চনা করিব হে এ অকালে?

করিয়াছি স্থির, এ শরীর,
সাগর-সলিলে দিব বিসর্জ্জন।
চিন্তি নানা মতে, দেখিলাম,
মম ভাগ্যে দেবী-আরাধনা,
ঘটিল না এ জনমে।
করি উদ্বোধন, সুরত রাজন,
যেই দিনে পূজেছিল অম্বিকা চরণ,
সে দিন নাহিক আর,
অত্র যোগ যত, হইয়াছে গত,
ক্রমে ক্রমে, শুক্র ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে।
তবে হায় অম্বিকা অর্চ্চনা,
কি রূপে সম্ভবে বিধি?
তেঁই চাই ত্যজিতে পরাণ।

ব্রহ্মা। শুন প্রভু রাম গুণধাম,
ব্যাঘাত হবে না;
আমি বিধি দিতেছি এ বিধি,
কল্য কর উদ্বোধন জাগাইতে মহাশক্তি।
তব প্রতি তুষ্টা দয়াময়ী,
সে হেতু ছলনা।
লইতে রাজীব-পদে, রাজীবলোচন,
রাজীব-অঞ্জলি তব করে।
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন,
কর আয়োজন শীঘ্র,
বিল্বাধিবাসনে স্থাপনা করহ ঘট।
মহামায়া করেছেন মায়া,
যাহার প্রভাবে, অন্ধ দশানন
সমরে না দিবে হানা।
অর্চ্চনায় হবে না ব্যাঘাত।

রাম। শুনিলে বিধান মিত্রবর,
শুনিলে লক্ষ্মণ,
শুনেছ হে পবনকুমার, দেই ভার,
ভুবনের সার, যেখানে আছে যে ফুল,
আন তুলি;
সফল জনম, কর বাঞ্ছাধন,
তুলি নিজ করে, দেবীর পূজার ফুল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থল।

(রক্ষ সৈন্যগণ)

১ম-সৈ। নাহি জানি কি হেতু অলস দশানন,
আজিও অরিদল, বেড়িয়া রয়েছে লঙ্কা!
যদি কালী দিয়েছেন কল,
কি হেতু নির্ম্মূল, নাহি করি শত্রু-পুঞ্জ!
নিরুৎসাহ অরাতি এখন,
উচিত এখন আক্রমণ।
উগ্রচণ্ডা বসিলে পুষ্পক রথে,
কি আছে জগতে, নাহি হবে পরমাণু,
যবে তারা পশিবেন রুষি।

২য়-সৈ। পুনঃ কি ভূপতি,
পশিলেন পুরে আজি?

১ম-সৈ। শুনিনু সংবাদ দূতমুখে,
গিয়েছেন অশোক কাননে
জনক-নন্দিনী সম্ভাষণে।

২য়-সৈ। হায় মজিল সকলি,
সাপিনী জানকী হেতু!

১ম-সৈ। হায় কিবা দৈব বিড়ম্বনা!
যেই লঙ্কেশ্বর, শুনিলে সমরবার্ত্তা
সাপটি ধরিত বজ্র;
গৃহদ্বারে অরি,
তাহে আপনি সহায় ভীমা,
জ্বলিছে হৃদয়ে-সতত
ইন্দ্রজিত পুত্র হত শেল!

২য়-সৈ। জানিনু নিশ্চয়, মজিল কনক লঙ্কা।

১ম-সৈ। জানিলাম স্থির
ধার্ম্মিক ব্যতীত, ধর্ম্ম-বল নহে কার;
আসি হর-বরাঙ্গনা, করিয়ে ছলনা,
নিভাইলা মাতা, রাক্ষসের রোষ-অগ্নি;
শত্রু নাহি নিশ্চিন্ত সমান।

২য়-সৈ। চল যাই সাবধানে রক্ষা করি থানা।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:*:—

শিবির—দুর্গোৎসব।

(রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান, গন্ধর্ব্বগণ ইত্যাদি।)

গীত।

মালকোষ—আড়াঠেকা।

রাঙ্গা কমল রাঙ্গা করে, রাঙ্গা কমল রাঙ্গা পায়।
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা হাসি, রাঙ্গামালা রাঙ্গা গায়॥
রাঙ্গা ভূষণ রাঙ্গা বসন, রাঙ্গা মায়ের ত্রিনয়ন,
কত রাঙ্গা রবি শশী, রাঙ্গা নখে প'ড়ে হায়॥
পদ্ম ভ্রমে পদতলে, পড়ে অলি দলে দলে,
এলোকেশী কে রূপসী, ডাক্‌লে তাপিত প্রাণ জুড়ায়॥

রাম। না মানে প্রত্যয় পোড়া মন,
মিত্র বিভীষণ, বিনা দরশন।
করালবদনী, সাক্ষাৎ আপনি,
বিরাজিতা রাবণের রথে;
আমি মূঢ়মতি,
না দেখিনু জগদম্বা ঘটে অধিষ্ঠান;
তবে মানিব কেমনে,
মম পুষ্পাঞ্জলি, পড়িয়াছে রাঙ্গা পায়!
মা ভৈঃ মা ভৈঃ রব,
শুনেছি স্বকর্ণে আমি, রাবণের রথে;
মম দুর্গোৎসবে, কি হেতু হে তবে,
নাহি শুনি সে অভয় রব!
কেন নাহি হেরি
দশ ভুজা দনুজ-দলনী
মহিষ মর্দ্দিনী অট্টহাস!

বিভী। করুন অর্পণ নীল নলিনী,
নলিনী লাঞ্ছিত রাঙ্গা পদে।
ফুটে পদ্ম দেবী-দহে,
দেবের অগম্য স্থান রঘুবীর।

রাম। দেবের অগম্য স্থানে,
কেমনে হে মিতা সম্ভবে নরের গতি
বিধান সকলি দুষ্কর আমার ভাগে।

হনু। কি চিন্তা হে রঘুবীর,
যদি পাই শ্রীচরণধূলি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য এ তিন ভুবনে,
অগম্য নাহিক স্থান।
দেহ পদধূলি বনমালি,
দেবীদহে চলি, যাইব এখনি,
আনিব হে তুলি নীলোৎপল।

রাম। যাও বৎস!
জিও চিরদিন অক্ষয় শরীরে।
ঘুষিবে তোমার নাম, জগতের প্রাণী
যতদিন ভবে, অর্চ্চিবে,
দৈত্য-বিনাশিনী মায়।
সঙ্কল্প করিয়ে, রহিনু বসিয়ে,
আন তুলি শতাষ্ট নলিনী।

[হনুমানের প্রস্থা

আশ্রিতে অভয়া,	দে মা পদছায়া,
আশুতোষ জায়া,	ছায়া কায়া মহাম
তাপিত তনয়,	চাহে গো আশ্রয়,
দেহ রণ জয়,	জয়ন্তী বিজয়া জয়
রক্ষ দক্ষবালা,	কল্যাণি কমলা,
জানাই মা জ্বালা	রণজয়ী রাঙ্গা পদে
বরদে বর দে,	নিবিড় নীরদে,
জয়দে সুভদে,	তার মা বিপদ-হ্রদে
রক্ষ রণে রক্ষ,	বিরুপাক্ষ-বক্ষ-
বিহারিণী বামা,	বগলা বিমলা তা:
জয় ভদ্রকালী,	নিশানাথ-ভালী,
জয় মুণ্ডমালী-	মানব মালিন্য-হর

গীত।

টোড়ী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

গন্ধর্ব্ব। রাখ মা রাখ মা, রমা রণরঙ্গিনী।
উমেশ-হৃদয় বাস, দিগবাস অঙ্গিনী॥

বরদে বর দে শ্যামা, বিপদ-বারিণী
বামা,
শুভদে শিবসঙ্গিনী, অশিব-ভয়-ভঙ্গিনী ॥

(নীলপদ্ম লইয়া হনুমানের প্রবেশ)

রাম। এস বৎস পবন তনয়,
এস হে রাঘব-সখা !
(নীলপদ্ম লইয়া স্তব)
রুদ্রবেশী, ব্যোমকেশী,
অট্টহাসি ভীষণা।
দৈত্যহন্তা, রক্ত দন্তা,
লিহি লোহ রসনা ॥
উগ্র তুণ্ডা, উগ্র চণ্ডা,
চণ্ডঘাতী চণ্ডিকে।
ফেরুরোল, গণ্ডগোল,
ফন্ন ফণি মণ্ডিকে ॥
লিহি লিহি, হিহি হিহি,
ভীম ভাষ ভাষিণী।
বিশ্ব কাণ্ড, লণ্ড ভণ্ড,
দণ্ডপাণি-ত্রাসিনী ॥
লম্ফ ঝম্ফ, শূরকম্প,
দৈত্য দম্ভ-বারিণী।
চন্দ্রভালী, নৃত্যকালী,
খড়্গ শূল-ধারিণী ॥
ঝক্ ঝক্, ধক্ ধক্,
অগ্নি ভালে ভৈরবী।
কোটি রবি, বহ্নি ছবি,
বিরূপাক্ষ কৈরবী ॥
ধেই ধেই, থেই থেই,
ভূত প্রেত ডাকিনী।
মত্ত রঙ্গে, নৃত্য সঙ্গে,
ঘোর ডাকে হাকিনী ॥
মুণ্ড হস্তে, ছিন্ন মস্তে,
মুণ্ডমালা দলনা।
শবারূঢ়া, ব্যোম চূড়া,
মুগ্ধ নেত্র ললনা ॥
রক্তমগ্না, রক্তলগ্না,
দেবী রক্তদন্তিকে।
রক্তপান, রক্তদান,
রক্তবীজ-হন্তিকে ॥
সর্ব্বনাশী, সর্ব্বগ্রাসী,
শক্তি শিবা শঙ্করী।
জয়ং দেহি জয়ং দেহি,
দেহি মে ভয়ঙ্করী !!
একি, কোথা এক নীলোৎপল আর !
হনু। প্রভু, শতাষ্ট গণেছে দাস।
রাম। তবে কোথা হারা'ল নলিনী ?
যাও পুনঃ দেবীদহে,
আন এক পদ্ম আর।
হনু। প্রভু পরাৎপর, ভুবনের সার,
দেবীদহে নাহি পদ্ম আর।
বুঝি বনমালী, ছলিতে তোমারে কালী,
হরেছেন নীলোৎপল।
রাম। ভাল, বুঝিব ছলনা—
মোরে নীলোৎপল আঁখি,
সংসারে সকলে বলে ;
আন রে লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ,
এক আঁখি দেবী পদতলে,
অর্পিব এখনি ভাই,
সংকল্প না হবে ভঙ্গ,
দেখি রঙ্গ রণ-রঙ্গিনীর,
কত দুঃখ দেন আর ॥
নমস্তে বরদে, রাখ রাঙ্গা পদে,
তাপিতে, তারিণী তারা।
শিবে শুভঙ্করী, শুভদে শঙ্করী,
পরাৎপরা সারাৎসারা ॥
শ্রীপদ নলিনী, বিপদ দলনী,
রাখ মা রাজীব পদে।
পড়ে-ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়,
তার মা দুস্তর হ্রদে ॥
ইচ্ছাময়ী শ্যামা, কল্পতরু বামা,
কমলা কমল আঁখি।

কাতর কিঙ্কর, বরাভয় কর,
লুকালি কাতরে ডাকি ॥
দুর্গে দুর্গ-অরি, দেবী দিগম্বরী,
হর-রমা এলোকেশী।
ঘোর সমর, পাইয়াছি ডর,
সুহাসিনী ঘোর-বেশী ॥
দিও না যন্ত্রণা, হর বরাঙ্গনা,
কেন মা ছলনা দাসে।
নলিন নয়না, কর মা করুণা,
নলিন-নয়ন ভাষে ॥
পাষাণ-নন্দিনী, জননী পাষাণী,
পাষাণী পাষাণ প্রাণ।
নীলোৎপল আঁখি, নে মা পদে রাখি,
কর মা করুণা দান ॥

দুর্গা। কি কর কি কর দয়াময়!
ওহে গোলোক বিহারী,
দেখ স্মরি পূর্ব্বের বারতা—
আছিল রাবণ তব দ্বারী,
উদ্ধারিতে নিজ দাসে,
অবতীর্ণ হয়েছ ভূতলে;
তার পূজা কর তুমি,
কি প্রভেদ তোমায় আমায়!
তবে যে পূজেছ মোরে,
সে কেবল করিতে প্রচার,
আপন মহিমা ভবে!
পরমা প্রকৃতি তোমার জানকী;
হেন সাধ্য কি বা ধরে দশানন
হরিতে তাহারে, রঘুবীর?
অন্নপূর্ণা রূপে, নিত্য নিশিযোগে,
ঘুমাইলে চেড়িদল,
পশিয়া অশোক বনে,
পরমান্নে ভুঞ্জাই সীতায়।
ছাড়িনু লঙ্কা, ছাড়িনু রাবণে;
মম বরে নাশ তারে, হে রাবণ অরি।
দুষ্ট চেড়িগণে যত মেরেছে সীতায়,
হের সে সকল চিহ্ন মম কায়,
আর আমি না পারি
সহিতে সে তাড়না।

(অপ্সরীগণের প্রবেশ)

গীত।

টোড়ী—ঢিমেতেতালা।

সকলে। জয় হর হৃদি নিবাসিনী,
মা শমন-ত্রাসিনী।
নিবিড় নিরুপমা, তম রূপা ভীষণা
ঈশানী ঈশ্বরী, ঈশান-আসনা,
নলকে চপলা পদে, ভীম-ভাষ ভাষিণী

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—ঃ*ঃ—

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

(রাবণ, মন্দোদরী, শুক, সারণ ইত্যাদি

মন্দো। বারকায্য ভুলি কি হেতু হে লঙ্কে
ত্যজি রণস্থল, এ অলস ভাব,
চারি দিন আজি?
আপনি শঙ্করী সহায় তোমার রথে,
তবে রঘুনাথে, কি হেতু না দেহ রণ?
নিঃসহায় নিরুপায় যবে,
পশিলে সংগ্রামে তুমি,
না শুনি নিষেধ বাণী কারো;
বীরাঙ্গনা করে উত্তেজনা তোমা,
দেহ চারি দ্বারে হানা,
বঞ্চনা সম অস্ত্রবলে,
বিনাশ সম্মুখ অরি।
সারণ। হে লঙ্কাপতি,
এ মিনতি মো সবার তব পদে,
হেন নব ভাব, কে ভুলাল তব?

শুনি রণের সংবাদ,
কভু অবসাদ জন্মে নাই তব মনে।
গর্জ্জে নর বানরীয় চমূ লঙ্কাদ্বারে,
মহেশ্বরী সহায় তোমার,
দম এ দুরন্ত রিপু, দানব দলনী-বলে।
নহে দেহ আজ্ঞা মো সবারে,
স্মরি জগৎ ঈশ্বরী,
জয় কালী রবে পশি রণে।

রাবণ। নির্ব্বোধ তোমরা সবে,
বোধ হীনা নারী মন্দোদরী।
ফুরায় বিবাদ, নাশিলে শ্রীরামে আজি,
কিন্তু পেয়েছি যে দুঃখ,
সমুচিত প্রতিশোধ তার দিব আমি;
সীতা লয়ে কোলে,
সম্মুখে তাহার, করিব বিহার,
তবে শোক নিভিবে আমার।

মন্দো। বোধ হীনা আমি,
ভেবেছ কি মনে, সুবোধ লঙ্কার ভূপ,
দুর্ব্বল তাড়নে হইবেন প্রীত
দীন জন-গতি জগদম্বে ?
জানিনু নিশ্চয় লঙ্কার ক্ষয় !
অকারণে কেন এখানে রহিব আমি,
যাও তুমি অশোক কাননে,
পশি দেবাগারে আমি,
পূজি দিগম্বরে তোমার মঙ্গল হেতু ;
সতী নারী অধিক কি পারে আর।
ধন্য তব বিলাস বাসনা !
ইন্দ্রজিত অনন্ত শয়নে,
সীতার লালসা আজো জাগে তব মনে !
কে রক্ষিতে পারে তারে হায়,
বিধি বাদী যার প্রতি !

(নেপথ্যে "জয়রাম" !)

শুন পুনঃ বানরের সিংহনাদ !
ভক্ত বিনা কে রাখিতে পারে,
ভক্তাধীনা ভগবতী !
বুঝি কৃপাময়ী, করেছেন কৃপা,
কাতর রাঘবে আজি ;
নহে চারি দ্বারে অকস্মাৎ,
কি হেতু ভূপতি গর্জ্জিছে বিকট ঠাট ?
অহঙ্কারে গেলে ছারে খারে !

[প্রস্থান।

রাবণ। হে শুক সারণ, কর অন্বেষণ,
নিরানন্দ বৈরী-বৃন্দ,
কি হেতু গর্জ্জিল অকস্মাৎ ?
আদ্যাশক্তি তুষ্টা মম স্তবে,
তবে কি শক্তিপ্রভাবে,
আসিছে রাঘব পুনঃ পশিতে আহবে ?
হও সুসজ্জিত নেতৃবৃন্দ,
আক্রমণ করিব এখনি।

[প্রস্থান।

সারণ। পরম মায়াবী রঘুপতি,
ব্রহ্মা আদি দেবতা সহায় তাঁর,
নিশ্চয় কি মায়ার প্রভাবে,
ভুলায়েছে আজি মহামায়া,
যা হোক্ তা হোক ভালে,
প্রাণপণে যুঝিব রাজার পক্ষে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০০—

(সীতা, সরমা)

সীতা। শুন লো সরমে প্রাণ-সই,
ঘোর নিশাকালে, ঘুমাইলে চেড়িদল,
কে রমণী নলিনী-নিন্দিত-পাণি,
বীণা-ধ্বনি-বিনিন্দিত বাণী,
বসিয়ে শিয়রে, কন বিধুমুখী,
"আমি রে জননী তোর"
পরমান্ন দেন মুখে,
তেঁই লো সজনী, নিরাহারে বাঁচে প্রাণ।
কয়দিন রণের বারতা নাহি শুনি,
কেহ কহে দূর্ব্বাদল-শ্যাম,

পরাভূত রাবণের রণে,
কেহ বলে দনুজদলনী
দিয়াছেন আশ্রয় রাবণে,
মানুষ পরাণে কি পারে করিতে রাম।
প্রত্যয় তাহে না মানি কভু।
কভু কি সন্তুনে,
জগদম্বে ত্যজিবেন তনয়ারে ?
দীনদয়াময়ী নামে রটিবে কলঙ্ক তাঁর।
কাঁদি দিবানিশি, আমি অরিপুরে,
স্মরি দুর্গ-অরি পদযুগ !
ইন্দ্রজিত হত যেই দিনে,
এসেছিল মোরে কাটিতে রাবণ ;
সে অবধি দিন কত, আসে নাই মূঢ় !
ক্রমে দিন চারি, নিত্য আসে মম পাশে
শুখায় শোণিত মম,
হেরিলে তাহার ছায়া,
মহামায়া পদ করি ধ্যান ;
পুনঃ আসে পুনঃ যায় ফিরে।

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। চন্দ্রাননি, এখন ভজহ মোরে,—
সতী নারী সাধে সদা পতির কল্যাণ ;
না ভজিলে মোরে, পতিতপাবনী বরে,
পতি তব পড়িবে সমরে আজি।
কর আলিঙ্গন দান,
চাহ যদি পতির কল্যাণ ;
নাহি তব পতির শকতি আর,
হৈমবতী সহায় আমার,
বলে নি কি চেড়িগণে ?
তোষ সংগোপনে মোর মন,
চাহ যদি পতি দরশন।

সীতা। ও রে মূঢ়মতি,
নাহি কি রে সতী তোর ঘরে,
ছলে কভু ভুলে সতী নারী ?
বোধ-হীন তুমি, তাই ভাব মনে,
ভাঁড়িয়ে সীতায় দুঃখিনী,
জননী তাঁর অসিত-বরণী,
সাপক্ষ হবেন তোর ?
সতীর আদর্শ দক্ষসুতা !

(নেপথ্যে—"জয়রাম")

রাবণ। পুনঃ কি ভিখারী রাম পশিল সমরে ?
যে হয় সে হোক্ আজি,
যাব পুনঃ রণস্থলে,
বিলম্বে নাহিক কায।

(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। মজিল সকলি লঙ্কাপতি,
অশুদ্ধ হয়েছে চণ্ডী।

রাবণ। কি কহিলি, মূঢ় দূত,
শতধা বিদীর্ণ এখন হ'ল না মুণ্ড তোর ?
বৃহস্পতি করে চণ্ডী পাঠ।

দূত। হায় লঙ্কাপতি !
শমন সমান অরি বীর হনুমান,
পশি পূজাগৃহে কাড়িয়া লয়েছে পুঁথি,
প্রথম মাহাত্ম্য তিন শ্লোক
পুঁছিয়াছে মূঢ়মতি।
স্বচক্ষে দেখেছি রক্ষনাথ,
ঘট হ'তে উঠে তেজোরাশি
ধাইল উত্তর মুখে,
ব্যোম্ ব্যোম্ রবে বেষ্টিত পিশাচদলে
ভূতনাথ শূন্যে কৈল দেবী আরাধনা,
তাথেই তাথেই নাচিল ডাকিনীগণে ;
দেখিনু প্রাচীর হতে,
রাঘব-শিবির সমুজ্জ্বল চরণপ্রভায়।

রাবণ। (স্বগত) ভাল, না চাহি সাহায্য কারো,
ব্রহ্মা বরে মম মৃত্যুশর মম ঘরে,
দেবের অবধ্য জনে
কি করিতে পারে নরে ?
(প্রকাশ্যে) বাজাও দুন্দুভি,
সাজি চতুরঙ্গে রণরঙ্গে মাতিব সত্বর।

[দূত ও রাবণের প্রস্থান।

সরমা। চল আজি মম পুরে দেবি,
চেড়িদল বিকল সকলে
অশুভ বারতা শুনি ;
বুঝি এতদিনে বিপদবারিণী
বারিল বিপদ তব।
দৈববলে আছিল অজেয় লঙ্কাপতি,
এবে দেব বাম তার প্রতি,
অবশ্য হইবে ক্ষয় রামের সংগ্রামে।
ঘুচিল কুদিন তব,
সুদিন আগত বিধুমুখি।
সীতা। চল লো সজনি, চল যাই তব পুরে ;
নাহি জীব আর,
পুনঃ যদি আইসে দশানন
ভেটিতে আমায়।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—00—

মন্দির সম্মুখ।

(ত্রিজটা ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে হনুমান)

হনু। খেয়ে পূজোর কলা গণ্ডা গণ্ডা,
তুই বেটী হয়েছিস্ যণ্ডা,
উগ্রচণ্ডা বাকি বেটী ছাড়্তো।
দোরে ছিল চাপ্‌দেড়ে,
বামুন দেখে দেছে ছেড়ে,
বেটী এলি থোবনা নেড়ে ?
ত্রিজটা। বুড়োর ভেলা বাড়্তো।
দাঁড়া লাগাই তোরে তিন সোঁটা,
কপালে কেটেছিস্ ফোঁটা,
মাথায় তোর তরমুজের বোঁটা,
উপড়ে নেব টেনে।
ভাল চাস তো সর বেহায়া,
নইলে এখনি দেব হায়া।
হনু। তুই বেটী তো আচ্ছা ভ্যান ভেনে !
গাইতে এলুম রাজার জয়,
ফিরতে বলিস্ ফিরি না হয়,
আক্কেল দেবো রাজার কাছে ব'লে।
ত্রিজটা। ভাল চাস্ তো সর বুড়ো,
নইলে এখনি খাবি হুড়ো,
যেমন এয়েছিস্ তেমনি যা তো চলে
হনু। উঃ ! বেটীর কিবা বাঁকা ঠাম,
রঙ্ যেন পাকা জাম,
বুকের উপর ঝুল্‌ছে দুটো কদু।
ত্রিজটা। তো বেটার কি রূপের ছটা,
ঘোড়া সরু পেট্‌টি মোটা,
বাকির মধ্যে লেজ নাইকো শুদ্ধ।
হনু। বেটীর নাকের কিবা খাঁজ,
চলে যায় তিন খানা জাহাজ,
অমন মুখে পড়ে না বাজ,
আমায় বলিস্ বুড়ো।
ত্রিজটা। আমরি কি ভঙ্গিমা,
তোমার রূপের নাইকো সীমা,
চাকা মুখে জ্বেলে দিব নুড়ো।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। কি হেতু ত্রিজটে, দুয়ারে এ গণ্ডগোল
হনু। আসিয়াছি, রাণী মন্দোদরী,
রাজার কল্যাণ হেতু ;
গণনা-শাস্ত্রেতে বড়ই পণ্ডিত আমি ;
দুলায়ে দুবাহু, মেলিয়ে বদন রাহু,
খাগী মাগী করিছে বিবাদ।
মন্দো। কে তুমি হে দ্বিজবর ?
হনু। যোগী আমি, ছিনু এতদিন যোগে,
লঙ্কায় দুর্যোগ জানি নাই সে কারণে ;
অকস্মাৎ টলিল আসন,
চাহিনু নয়ন মেলি,
দেখিলাম গননায় লঙ্কার দুর্গতি যত,
দুষ্ট গ্রহ কোপে অনিষ্ট ঘটেছে পুরে,
কর আয়োজন রাণী,
গ্রহশান্তি করি গাইব রাজার জয়।

মন্দো। এস তবে মন্দির ভিতরে দ্বিজবর।

(মন্দোদরী ও হনুমানের মন্দির মধ্যে গমন)

ত্রিজটা। কোথা থেকে এলো কাপ,
আমার বুকে লাগ্‌ছে হাঁপ,
ধ্যানে ছিলেন সর্ব্বনাশীর বেটা।
এটা সেটা কথা কয়ে,
রাণীর দিলে মন ভুলায়ে,
আমি হলে লাগাতেম বিশ ঝাঁটা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্দিরাভ্যন্তর।

(মন্দোদরী ও হনুমান)

হনু। গ্রহশান্তি কিবা প্রয়োজন আর;
দেখিনু গণিয়ে,
শত রামে কি করিতে পারে?
জয় লঙ্কেশ্বর!
বিদায় হইনু আমি।

মন্দো। একি দ্বিজবর!
করিলাম আয়োজন গ্রহশান্তি হেতু,
তবে ফিরে যাও কি কারণ?

হনু। গ্রহশান্তি নাহি প্রয়োজন
স্মরণ হইল এবে,
আছে মৃত্যুশর তব ঘরে,
অন্য অস্ত্রে নাহিক রাজার ক্ষয়,
তবে আর কি ভয় রাঘবে?

মন্দো। বুঝিলাম সুপণ্ডিত তুমি দ্বিজ;
ডরি বিভীষণে,
কি জানি সে যদি দেয় এ সন্ধান কয়ে।

হনু। ক'র না ছলনা মন্দোদরী,
রাখিয়াছ অস্ত্র লয়ে তুমি
ব্রহ্মার অজ্ঞাত স্থানে,
সে তত্ত্ব কেমনে জানিবে গো বিভীষণ;
তবে যদি শঙ্কা হয় চিতে,
কহ মোরে কোথা আছে বাণ,
করিব চেতনা মন্ত্রবলে;
আপনি শমন
মরিবে পরশে তার মন্ত্রের প্রভাবে।

মন্দো। রাখিয়াছি অস্ত্র সংগোপনে;
কিন্তু ডরি দেখাইতে স্থান—

হনু। ভাল ভাল,
হউক রাজার জয়, চলিলাম তবে।

মন্দো। ত্যজ রোষ দ্বিজবর,
অবোধ রমণী আমি;
কর অস্ত্র পূজা,
আছে অস্ত্র স্তম্ভের ভিতর।

হনু। নাহি প্রয়োজন তায়,
তবু পূজি তব তুষ্টবোধে,
যাও রাণী,
স্বহস্তে আন গে তুলি আতসী কুসুম!

[মন্দোদরীর প্রস্থান।

হনু। (স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া বাণ গ্রহণ)
কে বোঝে নারীর রীতি!
ছিল অস্ত্র ব্রহ্মার অজ্ঞাত স্থানে,
দিল তুলি অরাতির করে;
জয় রাম!

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির।

(লক্ষ্মণ ও বিভীষণ)

বিভী। করিনু কঠোর তপ ভাই তিন জনে
সদয় হলেন পদ্মযোনি,
চাহিল নিদ্রার বর কুম্ভকর্ণ বলী

'তথাস্তু' বলিল ব্রহ্ম',
বর শুনি শাপ অনুমানি
করিলাম মিনতি চরণে,
তেঁই পুনঃ করিল বিধান বিধি,
ছয় মাসান্তর জাগরণ একদিন,
অকালে ভাঙ্গিলে নিদ্রা মরণ সে দিনে —
ভয়ে নিরুপায়ে অকালে জাগালে
দশানন,
তেঁই শর পড়িল রামের শরে,
নহে তার রণে ছিল না নিস্তার কারো।
চতুর্ম্মুখ সদয় হইয়া দাসে,
দিলেন অমর বর।
চাহিল অমর বর ভাই লঙ্কেশ্বর,
কমণ্ডলু-পাণি না দিল সে বর তারে,
কিন্তু বীর প্রকারে অমর ;
দেখেছ স্বচক্ষে বীরমণি,
লাগিয়াছে যোড়া
ছিন্ন হস্ত পদ শির রণে,
বিধি-দত্ত মৃত্যুবাণ বিনা
না মরিবে অন্য শরে।

লক্ষ্মণ। তুমি ওহে রক্ষোত্তম!
নাহি জান কোথা সেই বাণ,
কেমনে সন্ধান তার পাবে হনুমান ?
দেখি বিঘ্ন সীতার উদ্ধারে পদে পদে।

বিভী। হের দূরে বীরমণি,
পড়িছে রাক্ষস ঠাট,
ধর ধর ডাকে সবে,
ভঙ্গীয়ান কপিসেনা।

লক্ষ্মণ। সত্য রক্ষবর,
প্রবল হ'ল কি অরি রামের সম্মুখে ?
চল দোঁহে যাই শীঘ্র পশি রণস্থলে।

বিভী। লঙ্ঘিতে রামের আজ্ঞা
না হয় উচিত বীরবর,
তিষ্ঠ ক্ষণ,
যতক্ষণ নাহি আইসে হনু।

লক্ষ্মণ। শুন শুন হাহাকার রবে
নাদিছে বানর-সেনা,
ছোট নহে কায,
হের সুগ্রীব আপনি, পলায় সমর ত্যজি,
না পারি রহিতে আর,
রহ অস্ত্র প্রতীক্ষায় তুমি,—

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু। আনিয়াছি অস্ত্র বীরবর।

সকলে। জয় রাম!

লক্ষ্মণ। চল শীঘ্র রণস্থলে বান্ধব বান্ধব!
নহি পঞ্চানন আমি,
কি সাধ্য আমার
বর্ণিতে তোমার গুণ, ভীমবাহু!
চল শীঘ্র বিলম্ব না সহে—

(দূতের প্রবেশ)

দূত। চল শীঘ্র বীরমণি,
অচেতন রাম রঘুমণি
দারুণ রাক্ষস শরে ;
পলায় বানর সেনা,
পাছে পাছে ধাইছে রাক্ষস,
নাহি জানি এতক্ষণ কি হয় সংগ্রামে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:০:—

রণস্থল।

(রাম, রাবণ ও উভয় পক্ষের সৈন্যগণ)

রাবণ। এই শক্তি ধর ভুজে!
চাহ ক্ষমা,
নহে রক্ষা নাহি তোর রণে।

(উভয়ের যুদ্ধ)

(লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও হনুমানের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। কেন অন্য মন রণে রঘুবীর!
লহ রাবণের মৃত্যুতীর,

আনিয়াছে হনুমান,
প্রতিজ্ঞাপালন কর নারায়ণ
বধিয়ে দুর্ম্মদ রিপু।

(রাবণের প্রতি)

ত্যজ অহঙ্কার, ত্যজ সিংহনাদ,
তোর মৃত্যুশর
হের রে পামর মোর হাতে।

রাবণ। কি? মিথ্যা কথা!

লক্ষ্মণ। নহে মিথ্যা বাণী,
হের মৃত্যু নিকট তোমার।

(রামচন্দ্রকে বাণ প্রদান)

রাবণ। রাণী মন্দোদরি, তুমিও হয়েছ অরি!
রণে ক্ষমা দেহ রে রাক্ষস!

(রামচন্দ্র রাবণকে অস্ত্রাঘাত ও রাবণের পতন)

সকলে। জয় রাম!

(স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি)

রাম। সাবধান কপিসেনা,
কেহ নাহি স্পর্শ লঙ্কেশ্বরে;
না পালাও রক্ষসেনা,
ত্যজ অস্ত্র দানিনু অভয়।

বিভী। ভাই নহি, আমি রে চণ্ডাল—
তেঁই তব মরণ সন্ধান
কহিনু অরির কানে।
ওঠ ভাই ধর পুনঃ ধনু,
বিনাশ সম্মুখ অরি।
চন্দ্র সূর্য্য যত দিন উদিবে জগতে,
রহিবে অখ্যাতি মম,
জ্বলিবে স্মৃতি চিতানল সম হৃদে;
ধর্ম্ম অনুরোধে করিনু অধর্ম্ম, মূঢ় আমি,
কর্ব্বুর সংহার কারণ,
ধরে ছিল গর্ভে মোরে নিকষা জননী!
হা ভ্রাতঃ! হা ভুবনবিজয়ি
দমি পুরন্দরে প্রাণ দিলে নরের সমরে?

রাবণ। ভাই বিভীষণ!
দারুণ প্রহারে বিকল শরীর মম,
না কাঁদ আমার লাগি,
জীবনে মরণে সম দর্পে কাটাইনু আমি,
ডাকি আন হেথা মিতা তব,
এ অন্তিমে,
হেরিব পরম রিপু পরম ঈশ্বরে,
তোমার প্রসাদে ভাই;
পবিত্র রাক্ষসকুল তোমার জনমে!

রাম। চল রে লক্ষ্মণ ভাই রাবণ সমীপে,
আছে যুদ্ধ রীতি হেন,
যবে নিপীড়িত অরি,
বীর ভুলে বৈরি ভাব;
বিশেষতঃ বীর লঙ্কেশ্বর,
ত্রিভুবনে ছিল রাজা,
রাজনীতি উচিত শিখিতে তার ঠাঁই।
হরেছিল জনকনন্দিনী,
বুঝে দেখ মনে, কভু নহে সামান্য রাবণ,
প্রাণ দিল পণ রক্ষা হেতু।

লক্ষ্মণ। হে প্রভু! হে রঘুকুল-গর্ব্ব!
হে অনাথ-বান্ধব! যথা যাবে তুমি,
যাব আমি তোমার পশ্চাতে ছায়া সম

বিভী। হের লঙ্কানাথ,
এসেছেন রঘুনাথ ভেটিতে তোমায়।

রাবণ। দেহ দয়াময় শ্রীচরণ শিরে,
যতক্ষণ পাপদেহে রহে প্রাণ,
রহ প্রভু আমার নিকটে;
ভক্তিস্তুতি নাহি জানি মূঢ়মতি আমি,
নিজ গুণে কর হে করুণা,
অরিরূপী করুণানিদান।

রাম। ধন্য বীর তুমি ত্রিভুবন মাঝে;
জয় পরাজয় নহে আয়ত্ত অধীন,
কিন্তু বীরধর্ম্ম নাহি ভুলে বীর;
নিঃসহায় তুমি বীরবর,
যুঝিয়াছ একেশ্বর;
দেব অবতার বীরবৃন্দ সাপক্ষ আমার,
কম্পিত তোমার দাপে;

ত্যজে দেহ দেহগত প্রাণী,
কিন্তু কে কবে এ ভবে,
ত্যজিয়াছে দেহ সম্মুখ সমরে,
তোমা হেন বীরদাপে!
লহ পদধূলি, বাঞ্ছা যদি তব চিতে,
দিতেছি হে তব ইচ্ছা মতে!
এক ভিক্ষা দেহ লঙ্কেশ্বর,
রাজকার্য্যে সুপণ্ডিত তুমি,
রাজপুত্র আমি,
কিন্তু কিশোরে হে বনচারী,
কহ উপদেশ কথা,
ঘুচুক্ মালিন্য মোর তোমার প্রসাদে।

রাবণ। হে অখিলপতি! অপার মহিমা তব,
তেঁই চাহ উপদেশ রাক্ষসের ঠাঁই;
সত্য রঘুনাথ,
ভাগ্যবান আমি কে করিবে অস্বীকার?
আপনি অখিলপতি
আসিয়াছ রাজনীতি শিক্ষা হেতু
আমার সদনে;
এ চরম কালে,
পাইনু পরম ছাত্র পরম ঈশ্বর!
কহি শুন যথা জ্ঞান তোমার সদনে—
"সুকর্ম্মে কর'না হেলা, কুকর্ম্মে বিলম্ব শ্রেয়ঃ,"
এ নীতি নীতির সার।
শুন পূর্ব্বের কাহিনী,
দণ্ডিবারে দণ্ডপাণি দিনু হানা
হেরিনু নরককুণ্ড, শঙ্কার আবাস-স্থান,
ছায়া-কায়া প্রাণী ভ্রমিছে অসংখ্য তথা,
গণ্ডগোল, বিলাপের রোল চারিদিকে,
আভাহীন বহ্নিতাপ, না বহে পবন,
নিরুপম তমাচ্ছন্ন দিক্;
ঘোর ঘনঘটা,
নীল বিজলির ছটা, রহি রহি,
বজ্রনাদে বধির শ্রবণ,
সে ঘোর আরাব ভেদি
হাহাকার ধ্বনি পশিল শ্রবণে।
ভেবেছিনু বুজাইব কুণ্ড,
ঘুচাইব পাপীর যন্ত্রণা;
গড়িব স্বর্গের সিঁড়ি;
সিঞ্চি লবণ সমুদ্র নীর,
ক্ষীরপূর্ণ করিব সাগর;
কিন্তু আজ কাল করি
রহিল মনের সাধ মনে।
বাধিল সমর অতঃপর
সূর্পণখা-উপদেশে আনিনু সীতায়,
বিলম্ব না কৈনু তায়,
নেহার দুর্গতি তার বিষময় ফল!
জড়িত রসনা, না সরে বচন আর—
সম্মুখে দাঁড়াও প্রভু—
ধনেশ্বর! লহ ফিরি রথ তব—
দেখ রে দেখ রে রথ,
সারথি মুরলিধারী শ্যাম,
বংশীরবে করে আবাহন;
কার এ সুন্দর পুরী,
শতলঙ্কাপুরী লাঞ্ছিত সৌন্দর্য্যে যার!
আনন্দ! আনন্দ অপার! এ পুর আমার
আনন্দের ধাম নাচিছে আনন্দময়!

বিভী। সে আনন্দধাম কভু না হেরিব আমি!

রাম। না কর আক্ষেপ মিত্রবর;
তোমায় আমায় নাহি ভেদ,
সর্ব্বস্থানে জীবনে মরণে,
চিরানন্দে বঞ্চে সাধুজন;
নাহি প্রয়োজন মিত্রবর
রহিয়ে এ স্থানে,
উদ্দীপন হবে শোক
দেখিয়া জ্যেষ্ঠের দশা।

বিভী। দেহ আজ্ঞা ক্ষণকাল রহি এই স্থানে,
বহুযত্নে পুত্রসম পালিয়াছিলেন ভাই,
সাধু আমি,
শোধ দিনু তার, বধিয়া রাজায়!

ক্ষম রঘুমণি,
কঠোর নয়নে একবিন্দু অশ্রুবারি!
দেহ আজ্ঞা প্রভু,
করি রাজার সৎকার বিধিমতে।

রাম। তব যোগ্য বাক্য মিত্রবর!
দেহ আজ্ঞা রক্ষগণে আনিতে চন্দনকাষ্ঠ,
ভাণ্ডারের ধন,
অকাতরে দীনজনে কর বিতরণ।

[বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। হায় নাথ, কোথা গেলে ত্যজিয়ে আমায়,
ছিনু ভুবনের রাণী,
সাজাইলে পতি-পুত্র-হীনা! অনাথিনী;
কোন অপরাধে ঠেলিলে হে পায়!
কি দোষে করেছ রোষ গুণমণি,
ধরায় শুয়েছ আজি!
শূন্য স্বর্ণপুরী, শূন্য পারিজাত-শয্যা তব,
উঠ নাথ,
চাহ ফিরে বারেক অধিনী পানে;
চেয়ে দেখ চারিদিকে অরি,
করে হাহাকার তবাশ্রিত প্রজাগণ;
সুসজ্জিত রথ তব,
পুনঃ ধর ধনু, বিনাশ বানর নরে।
করিলে কঠোর তপ স্বহস্তে ছেদিয়ে শির,
এই কি হে তার পরিণাম!
শঙ্কর শঙ্করী ত্যজিল তোমারে
এ বিপত্তি কালে!
কেন বা আনিলে এ কালসাপিনী সীতা
বীরভূমি লঙ্কা বীর-হীনা,
হে বিধি,
কি দোষে সাধিলে হেন বাদ!
উঠ নাথ, তোষ পুনঃ মধুর বচনে,
কাঁদিছে চরণে, রাণী মন্দোদরী।

বিভী। বুদ্ধিমতী সতী নারী তুমি,
কি বুঝাব আমি হে তোমায়!
নয়ন-সলিলে কভু নাহি ফিরে
গত জীবজন;
ভাগ্যবান পতি তব,
পড়ি সম্মুখ সমরে
গেছে চলি বৈকুণ্ঠ ভুবনে!

মন্দো। বল বিভীষণ,
এ সংসারে কার প্রাণ ধৈর্য্য ধরে,
নেহারি,
রাবণ সমান স্বামী ধরায় শায়িত!
হাহারবে কাঁদ লঙ্কাপুরি,
খসিল তোমার চূড়া!
গগনবিদারী বিলাপ হে রক্ষবৃন্দ,
কর্ব্বুর-গৌরব ঘুচিল রে এত দিনে!
ছিল লঙ্কা সংসারের সার,
এবে ছার খার, রাবণবিহনে!
নিতান্ত পাষাণী আমি,
নহে ভুবন বিজয়ী স্বামী ভূপতিত,
এখন রয়েছে দেহে প্রাণ!
কার কাছে জানাব মনের জ্বালা,
নাহি স্বামী, কোথায় করিব অভিমান
ফুরাল সকলি এত দিনে!
কহ বিভীষণ, কোথা সে রাঘব,
বারেক হেরিব আমি পতিঘাতী-অরি,
শুনেছি হে তিনি দয়াময়,
ছিল পতি মম বৈরী তাঁর;
কিন্তু কোন্ অপরাধে,
অপরাধী শ্রীচরণে রাণী মন্দোদরী?
কোন্ দোষে দোষী লঙ্কার সুন্দরী যত?
ওই শুন ঘরে ঘরে বিলাপের রোল,
কাঁদে পতি-পুত্র-হীনা নারী,
বারেক সুধাব রামে,
কেন হেন বজ্রাঘাত অবলার হৃদে!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*:—

শিবির।

(রাম, লক্ষ্মণ)

রাম। ভাগ্যহীন মম সম কে বা এ ভুবনে !
অযোধ্যার পতি,
পিতা ত্যজিলেন শোকে প্রাণ
স্বর্ণকান্তি তুমি রে লক্ষ্মণ,
ইন্দ্রাসন যোগ্য ভাই,
বনচারী আমার কারণে ;
সতী নারী জানকী সুন্দরী,
স্বহস্তে সঁপিনু ভাই রাক্ষসের করে ;
মরিল জটায়ু পক্ষী-রাজ পিতৃসখা,
আমা হেতু ;
করিলাম বালির নিধন,
কিষ্কিন্ধ্যা পূরিল হাহারবে ;
উদ্ভব সগরবংশে,
সে সাগরে পরানু শৃঙ্খল ;
স্বর্ণলঙ্কাপুরী শ্মশান সমান মম শরে,
দেখ চারিদিকে ভূপতিত
ভুবন-বিজয়ী রথী,
পর্ব্বত আকার কপি,
হাতে লয়ে পর্ব্বত পাষাণ,
লম্বমান ধরণী শয়নে,
শৃগাল-কুক্কুর-রোল,
কঠোর চঞ্চুর ধ্বনি গৃধিনীর,
শুন কান দিয়া, বিনাইয়া কাঁদে বামাকুল
পতি-পুত্র-শোকে তাপিত অবলা-প্রাণ !
যাও ফিরি অযোধ্যানগরে ভাই,
বনচারী রব চিরদিন,
ব্রহ্মচর্য্য উচিত আমার,
খণ্ডাইতে মহাপাপ।

লক্ষ্মণ। রঘুমণি, কর দয়া পদাশ্রিত জনে,
শুনি তব বিলাপ বচন,
জীবন ধরিতে নারি।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

রাম। দেখ দেখ জানকী আমার,
আপনি এসেছে হেথা ;
জন্মএয়ো হও গুণবতী—
কহ কে তুমি সুন্দরী,
অবিরল নয়নে বারি, মুকুতার সারি,
ঝরে কুরঙ্গ-নয়নে কি কারণে ?

মন্দো। শুন মম পরিচয় রঘুমণি !
দানব সম্ভবা আমি—
কভু কি শুনেছ রাম,
ভুবন বিজয়ী ময়দানব নাম ?
তাহার নন্দিনী দাসী,
যার মহাশেলে টলিল ভুবন,
অচেতন ঠাকুর লক্ষ্মণ ;
দশানন স্বামী মম,
ছিল মম ইন্দ্রজিত সুত,
দেখেছ স্বচক্ষে বীরমণি,
মম পতি-পুত্র-ভুজ-তেজ ;
এবে অনাথিনী,
পতিঘাতী অরির সম্মুখে।
ভাল, শোক নাহি তায়।
কিন্তু এই খেদ রহিল হে মনে,
পাতিয়ে ছলনা, ভুলায়ে ললনা,
হরিলে পতির মৃত্যু-বাণ ;
ভগবান করুণা-নিধান তুমি,
স্বর্ণ-চূড়া সম পতি মম
ভূপতিত তব শরে,
পুনঃ ছল পাতি রঘুমণি,
দিলে জন্ম-এয়ো বর ;
থরে থরে বিঁধে আছে বুকে,
দিয়েছ যতেক জ্বালা ;
সহেছি সকল, সহিব সকল,
সহিয়াছি ইন্দ্রজিত হত শোক !
কিন্তু নারী আমি, অধিক কি পারি
আর,
রটাইব ভবে মিথ্যাবাদী রঘুমণি !

রাম। কেন লজ্জা দেহ, বিধুমুখি!
সতী তুমি,
এয়ো রবে চিরদিন নিজ পুণ্য-ফলে,
সতীর প্রসাদে,
মিথ্যা না হইবে মম বাণী;
রাবণের চিতা,
কভু না নিভিবে সুলোচনে।
স্মরিলে তোমার নাম প্রাতে,
পাপহীন হবে নর।
যাও রে লক্ষ্মণ ভাই,
কহ কপিগণে আনিবারে চতুর্দ্দোল;
গৃহে যাও রাণী মন্দোদরী
ভাগ্যহীন আমি,
আমারে না বল মন্দ বোল;
বুঝে দেখ মনে, বিধির নির্ব্বন্ধ সব,
নিমিত্তের ভাগী মাত্র আমি,
ক'র না আমায় অপরাধী।
[মন্দোদরীর প্রস্থান।

চল সবে সাগরের কূলে,
দেখি গিয়ে রাজার সৎকার,
বীর শ্রেষ্ঠ দশানন!

লক্ষ্মণ। যদি আজ্ঞা হয় দাসে,
প্রেরি দূত আনিতে সীতায়।

রাম। যথা ইচ্ছা কর ভাই, অনর্থের মূল
সীতা!
[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

(বিভীষণ, হনুমান, সৈন্যগণ ও চতুর্দ্দোলে সীতা)

বিভী। দুই ধারে রহ সবে মধ্যে দেহ পথ,
আসিছেন সীতাদেবী,
জনম সফল হবে হেরি মা জানকী!

হনু। দেখ রে দেখ রে কপিগণ,
যার তরে করেছ দুষ্কর রণ,
মা জানকী দেখ আঁখি মেলি।
কর সবে সার্থক জীবন,
রবে না শমন ভয়!

(সৈন্যগণের গীত)

আর কারে কর শঙ্কা, বাজাও বাজাও ডঙ্কা,
বাজাও দুন্দুভি ভেরী ভেদিয়া গগন।
ফুলের সৌরভ ধায়, ফুল বরষিয়ে যায়,
ফুলবান, ফুল্ল প্রাণ, ফুলে বিমোহন॥
জয় মা জানকী সতী, জয় জয় রঘুপতি,
জয় অগতির গতি ভুবন পাবন
ঘুচিল ঘুচিল ভয়, গাও সবে জয় জয়,
শ্রীরাম জয়রাম নাম ডাক ত্রিভুবন॥

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবির।

(রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, হনুমান ইত্যাদি উপস্থিত)

লক্ষ্মণ। রঘুবীর! বুঝি আসিছেন সীতা দেবী—

রাম। আসুক্ জানকী, নাহি মম প্রয়োজন।

(সীতার প্রবেশ)

শুন শুন জনক নন্দিনি;
রঘু-বধূ তুমি,
করিলাম দুষ্কর সমর,
রাখিতে বংশের মান;
ছিলে দশমাস রাক্ষসের ঘরে,
অযোধ্যা নগরে,
না পারিব লইতে তোমারে,
না পারিব কুলে দিতে কালি।
যথা ইচ্ছা করহ গমন;—
যাও তব জনক-সদনে ইচ্ছা যদি,

কিস্কিন্ধ্যা নগরে, সুগ্রীবের ঘরে,
থাক গিয়ে যদি সাধ মনে,
কিম্বা রহ লঙ্কাপুরে, যথা ইচ্ছা তব।

সীতা। এই কি লিখেছ ভালে,রে দারুণ বিধি!
হে নাথ! এ পদাশ্রিত জনে,
কি কারণে ঠেল পায়?
জাগরণে শয়নে স্বপনে,
রাম নাম বিনে, কভু নাহি জানে দাসী;
গুণমণি!
নাহি সাধ মনে হইতে তোমার রাণী,
যাচি নাহি সিংহাসন,
মাত্র আকিঞ্চন, সেবিব রাজীব পদ,
তাহে নাথ ক'র না বঞ্চনা।
কোন্ দোষে অপরাধী শ্রীচরণে?
কহ অধিনীরে কেন ত্যজ গুণনিধি?
সতী নারী আমি, কহি চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করি,
সাক্ষী মম দিবস শর্ব্বরী,
সাক্ষী রুক্ষ কেশ, মলিন বসন,
সাক্ষী শীর্ণ কায়,
সাক্ষী আপাদ-মস্তক বেত্রাঘাত,
সাক্ষী বয়ানে রোদন-চিহ্ন
সাক্ষী দেখ নয়নের নীর,
ঝরিতেছে অবিরল,
সাক্ষী পবন-নন্দন হনু,
সাক্ষী বিভীষণ, সাক্ষী নাথ তোমার অন্তর!
তবে যদি,
নিতান্ত ঠেলিলে পদে, রাজীবলোচন,
নাহি খেদ আর,
পাইয়াছি পতি দরশন।
আজ্ঞা দেহ অনুচরে সাজাইতে চিতা,
হয়ে হর্ষযুতা,
ত্যজি দেহ স্বামীর সম্মুখে।
বাছা হনুমান আমি রে জননী তোর;
ত্যজিলেন স্বামী,
চাব কার মুখপানে আর?
তুমি রে সন্তান মোর,
সাজাইয়া দেহ চিতা,
দেব নর দেখুক সাক্ষাতে,
সতী নারী না ডরে অনলে।

হনু। সম্বর রোদন মাতা;
আছে পুত্র তব, কি ভয় গো জননী, তোমার!
বনবাসী পুত্র তোর সীতা,
কুটীরে আদরে তোরে রাখিবে জননী;
ত্যজ শোক জনক-দুহিতা!

রাম। সতী নারী যদি তুমি,
সতীত্ব প্রভাব তব দেখাও ভুবনে।
কর রে লক্ষ্মণ চিতা আয়োজন।

হনু। ঝাঁপ দিব সাগর-সলিলে
ত্যজিব এ পাপ তনু!

সীতা। স্থির হও বাছাধন
সতী আমি
কি সাধ্য অনল পারে পরশিতে মোরে;
বিদ্যমান দেখাব সবারে,
অনল শীতল সতীতেজে।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্ম। করিয়াছি চিতা আয়োজন,
সাগরের কূলে প্রভু।

সীতা। কেন রে লক্ষ্মণ তুমি না সম্ভাষ মোরে?

লক্ষ্ম। জ্যেষ্ঠ অনুগামী মাতঃ!
(স্বগত) কেন মা গো সুমিত্রা জননী,
দিয়েছিলে গর্ভে স্থান!
কেন রে দারুণ বিধি, সাধিলি এ বাদ!
ধিক্ ধিক্ জন্ম মম, ধিক্ ধনুর্ব্বাণ!
ধিক্ রে লক্ষ্মণ নামে!
বড় সাধ ছিল মনে,
বসিবেন রাম সিংহাসনে,
বামে দেবী জনক-নন্দিনী,
সফল করিব জন্ম, ছত্র ধরি শিরে!

সেই আশে বঞ্চিলাম বনে,
অকাতরে অনাহারে অনিদ্রায়,
করিনু দুষ্কর রণ,
ধরিলাম শক্তি—শেল বুকে ;
হায় সকলি বিফল !
স্বহস্তে রচিনু আমি জানকীর চিতা !
নাহি জানি,
কোন্ দোষে দোষী দাস প্রভুর চরণে,
কি কারণে হেন বজ্রাঘাত, হায় হায় !

সীতা। চল হনুমান,
চল কপিগণ, সাগরের তীরে,
পুত্র হেন মানি তোমা সবে,
দেখাইব সতীর প্রভাব।

[হনুমান ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হনু। যদি অগ্নি-কুণ্ডে আজি পুড়ে সীতা দেবী,
অগ্নি নাম রাখিব না আর ;
উপাড়িব চন্দ্র সূর্য্য নভঃস্থল,
সৃষ্টি আজ দিব রসাতল !
না রাখিব দেবতার মান,
যদি পতিপ্রাণা, জনক-নন্দিনী,
প্রাণ ত্যজে দারুণ অনলে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সমুদ্র তীর।

(সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ইত্যাদি।)

(চিতা প্রজ্বলিত)

সীতা। সাক্ষী হও জগত-জননী তারা,
সাক্ষী হও দেব পঞ্চানন,
সাক্ষী হও পদ্মযোনি,
সাক্ষী হও,
পুরন্দর সনে দেবতা তেত্রিশ কোটি,
সাক্ষী হও,
ভূচর খেচর দেব যক্ষ নর,
বিদ্যাধর অষ্টবসু দিক্‌পাল আদি ;
রামের চরণ বিনা,
অন্য কভু যদি মনে পেয়ে থাকে স্থান,
ভস্ম হ'ক এ পাপ শরীর ;
নহে যেন,
না স্পর্শে অনল মোরে কর আশীর্ব্বাদ ;
রক্ষ নিস্তারিণী !
নমি মহা গুরু, শ্রীরামচরণে।

(সীতার অগ্নি প্রবেশ)

রাম। হা সীতা ! হা ননীর পুত্তলি !

[মূর্চ্ছা।

লক্ষ্মণ। ওঠ ওঠ রাজীবলোচন,
না পারি বুঝিতে তব মায়া, মায়াময় ;
সীতার বর্জ্জন, আপনি করিলে প্রভু—

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ! আনি দেহ সীতা মোরে
ধিক্ ধিক্ ! জন্ম রাজকুলে,
কলঙ্কে সতত ডর ;
কলঙ্কের ভয়ে,
ত্যজিলাম প্রাণের বনিতা সীতা !
চলে গেলে জানকী আমার,
কুশাঙ্কুর বিবিত চরণে,
দেখিতাম ফিরে ফিরে তিলে শতবার ;
দেখ চেয়ে,
পর্ব্বত প্রমাণ বহ্নি গর্জ্জে নভঃস্থলে ;
আর কি পাব রে,
কুসুম-নির্ম্মিতা জানকী আমার ভাই !
হা সীতা ! হা জানকী আমার !
আ রে আ রে দারুণ অনল,
এত বল তোর বুকে ;
হারা নিধি হরিল আমার ?
ফিরে দেহ সীতা মোর,
দেহ মম হৃদয় রতন,
রামের সর্ব্বস্ব ধন ফিরে দে অনল !
দেখ নাই লঙ্কার দুর্গতি ;
এত দর্প তোর, উত্তর না দেহ মোরে ?

আন রে লক্ষ্মণ, আন ধনুর্ব্বাণ,
অনন্ত সলিলে সৃষ্টি ডুবাব এখনি।

(সীতাকে লইয়া ব্রহ্মা ও অগ্নির চিতা
হইতে উত্থান)

ব্রহ্মা। কি হেতু হে রোষ চিন্তামণি!
নাহি জানি কিসের রোদন ;
আমি ব্রহ্মা নারি বুঝিবারে তব লীলা,
ধন্য মায়া মায়াময়,
মায়ায় বিস্মৃত আছ সব!
পরমা প্রকৃতি ভস্ম হইবে অনলে!
তাই চাহ নাশিতে অনল!

রাম। দেব!
পাইলাম সীতা পুনঃ তোমার কৃপায়।
ধন্য নারী-কুলে তুমি সতী,
কীর্ত্তি তব গাইবে জগৎ,
দেখিলেন বংশের নিদান সূর্য্য দেব,
সতীর মহিমা তব!
রাম নাম হইল উজ্জ্বল,
সীতারাম সম্মিলনে।

সকলে। জয় সীতারাম !!

যবনিকা পতন।

অভিশাপ।

———:———

(কৌতুকপূর্ণ পৌরাণিক গীতিনাট্য)

————

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

———০———

পুরুষ।

বিষ্ণু	
নারদ	ঋষি (বৈষ্ণব)।
পর্ব্বত	ঐ (শৈব)।
অম্বরীষ	অযোধ্যাপতি।
কণ্ঠিদাস / তিলক দাস	নারদের শিষ্য।
ধ্যাপাড় বোম / ডম্বুর বাগীশ	পর্ব্বতের শিষ্য।
দারুক	বিষ্ণু-কিঙ্কর।

মন্ত্রী, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

দুষ্টা-সরস্বতী	
শ্রীমতী	অম্বরীষ রাজার কন্যা।
বল্লরী / সুষমা	ঐ সখীদ্বয়।
বিষ্ণু-কিঙ্করী (বেশকারিণী)	
তমঃ	

দুষ্টা সরস্বতীর সহচরীগণ, বিষ্ণু-কিঙ্করীগণ, তমঃসঙ্গিনীগণ,
শ্রীমতীর অন্যান্য সঙ্গিনীগণ ইত্যাদি।

————

অভিশাপ।

—০॰॰০—

প্রথম অঙ্ক।

—*—

প্রথম দৃশ্য।

—৪*৪—

বন-পথ।

দুষ্টা-সরস্বতী ও সহচরীগণ।

গীত।

আমরা সই ভুবনমোহিনী।
যার যখন মনে তারি সনে রঙ্গে রঙ্গিনী॥
অভিমানে বেঁধে মধুর তান,
করি ঘরে ঘরে গান,
অবশ রসে নরনারী মানে মাতায় প্রাণ;
ধরম করম দিয়ে বিসর্জ্জন,
দম্ভভরে ভ্রমের পথে ভ্রমে অনুক্ষণ,
হিতাহিত থাকে কি আর আমরা হ'লে
সঙ্গিনী॥

(নারদ ও পর্ব্বত মুনির প্রবেশ)

দুষ্টা। কোথায় চলেছ—কোথায় চলেছ?

নার। কেরে বেটী, তুই হেথা কেন?

পর্ব্ব। কালামুখী, এখানে পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছ?

দুষ্টা। ইস্, তোদের যে বড় অহঙ্কার! —এখনি অহঙ্কার ছারখার যাবে।

নার। কি বল্লি বেটী, আমায় চিনিস্ নি?

পর্ব্ব। সরে যা—সরে যা—নইলে টেরটা পাবি।

দুষ্টা। এই যে সরি,—তোমাদের ঋষি-গিরি বার করি এই!

নার। তুই কি কর্ব্বি?—তোর কি ধার ধারি?

পর্ব্ব। খপরদার—খপরদার, সরে যা,—নইলে জ্ঞান-অগ্নিতে এখনি ভস্ম হবি। আমাদের উপর তোর অধিকার কি?

দুষ্টা। অধিকার কি দেখ্‌তে পাবি, বানর সাজিয়ে দড়ি ধ'রে নাচাব?

নার। যা,—যা—তোরে যে না চেনে, তার কাছে স্পর্দ্ধা করিস্। ব্রহ্মার ধ্যানে মা সরস্বতীর জন্ম, ব্রহ্মার কামে তোর সৃষ্টি; যারা কামুক, কুচরিত্র—তাদের প্রতি তোর অধিকার; আমরা নির্ম্মলচরিত্র ঋষি, তোর তোয়াক্কা রাখিনে।

পর্ব্ব। যা—যা সরে যা,—ঋষির কার্য্যে ব্যাঘাত করিস নি। আমরা গন্ধর্ব্বলোকে—গীত শিক্ষা কর্‌তে যাচ্চি,—অলক্ষণা, তুই এসে কেন পথে দাঁড়ালি?

দুষ্টা। গন্ধর্ব্বলোকে কি গান শিখ্‌বি,—আমার পূজা করে আমার কাছে শিখ্‌বি আয়।

নার। আরে বেটী কর্কশকণ্ঠা,—আমরা কি গান শিক্ষা কর্‌তে যাচ্চি, গান শেখাতে যাচ্চি।

দুষ্টা। যাও—যাও—সে এমন জায়গা নয়, গন্ধর্ব্বকুমারীরা ভেড়া করে রাখ্‌বে।

নার। কি, আমরা কামজিৎ পুরুষ,—আমাদের ভেড়া করে রাখ্‌বে?

দুষ্টা। আচ্ছা দেখ্‌বি, আমার কথা তখন বুঝ্‌বি!

পর্ব্ব। চলহে ঋষি,—ও কুৎসিতার সঙ্গে প্রভাতে আর বাক্‌বিতণ্ডা করা ভাল নয়। ওর দর্শনে প্রায়শ্চিত্ত বিধি। আমি শিবলোকে মহাদেবকে দর্শন করে গন্ধর্ব্বলোকে যাব।

নার। আমিও ভাবচি, ব্রহ্মলোকে পিতার আদেশ নিয়ে যাব। কামের প্রভাবে স্বয়ং মহাদেবও উচাটন হয়েছিলেন! দুষ্টা-সরস্বতীর মুখ দেখা বড় অলক্ষণ।

[উভয়ের প্রস্থান।

দুষ্টা। যখন অহঙ্কার করেছ, তখন আমার অধিকারে এসেছ। আর তোমাদের ঋষিত্ব নাই। আরে মূর্খ, আমায় জানিস্‌নে—বিদ্যাশক্তি, অবিদ্যাশক্তি আমি, তোদের অযোধ্যায় নিয়ে বানর নাচাব। কামজিৎ হয়েছ,—এত অহঙ্কার? আরে অবোধ, ব্রহ্মার মতিভ্রম হয়েছিল,—তোরা তো সামান্য ঋষিমাত্র।

গীত।

আমি মজিয়েছি সংসার।
তোদের মত কত শত গেছে ছারে খার॥
ভুলে আমার ছলে, ছেলে ফেলে জননী
পলায়,
সহোদরে দ্বন্দ্ব করে, গরল দেয় পিতায়;
কুহকিনী কুবচনে মজিয়েছি ঋষি,
যোগ ছেড়ে হয়েছে কুক্কুরী প্রয়াসী,
মোহিনীতে ব্রহ্মা মাতে অভিলাষী দুহিতায়॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:০:—

প্রমোদকানন।

শ্রীমতী, বল্লরী, সুষমা প্রভৃতি সখিগণ।

সখিগণ। গীত।

হেম বসনে, নেহার গগনে, হাসে ঊষা
বিনোদিনী।
বিমল প্রভা, মাখিয়ে বিভা, আমোদিনী
মেদিনী।
ধীর সমীর খেলে সর-নীরে,
মৃদুল হিল্লোল দোলে ধীরে ধীরে,
অমল ভাতি, ধরে হৃদি পাতি, নলিনী
আমোদিনী।
মুকুতা ঝরি শিশির বারি,
দুলে দুলে খেলে পল্লব সারি,
ফুলকুল তর তর তরে,
মধুর হাসি বিমল অধরে,
হেরিয়ে বিহগে, গায় অনুরাগে,
বিহগী প্রমোদিনী।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। মরি—মরি,—কি চমৎকার সুন্দরী! আহা সুন্দরীর হার রে! আর এই কে? যেন মণিমালার মধ্যে কৌস্তুভ মণি! ব্রহ্মলোক, শিবলোক, জনলোক, তপলোক ভ্রমণ কর্‌লেম,—এমন সুন্দরী তো কোথাও কখনও দেখ্‌লেম না! একি অবিবাহিতা? যদি অবিবাহিতা হয়,—এরে লয়ে গৃহী হই। কেন, গৃহী হ'লে কি আর তপ-জপ হয় না?

বল্লরী। ওমা কে গো!—এ জটে বুড়ীর মত কে গো? আয় শ্রীমতী, এখান থেকে আমরা চলে যাই আয়!

শ্রীমতী। না, না,—বোধ হয় ইনি কোন ঋষি হবেন! তুই তো পিতার আজ্ঞা জানিস,—ঋষি এলে অভ্যর্থনা কর্‌তে তিনি

াজ্ঞা দিয়েছেন। আমরা এ ঋষির সমাদর া কর্‌লে পিতা রাগ কর্কেন

সুষমা। ওলো, ওর কোন পুরুষে ঋষি য়! দেখ না, তোরে যেন হাঁ করে গিল্‌ছে!

শ্রীমতী। প্রভু, প্রণাম হই। আপনি ক?

নারদ। হাঃ হাঃ!—আমি কে?—ামি দেবঋষি নারদ। জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেম, তামার কি বিবাহ হয়েছে?

শ্রীমতী। না প্রভু, আজও আমার বিবাহ য় নি।

নারদ। তা বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে! ামি কে শুনলে, দেবর্ষি নারদ। আমার ড় সুন্দর কান্তি,—দেখ তপস্যা করে ছাই মখে বেড়াই, তাইতে এমন দেখ্‌ছো। দি জটা কাটি, বিভূতির পরিবর্ত্তে অঙ্গে ন্দন লেপন করি, যদি শ্মশ্রু মুণ্ডন করি, বার গৈরিক বসনের পরিবর্ত্তে পট্টবাস ারিধান করি,—আমার কান্তিতে এই উপবন ালো হয়ে যায়।

বন্ধু। আপনি এমনি সুন্দর পুরুষ! াহা ঠাকুর, যদি জটাগুলি কেটে, দাড়ীটী ড়িয়ে একবার দর্শন দেন, তা হ'লে নয়ন ন পরিতৃপ্ত করি।

নারদ। সখি—সখি,—তুমি অতি ামিষ্টভাষিণী! আমারও মানস তাই—ামারও মানস তাই! তোমার সখীকে বল, —আমায় বরমাল্য প্রদান করুন,—আমিও লসীর কণ্ঠী তাঁর গলায় দিচ্ছি।

শ্রীমতী। প্রভু, আপনি যখন আমার াণিগ্রহণ কর্‌তে চাচ্ছেন, আমার সৌভাগ্যই টে।

নারদ। তবে আর কি—তবে আর ক,—এস না মালা বদল করে গান্ধর্ব্ব বিবাহ রে ফেলি।

শ্রীমতী। কিন্তু প্রভু, আমি আমার পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে কেমন করে আপ্‌নাকে বরণ কর্ব্বো?

নারদ। তোমার পিতা কে?

সুষমা। ইনি অম্বরীষ রাজার কন্যা।

নারদ। বটে বটে! তোমার পিতা এখনি সম্মত হবেন,—আমি রাজ-সভায় চল্লেম। তোমার তো পছন্দ হয়েছে?

বন্ধু। বুঝ্‌তে পাচ্চেন না,—চুপ করে রয়েছে।

নারদ। দেখ সুন্দরী, রূপের কথাতো এই বল্লেম, তার পর গান-শক্তি আবার বড় চমৎকার! দেবলোকে যখন বীণা ঝঙ্কার করে যাই,—উর্ব্বশী, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি সকলে মুগ্ধা!—তোমার কাছে বলি, সকলে প্রেমাকাঙ্ক্ষা করে। তবে কি জান, আমি মনে করি,—আমি যেরূপ সুন্দর পুরুষ, সেইরূপ সুন্দরী ভিন্ন মালা গ্রহণ কর্ব্বো না।

বন্ধু। তবে কি আমার সখীকে পছন্দ হবে?

নারদ। খুব হবে, খুব হয়েছে। তোমার দিব্য পছন্দ হয়েছে! আমি মিথ্যা কথার মানুষ নই,—কটী গান গাব, শুন্‌বে? এই বীণার ঝঙ্কার তুলি!

বন্ধু। নৃত্য-গীত তো হবেই; আপনি এখন ক্লান্ত হয়েছেন, অতিথি-সৎকার গ্রহণ করুন।

নারদ। আচ্ছা আমি এলুম বলে। রাজার সম্মতি লয়ে ফিরে আসছি। তোমরা একটু থেকো, যেও না,—আমার মাথার দিব্য যেও না,—আমি এলুম ব'লে।

(প্রস্থানোদ্যত।)

আর দেখ সুন্দরী, যখন ঢেঁকী চ'ড়ে নৃত্য ক'রে,—

সুষমা। আপ্‌নি ঢেঁকী চড়েন?

নারদ। ছি! ছি!—ঢেঁকীর কথাটা বলা বড় ভাল হয় নাই। সে এ ঢেঁকী নয়—

এ ঢেঁকী নয়! দেবরাজ তার পরিবর্ত্তে ঐরাবত দিতে চেয়েছিল,—গ্রহণ করি নি। কার্ত্তিক ময়ূর দিতে চায়,—তাও গ্রহণ করি নাই। (স্বগত) প্রেমের স্থলে দুটো একটা মিথ্যা কথা চলে,—তাতে দোষ নাই—দোষ নাই!—শাস্ত্রে আছে।

বল্লরী। তবে আসবার সময় ঠাকুর, সেই ঢেঁকীটী চড়ে আস্‌বেন,—আমরা দেখে নয়ন সার্থক কর্ব্বো।

নারদ। তা আমি অম্‌নিই নৃত্য কচ্চি—অম্‌নিই নৃত্য কচ্চি, করতালি দিয়ে তোমরা গাও।

সুসমা। ঠাকুর, আপনি রাজসভা হতে আসুন। তার পর আমোদ হবে।

নারদ। সেই ভাল—সেই ভাল।

বল্লরী। শীগ্‌গির আসবেন, আমার সখী বড় অধীরা হবেন।

নারদ। এই চকিতের ন্যায় গেলেম কি এলেম।

বল্লরী। আসবার সময় সেই ঢেঁকীটে নিয়ে আস্‌বেন, ভুলবেন না।

নারদ। দেখ্‌বো—দেখ্‌বো,—সে আশ্রমে আছে, সে আশ্রমে আছে,—আমি এলুম ব'লে।

[প্রস্থান।

শ্রীমতী। সখি, তোরা পরিহাস কচ্চিস কি? না জানি কি বিভ্রাট ঘটে! পিতা পরম বৈষ্ণব,—পিতা যদি সম্মত হন, আমায় তা হ'লে বরণ করতে হবে।

বল্লরী। তুইও যেমন, রাজা তো আর খেপে নি, যে এই—পাগ্‌লাটার হাতে তোরে ধরে দেবে, শুনেছিলেম, নারদ বড় ঋষি, তা তোমায় দেখে ঋষিগিরি বেরিয়ে গেল; মিথ্যে কথা ব'লে গেল যে—এ ঢেঁকী নয়। ঐ দেখ,—বুঝি মুখপোড়া ফির্‌লো।

সখিগণের গীত।

ঐ আস্‌ছে জ'টে আড় নয়ন ঠেরে।
ওলো আয় সবে, অবলা কুলের বালা,
শেষে পড়বো কি ফেরে
ঈষৎ হাসি গোঁপ দাড়িতে ঢাকা বদনে,
যেন চিতে বাঘ মার্‌চে উঁকি ব'সে
শোণ বনে
শালের দুই খুঁটী, বসান ঢাকাই জালাটী,
আস্‌চে চ'লে, হেলে দুলে প্রেম ক'রে দেবে
সেরে

(পর্ব্বত মুনির প্রবেশ।)

সুষমা। ওলো না, এ যে আর এক ম[illegible] লো! আজ্‌কে—তুই মুনি-ঋষিধরা মোহি[illegible] মন্ত্র করেছিস্ না কি? ও মা, এ মুখপোড়া যে তোরে খেতে আস্‌চে?

পর্ব্বত। ওঃ পরমা লাবণ্যবতী! আ[illegible] সহিত যদি মিলন হয়, হর-গৌরী মি[illegible] হবে। শাস্ত্রে তো সংসার-আশ্রমের বি[illegible] আছে। যোগীশ্বর দেবদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে ল'য়ে সংসারী হ'য়েছেন। দে[illegible] কি?—ওঃ পরমা লাবণ্যবতী!

শ্রীমতী। প্রভু, আশীর্ব্বাদ করুন আপনি কে?

পর্ব্বত। হোঃ হোঃ আমি কে? আপ[illegible] নার মুখে পরিচয় দেওয়াটা ভাল হয় না আগড়ব্যোম, ডমুরবাগীশ যদি থাক্‌তে শতমুখে ব্যাখ্যা কর্ত্তো। সে সব ঠিক আছে তোমায় অবিবাহিতা দেখ্‌ছি, আমায় ব[illegible] মাল্য প্রদান কর।

সুষমা। ঋষিরাজ, ইনি অম্বরীষ রাজা[illegible] কন্যা। পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে [illegible] আপনাকে বরমাল্য প্রদান কর্ত্তে পারেন না

পর্ব্বত। সে তুচ্ছ কথা, তাঁর সম্[illegible] এখনই ল'য়ে আস্‌চি, সে জন্য চিন্তিত হ[illegible] না। আমি যোগবলে কামদেব অপেক্ষ

ন্দর মূর্ত্তি ধারণ কর্ত্তে পারি, আর গানশক্তি মার অদ্বিতীয়, একটা প্রেমের গান গাই ান।

বল্লরী। না—না, আপনি রাজার ়তি ল'য়ে আসুন,—

পর্ব্বত। না—না, আমি তোমার সখীকে নের দ্বারা মুগ্ধ করে, তবে রাজার অনুমতি তে যাব। কবিতার ছটায়, সুরের ঘটায়, ়নি বিমুগ্ধ কচ্চি।

বল্লরী। ঠাকুর, আমরা তবে সরে যাই, ামরা যদি বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি।

পর্ব্বত। তার আর চিন্তা কি—তার ার চিন্তা কি। আমাদের উভয়ের হর-ৌরী মিলন হবে। পার্ব্বতীর সহচরীর ন্যায় ামরাও সেখানে বিরাজ কর্ব্বে। কি কর্ব্বো ন?—কৈলাস পর্ব্বতের মতন একটী ন্দর পর্ব্বতে আশ্রম করবো। আর দিবা-এ নানা রঙ্গে কালযাপন কর্ব্বো। বুঝলে না—তবে গানটা শ্রবণ কর!

গীত।

প্রেমের বাগানে আমি সদাই দি' সাঁতার।
এক ডুবে হই এপার আর ওপার॥
হয়ে প্রেমেরই ভ্রমর,
পদ্মে বসি দিবানিশি মধুতে বিভোর;
প্রেম-পাহাড়ে প্রেমেরি গহ্বর—
স প্রেমের ধ্যানে, প্রেমে হানি প্রেমের
আড় নজর,
াম প্রেম প্রেম প্রেমাপ্রেমু, বয়ে বেড়াই
প্রেমের ভার,—
এত কে ধারে প্রেমের ধার,
আমার মত প্রেম আছে আর কার?

(স্বগতঃ) গানটা বড় বেরস হ'ল। জ. প্রাতে দুষ্টা-সরস্বতীর মুখ দেখে স্বতী জড়ীভূত হয়েছেন কবিতাটা মন বেখাপ্পা হ'য়ে গেল।

সুষমা। ঋষিরাজ, বড় মুগ্ধ হয়েছি।

পর্ব্বত। চিন্তা করো না,—চিন্তা করো না—আমি এলুম বলে। রাজকন্যা,—কোথাও যেও না,—আমি আসচি।

[প্রস্থান।

বল্লরী। ওলো আয়লো আয়। এখান থেকে নাগর না নিয়ে উনি নড়্‌বেন না, তা কোনটীকে নেবে? দুটী বর তো উপস্থিত।

সুষমা। সখি, তুই ভাব্‌ছিস কেন? দু'মড়ায় গণ্ডগোল কর্ব্বে এখন। রাজা তো আর দুজনকে দেবে না,—ওরা আপনা আপনি গণ্ডগোল কর্ব্বে এখন।

শ্রীমতী। সখি, আমার বুক কাঁপচে, আমার মন স্থির হচ্চে না। কি জানি অদৃষ্টে কি আছে, মহারাজের পাছে কোন অনিষ্ট হয়! ঋষিদের ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয়, শুনিছি।

বল্লরী। নে—নে, ওরা কেমন ঋষি, তা আমি এক আঁচড়ে টের পেয়েছি। ওদের নিয়ে আমি বাঁদর নাচা'তে পারি। এখন আয়।

শ্রীমতী। আচ্ছা তোরা যা, রাজসভায় কি হচ্চে,—সংবাদটা নিয়ে আয়, আমি এইখানে একটু বসি। আমার ইষ্টপূজা হয়নি,—ইষ্টপূজা করি।

বল্লরী। ওলো আয় লো আয়,—নাগর-পূজা হবে লো, নাগর পূজা হবে। তবে তুই থাক,—অমরা চল্লেম।

সুষমা। ওকে রেখে কোথায় যাবি?

বল্লরী। আয়লো—ইদিক ওদিক থাকি,—আমাদের না দেখ্‌লেই সুড় সুড় করে চলে যাবে এখন।

সুসমা। সত্যি ভাই,—আমারও ভয় হচ্চে। দু' মড়ায় কি বিভ্রাট বাধাবে! কে জানি মহারাজ যদি ওদের এক জনকে শ্রীমতীকে দান করে—

বল্লরী। হ্যাঁলা—এ কি হয়! নারায়ণের মালা বানরে পর্‌বে?

সুষমা। ছ্যাখ—ছ্যাখ—অন্য মনে কি ভাব্‌চে ছ্যাখ। ও ভাই, ক'দিন কেমন কেমন হয়েছে।

বল্লরী। দূর ছুঁড়ী. ওর রঙ্গ তো জানিস নে। ঐ এক খেলা হয়েছে। উনি স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছেন, স্বপ্নে গান শুনেছেন।

সুষমা। গানটী কি ভাই দিব্বি, যখন আমরা গাই, আমার মনে কি হয়!

বল্লরী। তোমার কি মন কম, তুমি কি কম ধনী! তবে আমরা চল্লুম।

[সকলের প্রস্থান।

শ্রীমতী। (ধ্যানস্থ হইয়া) প্রভু, তুমি আমায় দেখা দাও, তোমার মধুর স্বর শুনেছি, অঙ্গের সৌরভ পেয়েছি, তোমার রূপের জ্যোতি দেখেছি, কিন্তু তোমায় কখনো দেখিনি। তুমি কে, আমায় একবার দেখা দাও, আমার হৃদয় মাঝে কে বিরাজ ক'চ্চ, একবার দেখে চক্ষু সার্থক করি।

গীত।

কিবা সুন্দর হৃদিপর বিহরে।
মন সতত বিমন কেন শিহরে॥
কিবা মাধুরী, মন করেছে চুরি,
কেন মন করে হেন চাতুরি,
ধরি ধরি হারি, ধরিতে নারি,—
উদাসিনী দিবা রজনী,
উন্মাদিনী না জানি কার তরে॥

প্রভু, আমি তোমায় মনে মনে বরণ ক'রেছি। তোমা ভিন্ন অপরের হস্তে যদি পিতা অর্পণ করেন, আমি তোমায় স্মরণ ক'রে সরযুতে প্রাণত্যাগ কর্ব্বো। প্রভু, অনাথিনীকে চরণে স্থান দিও, ভুলো না। যাই, দেখি ঋষিদ্বয় পিতার নিকটে গিয়ে কি বিভ্রাট ঘটালে। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—০০—

মন্ত্রণা-গৃহ।

নারদ ও মন্ত্রী।

নারদ। মন্ত্রী, যাও—যাও,—মহারাজকে শীঘ্র খপর দাও, বলো দেবর্ষি নারদ, মহারাজকে পবিত্র করবার জন্য অযোধ্যায় পদার্পণ করেছেন। যাও—যাও—শীঘ্র যাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান

(পর্ব্বত মুনির প্রবেশ)

পর্ব্ব। কে ও ঋষিরাজ যে হেথায় তুমি যে আমায় বল্লে,—ব্রহ্মলোকে যাবে?

নার। ভাব্‌লেম, অযোধ্যার নিকট এসেছি, অম্বরীষ রাজা বিষ্ণুভক্ত, একবার দর্শন দিয়ে যাই;— তোমার শিবলোকে না গিয়ে যে এদিকে পদার্পণ?

পর্ব্ব। আমিও ঐরূপ মনে কর্‌লেম— আমিও ঐরূপ মনে কর্‌লেম।— ভাব্‌লেম রাজা কি মনে কর্ব্বেন,—যদি সংবাদ পান—আমি এ দিক দিয়ে গেলুম,—আশীর্ব্বাদ করে গেলুম না।—যদি সংবাদ পান,—আবার ক্ষুণ্ণ হবেন।

নার। রাজদর্শনে এখন বিলম্ব হবে। (স্বগত) ঝকমারি ক'রে কেন রাজাকে ডাক্‌তে পাঠালুম। (প্রকাশ্যে) আপনি ক্ষণেক বিশ্রাম ক'রে আস্‌বেন। আসুন, আপনার বাসাটাসা সব ঠিক করে দিচ্চি। ভাণ্ডারীর নিকট আমি পরিচিত,—ভাণ্ডারীকে বল্লেই হবে।

পর্ব্ব। নারদ, তোমাকে বিশেষ ক্লান্ত দেখাচ্চে। তুমিই ক্ষণেক বিশ্রাম করগে! আমি এখন সাত দিন ভ্রমণ কর্ব্বো, তবু ক্লান্ত হবো না।

নার। সে কি হয়, তোমার বৃদ্ধ বয়স, এখন আরামের প্রয়োজন।

পর্ব্ব। কি বল্লে—তুমি কি আপনাকে যুবা পুরুষ মনে কর না কি?

নার। আমি যুবা পুরুষ বৈ কি। এস—এস, বৃদ্ধ মানুষ,—মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।

পর্ব্ব। তোর মুখ শুখিয়েছে, তোর চক্ষু কোটরে গিয়েছে, নীলবানরের ন্যায় তোর মুখশ্রী হয়েছে!—অন্ততঃ তোর অপেক্ষা আমি বিশ বছরের ছোট।

নার। এই সর্ব্বনাশ হয়েছে!—দুষ্টা-সরস্বতী তোমায় পেয়েছে।

পর্ব্ব। তোর স্কন্ধে চেপেছে,—নচেৎ আমায় বলিস তুই বুড়ো! তোর চক্ষুর দৃষ্টি খাটো হয়েছে, তোর কথার বাঁধুনী নাই, তোর ভীমরতি হবার উদ্যোগ হয়েছে।

নারদ। দুষ্টা-সরস্বতী দেখার ফল, তোমাতেই তো ফলে গেছে, এই যে আবল তাবল বক্‌চো,—এই যে স্মৃতিবিভ্রম ঘটেচে,—তোমার অঙ্গের মাংস লোলিত হয়েছে, তুমি খুব বুড়ো হয়েছ, তোমার মর্‌বার বয়স হয়েছে।

পর্ব্ব। তোরে দানোয় পেয়েছে, তুই খুবড়ো হয়েছিস্।

নার। আহা আহা,—দুষ্টা-সরস্বতী সর্ব্বনাশ কর্‌লে, এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সর্ব্বনাশ কর্‌লে।

পর্ব্ব। তোর চৌদ্দপুরুষ বৃদ্ধ রে আবাগের ব্যাটা!

নার। তুমি আমার পিতামহের প্রপিতামহ।

(অম্বরীষ রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

অম্ব। কি সৌভাগ্য—কি সৌভাগ্য! ঋষিরাজদ্বয়ের দর্শন পেলেম।

পর্ব্ব। আর মহারাজ, এই নারদটার সর্ব্বনাশ হয়েছে। দুষ্টাসরস্বতী ওর মাথা খেয়েছে।

নার। মহারাজ, পর্ব্বতের একেবারে মতি ভ্রম হয়েছে। আজ প্রাতে উভয়ে আসতে আসতে পথে দুষ্টা-সরস্বতীর সহিত সাক্ষাৎ। পর্ব্বত মুনিটা বুড়ো হয়েছে, রেগে কতকগুলো কটু-কাটব্য বল্লো।

পর্ব্ব। বুড়ো হয়েছে তোর ঠাকুর দা'—বুড়ো হয়েছে তোর ব্রহ্মা বাবা! শোন রাজা, ঐ নারদটা কলহপ্রিয়, দুষ্টা-সরস্বতীর সঙ্গে কলহ কর্‌লে, তার ফল হাতে হাতে ফলেছে। দুষ্টা-সরস্বতী যা বল্লে, তাই কর্‌লে গা! দুষ্টা-সরস্বতী দম্ভ করে বলে গেল,—"আজই আমার প্রভাব টের পাবি।" আমার তপোবল আছে, আমার কি কর্ব্বে! —দুষ্টা-সরস্বতীর কোপ এই নারদটার হাড়ে হাড়ে ফলেছে। ও বুড়ো হয়েছে, ওর অঙ্গ লোলিত হয়েছে, নাক বসে গিয়েছে, চোখ কোটরে প্রবেশ করেছে,—যেন লাঙ্গুলহীন নীলবানরটী হয়েছেন।

নার। মহারাজ, দেখ্‌ছেন—দেখ্‌ছেন—দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাব দেখ্‌ছেন! ধেড়ে বানরের মত হয়েছে,—মুখ পুড়ে গিয়েছে, স্মৃতি ভ্রম হয়েছে,—আমি এমন যুবা, তা দেখ্‌তে পাচ্চে না। ওর দশা কি হবে! দুষ্টা-সরস্বতী না ছাড়্‌লে, কি ভাগাড়ে গিয়ে মর্‌বে?

পর্ব্বত। তবে আয়, কে কারে ভাগাড়ে পাঠায় দেখি।

নারদ। আমি বৃদ্ধ বলে ক্ষমা কর্‌লেম—বৃদ্ধ বলে ক্ষমা কর্‌লেম্! মহারাজ, ওকে বিষ্ণুতেল মাথায় দিয়ে স্নান করিয়ে দিতে বলুন গে। একটু প্রকৃতিস্থ হোক। নইলে বুড়ো পড়্‌বে আর মর্‌বে।

পর্ব্বত। আর দানা পেয়ে তোর ঘাড় ভাঙ্‌বে!

নারদ। ঐ দেখুন মহারাজ, বলুছে দানোয় পেয়েছে—দানোয় পেয়েছে।—দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাব!—দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাব!

অম্ব। কি হয়েছে বলুন,—কলহের কারণ কি, আমায় আজ্ঞা করুন।

পর্ব্ব। মহারাজ, আমাদের মধ্যে কে বৃদ্ধ বলুন?

অম্ব। তপঃ প্রভাবে, আপনারা উভয়েই চিরযৌবন।

নার। মহারাজ, আমি তো যুবা পুরুষ বটে?

পর্ব্ব। যুবা বল্লেন আমায়,—তোর মন রেখে বলেছেন।

নার। আরে ছ্যাঃ—বুদ্ধির মাথা একেবারে দুষ্টা-সরস্বতী খেয়েছে। ও বাতুলের সঙ্গে আর কলহে কাজ নাই। মহারাজ শুনুন,—আমি দার পরিগ্রহ কর্ব্বো, মনে করেছি।

পর্ব্ব। মহারাজ, শুনুন আমি দার-পরিগ্রহ কর্ব্বো,—মনে করেছি।

নার। আপনার কন্যা পরমাসুন্দরী।

পর্ব্ব। আপনার কন্যার অতি নির্ম্মল লাবণ্য!

নার। আমি তার পাণিগ্রহণ কর্ব্বো, বাসনা করেছি।

পর্ব্ব। চোপরাও দাসী-পুত্র! আমি বরমালা গ্রহণ করবো কামনা করেছি।

নার। দুষ্টা-সরস্বতীর কোপ আর কারে বলে!

পর্ব্ব। উঁহুঁ—রাজার বুদ্ধি আছে,—তোর মত বেল্লিক নয়,—তোর মত চোখে ছানি পড়ে নাই।

অম্ব। প্রভু, আমার একটী কন্যা মাত্র।

উভয়ে। তাকেই তো চাই,—তাকেই তো চাই!

অম্ব। প্রভু, আপনারা রুষ্ট হবেন না। কাল প্রাতে আপনারা উভয়েই উপস্থিত হবেন,—আমার কন্যা যার গলে বরমালা দেবে, সেই আমার জামাতা—তারেই আমি কন্যা অর্পণ কর্ব্বো,—এই আমার প্রতিজ্ঞা!

উভয়ে। সে বেশ কথা—সে বেশ কথা!

পর্ব্ব। তবেই তোমার অদৃষ্টে—বুঝ্‌লে ভায়া,—দীর্ঘ কদলী!

নার। তোমার পোড়া বদনে, পোড়া কাষ্ঠখণ্ড বুঝ্‌লে ভায়া!

পর্ব্ব। বোঝা যাবে—বোঝা যাবে! (স্বগতঃ) গানে মুগ্ধ করে এসেছি। দুষ্টা-সরস্বতী মন্দ নয়,—কন্যারত্ন লাভ হবে।

নার। (স্বগতঃ) আমি নিশ্চয় মন হরণ করেছি,—কথা শুনে নীরব হয়ে রইলো। দুষ্টা-সরস্বতী দর্শন অতি শুভ, রমণীর শিরোমণি আমার গৃহিণী হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

অম্ব। মন্ত্রী, সর্ব্বনাশ উপস্থিত,—শেষে কি ঋষির রোষে পড়্‌বো। যখন কন্যা জন্মে, আমি সূতিকাগারে দেখ্‌তে গিয়ে মনে মনে নারায়ণকে অর্পণ করেছিলেম। আমার কন্যা চিরজীবন নারায়ণ সেবায় রতা থাক্‌বে, এই আমার বাসনা।

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনার কন্যাকে যাঁর হস্তে অর্পণ করেছেন, তিনিই রক্ষা কর্‌বেন। নারায়ণের হস্তে অর্পণ করেছেন, নারায়ণই রক্ষা কর্‌বেন, আপনি চিন্তিত হবেন না।

বিষ্ণুকিঙ্করীগণের প্রবেশ ও গীত।

মনোমত মোহন মাধুরী কিঙ্করী।
মাধুরী অঙ্গিনী, মাধুরী সঙ্গিনী,
পরম মাধুরী হেরি মাধুরী হৃদে ধরি॥
মাধুরী সৌরভ, মাধুরী গৌরব,
মাধুরী বৈভব, মাধুরী উৎসব,

যুগল মাধুরী ধারে মাধুরী অর্ণব,
মাধুরী লহরী—
মাধুরী কিরণে, মাধুরী ভুবনে,
মাধুরী সহচরী মাধুরী বিতরি ॥

অম্ব। তোমরা কারা ?

বিষ্ণু-কি। আমরা বেশকারিণী। আমরা পৃথিবী ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি। যদি পরমা-সুন্দরী কন্যা দেখি, তার বেশভূষা করে দেব। মদনমোহিনী রতিকে দেখিছি, কিন্তু তাঁকেও আমাদের চ'খে ধরে নি। মহারাজের কন্যাকে দেখেছি, তাই তাঁরে সাজাতে এসেছি।—এম্‌নি সুন্দর সাজাব, যে নারায়ণের মন মুগ্ধ হবে। তিনি স্বয়ং এসে রাজ-কুমারীকে আপনার নিকট প্রার্থনা কর্‌বেন।

অম্ব। তোমরা কি বল্‌ছো !

বিষ্ণু-কি। আমাদের কথায় বিশ্বাস কচ্চেন না ? আপনার অন্তপুরেই তো থাক্‌বো, যদি কথা মিথ্যা হয়, তাহ'লে যে দণ্ড হয়—দেবেন।

অম্ব। মধুরভাষিণী, তোমার কথায় আমার মন আশ্বস্ত হচ্ছে।—তোমরা যে হও—আমার অন্তঃপুরে এসো। আমার মনে হচ্ছে, আমায় বিপদসাগর হ'তে উদ্ধার কর্‌বার জন্য নারায়ণ তোমাদিগকে পাঠিয়েছেন।

বিষ্ণুকিঙ্করীগণের গীত।

পেলে মনের মতন নাগরী,
তারে মনের মতন বেশ করি।
মদনে মোহন করি বিনিয়ে চিকণ কবরী ॥
বেশকারিণী আমোদিনী,
যত্নে সাজাই বিনোদিনী,
কুসুম ভূষণে,
বেশের চাতুরী, মন করে চুরি,
মাতায় ভুবনে,
অনিমিষে চেয়ে থাকে, বেশ হেরে নয়ন ভরি ॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠ।

বিষ্ণু ও নারদ।

বিষ্ণু। কি—দেবর্ষি, কি মনে করে ?

নারদ। এই প্রভুর দর্শনে এসেছিলেম—আর বল্‌ছিলেম কি, যে দার পরিগ্রহ করা তো শাস্ত্রের বিধি আছে।

বিষ্ণু। তা আছে বই কি ! কেন তোমার কোন শিষ্যের বিবাহ দেবে না কি ?

নারদ। আজ্ঞে না,—বড় বিপদে পড়েছি। গন্ধর্ব্বলোকে শুনেছিলেম না কি গানবিদ্যার বড় চর্চ্চা, তাই পরীক্ষা কর্‌বার জন্য যাচ্ছিলেম, পথে দুষ্টা-সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।—নির্ব্বোধ বেটী আমায় বলে কি না,—আমি এখন গন্ধর্ব্বলোকে, গান-শিক্ষার উপযুক্ত হইনি, আমি এখন কামজিৎ হইনি। দুষ্টা-সরস্বতী দুষ্টা বুদ্ধি,—আর কত ভাল হবে ! আমি কি গান শিক্ষা কর্‌তে যাচ্ছিলেম, গান শিক্ষা দিতে যাচ্ছিলেম।—তারপর বল্‌লে কি না আমি কামজিৎ হইনি। আমি বল্লুম,—"আরে বেটী, আমি দেবর্ষি, আমায় তুই কি চিন্‌বি ?" কেমন ঠাকুর, ভাল বলি নি ?

বিষ্ণু। বাঃ—উত্তম বলেছ। তার পর—তার পর।

নারদ। তারপর অযোধ্যা দিয়ে গন্ধর্ব্ব-লোকে যাচ্ছিলেম, ভাব্‌লেম, সরযূতে স্নান করে যাই।

বিষ্ণু। তা উত্তম করেছ—তা উত্তম করেছ।

নারদ। এমন সময় অম্বরীষ রাজা আমায় দেখে, গললগ্নীকৃতবাস হয়ে বল্‌লেন,—"প্রভু, আমার কন্যাটী গ্রহণ করুন।" তা ঠাকুর, তোমার অনুমতি ভিন্ন আমি তো

কিছু করিনি,—তাই আপ্‌নার অনুমতি লতে এসেছি।

বিষ্ণু। তা ভালই তো! বহুকাল তপস্যা কর্‌লে, দিনকতক সুখভোগ কর। সময়-অসময় আছে, একটী সেবাদাসী তো চাই।

নার। না—তার নিমিত্ত নয়,—তার নিমিত্ত নয়, তবে বড় অনুরোধে পড়েছি।

বিষ্ণু। তা অনুরোধ রক্ষা কর্‌বে বৈ কি।

নার। আচ্ছা ঠাকুর, দারপরিগ্রহ যুবা-বয়সেই উচিত, বৃদ্ধের কি দারপরিগ্রহ করা উচিত?

বিষ্ণু। না, তা তো নয়ই—তা তো নয়ই।

নার। এই দেখুন, দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাব দেখুন,—পর্ব্বতমুনি দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাবে অম্বরীষ রাজার কাছে গিয়ে পড়েছে, বলে নারদকে কন্যা না দিয়ে আমায় দান কর। ঠাকুর দেখ, দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাব দেখ।

বিষ্ণু। তাইতো—তাইতো—এ বিষম প্রভাব। পর্ব্বতমুনিও বিবাহ কর্‌তে চায় না কি?

নার। আজ্ঞে হ্যাঁ।—এই রাজা মহা বিপদগ্রস্ত। আমায় বল্‌লে,—“দেবর্ষি, একটা উপায় করুন”। এই জন্য প্রভুর কাছে আগমন। প্রভু, এইটী আজ্ঞে করুন যে কাল যেন পর্ব্বত মুনির বানরের ন্যায় মুখ হয়, সভাস্থ সকলে বানরের ন্যায় তার মুখ দেখে।

বিষ্ণু। আচ্ছা তুমি অনুরোধ কচ্চ, তোমার অনুরোধ তো ছাড়াতে পারিনে, বানরের মুখই হবে।

নার। তবে আসি ঠাকুর—তবে আসি। প্রণাম।

বিষ্ণু। মঙ্গল হোক।

[নারদের প্রস্থান।

দুষ্টা-সরস্বতীর প্রভাবে ঋষির মনে অহঙ্কারের সঞ্চার হয়েছে। অহঙ্কার পতনের মূল। আমার ভক্ত, আমি রক্ষা কর্‌বো।

(পর্ব্বতমুনির প্রবেশ।)

পর্ব্ব। এই যে ঠাকুর—একাই আছেন।

বিষ্ণু। কি মুনিবর!

পর্ব্ব। প্রভু, ভাব্‌ছি,—দার পরিগ্রহ কর্‌বো। মহাদেবও তো দার পরিগ্রহ করেছেন। অম্বরীষ রাজার কন্যা আমারই যোগ্যা, নারদের স্পর্দ্ধা দেখুন, সে কি না বিবাহ কর্‌তে চায়!

বিষ্ণু। হ্যাঁ—বল কি মুনিবর!

পর্ব্ব। আজ্ঞে হ্যাঁ! আমায় বলে বৃদ্ধ—ওর বয়সের গাছপাথর নাই। তা প্রভু, আপনি একটা উপায় না কর্‌লেই তো নয়!

বিষ্ণু। আমি আর কি উপায় কর্‌বো?

পর্ব্ব। অম্বরীষ রাজা বলেছেন, কাল সভায় আমরা উভয়ে উপস্থিত থাক্‌বো;—কন্যা আমাদের উভয়ের মধ্যে, যারে ইচ্ছা হয়—বরণ কর্‌বে। আপনি এই আজ্ঞা করুন, কাল যেন নারদের মুখ নীল-বানরের মুখ হয়।

বিষ্ণু। তাই হবে। তোমার অনুরোধ তো আমি এড়াতে পার্‌বো না।

পর্ব্ব। প্রভু, আসি,—প্রণাম।

বিষ্ণু। তোমার মঙ্গল হোক।

[পর্ব্বত মুনির প্রস্থান।

দেবদেব মহাদেব, তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। আমি শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ত্যাগ করে, দ্বিভুজ হয়ে, নর-কলেবরে ধনুর্ব্বাণ ধারণ কর্‌বো। শ্রীমতী আমার লক্ষ্মী, ধরণীনন্দিনী হয়ে নর-লোকে লীলা কর্‌বেন, পতিব্রতার শাপ পূর্ণ হবে। প্রভু, হর, বিশ্বেশ্বর,—তোমার কল্পনা পূর্ণ হোক।

(বিষ্ণুকিঙ্করীগণের প্রবেশ।)

গীত।

গঙ্গাফেন জটাজুট শোভিত,
বিভূতি ছাদিত, ফণিহার ভূষিত,
রজত মধুর হাসি অধরে।
লম্বোদর হর, রজত বৃষভ'পর,
শিঙ্গাডমরু-ধর, ত্রিনয়ন প্রখর,
শিশু-শশী রজত বরণ শিরে শিহরে।
অস্থিদাম সিত, বক্ষ বিলম্বিত,
শার্দ্দূল-অম্বর কটিতট বেষ্টিত,
পরমা প্রকৃতি উরুদেশ'পরে॥
বব ব্যোম বব ব্যোম ভৈরব রব ঘন,
ত্র্যম্বক ত্রিপুরারী মনমথ-মর্দ্দন,
পরম-পুরুষ-বর ভুবন-ভীত-হর,
পরমে শ্বর বরাভয় করে॥

পঞ্চম দৃশ্য।

—০০—

আশ্রম।

নারদ, তিলকদাস ও কণ্ঠিদাস।

কণ্ঠি। বাবাজী, আজ তোমার একি বেশ বাবাজী? বড় খুনে রকম মুখের চেহারা হয়েছে।

নার। এ নাগর বেশ, রাজকুমারীকে মুগ্ধ করতে হবে কি না!

তিল। বাবাজী, এ দেশের রাজকুমারীদের বড় চূড়ান্ত পছন্দ তো দেখছি!

নার। হ্যাঁ বড় রসিকা!—বাবা কণ্ঠিদাস, বল্ দেখি বাবা,—চন্দন মাখ্‌বো না তিলক সেবা কর্‌বো? কিসে আমায় সুন্দর দেখাবে বল্ দেখি?

কণ্ঠি। তা যদি বল্‌লে বাবাজী, তা'হলে আজ তোমার সিন্দুর ভিন্ন উপায় নাই। ভাং করে মুখময় না মাখালে ও নীলিমা ঘুচবে না।

নার। কি! বদনমণ্ডলে কি নীলকান্তমণির আভা হয়েছে রে বাপ!

তিল। বাবাজী. নীলকান্ত-টীলকান্ত বড় জানিনে যেন নীলবড়ী বেঁটে দিয়েছে বাবা!

নার। ওরেই বলে নীলকান্ত মণি! বাহ্যিক স্ফটিক নীল, অন্তরে কাঞ্চন-গৌর আভা,—এই আমার মুখে যা দেখ্‌ছো ওরেই বলে! তা কি সিন্দুর দেবে?

কণ্ঠি। হাঁা বাবাজী, তা'হলে কতকটা যুত আস্‌বে।

নার। আচ্ছা লেপন কর। হাঁারে, শ্মশ্রু কি মুণ্ডন কর্‌বো?

তিল। না বাবাজী, ওর ধার দিয়ে যেও না।—ও লোমের মতন এক রকম ঝুল্‌চে মুখখানা বড় খাপ খেয়েছে।

নার। তবে জটায় যে ঝুঁটী বেঁধেছিস্,—তাতে পুষ্পের মালা জড়িয়ে দে।

কণ্ঠি। না বাবাজী, ছড়া দুই তিন কলা এনে বেঁধে দি।

নার। উঁহুঁ!

তিল। বাবাজী, বড় নূতন ধরণ হবে—বাবাজী, বড় নূতন ধরণ হবে।—আমি বল্‌চি বাবাজী, রাজকুমারী দেখ্‌লেই ঘুরে পড়্‌বে।

নার। তবে গলদেশে পুষ্পমালা দে

কণ্ঠি। না বাবাজী, না—কালো জামের মালা গলায় দাও। আর কচি তেঁতুলপাতার বেশ করে কণ্ঠি করে দিচ্চি বাবাজী!

নার। তবে চক্ষে কি কজ্জল দিবি?

তিলক। বাবাজী, সে পিচকিরী করে দিতে হবে, বড্ড কোটরে গিয়ে চোখ সেঁদিয়েছে,—আর নীলের উপর কালো বেশ খুলবে না! মুখ্‌টে সিন্দুরেই চলুক।

নার। হ্যাঁরে, কিরূপ এখন হলো?

কণ্ঠি। বাবাজী, খুনে রকম—খুনে রকম।

নার। আহা,—তোদের অদৃষ্ট বড়

সুপ্রসন্ন! আমার তপঃসঙ্গিনী আশ্রমে এসে আশ্রম পবিত্র কর্ব্বে। তোদের জননীর ন্যায় যত্ন কর্ব্বে। তোদের পরম সৌভাগ্য—তোদের পরম সৌভাগ্য।

কণ্ঠি। হুঁ!

তিল। বাবাজী, আঁচড়টা কামড়টা তো দেবে না?

নার। কি বল্লি,—ব্যঙ্গ করিস্ না কি?

তিল। বাবাজী, যে রূপ ধরেছ, আমি মনে কচ্চি, ভাল একটী বাঁদরী ঘরে আন্‌বে। দিব্যি—টুপ্ টাপ্ ক'রে লাফিয়ে গিয়ে, আগ ডাল হতে ফল পাড়বে।

নার। হ্যাঁ, দিব্য সুন্দরী—দিব্য সুন্দরী!

কণ্ঠি। বাবাজী, এ দেশে এসে তোমার পছন্দটা ভারি জমকাল হয়েছে।

নার। তপোবলে পছন্দ হয়—তপোবলে পছন্দ হয়!

কণ্ঠি। প্রভু, এ তপোবল কি আমাদেরও ফল্‌বে।

নার। তোদের এরূপ কি কান্তি হয়! আমার মত কি তপস্যা কর্ত্তে পার্ব্বি?

তিল। হ্যাঁ বাবাজি, এ চেহারা তুমি কর্‌লে কি করে?

নার। প্রেম চিন্তায়—প্রেম চিন্তায়! প্রেমের মহিমা তোদের এক দিন ব্যাখ্যা করে বল্‌বো।—এই যে দেখ্‌ছিস মুখমণ্ডলে ঈষৎ নীলাভা—

তিল। ঈষৎ নীলাভা নয় বাবাজী,—বেজায় নীলাভা!

নার। প্রেমের চিন্তায় মুখ নীলাভা হয়।

কণ্ঠি। বাবাজী, চোখ দুটো অত পেছিয়ে যায় কিসে?

নার। নয়ন মুদে প্রেমের ধ্যানে।

কণ্ঠি। আর নাকটা বেমালুম হয় কিসে? প্রেমের দেখ্‌ছি, নাসিকার উপর কিছু বেশী জুলুম!

নার। কি বল্লি—নায়িকা? নায়িকা—আমার নায়িকা, সেই নায়িকার প্রেমে আমি আচ্ছন্ন! এখন চল, মঙ্গলধ্বনি কর্‌তে কর্‌তে রাজপুরে যাই চল।

তিল। রাজপুরী কোন্ বনে বাবাজী?

নার। বন কি রে? রাজপুরী—অম্বরীষ রাজার ভবন।

তিল। বাবাজী, এবেশে রাজপুরে গেলে মেয়ে-মদ্দ ছুঁড়ী বুড়ী সব মূর্চ্ছা যাবে বাবাজী—সব মূর্চ্ছা যাবে।

কণ্ঠি। আমরাও কি সেজে-গুজে নেব বাবাজী?

নার। তোরা অম্‌নি চল।—এই দেখ্ আমি হেলিতে দুলিতে গমন করি। বীণাটা তোরা ভাল করে সাজিয়ে নিয়ে আয়।

[নারদের প্রস্থান

তিল। ওরে কণ্ঠিদাস, বড় ভাল গতিক নয়!—ও ধেড়ে বাঁদ্‌রী ধরে আন্‌বে। বে[...] এসে আঁচ্‌ড়াবেই কামড়াবেই!

কণ্ঠি। নিদেন দু' ঘা ল্যাজের বা[...] তো মার্‌বেই। এত দেশ থাক্‌তে বাঁদ্‌রী উপর ঝোঁক হলো কেন বল দেখি?

তিল। বোধ হয়, ঢেঁকিটে ভাল চল[...] পারে না।—ঐ বাঁদরী চড়ে বেড়াবে।—গাছের উপর, পাহাড়ের উপর সচ্ছ[...] দু'লাফে গিয়ে উঠ্‌বে।

কণ্ঠি। ঠিক বলেছিস্,—তোর বুদ্ধি [...] সাফাই!

তিল। ওরে ভুল হয়ে গেল।—বাবাজী বাব্‌লা কাঁটার নখ করে দিলে হতো। [...] জানি বাঁদরী যদি থাবাটা-টাবাটা মা[...] বাবাজীও দু'ঘা ঝেড়ে দেবে।

কণ্ঠি। তবে দ্যাখ, ঐ বীণাটা কা[...] দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে যাই চল।

তিল। আহা বেশ বলেছিস্—বে[...] বলেছিস্!

কষ্টি। দ্যাখ, আর তপ-জপে কাজ নাই, বাবাজীকে বলে ঐ বাঁদর সাজা মন্ত্রটা মেরে নে, তুইও একটা বাঁদরী পুষ্‌বি, আমিও একটা পুষ্‌বো। দোকান থেকে মিষ্টির থালা নিয়ে সট্‌কাবে, তোফা বনে বসে খওয়া যাবে। হলো দাঁত খিঁচিয়ে গিয়ে দোকান থেকে দুখানা পট্টবাসই নিয়ে আসবে,—হলো কারো কাছে কিছু হাতালুম,—ধর্‌তে এলো পিঠে চড়ে চম্পট! চ্যালাগিরি করে কে আর নিত্য বনের ফুল তোলে, ফল পাড়ে, কাট কাটে,—জল আনে! ঐ বাঁদর সাজা মন্ত্রটা মেরে নি আয়।

তিল। বেশ কথা, আচ্ছা বুদ্ধি দিয়েছিস। চল—দেখি আগে, এ বিয়ের কিরূপ জুত হয়। ঐ বাঁদর-রাজকুমারীর যদি দু' একটা সখী থাকে, পারি যদি হাতাবো।

কষ্টি। সাবাস মেধা! দ্যাখ, তা'হলে আমাদেরও সেজে গুজে নিতে হয়।

তিল। তাই চল।

উভয়ের গীত।

বাবাজীর মুখখানা বড় চটকদার।
অমন হবে না ভাই তোর আমার॥
বলিস পাল্লা লাগাবি,—
ও বোঁচা নাকের ছাঁচ কোথা পাবি?
কোথায় পাবি অমন রং,
হাড় ভাঙ্গা চক্ষু দুটীর ঢং,
ই-ই-ইঃ দ্যাখ দেখি, ও ঠোঁটের ভাবটা
হলো কি?
যদি যোগাড় ক'রে, ল্যাজটি পরে, অঙ্গহীন
থাকে না আর॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—ঃ*ঃ—

প্রমোদকানন।

শ্রীমতী ও বিষ্ণুকিঙ্করীগণ।

গীত।

মালা শুকাল সইলো সেতো এলো না।
ছলে ভুলাতে জানে লো ভাল ললনা॥
কে জানে সজনী হয়েছি কেমন,
এত অযতন মানে না ত মন,
অযতনে বাড়ালো যতন,
মজেছে মন বোঝে না, জেনে জানে না;
ছি-ছি লাঞ্ছনা—গঞ্জনা,
এত সাধি কাঁদি, সে আমার হলো না॥

শ্রীমতী। তোমরা ও গান গেও না, আমি যে গানটী শিখিয়ে দিয়েছি, সেই গানটী গাও।—সে গানে আমার হৃদয়েশ্বরের কথা আছে।

বিষ্ণু-কি। আচ্ছা, ও গান তোমার এত মিষ্ট লাগ্‌লো কেন?

শ্রীমতী। গানটীতে যেন আমার মনের ছবি তুলেছে।

বিষ্ণু-কি। গানটী তোমায় কে শেখালে?

শ্রীমতী। আমি আমার শোবার ঘরে বসে আছি, সে বল্লে, আমি তোমার স্বরূপ, আমি—তুমি, তোমার দেহে আমি বিরাজ কচ্চি,—এই বলে গানটী গাইলে।

বিষ্ণু-কি। সে কে?

শ্রীমতী। কে জানে!—মনে হয় সে আমি, সেও তাই বল্লে, সে মিথ্যাবাদী নয়। কোথায় গেল, কি বলে গেল,—আর আমার মনে নাই। সে একটী নাম শিখিয়ে দিয়েছে, সেই নাম আমি দিবানিশি জপ করি।

বিষ্ণু-কি। আমি বল্‌বো—সে কি নাম? এই শোন' তোমার কাণে কাণে বলি:

শ্রীমতী। হ্যাঁ, ঐ নাম—রাম নাম। তার রূপের কথা বলে ছিল, কিন্তু আমার মনে নাই,—এক একবার যেন আমার মনের ভিতর দেখ্‌তে পাই, সে যে কি,—তা বল্‌তে পারিনে।

বিষ্ণু-কি। বলেছিল,—ধনুর্ধারী নব-দূর্ব্বাদল শ্যাম রাম।

শ্রীমতী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমার মনে হয়েছে,—ধনুর্ধারী নবদূর্ব্বাদল শ্যাম রাম। আমায় তিনি বলেছেন,—আজ দেখা দেবেন।

গীত।

নব দূর্ব্বাদল সুবিমল উজ্জ্বল।
নীল নলিনী জিনি তনয়ন ঢল ঢল॥
বনহারী ধনুর্ধারী,
রক্তোৎপল-কর শোভিত ধনুঃশর,
রঞ্জিত অধর—
মৃদু হাসি চিত বিকাশি,
মধু আশে মধুকর গুঞ্জরি বিকল॥
চিকুর চাঁচর দলমল লম্বিত,
তরুণ অরুণ ভাতি আদরে চুম্বিত,
মনোমত বিমোহিত, ব্যাকুল রমণী-চিত,
নাম মধুর, হৃদি-তমঃদূর,
শ্যাম সুঠাম, রাম শ্রীরাম,
চরণ-কিরণে ভাতে মানস-শতদল॥

আমি কি তাঁর দেখা পাব?

বিষ্ণু-কি। অবশ্য পাবে, সভায় ওই রূপ ধ্যান করো—নিশ্চয় দেখা পাবে।

শ্রীমতী। আমি কি করবো—ভাব্‌চি! আমি মনে মনে তাঁর গলায় মালা দিয়েছি, সভায় মুনিরা আস্‌বে—আমি কি কর্‌বো?

বিষ্ণু-কি। তুমি ভেবো না,—তুমি রামের প্রেয়সী। মাতৃজ্ঞানে মুনিরা তোমায় নমস্কার কর্ব্বে। চল, ফুল তুলিগে চল,—তোমায় মনের মতন করে ফুল দে সাজাব,—তুমি স্বহস্তে মনের মতন মালা গেঁথে রামের গলায় দেবে।

বিষ্ণুকিঙ্করীগণের গীত।

চুলে তোর দেব গোলাপ ফুল।
যেন কাল-ফণিনীর মাথার মণি, বঁধুর হবে প্রাণাকুল
বুকে দোলাব বেল-মালা,
যেন সোণার উপর হীরের মালা, কর্‌বে লে[illegible] খেল
নিতম্বে নীলমণির বাহার,
বনফুলের দুল্‌বে চন্দ্র-হার,
বরণে তোর চাঁদের কিরণ সাজ্‌বে না সোণ[illegible]
চিকণ ফুলের পরাব গয়না,
চামেলি জাতি যুঁতি মল্লিকা পারুল বকুল

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

—:o:—

পর্ব্বতমুনি, আগড়ব্যোম, ডম্বুরবগীশ।

পর্ব্বত। কেমন আগড়ব্যোম! মনোহ[illegible] হরবর-মূর্ত্তি হয়েছে?

আগড়। বড় বেখাপ্পা হয়েছে বাবাজী—বড় বেখাপ্পা হয়েছে।

পর্ব্বত। চোখ দুটী ঢুল ঢুল কচ্চে?

ডম্বুর। সেদিকে দিয়ে বড় নয়!—নির্গা[illegible] কুৎ কুৎ কচ্চে।

পর্ব্বত। হ্যাঁ,—কপালে একটী নয়[illegible] এঁকে দিয়েছিস্ তো?

আগড়। ঐ তে আরও যুত দাঁড়িয়েছে বাবাজী—ঐ তে আরও যুত দাঁড়িয়েছে!

পর্ব্বত। একটী অর্দ্ধচন্দ্র এঁকেছিস্?

ডম্বুর। বাবাজী, কপালটী বড় খাটে করে ফেলিয়েছ, চোখ এঁকে আর ব[illegible] জায়গা নেই;—ঐ নাকের কাছে একটা কাস্তে এঁকে দিয়েছি।

পর্ব্ব। তবে এক হাতে শিঙ্গে দে, ...ার এক হাতে ডমরু দে।

আগড়। বাবাজী, যাঁড়ে চড়বে তো?

পর্ব্ব। সে ক্রমে—সে ক্রমে।—একটা ...াছুর নিয়ে অভ্যাস করবো।

ডমুর। বাবাজী, তা'হলে তো এখন ...ক ছটাক আধছটাক গাঁজায় চলবে না। ...জার জোগারটা ভোরপুর রাখা চাই। ...পাততঃ দুটো ধুতড়ো চিবিয়ে নাও।

পর্ব্ব। মুখের জ্যোতি কেমন বেরুচ্চে?

আগড়। যেন অমাবস্যে এসে লুকি-...ছে—যেন অমাবস্যে এসে লুকিয়েছে!

পর্ব্ব। দূর বেল্লিক!—পূর্ণিমার জ্যোতি ...পূর্ণিমার জ্যোতি!

ডমুর। বাবাজী, বলতো খানিক চিটে ...ড় দিয়ে তুলো বসিয়ে দি, তা'হলে শ্বেত-...র্ণ দেখাবে।

আগড়। না—না, বুঝিসনি, শোণ দিয়ে ...ান করে দি,—একবারে ঠিক্ ঠাক্ হবে।

পর্ব্ব। শোণের দড়ি পাকিয়ে সর্পের ...ত করে দে।

ডমুর। আর পেছন দিকে একটু ঝুলিয়ে ...ব?

পর্ব্ব। যাতে মানান হয়, সেইরূপ কর ...যাতে মানান হয় সেইরূপ কর!

আগড়। খুব ঝোলতা করে দিচ্চি ...াজি,—ময়াল সাপের মত লোটাতে ...টাতে যাবে।

পর্ব্ব। সাধু—সাধু! তোদের সকল ...া আমি অর্পণ করবো।

ডমুর। এই বিদ্যাটী ছাড়া বাবাজী—এই ...দ্যাটী ছাড়া!

আগড়। এমন মনোহর হর-বর-মূর্ত্তি ...তে শিখিও না।

পর্ব্ব। এ মূর্ত্তি কি সহজে ধারণ করতে ...রবি?—জোর নন্দী-ভৃঙ্গী হবি।

ডমুর। বাবাজী, তা'হলে তোমার ঐ মূর্ত্তির কতক এসে গেল!

আগড়। বাবাজী, তোমার ও বিদ্যায় কাজ নাই—তোমার ও বিদ্যায় কাজ নাই! আমাদের এ রূপটি যেমন আছে—সেইরূপ থেকে যাক্।

পর্ব্ব। তবে গজ-গমনে গমন করি,—কি বলিস্?

ডমুর। আজ্ঞে না,—ঠুমুক ঠুমুক চলুন,—বড় শোভা হবে!

(শিষ্যগণসহ নারদের প্রবেশ)

পর্ব্ব। দ্যাখ,—দ্যাখ—নারদ আসছে দ্যাখ। (স্বগত) বিষ্ণুর কথা কি মিথ্যা হয়;—নীল বানর হয়েছে।

নারদ (শিষ্যগণের প্রতি) দ্যাখ,—দ্যাখ—পর্ব্বত আসছে দ্যাখ! (স্বগতঃ) বিষ্ণুর কথা কি মিথ্যা হয়,—বানরের মুখ হয়েছে।

পর্ব্ব। মুনিবর, এ মনোহর সাজে কোথায় গমন হচ্চে,—রাজসভায় নাকি?

নার। না ঋষিরাজ, আপনি যে কন্দর্প-মনোহর-মূর্ত্তি ধারণ করেছেন, তাতে আর আমার রাজসভায় যেতে ইচ্ছা হচ্চে না। আপনার রূপ দেখলেই রাজকন্যা বরমাল্য প্রদান কর্ব্বে।

পর্ব্ব। সে নিজগুণে যা বল ঋষিরাজ সে নিজগুণে যা বল!—তোমার যা মূর্ত্তি হয়েছে, ও রকম অদ্ভুত মূর্ত্তি ত্রিভুবনে কেউ কখনো দেখে নাই। আমি একবারে নৈরাশ সাগরে নিমগ্ন হয়েছি,—রাজকুমারী কি আপনাকে দেখে আমার প্রতি ফিরে চাবে?

নার। ঋষিরাজ, বলতে কি, আপনার বড় নটবর মূর্ত্তি হয়েছে।

পর্ব্ব। ঋষিরাজ, তোমা অপেক্ষা নয়,—কি বলিস আগড়ব্যোম?

আগড়। দুই সমান বাবাজী—দুই সমান,—ওর আর কম বেশী নাই।

নার। আপনার কৃষ্ণ দগ্ধ-চন্দ্রানন যে কিরূপ মনোহর, তা চতুর্ম্মুখ বর্ণনা করতে পারেন না, কি বলিস্ কণ্ঠিদাস ?

কণ্ঠি। হুঁ—তবে কি না, সিন্দুরে তোমার চটক কিছু বেশী হ'য়েছে।

নার। চুপ! বলিস্ নি, তা'হলে ফিরে চলে যাবে, রাজসভায় অপমান কর্‌তে হবে। তোরা বল্‌বি, আমার খুব কুরূপ হ'য়েছে।

পর্ব্ব। ঋষিরাজ, তবে অগ্রসর হোন। আমার তো আর আশা ভরসা নেই।

ডম্বুর। কুচ্ পরোয়া নেই বাবাজী, খুব আশা আছে,—শোণ দে, যে সাজিয়েছি, ওর বাবার বাবা এমন বেশ পাবে না।

পর্ব্ব। চুপ্ বেটা চুপ্!—আমায় খুব কুরূপ ব'লবি। সভায় ওরে অপমান কর্‌তে হবে। ও কি রাজকন্যার যোগ্য ?

নারদ। আপনার কি পরিপাটী সৌন্দর্য্য!

পর্ব্ব। আপনার কি বিপুল শোভা!

আগড়। বাবাজী, রূপের ব্যাখ্যায় কাজ নেই। এক সরা জল এনে দি', যে যার রূপ দেখে ঠাণ্ডা হয়ে রাজ-সভায় প্রবেশ কর।

পর্ব্ব। না—না—খপরদার ব্যাটা,—মুখ দেখ্‌তে পেলেই পেছোবে।

নার। তিলকদাস,—তোরা ঐ বেল্লিক-টার খুব রূপ বর্ণনা কর।

পর্ব্ব। আগড় ব্যোম, ডম্বুরবাগীশ—তোরা ঐ নচ্ছারটার খুব রূপ বর্ণনা কর।

কণ্ঠি। ভাই আগড় ব্যোম! তোর ঋষির কি রূপ ভাই!

আগড়। তোর ঋষির কাছে লাগে না।

তিলক। খুব লাগে—খুব চুটিয়ে লাগে

ডম্বুর। খপরদার, মুখ সামলে কথা ক,' তোর ঋষির মত অমন সিন্দুর আছে ?

কণ্ঠি। চোপরাও,—তোর ঋষির মতন অমন কান্তে আছে ? কপালে হাঙ্গরের মুখ আছে ?

আগড়। তোর ঋষির মত অমন' কলা-ছড়া আছে ? তেঁতুল পাতা আছে—কালো জামের মালা আছে ?

তিলক। তোর ঋষির মত অমন শোণের ল্যাজ আছে ? অমন লোম আছে ?

ডম্বুর। তোর ঋষির ল্যাজ না থেকে যা জলুষ, আমার ঋষির সাতটা ল্যাজ থেকে তা হবে না।

কণ্ঠি। খুব হবে,—তোর বাবাকে হ'তে হবে,—ওরে ব্যাটা, ধাড়ী মর্কটরে যে ব্যাটা!

আগড়। আমার ঋষির বাবার বাবার কর্ম্ম নয়রে ব্যাটা। তোর ঋষির বেজায় পাল্লারে ব্যাটা ;—তোর ঋষি বেড়ে নীল বানররে ব্যাটা!

তিলক। খপরদার ব্যাটা, কলা খেয়ে তোর গায়ে ছোব্‌রা ফেলে দেব ব্যাটা!

ডম্বুর। খপরদার ব্যাটা, পাঁটা বলি দিয়ে তোর গায়ে রক্ত দেব ব্যাটা!

কণ্ঠি। এই কলা খেলুম, আর তোর গায়ে ছোবা দিলুম।

ডম্বুর। এই পাঁটা কাট্‌লুম, আর তোর গায়ে রক্ত দিলুম।

তিল—কণ্ঠি। তবে আয়!

ডম্বুর—আগড়। তবে আয়।

পর্ব্বত। কলহে প্রয়োজন নাই—কলহে প্রয়োজন নাই! আমার শুভ বিবাহ হবে, আজ্‌কের দিন কলহ করিস্‌নে।

নারদ। ধৈর্য্য ধর ধৈর্য্য ধর।—আজ হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ কর্‌বো,—আজ দ্বন্দ্ব কর্‌বার দিন নয়।

কণ্ঠি। আচ্ছা বেটা সেরে নাও, তারপর আমি মস্ত কাঁটাল খেয়ে দু'বেটার গায়ে ভুতিটে ফেলে মার্‌বো।

আগড়। আচ্ছা থাক্, বে'টা হয়ে যাক, মোষ কেটে গায়ে রক্ত দেবো।

তিলক। মোষ তোদের বাবা কখনো দেখে নি।

আগড়। কাঁটাল তোদের চৌদ্দপুরুষে খায় নি।

কণ্ঠি। কাঁটাল খুব খেয়েছি রে ব্যাটা।

আগড়। মোষ খুব দেখেছি রে ব্যাটা!

উভয় পক্ষের শিষ্যদলের সঙ্গীতসংগ্রাম।

গীত।

গর্ব্বিত মুনির দল। তোদের মুনি গ্যাটা বাঁদর
ল্যাজ কাটা।

নারদ মুনির দল। তোদের ওটা ধাড়ি বাঁদর,
পেট মোটা—খুব ঢ্যাটা॥

পর্ব্বত মুনির দল। বাদরামি কর্‌লি কবে?
বাঁদর চিন্‌বি কি?

নারদ মুনির দল। আঁতুড় থেকে বাঁদরামিতে
পেকে গিয়েছি।

পর্ব্বত মুনির দল। করিস্‌নি বাড়াবাড়ি—
গায়ের জোর?

নারদ মুনির দল। আয় দেখি,—বাঁধ কোমর।

উভয় দল একত্রে। আয় তবে আয়, আয়
তবে আয়, দি সোঁটা॥

পর্ব্বত মুনির দল। খ্যাখ্ খ্যাখ্ খ্যাখ্ কেমন
খি চুনি।

নারদ মুনির দল। খ্যাখ্‌না কেমন খিঁচিয়ে
নাচনি॥

পর্ব্বত মুনির দল। তোদের মুনি জবর বাঁদর,
সেঁটে চিবোয় ওল ডাঁটা।

নারদ মুনির দল। তোদের মুনি হাম্‌ড়ে প'ড়ে,
চিবিয়ে মারে শ্যাল কাঁটা॥

নারদ। তবে আমি রাজ সভায় চল্লুম। তোরা আয়।

[প্রস্থান।

পর্ব্ব। (স্বগতঃ) তামাসা দেখ্‌তে হবে,—তামাসা দেখ্‌তে হবে। রাজকুমারী বেল্লিকটার মুখে পোড়া পাঁশ দেবে। আমি তাড়াতাড়ি যাই।

[সকলের প্রস্থান।

(দুষ্টা-সরস্বতীর সঙ্গিনীগণসহ প্রবেশ)

গীত।

অভিমানে সৃজন ভুবন অভিমানের এ মেলা।
অভিমানের মধুর গানে সংসারে চলে খেলা॥
অহঙ্কার এ ভব-পাথার,
এমন শক্তি আছে কার,
জ্ঞান-তরণী বিনা পাথার হতে পারে পার।
মোহময় এ ঘোর আঁধার,
আঁধারে সাঁতার তরঙ্গে ওঠা নাবা করে
বারে বার,
সরল মনে শরণ নিলে তবে সে জন পায়
ভেলা॥
নইলে নাচে দু'বেলা মহামায়া যে করে
হেলা।

দুষ্টা-সরস্বতীর সহচরী। দেবী এই দাম্ভিক ঋষিদের আরও কি শাস্তি বাকী আছে?

দুষ্টা-সর। হাঁ, অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হ'য়ে বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমতীকে চিন্‌তে পারে নাই। যখন মাতৃজ্ঞানে শ্রীমতীকে প্রণাম কর্‌বে, তখন তাদের দিব্যজ্ঞানের উদয় হ'বে। আমার অভিশাপ ব্যর্থ নয়—রাজসভায় নিতান্ত বানরের ন্যায় আচরণ কর্‌বে।

সহচরী। দেবী, এ তেজস্বী ঋষিদ্বয়—এদের কিরূপে মুগ্ধ করলে? অতি সামান্য ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণে লজ্জিত হয়, ঋষিদ্বয় সেইরূপ কার্য্য ক'চ্চে। এদের কি ঋষিত্ব দূর হয়েছে?

দুষ্টা-সর। না, ঋষিত্ব দূর হয় নি—দম্ভ-মদে অভিভূত হয়েছে। মদ্যপায়ীর যেইরূপ হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, এদেরও সেই-

রূপ। আমার মুগ্ধকারিণী শক্তির নারী প্রধান সহায়। মোহিনী রূপে মহাদেবও মুগ্ধ হয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠে আমি ওদের মোহজাল হ'তে মুক্তি প্রদান কর্‌বো। আর কখনো আমায় অবজ্ঞা কর্‌বে না। চিরদিন নারীকে জননী জ্ঞানে পূজা ক'রে, তপাচরণে রত থাক্‌বে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

রাজসভা।

অম্বরীষ, পর্ব্বত, নারদ ও সভাসদগণ।

পর্ব্ব। মহারাজ, তোমার কন্যা কোথায়?

অম্ব। ও বাবা! আজ্ঞে,—আজ্ঞে, আপনি কে?

পর্ব্ব। (স্বগত) মূর্ত্তি দেখে মোহিত হয়েছে,—চিন্‌তে পাচ্চে না! (প্রকাশ্যে) মহারাজ, চিন্‌তে পার্‌বেন না—চিন্‌তে পার্‌বেন না, আমিই পর্ব্বত মুনি।

অম্ব। আজ্ঞে যেরূপ আজ্ঞে—যেরূপ আজ্ঞে।

(শিষ্য সহ নারদের প্রবেশ)

নারদ। মহারাজ! কন্যাকে আনয়ন করুন।

মন্ত্রী। সার্‌লে বাবা সার্‌লে,—দুটো বানর কোথ্‌থেকে হানা দিলে!

নারদ। (স্বগতঃ) সভাশুদ্ধ রূপ দেখে মোহিত হয়েছে,—একেবারে নির্ব্বাক! (প্রকাশ্যে) মহারাজ! চিন্‌তে পাচ্চেন না—প্রেমের ধ্যানে এরূপ মূর্ত্তি হয়েছে।

অম্ব। (স্বগতঃ) এ তো পর্ব্বত মুনি ও নারদ ঋষি! উভয়ের মত স্বর—উভয়ের মত দেহ,—কেবল মুখ বানরের মত! আমার কন্যার সহিত কি ছল কর্‌তে এসেছে? এ যে ঘোর বিপদ উপস্থিত দেখ্‌ছি।

পর্ব্বত। কি ভাবছ?

নারদ। কন্যা অনায়ন কর।

অম্ব। মন্ত্রী, যাও,—অন্তঃপুরে সংবাদ দাও। প্রভু, আমি নিতান্ত আশ্রিত, আমার প্রতি এরূপ ছলনা কেন?

নারদ। (অন্তরালে) রাজা, কিছু ভেবো না, ও বানরের মুখ আমি ক'রে দিয়েছি।

নারদ। (রাজাকে লইয়া অন্তরালে) রাজা, এ আমারই কারখানা।

সখিগণ সমভিব্যাহারে শ্রীমতীর প্রবেশ।

বল্লরী। ওলো, তাইতো লো, বেশ-কারিণী তো ঠিক বলেছে,—দু'মড়া বানর সেজেছে।

সুষমা। হ্যাঁলো, তবে আমাদের যা বলে দিয়েছে, তাই কর্‌বো না কি? শাপ টাপ তো দেবে না?

বল্লরী। ভয় কিলো, আমি ওদের নাচাই আথ।

নারদ। রাজকুমারী, যারে পছন্দ হয়, বরমাল্য প্রদান কর।

পর্ব্ব। ওকে ভাল করে দেখে, তার পর আমার গলায় মালা দিও।

বল্ল। ঠাকুর, তোমাদের রূপ দেখে তো রাজকুমারী মোহিত হ'য়েছে, এখন গুণের পরিচয় দাও। এই থালাতে কলা আছে, কে ক'ছড়া খেতে পার দেখি। এই মাঝ-খানে রাখ্‌লুম।

নারদ। সখী কিনা,—তাই পরিহাস কচ্ছে—বুঝেছিস্ কচিদাস!

কচি। আজ্ঞে, বলেন তো আমরা লেগে যাই।

পর্ব্ব। দেখ, আগড় ব্যোম্, রাজ-কুমারীর সহচরীরা বড় রসিকা।

আগড়। আজ্ঞে খুব রম্ভাবাজ, আমার জিহ্বাকে বড় ব্যাকুল করে তুলেছে।

সুষমা। (নারদের প্রতি) কই ঠাকুর, তুমি ঢেঁকী চড়ে এলে না?

নারদ। ঢেঁকী আসছে—ঢেঁকী আসছে।

বল্ল। ঠাকুর, তোমরা দু'জনে একবার নাচ—আমরা দেখি।

সুষমা। ওলো আর নাচে কাজ নেই—নাচে কাজ নেই। তোমরা একবার চার পায়ে চল, দেখে নয়ন সার্থক করি।

পর্ব্বত। হাঁ! পরিহাস কচ্চ—পরিহাস কচ্চ।

নারদ। বড় কৌতুকশীলা—বড় কৌতুকশীলা!

বল্ল। ওমা, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে? এ বরকে কিরূপে মালা দেবে! তোমরা মুনিই হও, আর ঋষিই হও কুলাচার লঙ্ঘন হবে না।

আগড়। বাবাজী, একবার চার পায়ে চল—চার পায়ে চল। আমি ভেবেছিলুম, রাস্তায়ই তোমায় একবার বল্‌বো। তুমি চার পায়ে চল্‌তে থাক, আর আমি দাঁড়-গাছটা ধরি। তা হলে নারদ মুনিটা লাফ দিয়ে পালাবে। আর তুমি যেমনটী চাও—তেমনিটী দেখাবে।

পর্ব্ব। বটে!

কন্তি। (নারদের প্রতি) বাবাজী, ঐ দেখ হুমড়ি খেয়ে পড়লো বলে,—তুমিও হুমড়ি খাও—তুমিও খাও,—খাও—খাও বাবাজী, নইলে ঐ ব্যাটা জিতে যাবে।

অম্ব। মা, ঋষিদ্বয় উদয় হয়েছেন। তোমার যার গলায় ইচ্ছা—বর-মাল্য প্রদান কর।

শ্রীমতী। পিতা, ঋষিদ্বয় কোথা? এ যে দুইটা বানর!—একটা নীল বানর, আর একটা ধেড়ে বানর! কই, ঋষি ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। তবে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম এক যুবা-পুরুষকে দেখ্‌চি।

পর্ব্ব। হাঁ—কি দেখ্‌ছ—কি দেখ্‌ছ? ওকে তো বানর দেখ্‌ছো, আমায় কিরূপ দেখ্‌ছ?

শ্রীমতী। প্রভু, অপরাধ মার্জ্জনা হয়, আপনাকেও বানর দেখ্‌চি।

নার। আমায় বানর দেখ্‌ছো?

শ্রীমতী। প্রভু, ছলনা করে বানর সেজেছেন, তা তো জানেন!

পর্ব্ব। নবদূর্ব্বাদল যে পুরুষ দেখ্‌ছো,—তার কয় হাত?

শ্রীমতী। দুই হাত।

নার। হাতে কি আছে?

শ্রীমতী। ধনুর্ব্বাণ।

নার। না, এ তো হ'লো না, এ তো বিষ্ণুমূর্ত্তি নয়। ভেবে ছিলেম, বিষ্ণু ছলনা কচ্চেন,—এ তো বিষ্ণু নয়, তবে এ কার ছল?

শ্রীমতীর স্তব।

এস ধনুর্দ্ধারী, কাতরা কুমারী,
কোথা ভয়হারী দেহ দরশন!
নেহারি দুস্তর, সঙ্কট সাগর,
নারী-মন ডর ওহে নীলাঞ্জন॥
আশ্রিতা কিঙ্করী, পদ হৃদে ধরি,
কাঁদে তোমা স্মরি বিপদ বারণ।
প্রাণ মন কায়, বিকায়েছি পায়,
চাহ করুণায় কমললোচন॥
রাম রাম রাম, দূর্ব্বাদল শ্যাম,
হ'য়ো না হে বাম আকুলা বালায়।
সদা আকিঞ্চন, তব শ্রীচরণ,
করেছি বরণ, ফেল না হে দায়॥

(মায়া-যষ্টিধারিণী বিষ্ণুকিঙ্করীগণের প্রবেশ ও নৃত্য গীত ও সকলের অভিভূত হওন)

কে জানে মন কারে সই চায়।
হৃদয়ে উদয় হয়ে হৃদয়ে লুকায়॥
আশায় আশায় ব্যাকুলা সদাই,
দিবানিশি সদাই খুঁজি, খুঁজে কইলো পাই;
জানিনে কেন তারে চাই,
কি রসে অবশে মন সদাই ভেসে যায়॥

(রামরূপী বিষ্ণুর আবির্ভাব ও শ্রীমতীকে লইয়া অন্তর্ধান।)

[বিষ্ণুকিঙ্করীগণের প্রস্থান।

নারদ। একি—সহসা নিদ্রিত হ'য়েছিলেম কেন?

পর্ব্বত। একি—কোন মায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছি না কি? মহারাজ, কন্যা কোথায় গেল।

অম্ব। আমি তো কিছু জানি নে, আমি অবসন্ন হয়েছিলেম!

বল্ল। ওলো এইবার আয়না ধর।

(বল্লরী ও সুষমার উভয় মুনির সম্মুখে দর্পণ স্থাপন।)

উভয়ে। ছিঃ ছিঃ—এ যে সত্যই, বানর মূর্ত্তি!

নার। অঁ্যা—শেষটা বনের বানর হলেম ভায়া!

পর্ব্ব। তোমায় তো ব্যাটারা ল্যাজ ক'রে দেয় নাই। আমায় শোণ জড়িয়ে ল্যাজ করে, আরও হুবাহু করে দিয়েছে।

নার। ও দাদা, তোমার ল্যাজে কি করে, যে সিন্দুর মাখিয়েছে, তাতে খুব জমকে দিয়েছে।

পর্ব্ব। ভায়া, আমার এ লোমের কাছে লাগে না।

বল্লরী। ঠাকুর, তোমরা কি বল্‌ছ?

নার। বল্‌ছি, আমার গুষ্টির পিণ্ডি!

[নারদের বেগে প্রস্থান।

পর্ব্ব। আমার ঋষিবংশের সপিণ্ডকরণ।

[বেগে প্রস্থান।

(বেশকারিণী বেশিনী বিষ্ণুকিঙ্করীর প্রবেশ।)

অম্ব। বৎসে, আমার শ্রীমতী কোথায় গেল?

বিষ্ণু-কি। মহারাজ, চিন্তিত হবেন না, আপনার কন্যাকে নারায়ণে সমর্পণ করেছিলেন। নারায়ণ, তাঁকে স্বধামে লয়ে গেছেন;—শীঘ্রই কন্যা-জামতার দর্শন পাবেন।

অম্ব। তুমি কে মা সুভাষিণী?

বিষ্ণু-কি। সকল পরিচয় পাবেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!

[শিষ্যগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

আগড়। এইবার কদলী ভক্ষণ।

কণ্ঠি। সরে দাঁড়া, নইলে এখনি তোর মরণ!

তিলক। কদলীতে তোদের কি অধিকার? আমরা নীলবানরের চেলা।

ডম্বুর। কি তোদের নীলবানর, আমরা ধাড়ি বানরের চেলা!

কণ্ঠি। দ্যাখ্, মার খাবি।

আগড়। দ্যাখ্ জাহান্নবে যাবি।

ডম্বুর। তোরা কলা কেন খাবি,—এই যে বল্লি কাঁটাল খেয়ে গায়ে ভুতড়ি দিবি?

তিলক। তোরা কেন কলা খাবি,—মোষ খেয়ে গায়ে রক্ত দিবি!

আগড়। আমরা মোষও খাব, কলাও খাব।

কণ্ঠি। আমরা কাঁটালও খাব, কলাও খাব।

ডম্বুর। ভেড়ের ভেড়ে—তোরা কলার তেউড় খাবি।

তিলক। তবেরে দামড়া এঁড়ে,—তোরা কলার এঁটে কামড়াবি।

আগড়। তোর গলায় ছাগলনাদী দেব।

কষ্ঠি। তোরে ছুঁচো ধ'রে খাওয়াব।

ডমুর। কি কলা খেতে চাস,—বাঁদ্‌রামিতে পারবি ?

তিলক। তেরা কিসের বাঁদর,—আমাদের সঙ্গে বাঁদরামিতে লাগবি !

আগড়। তোরা সেনি বাঁদর, কলা খাবি ?—কচি আগড়া খাবি !

কষ্ঠি। তোরা থুবড়ো বাঁদর,—কচুর গেঁড় খাবি।

ডমুর। তোরা কচুপোড়া খাবি।

তিলক। তোরা মানকচু চিবুবি।

আগড়। এই আমি কলার ছড়া তুল্‌লুম।

কষ্ঠি। এই আমি কলার থালা নিয়ে ছুটলুম।

[কষ্ঠিদাস ও তিলকদাসের পলায়ন।

আগড়। তবেরে ব্যাটা—চোর ব্যাটা। বিট্‌লে বেটা।

ডমুর। তবেরে ব্যাটা, বাটপাড়,—চোর ব্যাটা।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—ঃ০ঃ—

বৈকুণ্ঠ।

বিষ্ণু, নারদ ও পর্ব্বত।

পর্ব্ব। ঠাকুর, তোমার এত ছল !

নারদ। ঠাকুর, তোমার এত কপটতা !

পর্ব্ব। তুমিই কন্যা হরণ করে লয়ে এসেছ ?

বিষ্ণু। এ কি কথা বল্‌ছো ?

নারদ। তুমিই নবদুর্ব্বাদলশ্যাম ধনুধারী হয়ে গিয়েছিলে।

বিষ্ণু। আমার কি কখনো নবদুর্ব্বাদলশ্যাম ধনুধারী মুর্ত্তি দেখেছিলে ?

পর্ব্ব। তবে অম্বরীষ রাজাই ছল করেছে। (নারদের প্রতি) চল ঋষিরাজ, তোমার সহিত আর আমার কোনও কলহ নাই। এস অম্বরীষকে অভিশাপ দিয়ে সমুচিত প্রতিফল দেব।

(দুষ্টা-সরস্বতীর প্রবেশ)

গীত।

আমি সারদা বরদা বাগ্‌বাদিনী।
ভ্রান্তি বিধায়িনী, দাম্ভিক-জন-মন-ছাদিনী ॥
বিমল চিত মম শতদল আসন,
মত্ত মতি করি বিভ্রমে শাসন,
বিদ্যা-অবিদ্যা দেবনরারাধ্যা,
মধুর বীণাধ্বনি ভক্ত-আমোদিনী,
কভু কুরূপা বিরূপা অশুভ নিনাদিনী ॥

দুষ্টা। কেমন কামজিৎ পুরুষেরা, বানর নাচ নেচেছ ?

নারদ। বড় লজ্জা দিলে ভায়', বড় লজ্জা দিলে !

দুষ্টা। ঋষিরাজ ! গর্ব্বের ফল পেয়েছ ? আমার ছলনায় ইন্দ্র গুরুপত্নী হরণ ক'রেছিল, আমার ছলনায় চন্দ্রের হৃদয়ে কলঙ্ক, আমার ছলনায় দক্ষের ছাগমুণ্ড, আমার ছলনায় হিরণ্যকশিপু নিপাতিত, আমার ছলনায় নহুষের সর্পকায়া, আমার ছলনায় নরক পরিপূর্ণ, আমি দাম্ভিকের পরম শত্রু, অবিদ্যারূপে আমি দাম্ভিককে ছলনা করি,—আর বিমলান্তঃকরণ দীন-ভাবাপন্ন সাধুকে বিদ্যারূপে পরম জ্ঞান দান করি। অজ্ঞান, জ্ঞান আমি উভয়ই। যে সুবোধ, সে আমায় "জ্ঞানায় নমঃ" ব'লে পূজা করে—'অজ্ঞানায় নমঃ" বলে পূজা করে। জীবের মনোমালিন্য দূর হয় না। অবিদ্যারূপে আমি রমণী, জ্ঞান রূপে আমি জননী।—উভয়রূপে আমার পূজা না কর্‌লে,—রমণী জননী জ্ঞান না হ'লে, আমার মায়া অতিক্রম করতে পারে

না। আমি পথ না ছাড়লে সচ্চিদানন্দ রূপ দর্শন পায় না।

পর্ব্ব। চল, অম্বরীষ রাজাকে অভিশাপ দি,—তাকে ঘোর তমঃ আচ্ছন্ন করুগ।

[উভয়ের প্রস্থান।

দুষ্টা। এখনও ভ্রান্তি দূর হয় নি—এখনও ভ্রান্তি দূর হয় নি!

বিষ্ণু। বাগ্‌বাণী! তুমি না প্রসন্ন হ'লে, কি করে ভ্রান্তি দূর হবে? দেবী! ঋষিরা হরিহর-ভক্ত,—এ যেন তোমার স্মরণ থাকে।

দুষ্টা। প্রভু! আমি দাসী।

[প্রস্থান।

(শ্রীমতীর প্রবেশ)

শ্রীমতী। হে নারায়ণ! হে শ্রীমধুসূদন! দাসীকে চরণে স্থান দিলে, কিন্তু আমার পিতার ঘোর বিপদ দেখ্‌ছি,—দারুণ ঋষি-রোষে কিরূপে রক্ষা পাবেন! আজীবন তোমার চরণ ধ্যান, আমার পিতা সার করে-ছেন। হে বিপদভঞ্জন, তাঁর বিপদ হ'লে, তোমার নামে কলঙ্ক হবে। এ ঘোর সঙ্কটে পদতরী দিয়ে রক্ষা কর।

বিষ্ণু। সতী, জান না। আমার ভক্ত কখনো সঙ্কটে পতিত হয় না। চিরদিন ভক্তের সঙ্গে আমি অভেদ। বিঘ্নকারিণী দুষ্টা-সরস্বতীর কোপে ঋষিদের সে জ্ঞান তিরো-হিত হয়েছে। ভক্ত আমার জীবন সর্ব্বস্ব। আমি অম্বরীষ রাজাকে বৈকুণ্ঠে আনাবার জন্য যে কত ব্যাকুল, তা তুমি জান না। কিন্তু কালপূর্ণ না হ'লে কার্য্য হয় না। দেখ না, তোমায় দেখা দেবার জন্য আমি ব্যাকুল হ'য়েছিলেম, তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তুম। কিন্তু যতদিন তোমার হৃদয় নরদেহজনিত মৃত্তিকা কলুষিত ছিল, ততদিন আমি দেখা দিতে পারি নাই। যদিচ স্বপ্নে তুমি আমার নাম পেয়েছিলে, কিন্তু তোমার দীক্ষা হয় নাই। আমার কিঙ্করী "বেশকারিণী" বেশে, সেই দীক্ষা তোমায় দিয়েছে। সেই দীক্ষা প্রভাবে, তুমি আমার নামের অধিকারিণী হয়েছ! আমার নাম তুমি জপ করেছ—নামে তোমার হৃদয়ের মালিন্য দূর হ'লে, তবে তোমায় দর্শন দিয়েছি। ঋষিকোপে, মহাভয়ে অম্বরীষ রাজার বিষয়-বাসনা দূর হবে; সেই সময়ে অম্বরীষ রাজা গোলকে স্থান পাবে। এই দেখ, ঋষিদের দমনের জন্য আমার সুদর্শন চক্র প্রেরণ কচ্ছি।—যাও চক্র, বিষ্ণুভক্তকে রক্ষা কর; আর ঋষিদের দমন কর। সুন্দরী এস, আমি দারুককে আজ্ঞা দিচ্ছি, রথে করে তোমার পিতাকে লয়ে আসে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—০:০—

অলিন্দ।

অম্বরীষ, নারদ, পর্ব্বত ও বিষ্ণুকিঙ্করী।

নারদ। রে দুরাচার, রে কপটাচারী, রে মূঢ়! তোমার আমাদের সহিত ছলন.! মূর্খ, এই দণ্ডেই তার সমুচিত প্রতিফল পাবি।

অম্ব। প্রভু, আমার অপরাধ নাই।—আপনাদের শ্রীচরণে আমি কোন দোষে দোষী নই।

পর্ব্বত। তোর কন্যা কোথা বল? ছল করে কোথায় লুক্কায়িত করে রেখেছিস্?

অম্ব। প্রভু, আমার কন্যা কোথায়, আমি কিছুই জানিনে। আমি কন্যার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়েছি, সত্যই বলচি, আমি আপনা-দের নিতান্ত আশ্রিত।—আশ্রিতের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন, ক্রোধ শান্ত করুন।

নার। এই দণ্ডে কন্যা আনয়ন কর্। আমাদের উভয়ের মধ্যে যা'কে হোক্ বরণ করুক্। যদি আজ্ঞানুবর্ত্তী হোস্, তবেই নিস্তার পাবি, নচেৎ তোর রক্ষা নাই।

অম্ব। প্রভু, মার্জ্জনা করুন,—সত্যই আমি, আমার কন্যা কোথায় কিছুই জানিনে। আমি নারায়ণ সাক্ষ্য ক'রে, আপনাদের কাছে শপথ কর্‌চি, আমার কথা মিথ্যা নয়।

পর্ব্ব। বটে পামর, এখনো ছলনা, আমরা উভয়ে তোরে অভিশাপ দিচ্চি যে, ঘোর প্রলয়-তমঃ তোরে আচ্ছন্ন করুক্। যেমন ছলনা করেছ, অনন্তকাল তমঃ-গর্ভে বাস কর।

(বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎ-প্রকাশ।)

অম্ব। মা—মা,—আমার উপায় কি হবে? ঐ দেখুন, ঘোর প্রলয়-তমঃ আমাকে গ্রাস কর্‌তে আস্‌চে। নারায়ণ, মধুসূদন, সঙ্কটে পদাশ্রয় দাও।

বিষ্ণু-কি। মহারাজ, শঙ্কা ত্যাগ করুন! —ঐ দেখুন বিষ্ণুসারথী দারুক, আপনাকে বৈকুণ্ঠে লয়ে যেতে এসেছে।

(দারুকের প্রবেশ।)

দারু। রে ভণ্ড ঋষিদ্বয়! রে কামুক যোগী, রে পতিত তপস্বী,—এত বড় স্পর্দ্ধা, বিষ্ণু-ভক্তকে চালনা কর? এই সুদর্শনের অগ্নিতে এখনই ভস্ম হবে, দুর্ম্মতির সমুচিত দণ্ড পাবে।

নার। কি হলো—কি হলো,—সত্যই বিষ্ণুচক্র আমাদিগকে ধ্বংস কর্‌তে আস্‌চে। চল চল বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

অম্ব। হে বিষ্ণু-সারথী, আমার উপায় করুন, ঐ দেখুন প্রলয়-তমঃ আমায় আচ্ছন্ন কর্‌বার নিমিত্ত তর্জ্জন কর্‌চে।

দারু। মহারাজ, ভয় নাই। প্রভু তোমার নিমিত্ত রথ পাঠিয়ে দিয়েছেন, এস তোমাকে বৈকুণ্ঠ লয়ে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

বিষ্ণু-কি। রাজা, চল—বৈকুণ্ঠে তোমার কন্যার দেখা পাবে।

[সকলের প্রস্থান

(তমঃসঙ্গিনীগণের প্রবেশ!)

গীত।

নিবিড় ঘোরারূপা সজনী, সঙ্গিনী রজনী।
নিবিড় ছাদনে ছাদলো অবনী॥
প্রলয় মেঘমাল, বিকট করাল,
করাল কাল খেল উথাল;
সংহার ফুৎকার, ঘন ঘোর হুঙ্কার
নিভাও তারকা চন্দ্রমা দিনমণি॥

তমঃসঙ্গিনী। সখি, অম্বরিষ রাজাকে কিরূপে আচ্ছন্ন কর্‌বো? চক্রের দীপ্তিতে আমরা ধ্বংস হব, নারায়ণ তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন।

তমঃ। চিন্তা করো না। আম্‌রাও নারায়ণের আশ্রিতা; বিশেষ ঋষিবাক্যে আমরা এসেছি। নারায়ণ কখনো ঋষিবাক্য বিফল কর্‌বেন না।—চল আমরা বৈকুণ্ঠে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

বৈকুণ্ঠ।

বিষ্ণু-কিঙ্করীর সহিত অম্বরীষ রাজার প্রবেশ।

বিষ্ণু-কি। রাজা, তুমি পরম ভক্ত, তমঃর কি সাধ্য—বৈষ্ণবকে স্পর্শ করে! তুমি প্রভুর শরণাপন্ন হও।

অম্ব। প্রভু, রক্ষা করুন! দারুণ অভিশাপে আমার হৃদ্‌কম্প হচ্চে। ঘোর তমঃ আমায় অধিকার কর্‌তে আস্‌ছে।

বিষ্ণু। ভয় কি মহারাজ!—তুমি আমার পরম ভক্ত, চিন্তা দূর কর। ঋষিদের দমন কর্‌বার নিমিত্ত, আমি আমার সুদর্শন চক্র পাঠিয়েছি। (বেশকারিণীর প্রতি) তুমি মহারাজাকে শ্রীমতীর কাছে লয়ে যাও।

বিষ্ণু-কি। রাজা, তোমার কন্যাকে দেখ্‌বে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নারদ ও পর্ব্বতের প্রবেশ)

নারদ। প্রভু রক্ষা করুন—প্রভু রক্ষা করুন!—তোমার চক্র আমাদিগকে বধ কর্‌তে আস্‌চে।

বিষ্ণু। ভয় নাই, অম্বরীষের উপর ক্রোধ পরিত্যাগ কর।

পর্ব্ব। প্রভু, আর ক্রোধ,—প্রাণ নিয়ে টানাটানি! আর, জন্মেও কখন দার পরিগ্রহ কর্‌তে চাইবো না।

নারদ। আবার! নাকে কানে খৎ দিয়েছি। ও পথে যদি আর যাই, দুষ্টা-স্বরস্বতী যেন জটা মুড়িয়ে দেয়।

(তমঃ ও তমঃসঙ্গিনীগণের প্রবেশ)

গীত।

ছায়া কায়া স্থান বিহারী।
বিশ্ব বিভঙ্গ, যামিনী রঙ্গ, বিকট প্রসঙ্গ
বিনাশকারী॥
স্তম্ভিত পবন নির্ব্বাণ তপন,
ঘন ঘোর চরাচর নিদ্রা নিমগন,
সংহার মূরতি মহাকাল সাথী,
আয়তন বিপুল, ছিন্ন সৃষ্টি মূল,
ভৈরব ভীষণ প্রলয় উগারি॥

তমঃ। প্রভু, অম্বরীষকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, তা'তে ঋষিবাক্য বিফল হবে।

বিষ্ণু। না—ঋষিবাক্য বিফল হবে না। আমি রামরূপে অম্বরীষের বংশে অবনীতে অবতীর্ণ হব, সেই সময়ে তুমি আমায় আশ্রয় করো—আমি তোমার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত হব। ভক্তের সহিত আমার প্রভেদ নাই, তুমি আমায় অধিকার কর্‌লেই, অম্বরীষকে অধিকার করা হবে, ঋষিবাক্য সার্থক হবে,—অভিশাপ পূর্ণ হবে। তুমি আমার দেহে আশ্রয় পাবে।

[তমঃ ও তমঃসঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

নারদ। প্রভু, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা। লোক: আপনি রামরূপ কেন ধারণ কর্‌বেন, তা জান্‌তে বড়ই বাসনা হয়েছে।

বিষ্ণু। একদিন আমি ধ্যানে দেবদেব মহাদেবের অর্চ্চনা কচ্চি, পার্ব্বতীনাথ কপি-মূর্ত্তিতে আমার নিকট আগমন কর্‌লেন, আমি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেম, "প্রভু এ মূর্ত্তি কেন?" মহেশ্বর আদেশ কর্‌লেন, "আমি এ মূর্ত্তিতে তোমার সেবা কর্ব্বো বাসনা করেছি। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।" আমি বল্লেম, "প্রভু, সজ্ঞানে আমি আপনার পূজা কেমন করে গ্রহণ কর্‌বো? আমি আত্ম বিস্মৃত না হ'লে আপনার পূজা গ্রহণ করতে পার্‌বো না। দেবদেব আজ্ঞা কর্‌লেন, যে তুমি পতিব্রতার শাপে আত্ম বিস্মৃত হবে, অঙ্গীকার করেছ। তুমি কানন-চারী ধনুর্ধারী রাম-মূর্ত্তিতে যখন অবনীতে অবতীর্ণ হবে, তখন আমি এই কপি দেহে তোমার সেবা কর্‌বো। জগতকে জানাবো, কেবল রামের গুরু শিব নয়, শিবের গুরু রাম। জগৎ দেখ্‌বে, জগৎ শিখ্‌বে, শিব-রাম অভেদ।

নারদ। প্রভু, কৃপা করে যদি সেই ধনুর্ধারী মূর্ত্তিতে একবার দেখা দেন।

পর্ব্ব। প্রভু, ধনুর্ধারী হরি আর কপী-

শ্বর ত্রিপুরারী একবার দেখে নয়ন সার্থক কর্‌বো।

পট পরিবর্ত্তন।

সিংহাসনোপরি রাম রাজা মূর্ত্তি ও সীতারূপিণী শ্রীমতী এবং পদতলে হনুমান।

পর্ব্বত। মা, অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা কর।

নারদ। মা, আপনি লক্ষ্মীরূপা, তা আমি দুষ্টা-সরস্বতীর অভিশাপে বুঝতে পারি নাই, সন্তানের অপরাধ নিও না।

শ্রীমতী। আমি প্রভুপদে প্রার্থনা কর্‌চি, রাম-পদে তোমাদের অক্ষয় মতি হোক। ঋষি,জ্ঞান-চক্ষে দেখ, বাগ্‌বাণী সরস্বতী কখন দুষ্টা নন, তিনি দুষ্টা হলেও জ্ঞান প্রদান করেন। তোমাদের মনে তমোদয় হয়েছিল যে তোমরা কামজিৎ ;—সে তমঃ তোমাদের পতনের কারণ হ'তো, তাই সরস্বতী দুষ্টা রূপে তোমাদের অভিশাপ দিয়েছিল। অভিশাপ পূর্ণ হয়েছে।

নারদ। মা সরস্বতী, তোমার অভিশাপ নয় তোমার বর।

পর্ব্ব। মা বাগ্‌বাণী! তোমার অভিশাপে আমাদের হৃদয়ের দম্ভ চূর্ণ হয়েছে। যুগল চরণে আমাদের প্রার্থনা, যেন জ্ঞানরূপা, জ্ঞানরূপা হয়ে আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন, আর মতিভ্রম না হয়, আর অভিশাপে না পতিত হই!

নারদ। অভেদ হরিহর। জয় সীতা-রাম!!

পর্ব্ব। জয় কপীশ্বর দিগম্বর! জয় সীতা-রাম!!

সমবেত সঙ্গীত।

মরি চিন্তামণি, হৃদয়-মণি,
ধনুধারী শিবেরসাধে।
নবীনা বামে রমা, নব ভাবে নব ছাঁদে॥
কিবা নীল কান্তি, হরণ ভ্রান্তি
শান্ত কমল লোচন,
কিবা রাম সোহিনী, ভুবন মোহিনী,
মন-অঞ্জন মোচন;
দর্পবারী, তাপহারী, করুণাধার কাতরে,
সুভাষ-ভাষিনী, সরোজ-বাসিনী,
মধুর হাসি অধরে।
ভকত-জন, চরণ সুধা, নিয়ত পিয়ে অবাধে।
যুগল রূপের, মোহিনী ফাঁদে, প্রাণ মন বাঁধে॥

যবনিকা।

আয়না

(সামাজিক নক্সা)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

গৌরীশঙ্কর মিত্র	ধনাঢ্য পেন্‌সেনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সাবজজ ।
ব্রজেন্দ্র	ঐ পৌত্র ।
সদাশিব গুঁই	কন্যাদায়গ্রস্ত গৃহস্থব্যক্তি ।
আনন্দরাম	সদাশিবের প্রতিবাসী ।
সৃষ্টিধর	ঐ
মিঃ রামসহায় দে	সভ্যযুবা (ড্রামাটীক ক্লাবের নেতা)
চিনিবাস	গৌরীশঙ্করের ভৃত্য ।
মট্‌কো	মিঃ রামসহায় দের থিয়েটারের সুদক্ষ ছাত্র ।

কিনু স্যাকরা, নিরু উকীল, গৌরীশঙ্করের দেওয়ান, চা-ওয়ালা, ভুলো পোদ্দার, দরোয়ান, পাহারাওয়ালা, জমাদার, ঘটকগণ, উকীলগণ, বরযাত্রীগণ, ষ্টেসনস্থ লোকগণ ও সং-বেশী ভৃত্যগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

রামেশ্বরী	সদাশিব গুঁইয়ের স্ত্রী ।
কিশোরী	ঐ কন্যা ।
তড়িৎসুন্দরী	মিঃ রামসহায় দের ভগ্নী (ফিমেল ড্রামাটিক সমিতির নেত্রী ।
বামা	ঘট্‌কী ।

চা-ওয়ালী, ঘট্‌কীগণ, তড়িৎসুন্দরী, থিয়েটারের ছাত্রীগণ, পুতুলহস্তে নারীগণ, নবীন-সাহিত্যজীবী-পত্নীগণ, দাসীগণ ও সংবেশিনী দাসীগণ ইত্যাদি ইত্যাদি ।

আয়না।

প্রস্তাবনা।

—০:০—

গীত।

সখের এ আয়নাখানি মুখ দেখে যাও রিফর-
মার।
ঘরে ঘরে থুব্ড়ো ক'নে বে' দিতে চাও
বিধবার ॥
ব্যাটার বাপ হিন্দুর দলপতি,
খুব দরে বিকুবে ছেলে, ফুলিয়ে চলো ছাতি,
যুবতী বউ আনবে ঘরে জ্বলবে কুলে বাতি,
সভা ক'রে পৈতে প'রে হবে সমাজ-
সংস্কার ॥
বড় ছেলে এনট্রেন্‌সে ফেল, তোমার জোর
কপাল,
দুপুর রোদে বিল সেদে আর কেন হও
নাকাল,
সাম্‌নে আছে লগ্ন বিয়ের ফিরিয়ে ফেল চাল,
বাড়ী বাঁধা উৎরে নেবে থাকবে না আর
মুদীর ধার ॥
ও মেয়ের বাপ! দেখ্‌তে তো পাই, ঘট্‌কীর
আনাগোনা,
এই বেলা ছাই, বাড়ী বাঁধার দালাল
ডাক না,
খতিয়ে দেখ গিন্নীর গায় কি আছে দুখানা,
নাইকো দেরী দেখ্‌তে পাবে শ্রীঘরের খোলা
দোয়ার ॥
শোনো কেন টিকি নাড়া হিন্দুয়ানীর কান,
বড় ব্যাটার বে, দিয়ে মোড়ল কিনতে চান
বাগান,
মানা করো, গিন্নী, মেয়ে না দেন আর
যোগান,
মেয়ে হ'লে আঁতুরেতে নুন টিপে দে ক'র
পার ॥

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

—০—

সদাশিবের বাটী।

(সদাশিব ও রামেশ্বরী)

রামে। বলি ভুড়্ ভুড়্ করে তো কেবল তামাক টান্‌ছো, পেটে ভাত দিচ্চ, কেমন ক'রে? মেয়ে যে চোদ্দয় পা দিলে, শেষে জাতজন্ম কি ভাসিয়ে দেবে?

সদা। আমি কি নিশ্চিন্দি আছি?

রামে। আজ তো ঘটক এসেছিল শুনলুম, তা কি বল্‌লে?

সদা। বল্লে আমার গুষ্টির মাথা! হাজার টাকা নগদ, ঘড়ি ঘড়ির চেন, দান সামগ্রী আর পঁচাত্তর ভরি সোণা।

রামে। ওমা! এমন অনাসৃষ্টি কথাও তো কখনো শুনিনি! ও ঘটক মুখপোড়ার কর্ম্ম নয়। আমি বামী ঘট্‌কীকে ডাকৃচি।

সদা। বামীর বরের আরও খাঁই।

রামে। কিন্তু সে বর বই কি আর বর নাই। তার হাতে আরও কত বর আছে। আমরা গেরস্ত মানুষ, আমাদের অত বাড়া-বাড়িতে কাজ কি? একটু মাথা গুঁজে থাক্‌বার আস্তানা থাকে, ছেলেটী কাণাখোঁড়া না হয়, আন্‌তে নিতে পারে, তা হ'লেই হলো। আমরা যেমন মানুষ তেমনি ঘরে দেব।

সদা। সেই সেই, অম্‌নি ঘরেরই ঐ দর। যে বরের কথা বল্‌চি, দেড় কাঠা জমির উপর বাইরে একখানি একতালা কোঠা আছে, বাড়ীর ভিতর সাম্‌নে পাঁচীল উঁচু করা—ভিতরে খোলার ঘর। পাঁচটী ছেলে, বাপের শ্যামবাজারে তোলাসাধা চাকরী। যার সম্বন্ধ হ'চ্চে, তার এণ্ট্রেন্স দিতে এখনো তিন বছর দেরী। বোধ হয় বে দেবার জন্য স্কুল ছাড়ায় নি। বে হয়ে গেলে যদি ভাল থাকে, তা হলে চীনেবাজারের দোকানদারের খদ্দের ডাক্‌বে—তামাক সাজ্‌বে, আর নয় তো থিয়েটারের 'অ্যামেচার এ্যাক্‌টার' হবে।

(বামা ঘট্‌কীর প্রবেশ)

বামা। গিন্নী, এর চেয়ে তো কমজমে হয় না। ষোল বছরের ছেলে, একটু রং কালো, তা কথায় বলে কালোয় আলো! পড়াশুনো কর্‌তো, তা আর বছর দস্যি রোগ হওয়াতে স্কুল ছাড়িয়ে এখন আফিসে বার ক'চ্চে। কাগজের দোকানে যাচ্চে আস্‌ছে।

সদা। চীনেবাজারের কাগজের দোকান?

বামা। খুব ভাল বাজারের।

সদা। তা বুঝেছি, তামাক টামাক সাজে!

বামা। আজ এক বছর পেরোয় নি, এরি মধ্যে জলপানি হ'য়েছে। এত সস্তায় আর ও রকম ছেলে পাবে না।

রামে। কি ব্যামো হয়ে স্কুল ছেড়েছে?

বামী। ওলাউঠো, আর কি মা!

সদা। বেঁচে গেছে আমার মেয়ের বরাতে।

রামে। বাড়ী ঘরদোর আছে?

বামা। দেশে চকমিলোন বাড়ী।

সদা। এখানে খান দুই খোলার ঘর ভাড়া ক'রে আছে, কেমন বামা?

বামা। তা দেখ কর্ত্তা বাবু, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। মোটে তিন হাজার টাকা খরচ কর্‌তে চাচ্চ।

সদা। ঐ শোনো গিন্নী, পাঁচশো টাকার জন্য বাড়ী বাঁধা দিতে হবে, বামা সুন্দরীর তিন হাজার টাকার ফর্দ্দ। মতি ঘটকের বরের তবু তো একতালা বাড়ী আছে, বাপ তবু তোলাসাধে। বামা, বরের বাপ কি করে?

বামা। বরের বাপ এই ছ'মাস মারা গেছে।

সদা। আহা বরটীর ভাল মন্দ হয় নাই, তাই সম্বন্ধ নিয়ে এসেছ।

বামা। তা হ্যাঁ গা, বরের বাজার কেমন? তা তিন হাজার টাকা বল্লুম বলেই কি আর তিন হাজার টাকা পড়্‌বে? ভাল ক'রে ঘট্‌কা বিদেয় ক'রো, আমি আড়াই হাজার টাকার ভেতর সেরে দেব।

সদা। আহা বামা, তুমি যদি আমাদের মুখ না চাইবে, তা হ'লে চাবে কে বল? দেড়কাঠা জমির উপর একতালা ঘর ক'রে আছি, পঞ্চাশটী টাকা মাইনে পাই। আড়াই হাজার টাকা খরচ ক'রে, মেয়েটীর হাত ধ'রে গাছতলায় বসিয়ে, ঘট্‌কী বিদায় দিয়ে বস্‌—পগাড় পারে চলে যাই।

বামা। দেখ কিশোরীর মা, অত টাক্‌-

টাঁকানি কথার ধার ধারিনি বাছা! মেয়েতো থুব্ড়ো করেছ। এ বাপ-মার শ্রাদ্ধ নয় যে তিল-কাঞ্চনে সার্বে। কেন, দেড়কাঠা জমির উপর ঘর, পঞ্চাশ টাকা মাইনে,—মেয়ে বিয়োতে পেরেছিলে? অত টাঁক-টাঁকানি কথার ধার ধারিনি বাছা! দু'-হাজারের ভেতরও সার্তে পারি, যদি তেমন ভারি ক'রে কেউ বিদেয় দেয়। মেয়ের বাপ ঘর খুঁজ্‌চেন, বাড়ী খুঁজ্‌চেন বিষয় খুঁজচেন, এই ছ'মাস আনাগোনা ক'চ্চি, ছেলে আর পছন্দ হয় না। ও মা! তোর মেয়ে বে কর্‌তে, চার বিজ্যেয় কারকুণ জমীদারের ছেলে আস্‌বে না কি? চল্লুম বাছা চল্লুম—মোত্তের কর্ম্ম নয়, এই বামী ঘট্‌কীকেই ডাক্‌তে হবে। তবে কি না সেধে বাঁড়ীতে এসেছি, তাইতে গুমর বাড়্‌ছে। মেয়ের জন্ম দিয়েছিস্, বাড়ী বেচে দে। (প্রস্থানোদ্যতা)

রামে। বামা বামা—রাগ করো না, আমার ঘরে এসো।

বামা। দেখ দেখি গা কথার ছিরি, তোমার জন্যেই এ বাড়ীতে আসি, নইলে ছাঁচতলা মাড়াতেম না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(আনন্দরামের প্রবেশ)

আনন্দ। কি দাদা, গালে হাত দিয়ে ভাব্‌চো কি?

সদা। আর ভাই, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, কি ক'রে মেয়ে পার কর্‌বো, তা বুঝ্‌তে পারিনে। কি হে তুমি যে খুব ভোল ফিরিয়েছ দেখ্‌ছি? দিব্যি জুতো, দিব্যি জামা, দিব্যি কাপড়চোপড়, কার মাথায় হাত বুলুলে?

আনন্দ। দাদা, তোমার আশীর্ব্বাদে আর আমি ভিক্ষা করিনে, আমার একটু সুখ হয়েছে।

সদা। ভায়া, শুনে বড় খুসী হলেম, একটু চাকরী-বাকরী হয়েছে না কি?

আনন্দ। না ভাই, চাকরী-বাক্‌রী আর কর্‌তে পারি! একবার যখন হাত পেতে দোরে দোরে ঘুরেচি, তখন কি আর চাক্‌রী-বাক্‌রী ভাল লাগে? এই যে তোম্‌রা কত বলেছ,চাক্‌রী বাক্‌রী ক'রে দিতে চেয়েছিলে, তা কি পার্‌লুম? একবার হাত পাত্‌লে আর চাক্‌রী করা যায় না।

সদা। তবে তোমার চ'ল্‌চে কিসে?

আনন্দ। তা এক রকম দিব্যি চল্‌চে, জামাইটী মারা গেছে। মেয়েটীর ছেলেপুলে হয় নাই; মেয়েটীকে এনে বাড়ীতে রেখেছি, আর আমার কষ্ট নাই। দিব্যি সুখ-স্বচ্ছন্দে দু'বেলা আঁচিয়ে কারো কাছে হাত না পেতে চল্‌চে।

সদা। বটে বটে!

আনন্দ। তাই বল্‌ছিলেম দাদা, এক সঙ্গে স্কুলে পড়্‌তেম, তোমার মা অনেক খাইয়েছেন দাইয়েছেন, তুমিও ভালবাসো। যদি বেজার না হও, একটা কথা বলি।

সদা। বল না বল না—কি বল্‌বে?

আনন্দ। দেখ দাদা, আমার মেয়েটীকে এক বুড়ো জমীদারকে তেজপক্ষে দিয়েছিলেম। বুড়ো প্রজা ঠেঙ্গিয়ে কিছু ক'রেও ছিল। বে'র বছরখানেক পরেই বুড়ো তো সরুক, এই যে লম্বা কোঁচা দেখ্‌চো, এ বুড়োর প্রজা-ঠেঙ্গানো টাকায়।

সদা। তা তো বুঝ্‌লেম, এখন কি বল্‌ছো?

আনন্দ। দেখ ও সব ঘর-বর-সম্বন্ধ ছেড়ে দাও আমার হাতে একটী বর আছে, তুমিও জানো, ঐ গৌরীশঙ্কর মিত্তির। বুড়ো সাবজজী ক'রে, এদিক্ ওদিক্ ক'রে, টাকা সুদে খাটিয়ে, লোকের গলায় ছুরী দিয়ে, বিস্তর বিষয় করেছে, এখন পেন্‌সন নিয়ে

ব'সে আছে। কাল শুনেছি, তার তেজ-পক্ষের মাগ মরেছে।

সদা। হাঁ হাঁ, যা বল্‌চো, সেই রকম কালই পড়েছে ভায়া!

আনন্দ। তুমি আমার কথাটা ভাল ক'রে বুঝে দেখো। বুড়োর দুপক্ষেরই উপযুক্ত ছেলে মেয়ে আছে বটে, কিন্তু তারা তেজপক্ষের বিয়েতে বাধুত্তি হয়েছিল ব'লে, কারো মুখ দেখে না। তবে ব্রজেন্দ্র ব'লে বড় বেটার মেজো ছেলেটাকে তেজপক্ষের স্ত্রী মানুষ করেছিল, তাই তাকেই কাছে আস্‌তে দেয়। তোমার মেয়েকে বোধ হয় দেখেছে, বুড়োর নাকি খুব পছন্দ, বলে দশ হাজার টাকা নগদ আর একখানা বাড়ী তোমার মেয়ের নামে লিখে দেবে। এর উপর বেশী কামড় করো, তাতেও বুড়ো নারাজ হবে না। বুড়ো চক্ষু বুজ্‌লে তোমার মেয়ে বিষয়ের এক হিস্যে বার ক'রে নিয়ে আস্‌বে।

সদা। গৌরী শঙ্করের বয়স যে প্রায় আশী বছর হে!

আনন্দ। তাই তো বল্‌চি, ক'দিনই বা টিক্‌বে! বুড়োর নানান্ রোগ ধরেছে। বাত, কাশী, বৈকালে একটু পৈত্তিকের জ্বরও হয়। তোমায় চাকুরী-বাকুরীর পিত্তেশ র‍্যাখ্‌তে হবে না। বছর পাঁচ ছয় বুড়োর বিষয়-আসয় দেখ্‌লেই কিছু সংস্থান ক'রে নিতে পার্‌বে। বল তো আমি চুপি চুপি সম্বন্ধ করি।

সদা। বল্‌লে না, কাল তার মাগ মরেছে, এরি মধ্যে বে কর্‌বে কেমন করে জান্‌লে?

আনন্দ। যে দিন ডাক্তার-বদ্দিতে জবাব দেয়, সেই দিনই আমি তার বাড়ীর দোরগোড়া দিয়ে যাচ্চি, আমায় ডেকে তার মনের কথা ভাঙ্গ্‌লে। বল্লে,—"আনন্দরাম, এ পরিবারও টেঁক্‌লো না। ঐ সদাশিবের মেয়ের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কর্‌তে পারো? চুপি চুপি, কাকেও বলো না।" তাইতে তার আঁতেয় কথা পেলেম।

সদা। আনন্দরাম, যে দিনকাল পড়েছে, তাতে তুমি যা বল্‌চো তা নিতান্ত অসঙ্গত কথা নয়। তবে কি জান ভাই, মেয়েটী আমার সোণার চাঁপা, বাপ হয়ে হাত পা বেঁধে কি জলে ফেলে দেব?

আনন্দ। তা গৌরীশঙ্করকে পছন্দ না হয়, এই লগ্ন ছুটীতে অনেক বুড়ো হাবড়া বড় চাকুরে, বুড়ো সবজজ, বুড়ো জমীদার কোল্‌কাতায় আস্‌বে, তাদের ভেতর দোজ-পক্ষের হোক্, তেজপক্ষের হোক্, একটা শাঁসেজলে দেখে দিও। ছেলেপিলে থাকে, তাতেও ভেবো না, তোমার মেয়ে শুনেছি ডাগর, তাতে লেখাপড়া জানে;—দু'দিনে বুড়োকে বাগিয়ে নিয়ে, ছেলেদের পর ক'রে দেবে।

সদা। ভায়া, যা বল্‌ছো ঠিক, কিন্তু গিন্নীর কি তা মত হবে!

আনন্দ। বুঝিয়ে সুজিয়ে মত করো। অমন সোণারচাঁদ মেয়ে, ক্ষীরছানা দিয়ে মানুষ করেছ। ঘর থেকে অন্ততঃ হাজার টাকা খরচ কর্‌তে হবে। কোন্ হাড়-হাবা-তের ঘরে দেবে, বে'র একমাসও পের'বো না, হয় তো তোমারি মেয়ের গয়না বাঁধা দিয়ে দেনা শুধ্‌বে। আধপেটা খেতে দেবে, দাসী ছাড়াবে, রাঁধুনী ছাড়াবে, ঐ দুদের মেয়ে দিয়ে হাঁড়ী ঠেলাবে, বাসন মাজাবে!—তার চেয়ে মেয়ে সুখেস্বচ্ছন্দে থাকবে, বরাতে থাকে, ছেলেপিলেও হ'তে পারে—কেন বুড়োরও তো ছেলেপিলে হয়—বরাতে থাকে বুড়োকে নিয়ে এখন দশ পনর বছর ঘর-কন্নাও হ'তে পারে।

সদা। ভায়া, ন্যায্য কথাই বল্‌চো।

আনন্দ। দেখো, এখনও আর একটী মেয়ে আছে। ঈশ্বর করেন, এখনও আর দুটী একটী গুঁড়োগারা হ'তে পারে। তোমার এই চাকরী তালপাতার ছাউনি, তোমার ঘাড়েই সমস্ত, অভিভাবক নাই। সংস্থানের ভেতর এই বাড়ীটুকু করেছো। মনে বুঝে দেখ, ঐ মেয়ে হ'তে আখেরে একজন অভিভাবকের কাজ হবে। তা দেখ, যেমন মত করো। যদি গিন্নী ঠাকুরুণের মত হয়, আমাকে খপর দিও। এই দেখ, ভাগ্যিস্ তেজপক্ষে দিয়েছিলুম, এই মেয়েটা বিধবা হয়ে, আমার সাত বেটার কাজ করেছে। আর বুড়ো বরে দিলে শ্বশুরবাড়ীর দিকে বড় টান থাকে না, বাপের বাড়ী ষোল আনা টান থাকে। বুড়ো বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই এটা সেটা সংসারের ষোল আনা সাশ্রয় হবে। আমি এখন আসি।

[আনন্দরামের প্রস্থান।

সদা। আনন্দরাম, যা বল্‌লে, তা খুব ন্যায্য—খুব ন্যায্য! আনন্দরামেরও সন্তান, আনন্দরামেরও মেয়ে;—কিন্তু তার বৈধব্যে ওর আনন্দ হ'য়েছে। আমার মেয়ে, আমার সর্ব্বনাশ বোধ হ'চ্চে! দেড় হাজার টাকার কম তো কিছুতেই মেয়ে পার ক'রতে পার্‌বো না, কিন্তু তাতেও বাড়ী মর্টগেজ্ পড়্‌বে, গিন্নীর গায়ের গয়না যাবে! সে ঋণ আর ইহজীবনে শোধ যাবে না। পঞ্চাশ টাকায় কোল্‌কাতা সহরে খেতে কুলোয় না। সুদে আসলে তো বাড়ীখানি যাবে; আর একটা মেয়ে পার কর্‌তে হবে,—ভরসা চাক্‌রী;—আনন্দরাম ঠিক ব'লেছে, ঐ বুড়োকে বে দেওয়াই কর্ত্তব্য; আর আমার উপায় কি! এক মেয়ের জন্য কি সর্ব্বস্ব ভাসিয়ে দে'ব? কি সর্ব্বনাশ—কি সর্ব্বনাশ—মেয়ে হওয়া কি সর্ব্বনাশ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—০*০—

পথ।

(ঘটকগণ ও ঘট্‌কীগণের প্রবেশ ও গীত)

পু। —জানিস্ নে কুলকলুচি, ওলো
বুঁচি, ঘট্‌কীগিরি ক'দিন চলে।
স্ত্রী।—ঝাঁজ্‌রী নিয়ে, ভাজগে লুচি,
কুলুচি দে ভাসিয়ে জলে॥
পু।—যালো যা, তুদের কেঁড়ে, কাঁকে নে
আবার,
স্ত্রী।—রুটি বিস্কুট, কর্‌গে ফিরি, পুছবে
না কেউ আর;
পু।—থাক্ থাক্ সভা ক'রে, চল্‌বে
হিন্দুয়ানী,
স্ত্রী।—জানি জানি, ফট্‌ফটানি, রেখে
দে ভোজ্‌কানি;
সকলে।—তোরা দেখ্‌বি, তোরা ঠেক্‌বি,
তখন শিখ্‌বি নাকাল হলে॥
পু।— কর্ত্তারা সব হিন্দুর চূড়ামণি,
স্ত্রী।— জানিস্‌নে তো গিন্নী কেমন ধনী;
পু।— তোদের পেলে সাড়া, খাড়া খাড়া,
বাবু দেবে তাড়া,
স্ত্রী।—হায়া যদি, না থাকে তো,
খাবেরে নৎ নাড়া;
সকলে —এবার গেলি, তোরা মলি,
কেন কর্‌বি ঢলাঢলি,
চড়্‌গে রেলে, তোদের সাফাই দিলুম ব'লে॥
[সকলের প্রস্থান।

(বামার প্রবেশ)

বামা। টের পাবেন,—টের পাবেন। মোতের জুচ্চুরী শেষে হাড়ে হাড়ে ভুগ্‌বেন। সে সর্ব্বেশ্বর বোস—সে গয়নাগাটি শুদ্ধু দেড় হাজার টাকা নিয়ে ছেলের বিয়ে দেবে? কোন্ অজাতের ছেলে একটা জুটিয়েছে

আর কি! এ সম্বন্ধ যদি পছন্দ না হয়, তা হ'লে আর সদাশিব গুঁয়ের বাড়ীমুখো হবো না।

(কিনু স্যাক্‌রার প্রবেশ)

কিনু। ঘটক ঠাইরুণ, কনে যাও, দু'টা কথা ক'য়েই যাও।

বামা। কে রে, কিনে মড়া—নয়? তুই জেল থেকে এলি কবে?

কিনু। জ্যাল কি কও, এহন আমি সাহেব হ'বার যাচ্চি।

বামা। তুই মড়া আবার সাহেব হ'বি কি রে?

কিনু। হ, ক্রিশ্চ্যান হ'য়ে সাহেব হইমু।

বামা। আ মর্ মড়া!—জাত দিবি?

কিনু। জাত দিমু না, বামুনের উপর হইমু। পল্‌টুন্ পরণে, টুপি মাথায় দেখ্‌লি কত বামুণে সেলাম দিতি থাকপে। আর বগী চাইপে ম্যামের সাথ্ হাওয়া খাইমু। সাহেবলোকের জাতির কাছে, জাত এমন কার কাছে বামা ঠাইরুণ? গিল্‌টির গহনা গোড়ছিলাম, তা দেখলাম, সাহেব হওয়ার তে আর মজা নাই। মোর মিতে মোর সাথ জ্যালে যায়, জ্যাল'তে আইসে তেলোক ক্যাটে বৈরাগী হয়ে ভিক্ মাঙছিল, এহন নর্দ্দমা সাফের সাহেব হইছে আর ম্যাম পাইছে। তা তোমারে নি একটি কথা বলি, দুঃখু করি মত্তিছ, এ দুয়ার ও দুয়ার ঘুরতিছ, চলো দুজনায় গিজ্জায় গিয়া মাথায় জল দি। তোমারে ম্যাম বানায়ে দিবে, মোরে স্যাব বানাইয়ে দিবে। আর গৌউন পইরে দোতালায় খুরসিতে বইসে পাখার হাওয়া খাতি থাকবো। মুই র‍্যাংরাজী শিখছি, তোমারে নি শিখোবো।

বামা। হাঁ তুই মড়া আবার ইংরেজী শিখলি কবে?

কিনু। শিখছি না? হুনে লও, যখন কারে দেখ্‌বা, তখন বলবা "গুড়মনি" এর ভাব বোঝচো,—"তোমার মু্ দেহে, বাল প্রাতঃকাল হইল।" "হুডাহুডু" অর্থ হইল কেমন আছ? "থুম্‌ক দিমু"—

বামা। মুখে থুতু দিবি বুঝি?

কিনু। না, তুমি র‍্যারাংজীর ভাব কি পাবা? "দন্য দন্য„ কল্লাম। তারই র‍্যাংরাজী "থুম্‌ক দিমু।" ফের শুনে লও "মাচি বিলাইচি" ভাবনি শোনো, "বড় বাদিত হলাম।" তার র‍্যাংরাজী কথা—"মাচি বিলাইচি"।

বামা। আরে তুই ইংরিজী শিখেছিস্?

কিনু। আওর শুনতি থাহ, "ভারি সারি," তুমি শিখতি চাওতো তোমায় শেখাই, "বড় দুঃখু পাইচি"—"ভারি সারি"। গিজ্জায় গিয়া ম্যাম-হবার চাও তো ফ্যাহ।

বামা। হ্যাঁরে গিজ্জেয় গেলে ম্যাম ক'রে দেয়?

কিনু। ফিট্ ম্যাম হবা, এই সৃষ্টিধর বাবুরে পুচ করো।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

হ্যাদে সৃষ্টিধর বাবু, গিজ্জায় গেলেই ম্যাম হবার পায় না?

সৃষ্টি। ম্যাম হবার পায় বই কি? দেখ বামা, তোমার বাসার ওদিক দিয়ে ঘুরে আস্‌ছি। মনে কচ্ছিলেম, যদি তুমি মেম হও, তা হ'লে তোমায় মেম করে দি। পাদ্‌রী সাহেব আমায় ব'লেছে, যদি তুমি বামী ঘট্‌কীকে মেম ক'রে দিতে পারো তা হ'লে তোমায় পুলিস-কনেষ্টবল ক'রে দি।

কিনু। এই হুনে লও। সৃষ্টিধর বাবু, মুই স্যাব হইমু, আর বল্‌ছি বামা ঠাইরুণকে ম্যাম কর্‌মু।

বামা। তুই সাহেব হবি কিসে বল?

বল্‌তো ছিষ্টিধর বাবু?—ও মড়া আবার সাহেব হবে বলে ইংরিজী শিখেছে।

কিনু। হ স্রষ্টিধর বাবু, কিঞ্চিৎ শিখ্‌চি শিখ্‌চি।

স্রষ্টি। আচ্ছা বল্‌ দেখি,—এক গরম লুচী?

কিনু। হ্যাদে অত কি শিখ্‌চি, অত কি শিখ্‌চি।

স্রষ্টি; তবে শিখে নে, "এ গুড স্থ"—এক গরম লুচী।

কিনু। শিখ্‌ছি শিখ্‌ছি, আর দু' একটা কও?

স্রষ্টি। "কিক্‌ মি"—চুম্বন করো।

কিনু। বামা স্থন্দরী, শুন্‌ছো? "কিক্‌ মি"—চুমা দাও।

স্রষ্টি। পেঁপেকে কি বলে জানিস্‌?—"ব্যারাল ফ্রুট।" পেয়ারাকে কি বলে জানিস্‌?—"গুয়োর ব্যাটা।"

কিনু। হ্যাদে স্রষ্টিধর বাবু!—বামারে ঐ শিক্ষাটী দেবেন না।

স্রষ্টি। "গড্‌ ড্যাম" মানে কি জানিস?—প্রাণেশ্বর।"

কিনু। হ, মুইও যেমন ঢ্যাংরাজী শিখ্‌ছি, স্রষ্টিধর বাবুও তেম্‌নি ঢ্যাংরাজী জানেন। "ড্যাম্‌ ড্যাম্‌" কইয়া গোড়াগুলা ঘুঁসা লইয়া তাড়ি আসে।

বামা। হ্যাঁ ছিষ্টিধর বাবু, মেম হ'লে কি ক'রতে হয়?

স্রষ্টি। খালি টানা পাখার হাওয়া খেতে হয়।

বামা। জাত যায়,—কি বল স্রষ্টিধর বাবু?

স্রষ্টি। জাত যাবে!—বিলেতী মা গোঁসাই হয়।

[স্রষ্টিধরের প্রস্থান।

মুই মণি ছুতরনীর সাথ সলা করমু। একবার সদাশিব বাবুর ওহানে দেখি, যদি দুখান গহনা লন। শুন্‌তেছি, তার মাইয়ার বেয়া।

বামা। ওঃ, মিন্সে জুচ্চুরী কর্‌বে! গিল্‌টীর গয়না দিয়ে মেয়ের বে দেবে!

কিনু। আরে ছাই, তুমি ও ছিরা কথায় থাকৃতে চাও ক্যান? তোমারে ম্যাম করি দেবার চাই। ও কেলো গয়লার মুখ চাইয়া থাকৃবার চাও ক্যান? ক্যাবল ঘর ভাড়াটী দেয়, আর তোমারে গতর খাটাইয়া খাতি হয়। মোর সাথে নি জোট খাও, এই কলাম।

বামা। দূর পোড়ারমুখো, মেম হব কি?

কিনু। হবা হবা, গোউন পর্‌বা, তোমার কপালে মুই গোউন দেখ্‌ছি। এহন গুঁইয়েদের বারি যাচ্চি। ফির্‌তি বেলা তোমার বাসায় যাইয়া সব ভাঙ্গি চুরি বল্‌বো, বড় মজায় থাকৃবা। আর ছাহ, তোমার কাছে এক পোট্‌লা গিল্‌টীর গয়না রাখ্‌বো, তুমিতো পাচ জায়গায় যাতিছ আস্‌তিছ; অন্ত আছে, হার আছে পর্‌বা, আর বাঁধা দিতি পারো, বেচতি পারো, যা করে হোক, কিছু যদি টাকা বাগাবার পারো তো ছাহ। মো'র হাতে ইমুন গিল্‌টী না, তিন পোড়নে কোন' স্যাকরার বাবায় ধর্‌তি পার্‌বে না। কিছু টাকা মাইরে দিয়া দুজনায় গিজ্জায় যাইয়া স্যাব ম্যাম হইমু।

[কিনু স্যাকৃরার প্রস্থান।

বামা। মড়া মেম হতে কি বলে গো? হিন্দুর মেয়ে মেম হ'তে গেলেম কেন? একবার মনে হয়, কেলোর অহঙ্কারটা ভাঙ্গি। পাঁচ মড়ার জন্যে আর ঘটকালীতে সুখ নাই। মড়া যদি গিল্‌টীর গয়না সত্যি দেয়, দুটো

হোক, বিক্রী করে হোক্, কিছু টাকা কর্‌তে পার্‌বো। দশ জায়গায় বেড়াচ্চি,—শুধু হাতে, শুধু গলায় যাওয়া ভাল দেখায় না। ঐ বিন্দি ঘটকী এক গা গয়না ক'রেছে। আমার ইচ্ছে হচ্চে, কিনে মড়ার সঙ্গে জুটি। ঐ কেলো মুখপোড়ার গুমোর ভাঙ্‌বোই ভাঙ্‌বো তবে আমার নাম বামী।

[বামার প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

সদাশিবের বাটী।

(রামেশ্বরী ও কিনু)

রামে। কিরে কিনু?

কিনু। এজ্ঞে এদিকে আস্‌ছিলাম, ভাবলাম, মা ঠাহরুণের সাথে দেখা করে যাই। শুন্‌চি নাকি, দিদি ঠাহরুণের বিয়া হইবা।

রামে। আর বাছা, কোথায় কি, সম্বন্ধই ঠিক ক'ত্তে পাচ্ছি নে। তুই এখন কি করিস্?

কিনু। আপনার কের্‌পায় এহন গরন কত্তিছি, এই পিতলের গহনা টহনা গরন করি। তা পাত্তর ঠিক হচ্চে না ক্যান? যা' হ'ক একটা বর-ঘর দেইখা, কিছু কব্‌লে বিয়া দাও! কিছু কব্‌লালেই কত বরের বাপের লোলা সক্ সক্ কর্‌তি থাক্‌পে।

রামে। কোথায় পাব বাছা, যে কব্‌লাবে?

কিনু। হ্যাঁগা, যা কব্‌লাবা, তা কি দেবা? সকল ক'ব্‌লে দিলি কি গেরস্ত ঘরে আঁটে? মু তো এই তিন তিনডা বিয়া দেলাম্।

(স্বষ্টিধরের প্রবেশ)

স্বষ্টি। কাকীমা, যে ছেলের খপর নিতে বলেছিলে, তা আমাদের হাঁ—স্কুলে খপর নিয়েছিল, ছেলেটী তো গো বেচারা।

কিনু। আহা, ঐ ছেলেই ছেলে!

রামে। ছেলেটী শিষ্ট?

স্বষ্টি। গো বেচারা, তার আর শিষ্ট, আর দুষ্ট কি?

কিনু। আহা ঐ ছাওয়ালই ছাওয়াল!

রামে। সে যা হোগ পড়্‌ছে তো?

স্বষ্টি। পড়্‌চে আর কি করে, হাব্দা হাব্দা ক'চ্চে।

কিনু। ঐ তো ভূত সই ছ্যালে!

রামে। নে বাছা, তামাসা রাখ। সকলেই কি খুব শিখ্‌তে পারে? দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন?

স্বষ্টি। বর্ণ—পায়ের সঙ্গে জুতো মিশিয়ে আছে; মুখখানি দেখ্‌লেই বোধ হয়, রামছাগল চড়্‌বে?

কিনু। বাঃ, বলেন—বলেন!

স্বষ্টি। কি কিনু, পাত্র যে তোমার বড় পছন্দ দেখ্‌ছি।

কিনু। আজ্ঞে, মধ্যবিত্ত ঘরে ঐরূপই তো পাত্তর চাই। ভাল ছাইলে হ'লি, বিবি নইলি পছন্দ হবা না। ভাল দেখ্‌বার হলি চুল বাগাতি থাক্‌পে, আর এ পারা ও পারা শিস্ দিতি দিতি ঘোরবে। বোকা সোকা ছাইলে দেখবার শোনবার ভাল না।—একটী মেইয়ে পাইলে বাপের সাথে বত্তি যাবে। মা ঠাহরুণ, আপনি ঐহানেই সম্বন্ধ ভর করেন! ইদিক্ ওদিক্ দু'চার খান বেশী চায়, কব্‌লাইবান্। যতদূর জোট্ করতি পারবান, করবান; তারপর কিনুকে খপর করবান, সামালে লব। তা তোমার কের্‌পায় এমন গিল্‌টী কর্‌তিছি, যে তিন পোড়নে মালুম কর্‌তি পার্‌বা না।

স্বষ্টি। বাঃ বাঃ, তবে আর কি কাকী মা! (কিনুর প্রতি) এমন মেয়ে কারো পার করে দিয়েছ নাকি কিনু?

কিনু। বাবু, তা না হইলে পেট চালাইচি! (রমেশ্বরীর প্রতি) তবে আসি মা ঠাহরুণ, দরকার হলি খবর কর্‌বান। আমি বামী গয়লানীর বারি বাসা লইচি।

[প্রস্থান।

স্বষ্টি। কাকীমা, তুমি তো বর খুঁজচো; এ দিকে কাকা বাবু মতলব ক'রে বর ঠিক করেছেন।

রামে। কোথায়?

স্বষ্টি। গোরীশঙ্কর মিত্তির।

রামে। এঁা, বলিস কি, ঘাটের মড়াকে মেয়ে দিতে চায়? জন্মদাতা হ'য়ে এমন কথা মুখে আনলে কি ক'রে?

স্বষ্টি। সে দশ হাজার টাকা আর একখানা বাড়ী দিয়ে বে ক'ত্তে চায়।

রামে। আর বাছা তুই জ্বালাস্‌নে, ও টাকার মুখে আগুন আর বাড়ীর মুখে আগুন। ছিঃ ছিঃ, ভাতের সঙ্গে মেয়েটাকে বিষ দেয়নি কেন? আজ বে দেবে, কাল বিধবা হবে, পরশু বারান্দায় দাঁড়াবে, এই বুঝি তার ইচ্ছে?

স্বষ্টি। কাকীমা চুপ কর, গোল করো না। তুমি যদি আমার কথা শোনো, আমি কিশোরীর ভাল বরের সঙ্গে বে দি। ষ্টুডেন্ট-সিপ্ পাশ করেছে—সব্বার উপর পাশ—দশ হাজার টাকা জলপানি পেয়েছে।

রামে। বাবা, আমার ছেলে নাই, তুই আমার ছেলে। তুই পাড়ার সকলের উপকার করে বেড়াস, আমার এই কন্যাদায়টী উদ্ধার করে দে।

স্বষ্টি। কাকীমা, তুমি কাকেও কিছু ভেঙ্গো না। কাকা বাবু যা বলেন, তুমি অমত করো না। যা যা তোমার সঙ্গে পরামর্শ কর্‌বেন, আমায় সব বলো।

রামে। আচ্ছা বাবা। তুই বরাবর কিশোরীকে মার পেটের বোনের চেয়ে ভালবাসিস্, দেখিস্ বাছা, যেন হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেয় না।

স্বষ্টি। তুমি নিশ্চিন্দি থাকো।

(নেপথ্যে আনন্দরাম) দাদা, বাড়ী আছ?

স্বষ্টি। কেও আন্দি খুড়ো? দাড়াও। ঐ আনন্দরাম পরামর্শ দিয়েছে। আমি ওকে ডাকি না, তুমি দোরের আড়াল থেকে শোন না কি বলে? আন্দি খুড়ো এদিকে এসো, কাকীমা কি বল্‌বেন। কাকীমা, ঘরের ভেতর যাও।

[রামেশ্বরীর প্রস্থান।

(আনন্দরামের প্রবেশ)

আনন্দ। কি বাবাজী! তবে তোমার কাকীমারও মত হয়েছে? আমি দাদাকে স্পষ্ট বলেছি, গিন্নীঠাকরুণের মত না হ'লে আমি এ কথায় থাক্‌বো না। ভালর জন্যে কর্‌বো, কেন নিশ্বেসের ভাগী হবো।

স্বষ্টি। আন্দি খুড়ো, তুমি কিশোরীকে দেখেছ? অমন রূপে-গুণে সোনার চাঁদ মেয়ে মা হয়ে কি হাত-পা বেঁধে চিতেয় ফেলে দিতে পারে?

আনন্দ। তবে আমার ও কথায় কাজ নাই,—তবে আমার ও কথায় কাজ নাই।

স্বষ্টি। না আন্দি খুড়ো, তোমায় এ কথায় থাকৃতে হবে। আমার একটা উপকার ক'ত্তে হবে।

আনন্দ। বাবাজী, তুমি যা বলবে, আমি শুন্‌বো। তোমার যাতে উপকার হয়, আমি যেমন করে হয় কর্‌বো। না খেতে পেলে তুমি খেতে দিয়েছ, ব্যামোর সময় তুমি না দেখ্‌লে আনন্দরামকে আর উঠে বেড়াতে হতো না।

সৃষ্টি। সে কথা ছেড়ে দাও খুড়ো—

আনন্দ। বাবাজী, তোমার কাকীমার মত করালে হতো। দশ হাজার টাকা আর একখানা বাড়ী!—বোধ হয় করুণাময় বোসের বরাতে আছে। এ খপর পেলে সে তার মেজো মেয়েটা গচাবে।

সৃষ্টি। খুড়ো, দশ হাজার টাকাও নিতে হবে, বাড়ীও নিতে হবে, আর বুড়োর মেজো নাতি ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে কিশোরীর বেও দিতে হবে।

আনন্দ। আরে সে তেমন বুড়ো নয়—তেমন বুড়ো নয়, তার নাম গৌরীশঙ্কর মিত্তির। ঐ দশ হাজার টাকা আর বাড়ী দিতে চাইচে কিসে জানো,—ঐ যে ব্রজেন্দ্র, তার সম্বন্ধ রাজবল্লভপুরের জমীদার গুরুগোবিন্দের—কেলেভূতো একটা খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে ক'চ্চে। গুরুগোবিন্দ নাকি দশহাজার টাকা আর একখানা বাড়ী দিতে রাজী হয়েছে। ঐ টাকা আর বাড়ী না পাবে, তাই সদাশিব দাদাকে দিতে চাচ্চে।

সৃষ্টি। কি—বেজা টাকার লোভে বে ক'ত্তে রাজী হয়েছে নাকি? তবে সে ষ্টুডেন্ট্সিপ্ পাশ করেছে না ছাই করেছে!

আনন্দ। আরে সে রাজী হবে কেন? তাই তো নাতি-ঠাকুরদাদায় ঝগড়া বেধেছে। বুড়ো বলে—"গুরুগোবিন্দের মেয়ে বে কর্‌বি তো কর্, নইলে আমার বাড়ী থেকে বেরো" ব্রজেন্দ্র পালাই পালাই ডাক ছাড়ছে।

সৃষ্টি। ঠিক হয়েছে; খুড়ো, তুমি একটু জোগাড় দাও। আমি ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে কিশোরীর বে'ও দেওয়াব, দশ হাজার টাকা আর বাড়ীও দেওয়াব। চলো—আমাদের বাড়ী চলো, এ কাজ ক'ত্তেই হবে,—একটা পরামর্শ করি। খুড়ো তুমি লাগো, আমি যেমন যেমন বলি, তেম্‌নি তেম্‌নি করো।

আনন্দ। তা বাবা আমি ঠিক কর্‌বো। তুমি যদি বুড়োর চোখে ধূলো দিতে পারো, তুমি একটা বাহাদুর ছেলে বটে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—ঃ০ঃ—

পথ।

(চাওয়ালা ও চাওয়ালীর প্রবেশ ও গীত)

পু।—সাহেবরা দেখ্‌লে ভেবে, বাঙ্গলা বরবাদে যাবে—
গরম গরম চা না খেলে।

স্ত্রী।— জেনানা চা পায় না খেতে,
মেম কাঁদে তাই হুকুর রেতে,
বলে পুয়োর জেনানা বাঁচ্‌বে কিসে
চা না পেলে॥

পু।— আয় গাড়োয়ান মজুর মুটে,

স্ত্রী।— কুলো ছেড়ে আয়লো ছুটে,

উভয়ে।—গরম গরম চায়ের মজা
নিয়ে যা লুটে,
আয় চলে,—কাজ ফেলে॥

পু।— তিন আনা রোজ তো পেলি,
কি কর্‌লি যদি চা না খেলি?
(অরে ও গাড়োয়ান মুটে!)

স্ত্রী।— আজ তো নগদ পয়সা দেছে,
ভাত খেলে কি থাক্‌বি বেঁচে,
(অলো ও ঝাড়ুনীরে!)

উভয়ে।—ডাক্তার সাহেব ঠিক বলেছে,
রোগের ঘর ঐ ভাতে ডেলে,
বাবুরা সব চা চিনেছে, ময়রা গেছে,
"গো টে হেলে॥"

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

তড়িৎসুন্দরীর বাটী।

(মিঃ রামসহায় দে ও তড়িৎসুন্দরী)

রাম। দিদি, তুমি যা মতলব দিয়েছ, তা ঠিক হয়েছে, as good as Robinson Crusoe. আজ আমাদের ড্রামাটীক মিটিংএ প্রথম Resolution হয়েছে যে, পাবলিক্ থিয়েটার তুল্তেই হবে। আমরা তো মাসে দুটো performance দিচ্চিই। আমরা অঙ্গীকার করেছি অর্থাৎ resolve করেছি যে, লোকের বাড়ীতে বিনাপয়সায় act করবো, আর যেমন মাসে দুটো ক'রে performance হয়, তা হবে ;—এই Resolution—Resolution ! প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা !! আর একটা ফিমেল ড্রামেটিক্-সমিতি করা যাবে, মাসে মাসে চার্টে ক'রে performance দেওয়া যাবে। ভদ্র মহিলাদের টিকিট distribute করা হবে, সেই সমিতির তুমি president.

তড়িৎ। এই এত দিনে দেশের উন্নতি হবে।

রাম। A nation is known by its theatre. থিয়েটার থেকে জাতি কেমন উন্নত বোঝা যায়, যেমন—যেমন—আমার নোটবুকে লেখা আছে।

তড়িৎ। যেমন গড়ের মাঠে গেলে—গরুও দেখা যায়, ঘোড়াও দেখা যায়।

রাম। দিদি, তোমার কি simile ! তুমি Excellent Lady—Capital Lady—Encore Lady !

তড়িৎ। আমার এ Proposeএ কেউ আপত্তি ক'রেছেন ?

রাম। আপত্তি করবে ? কার সাধ্য, তা হ'লে come fight হ'য়ে যেতো, পিস্তল চল্তো, De Wet হতো। আমি যেই ব'লুলুম্ যে আমার cousin sister এই impose করেছেন, অমনি সকলে unanimously বলে উঠলো যে, Three cheers for তড়িৎ সুন্দরি ! আর তোমায় Vote of thanks দেওয়া হ'য়েছে। এখন তুমি যত শীঘ্র performance খুলতে পারো, চেষ্টা দেখ।

তড়িৎ। আমার সবই ঠিক আছে,—Quick as Maxium Gun. আমি কালই Performance দিতে পারি।

রাম। Hurrah—Hurrah !—Three-cheers for my পিস্তুতো ভগ্নী তড়িৎ সুন্দরি ! তুমি কালই Performance খুল্তে পার ?

তড়িৎ। পারি নে ?—Why then Rebeca died—রেবেকা মলো কেন ? থিয়েটার খুল্তে পারে নি বলে ! তবে এতদিন দুপুর বেলা বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে কি করেছি ? যত বস্তিতে স্কুলের ফেরৎ ছুঁড়ী আছে, সকলকে রোজ rehearsal দিয়েছি, গান শিখিয়েছি, নাচ শিখিয়েছি, এখন তারা সকলে এক এক জন Heroine.

রাম। দিদি ! তোমার এই মহৎকার্য্যে সকল মেম্বারই deeply obliged. কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এত improvement হ'য়েছে, তা কেউ জান্তো না।

তড়িৎ। আমি যদি এক বৎসর সময় পেতেম, আর rehearsal বাড়ী পেতেম, তা হ'লে কাল থেকে আমি রোজ Performance দিতে পারতেম।

রাম। আমরা সকলে মন্তব্য করেছি যে, দিনকতক এমনি ক'রে চলুক, তারপর তোমাদের "ড্রামাটীক্-সমিতি" আর আমাদের "ড্রাবাটীক-ক্লাব" amalgamate করা হবে। আমাদের ছেলে নিয়ে performance ক'ত্তে হয়, তাতে তেমন attraction হয় না। মুখ্যু ব্যাটারা আসে না। অবিশ্যি যারা

সমজদার লোক, তারা মুখটী বুজিয়ে মুগ্ধ হয়ে বাড়ী চলে যায়। হাবাতে পাব্লিক থিয়েটার-গুলোর মত আমাদের থিয়েটারে এন্‌কোর, ক্ল্যাপ্ কি হাসির গর্‌রা হয় না।

তড়িৎ। কি opinion দেয়?

রাম। চল্‌তে চলতে গিয়ে গাড়ীতে ওঠে, সে সময় কোন কথা হয় না, কিন্তু খপরের কাগজে খুব লেখে যে, এমন ইংরেজী ধরণের এক্টার কখনো কোনো পাব্লিক্ থিয়েটারে জন্মায় নাই।—সব European motion, gesture.

তড়িৎ। দেখ তুমি কাল গিয়ে, তোমা-দের সভাপতিকে আমার Vote of thanks দিও, আর বলো সকলের নিকট আমি পরম বাধিত। তোমরা যখন "ড্রামাটীক-ক্লাব" করো, তখনই আমাকে strike করেছে যে, আমরা তোমাদের সঙ্গে joint না কল্লে, কখনো স্থায়ী উন্নতি হবে না। যত শীঘ্র amalgamate হয় তার চেষ্টা করো।

রাম। Bravo—Bravo! awoke arise! উত্থিষ্ঠত! জাগরত! আমি কালই সে কথা propose কর্‌বো।

তড়িৎ। রামসহায়, তুমিও বিবাহ করো। তোমার স্ত্রীকে আমি everlasting অর্থাৎ অষ্টপ্রহর শেখাতে পার্‌বো! আমি চল্লুম, —এ good news বাড়ী বাড়ী দিতে হবে। এখানে যদি কোন মেম্বার আসে, তুমি তাদের হল-ঘরে বসতে ব'লো, আমি এলুম ব'লে।

রাম। দিদি! তুমি সদাশিব গুঁইএর মেয়ে কিশোরীকে কোনও রকমে ভুলিয়ে মেম্বার ক'ত্তে পার? জোগাড় দেখ না?

তড়িৎ। ঠিক বলেচ ব্রাদার, কিশোরীটে বড় shining, আমি একদিন কথা ক'য়ে দেখেছি; তাকে পেলে বড় লাভ হয় অর্থাৎ একটা acquisation হয়।

রাম। তা দেখ দিদি, তোমার argu-ment এ আমি convict হয়েছি যে, বিবাহ করা উচিত। আমি বিবাহ কত্তে রাজী। তুমি জোগাড় ক'রে কিশোরীর সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে পার?

তড়িৎ। ছুট্! কিশোরীর বাপের কি আছে, তোমায় কি দেবে? এই যে old fullরা বের দর বাড়াচ্চে, এতে দেশের একটা মস্ত উপকার অনেক girl আইবুড়ো থাক্‌বে; ক্রমে hardship পর্য্যন্ত I mean courtship পর্য্যন্ত চলে যেতে পারে। তুমি যেরূপ education, youngman, তোমার অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা না নিয়ে বিবাহ করা উচিত নয়। তুমিও মৌলিক, সদাশিব গুঁইও মৌলিক, সদাশিবের টাকাও নাই, আর এ বিবাহ দিতে রাজী হবে না। তুমি বিবাহ ক'ত্তে সম্মত হয়েছ, খুব সুখের বিষয় বটে, আমি তোমার সম্বন্ধ ক'চ্চি। আর তুমি ঠিক বলেছ, কিশোরী যাতে আমাদের মেম্বার হয়, তার চেষ্টা পাচ্চি।

[প্রস্থান।

রাম। দিদির ঠেঙ্গেতো কিছু আদায় কত্তে পারলুম না। একটা moving stage-এর টাকাটা জোগাড় কত্তে পারলে দিন কতক চলে, সব ব্যাটা সেয়ানা হয়ে গেছে। মনে করেছিলাম, সাহেবয়ানা চাল চাল্‌বো, —প্রকাশ করে দিয়েছিলেম, বিলেত বেড়িয়ে এসেছি। তা ছিষ্টে রাস্‌কেল সন্ধান পেয়েছে যে, আসামে কুলি নিয়ে গিয়েছিলুম, বিলেতে যাই নি। লোকের কাছে বড় খাত্তাই হ'য়ে পড়েছি। কিশোরী ছুঁড়ীকে দেখে পর্য্যন্ত আমার মনটা কেমন হ'য়ে গেছে। চোখের উপর কোন ব্যাটা লুটে নিয়ে যাবে! দেখি, দিদির যে দিন কোম্পানীর কাগজের সুদ আসবে, সে দিন তো নিয়ে সরবো। ঐ কিশোরী ছুঁড়ীর লোভে ক'ল্‌কাতা থেকে সরতে ইচ্ছে হয় না! দেখি দিনকতক,

তার পর বিদেশে গিয়ে সন্ন্যাসী ব'লে পরিচয় দিয়ে কিছু হাতাবো,—ঐ যে কত ব্যাটা সন্ন্যাসী সেজে কেমন বাগিয়ে নিচ্চে।

(তড়িৎসুন্দরীর ছাত্রীগণের প্রবেশ)

গীত।

ফিমেল ড্রামাটীক সমিতির মেম্বার লেডি রিফরমার।

হিয়ার্—হিয়ার্—হিয়ার্!
উঠেছি সবাই মেতে,
রিয়েল্ ইম্প্রুভমেণ্ট যাতে,
য়্যাবোলিস্ হবে তাতে ন্যাষ্টি পাব্লিক থিয়েটার॥
হিয়ার্—হিয়ার্—হিয়ার!
ড্রামাটীক্ একজিবিসান, ইণ্ডেণ্টেড্ নূতন মোসান,
ফেস এ প্যারিস ফ্যাসান্, দেখ্বে নেসান্,
পূরিয়ে কাগজ লিখ্বে প্রেস—
হাফ অ্যানা সব এডিটার॥
সমিতির ক্লেভার জেন্চার,
কে ক্ল্যাপ দিতে ক'র্ব্বে ডেয়ার,
চোক বুজে চেয়ারে ব'সে দেখ্বে যত সমজদার্॥
হিয়ার্—হিয়ার্—হিয়ার্!
ক্যাবাত বাহার, বহুৎ মজেদার,
অনার্—অনার্—টু এভ্রি মেম্বার
এভ্রি ড্রামাটীক্ লেডী ষ্টার॥

রাম। সব শুনেছেন? আপনারা বসুন, দিদি আস্ছেন।

১ম-ছাত্রী। তা আমরা জানি, তিনি আমাদের বস্তিতে এ শুভ সংবাদ দিয়েছেন। অন্যান্য মেম্বারদের খপর দে তিনি এখানে আস্বেন।

রাম। তবে আপ্নারা হল-ঘরে বসুন গে, সেই খানে রিহার্শাল হবে।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—ঃ*ঃ—

গৌরীশঙ্কর মিত্রের বৈঠকখানা।

(গৌরীশঙ্কর মিত্র ও চিনিবাস ভৃত্য নিমডাল দ্বারা ব্যজনে নিযুক্ত)

গৌরী। নিম-চারার টব্টা বুঝি রাখ্তে ভুলে গিয়েছিস্? ব্যাটা তো বুঝিস্নি, নিম-গাছের হাওয়াতে শরীর ভাল থাকে।

চিনি। আজ্ঞে টব্টা দেখ্লে লোকে ঠাট্টা করে, তাই এই একটা নিমের ডাল ভেঙ্গে এনেছি, এই বাতাস দিচ্চি।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

গৌরী। এস, ভায়া এসো।

সৃষ্টি। দাদাম'শায়, আমার কান্না পাচ্চে! বউদিদি মলো, আমি কি না, কন্যাযাত্রীর নিমন্ত্রণ খেতে গেলুম! দাদাম'শায়, আমার বুক ফেটে যাচ্চে!

গৌরী। বসো বসো, স্থির হও—স্থির হও! ওরে সৃষ্টিধর বাবুকে তামাক দে।

সৃষ্টি। ওকি ক'চ্চেন দাদাম'শায়, আপ্নার সাম্নে তামাক খেতে পারি?

গৌরী। কেন দোষ কি? ভাই ভাই ইয়ারকি তো ইয়ারকি, নইলে ইয়ারকি দিতে যাব কি পরের সঙ্গে?

সৃষ্টি। না দাদাম'শায় আপ্নার সাম্নে আমি তামাক খেতে পার্বো না। বরং আমি আপ্নার কল্কে খুলে নিয়ে গিয়ে ঐ বারান্দায় তামাক খাচ্চি।

[কল্কে লইয়া প্রস্থান।

গৌরী। ছিষ্টে ছোঁড়া কি দাঁওয়ে এলো! কিছু টাকা-কড়ি চায় না কি? ছোঁড়া মহাষণ্ডা, ওকে ভয় হয়, কি ব'ল্তে কি বোল্বে।

(সৃষ্টিধরের পুনঃপ্রবেশ)

সৃষ্টি। দাদাম'শায়, আর এক ছিলিম তামাক ডাকুন, ওতে আর বড় কিছু নেই।

গৌরী। আর এখন তামাক খাব না—আর এখন তামাক খাব না।

সৃষ্টি। আজ্ঞে, আপ্‌নি না খান, আমিই একটান টান্‌বো মনে ক'চ্চি। ঐ যে গয়ার তামাকগুলো দেয়, ওতে বড় কাশ্‌তে হয়। চিনিবাস, দাদাম'শায়ের কল্‌কে বদ্‌লে দাও। দাদাম'শায়, তামাক খাই আর কাঁদি—তামাক খাই আর কাঁদি! ভাবি কি হ'লো, দাদাম'শায়ের এই বয়সে তিন তিন বার গৃহশূন্য হলো! তা দাদাম'শায়, একটা অনুরোধ রাখ্‌তেই হবে; সে আমি খুনো-খুনি হবো তা বল্‌চি।

গৌরী। ভায়া, হাতে টাকাকড়ি কিছু নাই।

সৃষ্টি। টাকা! টাকার কথা এ সময় আমি মুখে আনি! আমার অনুরোধটী রাখ্‌তেই হবে দাদাম'শায়! নইলে আমি খুনোখুনি হব বলচি। এই তোমার পায়ে ধরচি দাদাম'শায়।

গৌরী। কি শুনি—কি শুনি?

সৃষ্টি। দাদাম'শায়, তোমায় বিয়ে কর্ত্তেই হবে।

গৌরী। রাধাগোবিন্দ! ছিষ্টেটা পাগল!

সৃষ্টি। পাগল নই দাদাম'শায়।

(কলকে লইয়া চিনিবাসের প্রবেশ)

কি চিনিবাস, তামাক এনেছ? আমি তামাকটা খেয়ে এসেই বল্‌ছি।

গৌরী। আর কোথায় যাবে?—এই খানে ব'সেই তামাক খাও।

সৃষ্টি। তা খাচ্চি, আপনার অনুরোধ রাখ্‌চি। আমার অনুরোধটী রাখ্‌তে হবে, বিয়ে তোমায় কর্ত্তেই হবে।

গৌরী। না না, তিন তিনবার গৃহশূন্য হলো, ছেলেপুলে সব মানুষ হ'য়েছে, আর কি ভাল দেখায়, আর কিসের জন্যে?

সৃষ্টি। এই আমার জন্যে, আমি হর-গৌরী মিলন দেখ্‌বো, এই আমার জন্যে। দাদাম'শায়, আমি সব খবর রাখি, আপ্‌নার কিসের বয়স? পাক্‌তেল মেখে দু'গাছা চুল পাকিয়ে কেবল মুরব্বিয়ানা করেন বই তো নয়।—ছিষ্টে সব খবর জানে! আপ্‌নি লুকোবেন কি?—হুঁ হুঁ দাদাম'শায়, আপ্‌নি লুকোবেন কি বলুন?

গৌরী। না না সৃষ্টিধর, বয়েস হয়েছে—বয়স হয়েছে, আর কি ভাল দেখায়!

সৃষ্টি। কিসের বয়েস? আপ্‌নার বয়েসে সাহেবদের বিয়েই হয় না।

গৌরী। আম্‌রা তো ভায়া সাহেব নই—আমরা তো ভায়া সাহেব নই?

সৃষ্টি। সাহেব নন, খুব সাহেব;—এবার সাহেব আপ্‌নাকে হ'তে হবে; বাঙ্গালী যে আপ্‌নাকে সইলো না, কোর্টসিপ ক'রে আপনাকে বিয়ে কর্ত্তে হবে। বড় চমৎকার হবে দাদাম'শায়, বড় চমৎকার হবে! আমি সব যোগাড় কচ্চি। আপনাকে শুধু সাহেবী পোষাকটী প'রে, চেয়ারে ব'সে, পায়ের উপর পা দিয়ে, রসিকতা ক'রে বে'টী কর্ত্তে হবে।

গৌরী। আমার রসিকতায় এখন আর ভুল্‌বে কে বল? তোম্‌রা রসিকতা করে বে করো।

সৃষ্টি। হাঃ হাঃ হাঃ—এমন রসের কথা কেউ জানে!

গৌরী। বলি ভায়া, আমার ক'নে ঠিক ক'রে এসেছ নাকি?

সৃষ্টি। হাঁ দাদা, যখনই শুনেছি, বউ-দিদির শ্বাস হয়েছে, তখনি মনে মনে ক'নে ঠিক করেছি। চিনিবাস, বেলা হয়েছে,

আমার খাবার কথাটা বামুন ঠাকুরকে বলে দিও।

গৌরী। আজ কোথায় খাবে দাদা? অশৌচের হাঁড়ী—মাছ নাই মাংস নাই।

সৃষ্টি। বটে বটে! চিনিবাস, লুচিতে কচুরিতে রসগোল্লা আর কাঁচাগোল্লাতে আট আনার নিয়ে এসো তো। সাত দিন যদি তোমার বাড়ীতে ব'সে খেতে হয় দাদা-ম'শায়,—সেও স্বীকার, তবু তোমার বে'র মত ক'রে তবে উঠ্‌বো।

গৌরী। চিনিবাস, কিছু জলখাবার আনো। আট আনার কি খেতে পার্‌বে? অমনি দেখে শুনে এনো।

সৃষ্টি। খুব পার্ব্বো দাদাম'শায়! বউ-দিদির শোকে কেঁদে কেঁদে আমার ক্ষিদে পেয়ে গেছে। কিন্তু দাদাম'শায়, আজই তোমার কোর্টসিপ্ ক'র্ত্তে যেতে হবে, এটা স্বীকার করো।

গৌরী। বলি তোমার রঙ্গটাই বুঝি, কোথায় ক'নে ঠিক করেছ শুনি?

সৃষ্টি। তা শুনবেন? ঐ সদাশিব গুঁই-এর মেয়ে কিশোরী। পাড়া সম্বন্ধে খুড়ো বলি।

গৌরী। সেটা দেখ্‌তে কেমন?

সৃষ্টি। জাত যেতে ব'সেছে—আর দেখ্‌তে কেমন?

গৌরী। কি মেয়েটা বড় হয়েছে নাকি?

সৃষ্টি। দাদাম'শায়, এক বৎসরের মধ্যে সদাশিব খুড়ো দৌহিত্রের মুখ দেখ্‌বেন, আর কি বল্‌বো।

গৌরী। তোমরা আমায় ভারি মুস্কিলে ফেল!

সৃষ্টি। কিসে মুস্কিল দাদাম'শায়? কিসে মুস্কিল, হুকুম করুন?

গৌরী। এই করুণাময় তার মেজ' মেয়েটাকে গছাতে চায়। এই এতক্ষণ সাধাসাধি, নগদ তিনশো টাকা দিয়ে বিদেয় কল্লেম, তবু নাছোড়বান্দা, আজ তার মেয়ে দেখ্‌তে যেতেই হবে।

সৃষ্টি। ও কথা রেখে দিন—রেখে দিন। গাড়ীখানা জুত্‌তে বলুন, আমি চাদ্‌নী থেকে কিশোরীর জন্য গাউন-টাউন কিনে আনি, আপ্‌নার তো হ্যাট্-কোট সব ঠিক আছে?

গৌরী। বলি তোমাদের মতন তো সাহেব আমি নই, হ্যাট্-কোট কোথায় পাব বল?

সৃষ্টি। তবে তাও কিন্‌তে হবে; তবে দাদাম'শায় আজ কোর্টসিপ্‌টা করে আসুন। আর একটা কথা—একটা 'হানিমুনের' জায়গা চাই, তাও আমি ঠিক ক'রেছি, কাকাম'শা-য়ের রান্নাঘরের পেছনে যে জায়গাটুকু আছে, সেইটুকু ঘিরে নিয়ে আমি কুঞ্জবন তৈরি কর্ব্বো, সেইখানে কিশোরীর সঙ্গে 'হানিমুন' কর্‌বেন।

গৌরী। তোমার সব পাগলাম—সব পাগ্‌লাম।

সৃষ্টি। আজ্ঞে না, সব কথা ভেঙ্গে বল্‌বো তবে? কন্যাযাত্রীর নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ী ফিরে আস্‌ছি, শুনলুম বউদিদি মারা পড়েছেন। আমি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েচি। ভোরবেলায় স্বপন দেখি যে, সত্যনারায়ণ এসে বল্‌ছেন, যে কেঁদে কি হবে, তোর দাদাম'শায় ম্লেচ্ছকে বড় ঘৃণা করে, সেই ম্লেচ্ছের মতন ঐ রান্নাঘরের পেছনটা ঘিরে নিয়ে যদি হানিমুন করে, তবে ওর পরিবার বাঁচ্‌বে, তাই আমি কেঁদে এসে পড়েছি।

(চিনিবাসের প্রবেশ)

চিনি। বাবু জলখাবার এনেচি।

সৃষ্টি। ঐ দরদালানে, আসন পেতে জায়গা করগে। আর এই যে দাওয়ানজী আস্‌চে, ওরে কোট আর গাউনের কথাটা বলে দেন।

(দাওয়ানের প্রবেশ)

দাওয়ান। হুজুর, মুক্তারাম বসু এসে বল্‌চে, আমি পাঁচশো টাকায় পাঁচশো টাকা সুদ দিয়েছি। আর সুদ দিতে পার্‌বো না; একশো টাকা এনে বল্‌চে আসল থেকে বাদ যাগ্‌।

গৌরী। তা হবে না, টাকা ফিরিয়ে নে যেতে বলগে;—আমি পারি আদায় কর্‌বো, না পারি তার ভিক্ষে নেবো।

দাওয়ান। যে আজ্ঞে।

সৃষ্টি। আর আমি গাউনের দামের কথাটা বলে দেন।

গৌরী। ওহে, কিছু টাকা দিয়ে ছোট গাড়ীতে কারুকে এর সঙ্গে একবার চাঁদ্‌নী পাঠিয়েতো। ছোট ভাই, কোন মতে ছাড়্‌বে না, কি কিনে আন্‌বে বল্‌চে।

সৃষ্টি। দাদাম'শায়, চাঁদ্‌নীতে কাজ নেই, বড্ড মাগ্‌গি পড়্‌বে। এই খানে আমার একটী টেলার ফ্রেণ্ড আছে,—তার নাম যতীন মুখুয্যে। বড়বাজারে তাদের মস্ত পোষাকের দোকান, তার বাপ হরিদাস মুখুয্যের নামেই দোকান চলে; তারই কাছে নেব। দু একটা জিনিষ না থাকে, বায়না দিতেই হবে।

গৌরী। টাকা তো ভাই আমার নয়, তোমাদেরই! দেখে শুনে খরচ করো। ওহে রামেশ্বরকে এঁর সঙ্গে দিও, ইনি যা বলেন, যেন কিনে দেয়।

সৃষ্টি। দাদা ম'শায়, গাউনের কথা এখন কাউকে ভাঙ্‌বেন না, বলবেন ইট, চুন, শুরকি কি কিন্‌বে, আপনার দাওয়ানজী বড় গুলো। ও রামেশ্বরকে আট গণ্ডা পয়সা দিয়ে আমি ঠিক কর্ব্বো. কাউকে কিছু বল্‌বে না।

গৌরী। ওকি লিখ্‌চো?

সৃষ্টি। আপ্‌নি দেখ্‌বেন এখন, আপ্‌নিই তো সই কর্ব্বেন।

দাওয়ান। হুজুর! আমি হিসেব করে দেখ্‌লুম যে, মুক্তারাম বাবু পাঁচশো টাকায় প্রায় সাতশো টাকা সুদ দিয়েছে।

গৌরী। দিয়েছে দিয়েছে, তোমার সঙ্গে কিছু বন্দোবস্ত করেছে নাকি? আমি বে নিয়ম ক'ত্তে পার্ব্বো না। দাঁড়াও কথা আছে।

সৃষ্টি। এই সই করে দেন।

গৌরী। কি দেখি,—(চসমা লইয়া পাঠ) "যদি সৃষ্টিধর যে রূপ বলে, সেইরূপ করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে আপনাকে কন্যাভার হইতে মুক্ত করিতে আমি প্রস্তুত।" কি ক'ত্তে হবে? সই ক'ত্তে হবে?

সৃষ্টি। আজ্ঞে হাঁ।

গৌরী। তোমার অনুরোধ তো ভায়া আমি এড়াতে পারিনে। নাও সই করে দিলেম।

সৃষ্টি। দাওয়ানজী ম'শায়, আপনি রামেশ্বরকে তোয়ের হ'তে বলুন। আমি জল খেয়ে আসি।

[প্রস্থান।

গৌরী। দেখ দাওয়ানজী, রামেশ্বরকে হুঁসিয়ার হ'তে ব'লো, জিনিষ দেখে তবে যেন টাকা দেয়। আর ধার রাখায় যদি চলে, তাও বলো আঁকড়ে জিনিষ যেন নেয়।

দাওয়ান। কি জিনিষ, হুজুর আজ্ঞা করুন?

গৌরী। সে ঐ ছিষ্টে যা বল্‌বে, নিতে বলো।

দাওয়ান। যে আজ্ঞে হুজুর।

[প্রস্থান।

গৌরী। আমায় বড় দোটানায় ফেলেছে! দুটীই সুন্দরী। তবে ছিষ্টে বল্‌চে, এটী খুব ডাগর। দুটোই হাতে থাক। কি জানি আমার যে বরাত, সদাশিবের মেয়েটা যদি

মারা যায়, তা' হলে করুণাময়ের মেয়েটাকে দেখ্‌বো। বয়স এতই কি হয়েছে! আমার বয়সের কত লোকের বিয়েই হয়নি।

(ব্রজেন্দ্র ও সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

ব্রজেন্দ্র। আপ্‌নি আমায় ডেকেছেন?

গৌরী। হ্যাঁ, শোনো, শুন্‌চি নাকি তুমি বে ক'ত্তে রাজী হ'চ্চ না? দশ হাজার টাকা আর এক খানা বাড়ী, এতে তোমার মন উঠ্‌ছে না! হলোই বা কালো মেয়ে?

ব্রজেন্দ্র। আজ্ঞে, আজ্ঞে—

গৌরী। তা ভাই স্পষ্ট কথা। আমি আগেই তোমায় বলেছি, যদি বে ক'ত্তে না রাজী হও, আমি কথা দিয়েছি, যদি অপমান করো, তা' হলে আমার বাড়ীতে আর তোমার জায়গা নাই। শুন্‌চি ষ্টুডেণ্ট্‌সিপ পাস করেছ, দুশো টাকা জলপানি হয়েছে, কাপড়-চোপড় বেঁধে আমার বাড়ী থেকে বেরোও।

[প্রস্থান।

সৃষ্টি। গুরু গোবিন্দের খোঁড়া মেয়েটা বুঝি তোকে গচাতে চায়?

ব্রজেন্দ্র। হ্যাঁ, বুড়োর আক্কেল শুনেছিস্! আমি বাড়ী থেকে আজই বেরুচ্চি। আমি স্কলার্‌সিপ্‌ নিয়ে বরাবর পড়েছি, একখানা বই কিনে দিয়ে কখনো সাহায্য করেন নাই। আজ খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে বে দিয়ে দশ হাজার টাকা মার্‌তে চান্‌। যে দিন বুড়ো আমায় এই সম্বন্ধের কথা বলেছে, সেই দিন থেকেই আমি পালাই পালাই ক'চ্চি, আমি আজই সরে পড়চি।

সৃষ্টি। ব্যস্ত হোস্‌নি—ব্যস্ত হোস্‌নি। তুই সদাশিব গুঁইএর মেয়ে কিশোরীকে দেখেছিস্?—হ্যাঁ দেখেছিস্ বই কি?

ব্রজেন্দ্র। বে ক'ত্তে হয় তো সেই মেয়েই বটে!

সৃষ্টি। তবে শোন, তুই একবার বুড়োকে ডেকে দে। তারপর আমাদের বাটীতে যাস্, একটা পরামর্শ আছে।

[ব্রজেন্দ্রের প্রস্থান।

(আনন্দরামের প্রবেশ)

সৃষ্টি। আ'ন্দ খুড়ো, বুড়ো আস্‌চে, তুমি তালে তালে কথা কয়ো।

আনন্দ। তা আমি হুঁসিয়ার আছি

(গৌরীশঙ্করের প্রবেশ)

গৌরী। কি ভায়া, আবার কি খবর?

সৃষ্টি। দাদা মশায়, বউ দি ম'রে তোমার কিছু রাগ বেড়েচে। আমি বড় বিপদে পড়েছি, বুঝি হরগৌরী মিলন দেখা আমার অদৃষ্টে নাই।

গৌরী। কেন ভায়া, কেন?

সৃষ্টি। আপনিই তো সব খারাপ ক'রেছেন, এই আ'ন্দ খুড়োকে দিয়ে সম্বন্ধ ক'রে কাকার খাঁই বাড়িয়েছেন। এই আ'ন্দ খুড়োর কাছে শুনুন, কাকা বলে পাঠিয়েছেন যে, ছিষ্টে কিশোরীর সঙ্গে গৌরীশঙ্কর মিত্রের বে' দিতে চাচ্চে বটে, কিন্তু আমি চোদ্দ হাজার টাকা আর একখানা বাড়ী নইলে বে' দেব না। আমি বুড়ো বরকে মেয়ে দেব ব'লে, মেয়ে বড় ক'রে রেখেছি। এই ছুটীতে সব বুড়ো বুড়ো মস্ত চাকুরে, বুড়ো জমীদার, বুড়ো সাবজজ, ক'ল্‌কাতায় আস্‌বে, তারই মধ্যে একটাকে দেখে শুনে দেবো।

গৌরী। ইস্, বড় খাঁই—বড় খাঁই!

সৃষ্টি। লোকের উভয় শঙ্কট হয়, আমার তিন উভয় শঙ্কট!

গৌরী। কেন—কেন?

সৃষ্টি। কাকা তো এই কামড় ক'রেছেন; কাকীমা বলেন,—"গৌরীশঙ্করের সঙ্গে যদি বে' হয়, মেয়ে নিয়ে পালাবো।" কিশোরী

বলে,—"যে কোর্টসিপ ক'রে বে' কর্ব্বে, তারে বে' কর্ব্বো, নইলে আমি ড্রামাটীক্ সমিতির মেম্বার হবো।"

আনন্দ। এর মধ্যে এক উপায় আছে।

সৃষ্টি। কি আ'ন্দ খুড়ো—কি আ'ন্দ খুড়ো?

আনন্দ। মিত্তিরজা ম'শায় ওঁর নাতি ব্রজেন্দ্রকে বলুন যে, সদাশিব গুঁইয়ের মেয়ের সঙ্গে তার বে' দেবেন। এ দিকে গুরুগোবিন্দকে বলে পাঠান, তাঁর নাতি ব্রজেন্দ্র তার খোঁড়া মেয়েকে বে' ক'র্ত্তে রাজী হয়েছে। কিন্তু এক কথা, গুরুগোবিন্দকে ব'লে পাঠান যে, ক'ল্‌কাতায় এনে মেয়ের বে' দিতে হবে, রাজবল্লভপুর যাব না। তারপর গুরুগোবিন্দ তো টাকা আর বাড়ী দিগ, আর মিত্তিরজা ম'শায় সদাশিব যা বল্‌ছেন, তাতে রাজী হোন্। যেমন সদাশিবকে বাড়ী দিতে হবে, তেমনি গুরুগোবিন্দের ঠেঙে বাড়ী পাচ্চেন, তবে গুরুগোবিন্দ দশ হাজার টাকা দিচ্চে, এঁকে দিতে হ'চ্চে চোদ্দ হাজার টাকা। তা কি কর্ব্বেন, চার হাজার টাকা না হয় ঘর থেকে গেল।

সৃষ্টি। বাঃ বাঃ আ'ন্দ খুড়ো, কি মতলব বার ক'রেছো?

গৌরী। আমি ভাল বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

সৃষ্টি। শুনুন, আমি বুঝিয়ে দিচ্চি; ব্রজেন্দ্রকে বলুন যে, কিশোরীর সঙ্গে তার বে' দেবেন, গুরুগোবিন্দের খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে নয়।

গৌরী। তা যেন বল্লুম, তারপর?

সৃষ্টি। কাকাকে বল্‌বো চোদ্দ হাজার টাকা আর বাড়ী দেবেন। আর পারি যদি আমি দশ হাজারেই রাজী কর্ব্বো।

গৌরী। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি বুঝেছি, তারপর গুরুগোবিন্দকে ব'লে পাঠাব যে, ক'ল্‌কাতায় মেয়ে এনে বে' দিতে হবে।

সৃষ্টি। ঠিক বুঝেছেন, আমি এদিকে কাকাকে ব'লে রাজী কর্ব্বো, তিনি গুরুগোবিন্দকে চারিদিনের জন্যে বাড়ী ভাড়া দেবেন, গুরুগোবিন্দ কাকার বাড়ীতে তার খোঁড়া মেয়ে নিয়ে আস্‌বে, আর এদিকে ব্রজেন্দ্র কিশোরীকে বে' ক'র্‌বো মনে করে বাজনা-বাদ্যি ক'রে কাকার বাড়ী যাবে। বে' ক'র্ত্তে গিয়ে, চেলি ঢাকা গুরুগোবিন্দের মেয়ে ঠাওরও পাবে না; আর যদি জান্‌তেও পারে,—বরযাত্র, কন্যাযাত্রের কাছ থেকে কিছু পালাতেও পার্ব্বে না, বে' কর্ত্তেই হবে। খোঁড়া মেয়ে তো তারে গচান, এদিকে আমি বালী না হয় শ্রীরামপুরের একখানা বাড়ী ঠিক কর্‌বো, সেই খানে কাকীকে আর কিশোরীকে নিয়ে যাবো। কাকীকে ব'লবো যে, ব্রজেন্দ্র তার ঠাকুরদাদাকে লুকিয়ে গিয়ে বে' ক'রে আস্‌বে, আপনি এখন কোর্টসিপ ক'রে কিশোরীর মন ভোলাতে পার্‌লে হয়, কেমন আপনি রাজী তো?

গৌরী। রাজী আছি ভাই, রাজী আছি। তোমার কথায় কবে গররাজী বল?

সৃষ্টি। তবে এখন আমি পোষাক-টোষাক কিনে আনি। আমি সব ঠিক ক'রে আ'ন্দ খুড়োকে তোমায় নিতে পাঠিয়ে দেবো।

গৌরী। তা ভাই তুমি বল্‌চো, তোমার অনুরোধ তো এড়াতে পারি নে—তোমার অনুরোধ তো এড়াতে পারি নে!

সৃষ্টি। তবে এই কথাই পাকা রইলো, আজই।

আনন্দ। একটা কথা ভাব্‌চি, গুরুগোবিন্দ বোস—জমীদার লোক, সে ক'ল্‌কাতা এসে, তোমার কাকার বাড়ী বে' দিতে রাজী হবে না।

গৌরী। আমিও তাই ভাবচি।

সৃষ্টি। কি রাজী হবে না? দাদা—

ম'শায়, আপনি চিঠি লিখ্‌বেন না, ঘটকও পাঠাবেন না, ছিষ্টে যদি না রাজী ক'ত্তে পারে, তা' হলে কাণ কেটে ফেলবো, আ'ন্দ-খুড়ো তোমার সঙ্গে দুশো টাকা বাজী রইলো। আমি রাজী কর্‌বোই কর্‌বো, ব্রজেন্দ্র ছেলে কেমন? অমন ছেলে আজ কাল পাওয়া যায়? দাদা ম'শায় আপনি আসুন, আমরাও চল্লুম। দেখুন অশৌচ অন্তেই বে' ক'ত্তে হবে।

গৌরী। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—আর শাস্ত্রে আছে, দশপিণ্ডির পর বে' করা যায়।

সৃষ্টি। তবে আমি সব ঠিক করি, আপনি আসুন।

গৌরী। যা জানো ভাই করো—যা জানো ভাই করো। (স্বগতঃ) আজ যেন হাঁপ্‌টা কিছু বৃদ্ধি রাখ্‌চে,—আর পৈত্তিকের জ্বরটাও কিছু তেড়ে এয়েছে।

[প্রস্থান

আনন্দ। বাবাজী, ঠিক আঁচ করেছ, টোপ্‌ গিলেচে।

সৃষ্টি। আমি তো বলেছি খুড়ো,—

"লোভের দুয়ারে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥"।

খুড়ো চলো, আর একটা কাজ আছে। কিনে ব্যাটার গিল্‌টীর গয়না এই বুড়োকে গচাতে হবে। কিছু টাকা তো হাতে চাই। জমীদার গুরুগোবিন্দ বোস সাজাতে হবে, আর তার লোকজন রেসেলা সব সাজান চাই, সে তো টাকা নইলে হবে না। ঐ কিনের গয়না বুড়োকে গচিয়ে, কিনের ঠেঙে বখ্‌রা নিয়ে খরচ পাতি চালাতে হবে।

আনন্দ। দেখো বাবা, প্যাঁচে না পড়্‌তে হয়।

সৃষ্টি। কেন ভাব্‌চো খুড়ো, আমি বুড়োকে বোঝাব যে, কিশোরীকে এয়ারিং, নেক্‌লেস, ব্রেসলেট present দিতে হবে। নইলে সে কোর্টসিপ ক'র্‌বে না। তুমি যেমন যোগাড় দিচ্চ, সেই রকম একটু জোগাড় দিয়ো, আমি ঠিক বাগাচ্চি। চল, একবার কিনের বাসা দিয়ে হ'য়ে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—:*:—

রঙ্গপট।

(উকীলগণ ও বেশ্যাগণ)

গীত।

উকীল — দিস্‌নে নাক নাড়া
না হয় দুটো ভুলিয়েছিস্‌ ছোঁড়া।
বেশ্যা।—ঠাউরে তোরা দ্যাখ্‌না মুখপোড়া
ভিটে মাটি চাটির কে গোড়া?
উকীল।—রাজার বাড়ী মাঠ ক'রে দে
ঢ্যাঁকাটি বাজাই,
বেশ্যা।— বউ বেটাকে আফিং খাওয়াই
ধনে প্রাণে আমরা মজাই;
উকীল।—ছোঁড়া ছুঁড়ী বুড়ো বুড়ী হাত
ছাড়িয়ে কে পালায়,
বেশ্যা।—কাকের মাস তো আমরাই খাই,
হুঁকোর জল ঢালি সামলায়;
উকীল।— দেখ্‌বি ঘুঘুপাড়া গেলে,
যাদের হাতে জল না গলে—
তারা টাকা দে যায় ঢেলে।
বেশ্যা।— নিয়েছি পোষাণী মেয়ে,
দেখিস্‌ নরকে গিয়ে—
সেই টাকা ওড়াবে তোদের পীরিতবাজ
পেয়ারের ছেলে।
উভয়ে।— তবে কেন ঢলাঢলি, মিলেজুলে চ'লি,
ও মাই লাভ্‌ ইয়োলো ডাভ্‌
নেসেসারি ইভিল্‌, আমরাই তো ডেভিল্‌,
এ দু'দলের জোড়া দুনিয়া খুঁজে পাবে থোড়া॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:•:—

প্রথম দৃশ্য।

—০—

পথ।

(পুতুল হস্তে নারীগণের প্রবেশ)

গীত।

সকলে।— সখে গড়া সখের হাটে কিনেছি
পুতুল।
কারিকর কায়দা জবর, কারদানিতে মন
মজ্ গুল॥
১ম।—একলা বুড়ো, ঘরের কোণে বায়না
নেয় পাছে,
তেএঁটে রসের পুতুল থাক্‌বে তার কাছে;
২য়।—দেখে আহ্লাদী, ভুলবে শাশুড়ী খেঁদী,
৩য়।—পেয়ে এ মেছুনী—ননদিনী হবে
লো বাঁদী;
সকলে।— কইবে না আর কোনো কথা,
থাক্‌বে লো সই একূল ওকূল॥
৪র্থ।— আমার তিড়িং নাচে গুণমণি,
কেমন তিড়িং রূপী দেখ না ধনী;
৫ম।— সখে গড়া ঘোড়া পেয়ে, থাক্‌বে
নাগর ঠাণ্ডা হ'য়ে,
সকলে।— করবে না আর গলাবাজী
গুড়ুক খেকো যমের ভুল।
মন যেথা যায়, যাবো সেথায়,
চুলে গুঁজে বকুল ফুল॥

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

রামসহায়ের রিহারস্যালের খোলার ঘর।

(মিঃ রামসহায় দে ও সৃষ্টিধর)

রাম। হালো! সৃষ্টিধর বাবু হা-ডু-ডু?

সৃষ্টি। নে বেল্‌কোপনা রাখ, আমার সঙ্গে হা-ডু-ডু-ডু করিস্ নি। একটা দাঁও আছে, কর্‌তে পারিস্ তো দেখ। একটা তো মুভিং ষ্টেজ কর্‌বার চেষ্টা কচ্ছিস্? আমার মতে যদি চলিস্, তা হ'লে আজই তোর ষ্টেজের টাকা মিলে যায়।

রাম। সত্যি সত্যি, বলেন কি? তা হ'লে বাপের কাজ করেন।

সৃষ্টি। তোমার বাপ হ'তে চাইনি চাঁদ! —লোকে তোমায় বাপান্ত ক'র্ব্বে, আর পেট পূরে যাবে।

রাম। কি, বলুন বলুন—কি কর্‌তে হবে বলুন!

সৃষ্টি। তোদের থিয়েটারের দলের কোন্ ছোঁড়াকে সাজ্‌লে এই চোদ্দ পনের বছরের ছুঁড়ীর মত দেখায়?

রাম। তা অনেক আছে—তা অনেক আছে। মট্‌কো ব'লে এক ছোঁড়া আছে, তাকে সাজালে ঠিক মেয়ে মানুষের মত দেখায়।

সৃষ্টি। তবে শোন্, এই নে, এই বিবির পোষাকটে নে। তাকে শিখিয়ে দিবি তার নাম কিশোরী। গৌরীশঙ্কর মিত্তিরকে চিনিস্ তো?

রাম। ঐ তো বুড়ো? যার ব্যামো হ'য়ে মর মর হয়েছিল?

সৃষ্টি। হাঁ, সে কোর্টসিপ কর্‌তে আস্‌বে। ঐ ছোঁড়াকে ঠিক্ শেখাবি, তোরা Love piece act করিস্ নি? ঠিক সেই রকম ক'র্ব্বে।

রাম। তা ঠিক শেখাব, টাকা কৈ?

সৃষ্টি। শোন্, ঐ বুড়ো ব্যাটা present দেবে,—হ্যামিলটনের বাড়ীর ভাল নেক্‌লেস, এয়ারিং, ব্রেস্‌লেট্। সেগুলো বেচে চাই কি একটা পারমানেণ্ট ষ্টেজ কর্‌তে পার্‌বি।

রাম। সৃষ্টিধর বাবু, তুমি বাবা হ'তে চাও না, আজ বোনাইএর কাজ করলে।

সৃষ্টি। না; তোমার হুমড়ো বোন আর ঘাড়ে চাপিও না। ঐ টাকা হাতে পেলে তোর দিদির ঠেঙে কোন্ না বাগিয়ে কিছু হাত কর্‌তে পার্‌বি!

রাম। সে বড় কঠিন ঠাঁই!

সৃষ্টি। শোন্ না, ঐ টাকা দেখিয়ে বল্‌বি, Permanent female stage ক'রে দেব। দু'একশো টাকা খুব বাগাতে পার্বি। তুই না পারিস্, আমি বাগিয়ে আদায় ক'র্বো। এখন তুই ছোঁড়াকে ঠিক ক'রে রাখ।

রাম। সৃষ্টিধর বাবু, ছোড়াগুলো এখনি আস্‌বে—দেখবে্‌ন, কোন্ টাকে সাজালে ঠিক হবে, আপনি পছন্দ করে নেবেন।

সৃষ্টি। বেশ কথা, কিন্তু এ খোলার ঘরে সুবিধা হবে না।

রাম। আমাদের Dramatic Club-এর rehearsal বাড়ীতে?

সৃষ্টি। না না, সদাশিব ভুঁইয়ের রান্না ঘরের পেছনে। শ্রীরামপুরে তার শ্বশুর বাড়ীতে বিয়ে, সেই খানে সপরিবারে গেছে। আজ বাড়ী খালি আছে, সেই খানে কোর্টসিপ হবে।

রাম। বেশ কথা—বেশ কথা। (স্বগতঃ) কিশোরী বেটী কোন্ ঘরে থাকে, তার সন্ধান নেব। ঐ গয়না দেখিয়ে যদি কিশোরীকে ভুলিয়ে নিয়ে সর্‌তে পারি, তা'হলে জীবন সার্থক।

সৃষ্টি। কি ভাব্‌ছিস্?

রাম। চুপ করুন, ঐ দিদি আস্‌চে, কিছু ভাঙ্গ্‌বেন না।

(তড়িৎসুন্দরীর প্রবেশ)

তড়িৎ। আমি তোমাদের rehearsal দেখ্‌তে এলেম, দু'একটা suggestion দেব।

রাম। দিদি দিদি, আজ আমাদের বড় শুভদিন! সৃষ্টিধর বাবু আমাদের ড্রামাটিক ক্লাবেএ join ক'র্বেন, আর সদাশিব বাবুর মেয়ে কিশোরী, তোমাদের ফিমেল ড্রামাটিক সমিতির মেম্বার হবে।

তড়িৎ। সৃষ্টিধর বাবু—সৃষ্টিধর বাবু, বড় বাধিত হলেম!

সৃষ্টি। অহো-হো-হো!

রাম। কি সৃষ্টিধর বাবু?

সৃষ্টি। Charming—Charming—Alarming—Charming!

রাম। কি কি! আপনার কি অসুখ হ'য়েছে?

সৃষ্টি। Oh my heart—হায় আমার অন্তঃকরণ!

রাম। কি কি সৃষ্টিধর বাবু?

সৃষ্টি। Mr.—Mr.—Mr. Dey, আমি Love-sick Swain—প্রেমে জ্বর জ্বর মেষপালক!

রাম। (জনান্তিকে) দিদি দিদি, তোমার এ Dressএ এখানে আসা ভাল হয় নি। যখন তুমি বিবাহ কর্বে না, তখন এবেশে লোকের প্রাণে তোমার আঘাত দেওয়া উচিত নয়।

সৃষ্টি। Oh Horror—Horror!—murder—murder!

তড়িৎ। ঠিক বলেছ ভাই, মানুষটা একেবারে mad হয়েছে।

সৃষ্টি। আমি মূর্চ্ছা যাব, মূর্চ্ছা যাব, আমার মাথায় জল দাও!—ও হো হো! (রামসহায়কে জড়াইয়া ধরণ)

রাম। দিদি দিদি, পালাও পালাও, আমায় ছেড়ে তোমায় ধর্‌বে।

তড়িৎ। শুন রামসহায়, আমি রুমাল ফেলে যাচ্ছি, এই রুমাল দিয়ে মানুষটাকে কতকটা ঠাণ্ডা করো। I am sorry, I can not return his love—আমি দুঃখিত,

আমি ওর প্রেমের বদল দিতে পারি নি। রামসহায়, ওর কিছু income আছে কি না সন্ধান নিও, আমি চল্লুম। Oh poor love--sick swain—হায় গরীব প্রেমে-জর-জর মেষপালক!

[তড়িৎসুন্দরীর প্রস্থান।

রাম। সৃষ্টিধর বাবু, ছাড়ুন ছাড়ুন, বড় লাগ্‌চে; দিদি চলে গেছে।

সৃষ্টি। ও তোমার কি রকম বোন?

রাম। আমার পিসে ম'শায়ের এক দাসী ছিল, পিসে ম'শায়ের অন্মিত তারই গর্ব্ভের মেয়ে। পিসে ম'শায়ের ছেলে-পুলে ছিল না, পিসীমা মানুষ করেছিলেন; পিসে ম'শায় বে-থা দিয়েছিলেন। ম'তে ঘটকও অম্‌নি এক আঁধার পক্ষের এক ছোঁড়াকে জুটিয়ে ছিল। সে ছোঁড়া, শাঁকের দোকান ক'রে একখান বাড়ী আর চার পাঁচ হাজার টাকা রেখে গেছে। ওর মতলব এখন ফিমেল থিয়েটার ক'রে কিছু রোজকার কর্ব্বে। অম্‌নি ছুড়ীও কতকগুলো জুটি-য়েছে। আমি কিছু বাগাবার চেষ্টায় ফির্‌চি, কিন্তু কোন বাগ লাগ্‌ছে না।

সৃষ্টি। তাই বোনাই ব'লে বুঝি, ঐ বোন আমার ঘাড়ে চাপাতে চাচ্ছিলে? যখন রুমাল ফেলে গেছে, আমি নিশ্চয় ওকে বাগাচ্চি। তুই আমার এই কাজটী ক'রে দে দেখি।

রাম। আপনি যা ব'ল্‌বেন, তা আমি ক'র্ব্বো।

(মটকোর প্রবেশ)

রাম। এই এর নাম মট্‌কো।

সৃষ্টি। ঠিক হবে।

রাম। সৃষ্টিধর বাবু, আমি ওকে আর কি শেখাবো?—আপনি আমার বোনকে দেখে যে act করলেন, তা ড্রামাটীক ক্লাবের কেউ জানে না, আমি তো সব্বাইকে দেখে নিয়েছি। বড় মানুষের ছেলে, বিলেতী বই উট্‌কে যা দেখে, তাই বলে দেয়,—তার সঙ্গত-অসঙ্গত ভাবে না। আপনি ওকে নিয়ে যান, কি কর্‌তে হবে শিখিয়ে দেবেন। মট্‌ক, এঁর মত Rehearsal master ক'লকাতায় নাই। ওঁর সঙ্গে গিয়ে শেখো, তা'হলে পাব্‌লিক থিয়েটারে আর female heroine রাখ্‌বে না।

[সৃষ্টিধর ও মট্‌কোর প্রস্থান।

রাম। ইস্ সাড়ে আট্‌টা হ'য়ে গেছে, দিদির ডিনারের সময় হলো। এই সময় মনটা একটু ফূর্ত্তিতে থাকে। যাই এই সময় গিয়ে, সৃষ্টিধর বাবুর লাভের কথাটা পাড়িগে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

রঙ্গপট।

(নবীন সাহিত্যসেবীর পত্নীগণের প্রবেশ ও গীত)

১ম।—শুন্‌তে পাই থিয়েটারে খোকার
বাপের নাটক নেবে।
বলছে বই বিকোলে, ডায়মনকাটা চুরি
দেবে॥

২য়।—ভুতির বাপের ঝোপ বুঝে কোপ,
নেছে মোটা চাদর মুড়িয়েছে গোঁপ,
থোক থাক্ মেরে দেবে, নভেল নাকি
খুব বিকোবে॥

৩য়।—ছাপাবে বেদ-বেদান্ত, কাগজ ছাড়্‌বে
খুব চূড়ন্ত,
ক'রে গালের বাপ-মা অন্ত, একচেটে
গ্রাহক জোটাবে॥

৪র্থ।— লিখেছে কাব্য খাসা, ঘরের কোণে
আছে ঠাসা,
সোণার জল বাঁধিয়ে নিয়ে, পোকা দিয়ে
সব কাটাবে।

সকলে।— আমাদের গুণপুরুষ যার যে এবার
সাধ মেটাবে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

সদাশিব গুঁইয়ের বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগ।

(পুই ও লাউগাছের মাচার নিম্নস্থল।—
একপার্শ্বে নিমচারার টব স্থাপিত)

সৃষ্টিধর।

(কিনু স্যাকরা ও আনন্দরামের প্রবেশ)

সৃষ্টি। কি আ'ন্দখুড়ো ?

আনন্দ। এই বুড়ো খেতে গেল ; গাড়ী জুত্‌তে হুকুম দিয়েছে, এই এলো ব'লে। ব্যাটা এই এক মাস মরণাপন্ন ব্যামোয় ভুগ্‌লে, এখনো নড়্‌তে পারে না,—তবু সখ ছুট্‌লো না! কিনে ব্যাটা গিলুটীর গয়না খুব গচিয়েছে।

কিনু। এজ্ঞে সে মশায়গোর কেরপা, এই হাজার টাকা পাইচি, এই পাঁচশত টাকা লন। আমি তঞ্চক জানিনে, যা বোলছি তা ঠিক্।

সৃষ্টি। ... বাকী ...)

... গৌরী। উঃ— হুঃ—হুঃ!

মট্‌কো। My open teeth desire one—আমার দাত বা'র করা বাঙ্গারাম! আমার hand কেমন soft দেখ্‌লে ?

... রী। উঃ! খুব soft খুব soft!

... আপনি বিবাহ ক'র্ব্বেন ?

... ...rry boy!

... করবো।

রীকে এয়ারিং, নেক্‌লেস, ব্রেসলেট এ সব প্রেজেণ্ট দিতে হবে। বুড়ো মনে কর্‌লে,— "হ্যামিল্‌টনের বাড়ী বেশী দাম পড়্‌বে, এ এক দাঁও মেরে দিলেম। পাঁচ সাত হাজার টাকার গয়না', হাজার টাকায় হ'য়ে গেল!" আর কিনে ব্যাটা যা সুট্‌টে গ'ড়েছে, কার সাধ্যি ধরে।

সৃষ্টি। খুড়ো, তবে তুমি দেখ—বুড়ো কত দূর। কিনু তুমি সরে পড়, ক'ল্‌কাতায় থেকো না। বুড়ো কাল সকালে যাচাই ক'রে যদি টের পায় যে, গিল্‌টির গয়না, তা' হ'লে বড় মুস্কিলে ফেল্‌বে।

কিনু। আরে মুশায়, আর কল্‌কেতায় থাহি ? বামীরে গাট্‌রী বাঁধ্‌বার কইচি।

সৃষ্টি। বেশ করেছ, এখন বামীকে নিয়ে সরে পড়।

[কিনুর প্রস্থান।

খুড়ো, বুড়োকে না হয় সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো। আমি দেখি—মট্‌কো আবার কোথায় গেল।

আনন্দ। ভাব্‌তে হবে না বাবাজী, বুড়ো ধড়ফড় কচ্চে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গাউন পরিধানে মট্‌কোর প্রবেশ)

মট্‌কো। দে সাহেব মনে করেছেন, আমি যা Present পাবো, তা তাঁদে... খিদমৎগারে দেবো, আমি সে ... ...egroom-এর সঙ্গে বে দিতে পার্ব্বে না।

গৌরী। (স্বগতঃ) হাজার টাকার হীরে খানা!

মট্‌কোর নৃত্য ও গীত।

হারে বেলা গোলেনা কে'সা চমকে।
ঝুমে যাতি যুঁতি—মালতি পাঁতি,
চম্পক চামেলী ঝুমি ঝকে।
খেলে পারুলফুল, বকুল মুকুল,
শেফালি সারি ...

মট্‌কোর গীত।

নিউ ফ্যাসানে প্রেমের বাওয়ার কচুবনের
কেয়ারী,
দুধারি ডেঁয়ো ডাঁটা গজিয়েছে সারি সারি।
নিম চারাটী মাটীর টবে বড় বাহারি,
নাগর নিমের হাওয়া খাবে।

(গৌরীশঙ্কর ও সৃষ্টিধরের প্রবেশ এবং
উভয়ের নানারূপ ভঙ্গী)

মাচার উপর ঢলা ঢলা লাউয়ের ক্রিপার,
কিবা পুঁই ডাঁটার বাহার,
হামা দিয়ে লাভার এসে,
ফোক্‌লা মেড়েয় মুচকে হেসে,
কেশে কেশে বল্‌বে মাইডিয়ার ;
পেয়ার মিল্‌বে চমৎকার,
কোর্টসিপ্‌ হবে গুলজার,
দু'জনে কচুবনে ক'র্ব্বো আঁখি ঠারাঠারি,
ওল্ডম্যান্ দোমড়ান্ শ্যাম,
আমি তারই সখের প্যারি,
সেকেলে প্রাণ উথ্‌লে যাবে ॥

সৃষ্টি। কেমন দাদাম'শায়, বলেছিলুম? ফাকাকে দশ হাজার টাকাতেই রাজী ক'রেছি,—আপনার আর চোদ্দ হাজার টাকা লাগ্‌লো না।

গৌরী। তুমি আমার প্রাণের ভাই—
বাগ।. ..র সম্বন্ধী !
দে দেখি।

রাম। আপনি যা ব'ল্‌বেন, তা আমি ক'র্ব্বো।

(মট্‌কোর প্রবেশ)

রাম। এই এর নাম মট্‌কো।

সৃষ্টি। ঠিক হবে।

রাম। সৃষ্টিধর বাবু, আমি ওকে আর কি শেখাবো ?—আপনি আমার বোনকে দেখে যে act কর্‌লেন, তা ড্রামাটীক ক্লাবের

সৃষ্টি। একটু লজ্জা হয়েছে। দাদা, এয়ারিং-টেয়ারিং সব প্রেজেণ্ট দেবার জন্যে এনেছেন তো ?

গৌরী। সে সব ঠিক আছে, তোমার দাদার কাছে গাফেলি পাবে না।

সৃষ্টি। কি, হ্যামিল্‌টনের বাড়ী থেকে নিলেন ?

গৌরী। আরে ভাই তোমার ভগ্নীর মন ভুল্‌লেই তো হলো ? আমরা কি ভায়া তোমাদের মত সাহেবদের বাড়ী থেকে নিতে পারি ?

সৃষ্টি। হ্যামিলটনের বাড়ী হ'তে নেন নাই ? কিশোরীর মনে ধ'র্ব্বে কি না ভাব্‌চি।

গৌরী। দেখ আগে, তার পর বলো।
(অলঙ্কার প্রদর্শন)

সৃষ্টি। বাঃ বাঃ ! এ হ্যামিলটনের বাড়ীরই তো ! বুঝেছি—বুঝেছি, ঐ যে নগেন বাঁড়ুজ্যে কাপ্তেন হয়েছে, সেই বুঝি আপ্‌নাকে বেচে গেছে ?

গৌরী। সেই গয়নাই বটে। কিনে ব্যাটাকে দিয়ে আরও সব গয়না বেচ্‌তে পাঠিয়েছিল। আমি হাজার টাকা দিয়ে সে সব কিনে নিয়েছি।

সৃষ্টি। বাঃ বাঃ, তবে তো দাদা দাও মেরেছেন ! সে যে পাঁচ সাত হাজার ..র মাল। নগেন বাঁড়ুজ্যের শ্বশুর তার ..বিস্ হ'তে ফরমাস ..মন, আমি

২য়।—ভূতির বাপের ঝোপ বুঝে ..
নেছে মোটা চাদর মুড়িয়েছে ..
থোক থাক্ মেরে দেবে, নভেল নাকি
খুব বিকোবে ॥

৩য়।—ছাপাবে বেদ-বেদান্ত, কাগজ ছাড়্‌বে
খুব চূড়ন্ত,
ক'রে গালের বাপ-মা অন্ত, একচেটে
গ্রাহক জোটাবে ॥

চলেন। আমি কিশোরীকে ডেকে আনচি, আপনি ততক্ষণ হামা দিয়ে সাগু-পাঁউরুটী হজম করে নিন। সবে এই ব্যামো থেকে উঠেছেন।

[স্বষ্টিধরের প্রস্থান।

গৌরী। তাই চলি, খেয়েই বেরিয়েছি, পেট্‌টা কেমন ক'চ্চে। পায়ের সাড়া পেলেই উঠে দাঁড়াব। এই কি কিশোরী? কিশোরীর যেন আর এক রকম চেহারা দেখেছিলুম, বোধ হয় বিবির পোষাকেতে বদ্‌লে গিয়েছে।

(মট্‌কোকে লইয়া স্বষ্টিধরের প্রবেশ)

স্বষ্টি। কিশোরী ব'স; দাদা কোর্টসিপ কর্‌তে এসেছেন।

মট্‌কো। আচ্ছা তুমি সরে যাও, আমি চেপে sit down ক'চ্চি।

স্বষ্টি। দেখচেন দেখ্‌চেন—কেমন রসিকা দেখ্‌ছেন! আমি চলে যাই, আপনি কোর্টসিপ করুন। কিশোরী, দেখ্‌ছ না—দাদা তোমার সঙ্গে কোর্টসিপ ক'র্‌তে এসেছেন।

মট্‌কো। কে তোমার দাদা? যিনি নিমতলায় ব'সে আছেন? আপ্‌নি কোর্টসিপ কর্‌বেন তো nearএ আসুন। give hand—good is the morning!

গৌরী। Dear!

মট্‌কো। Oh you naughty boy! (গালে চপেটাঘাত)

গৌরী। উঃ—হুঃ—হুঃ!

মট্‌কো। My open teeth desire one—আমার দাঁত বা'র করা বাঞ্ছারাম! আমার hand কেমন soft দেখ্‌লে?

গৌরী। উঃ! খুব soft খুব soft!

আপনি বিবাহ ক'র্ব্বেন?

করো!

course!

এসো, আংটী Mackenzie Lyall করি—that is exchange করি।

গৌরী। না না, তুমি কৃপা ক'রে এই ornament গুলি accept করো।

মট্‌কো। আচ্ছা তুমি লিখে দাও যে, ornament তুমি আমায় Absent ক'চ্চো।

গৌরী। you mean present ক'চ্চি?

মট্‌কো। Oh yes—Oh yes present! কিন্তু তুমি আমায কিশোরী বলো না? লিখে দাও,—'মিস্ মট্‌কু'। যতদিন না marriage হয়, তোমার নাম গৌরীশঙ্কর মিত্তির, কিন্তু আমি তোমাকে 'মিষ্টার মুর্দ্দির' বল্‌বো, তুমি আমায় 'মিস্ মট্‌কু' বল্‌বে।

গৌরী। আমি যে 'Presented to কিশোরী' ব'লে লিখে এনেছি।

মট্‌কো। Never mind—আমার এই নোটবুক ছিঁড়ে পেনসিলে লিখে দাও। (গৌরীশঙ্করের তদ্রূপ করণ) তবে আর কি Courtship হ'লো। এখন marriage-ring—fingerএ দাও।

গৌরী। না না, এ আংটীটে ভাল নয়। —একটা ভাল দেখে আংটী আন্‌বো।

মট্‌কো। আচ্ছা, এখন আমায় এটে দিয়ে যাও, এরপর ভাল দেখে এনো। আংটী বদল ক'রে গন্ধ-গোকুলো বিবাহ হোক্, তা হ'লে মা আর আমায়—অন্য Bridegroom-এর সঙ্গে বে' দিতে পার্ব্বে না।

গৌরী। (স্বগতঃ) হাজার টাকার হীরে খানা!

মট্‌কোর নৃত্য ও গীত।

হারে বেলা গোলেনা কে'সা চমকে।
ঝুমে যাতি যুঁতি—মালতি পাঁতি,
চম্পক চামেলী ঝুমি ঝকে।
খেলে পারুলফুল, বকুল মুকুল,
শেফালি সারি তর তর তর,
মল্লিকা দোলে টগর,

কূল লহর দোলে, অনিল চুমি চলে,
চাকি চুকি লালি আভা চকে ॥

গৌরী। আচ্ছা নাও! (অঙ্গুরী প্রদান)

মট্‌কো। তবে dear, আমাদের বে' শ্রীরামপুরে হবে, মা আমায় সেই খানে নিয়ে যাবেন। মা তোমার সঙ্গে বে দিতে রাজি হ'চ্চে না, Consent Act ক'চ্চে। কিন্তু আ'ন্দখুড়োর দমে প'ড়ে গিয়েছে। আ'ন্দ খুড়ো বলেছে যে, তোমার নাতি ব্রজেন্দ্র সেই খানে আমায় বে' কর্‌তে যাবে। বড় মজা হবে!—তুমি যখন বর সেজে যাবে, আমি my dear ব'লে তোমার গলা ধর্ব্বো। আর মা বেটী আছাড় খেয়ে চেল্লাতে থাক্‌বে, 'ওরে আমার কি হলো রে! বুড়োর সঙ্গে আমার মেয়ে জুটলো রে!' বাড়ীতে একটা মড়া-কান্না উঠে যাবে my dear! আমিও শিখে রাখবো, তুমি ম'লে অমনি করে কাঁদ্‌বো।

গৌরী। Angel—Angel!

মট্‌কো। Right angel trangel! কিন্তু তুমি দশ হাজার টাকার কাগজ endorse ক'রে, আর দলিলগুলো নিরুবাবু উকীলের বাড়ী পাঠিয়ে দিও, নইলে তোমার নাতি আমায় মেরে নিয়ে যাবে আমি অবলা-সরলা-বালা, তখন কি ক'র্ব্বো প্রাণনাথ!

গৌরী। তা ঠিক হবে—তা ঠিক হবে।

মট্‌কো। দেখো dear lover, আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেন স্বপন দেখে না উঠি! যদি ব্রজেন্দ্র আমার হাত ধরে, তা' হলে আমি আর বাঁচবো না। 'জ্বল্ জ্বল্ চুলি দ্বিগুণ দ্বিগুণ,—পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।'

গৌরী। সে my chuck, তুমি ভেবো না। সৃষ্টিধর আর আনন্দরাম—খুব policy করেছে।

মট্‌কো। কি পুলিস কেস ক'রেছে আমার কেলে হুলো?

গৌরী। দেখ না,—গুরুগোবিন্দ তার খোঁড়া মেয়ে নিয়ে কাল তোমাদের বাড়ী আস্‌বে। ব্রজেন্দ্র সেই খোঁড়া মেয়েকেই বে' কর্‌তে আস্‌বে। মনে ক'র্ব্বে তোমায় বে' কর্‌তে এসেছে।

মট্‌কো। সে স্কলটিন্‌ডেন্‌সিপ পাশ ক'রেছে, সে কি ভুল্‌বে? প্রাণনাথ, তুমি পায়ে রেখো!

গৌরী। ভয় কি—ভয় কি! কি policy করা গেছে জান? ওরা সব ঠিক কর্‌তে পাচ্ছিল না, আমিই বুদ্ধি ক'রে ব্রজেন্দ্রকে বলেছি, তোমার বে' আমি কিশোরীর সঙ্গে দেব, আর কিশোরীকে একখানা বাড়ী লেখাপড়া ক'রে দিয়েছি। বাড়ীর দলিল আর দশহাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ এনডোর্স ক'রে উকীলের কাছে জমা রেখেছি। সেই দলিল, কোম্পানির কাগজ আর লেখাপড়া দেখে তবে বেজা বে' কর্‌তে রাজী হ'য়েছে।

মট্‌কো। তবে তো সে খুব দাঁও মেরে দিলে dear?

গৌরী। My love, আমার বুদ্ধির কাছে কি বেজার বুদ্ধি, আমি তার ঠাকুর দাদা! আমি উকীলকে লিখে দিয়েছি যে, বেজা যদি কিশোরীকে বে' করে, তবে দশ হাজার টাকা আর বাড়ী দেব। তা সাত মন তেলও পুড়বে না, আর রাধাও নাচ্‌বে না! তোমাতে আমাতে বে' হবে। এদিকে গুরুগোবিন্দের খোঁড়া মেয়ে তো আমাদের বাড়ীতে আসুক, আর আমি এদিকে ধুমধাম ক'রে, গায়ে হলুদ পাঠিয়ে ইংরেজী ব্যাণ্ড বাজিয়ে ব্রজেন্দ্রকে পাঠাবো। চেলীর সাড়ী মুড়ি দিয়ে খোঁড়া ক'নে আস্‌বে। ব্রজেন্দ্র, বুঝ্‌তে পার্‌বে না, [illegible] খুব চূড়ান্ত, ক'চ্চে! [illegible]র বাপ-মা অন্ত, একচেটে

মট্‌কো [illegible] গ্রাহক জোটাবে॥

দিনদ্বিপ্রহরে, হেরিলাম সরোবরে, কমলিনী বান্ধিয়াছে করী!' কি বল? আমরা দুপুর রেতে তোমায় নিয়ে মা গঙ্গার তীরস্থ ক'র্ব্বো।

গৌরী। অত বুড়ো নই my dear—অত বুড়ো নই!

মট্‌কো। তবে কি আমার কপালে widow-marriage নাই! কি ক'র্ব্বো? তবে তুমি এসো, আজ রাত্রে আবার আমায় ভাত চড়াতে হবে।

গৌরী। তুমি ভাত রাঁধো না কি?

মট্‌কো। দু'বেলা ভাত-ডাল আমিই তো ride করি, মা শুধু throw down ক'রে নেয় বই তো নয়। বড় মজা হবে, তোমার নাতি ব্রজেন্দ্র মনে ক'র্‌বে, আমায় বে' কর্‌তে এসেছে। তার ঘাড়ে খোঁড়া মেয়েটা পড়্‌বে, আর শ্রীরামপুরের কুলঘাটে তোমাতে আমাতে হানিমুন হবে!—Bravo, Bravo!—give hand! দেখো, তুমি অনেক লোক gatheration ক'রে বে' কর্‌তে যেয়ো না। সৃষ্টিধর দাদা আর তুমি ট্রেনে ক'রে চুপি চুপি যেয়ো; আমার hand kiss করো।

[মট্‌কোর প্রস্থান।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি। দাদা, এতদিনে আমার জীবন সার্থক হ'লো, হর-গৌরী মিলন দেখ্‌তে পেলেম!

গৌরী। দেখ' ভায়া, ঐ আংটীটে বদ্‌লে এনো, বড় বেশী দামের আংটীটে!

সৃষ্টি। আঃ! কাল তো বিয়ে, আপ্‌নি ভাব্‌ছেন কেন?

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—oo—

সদাশিব গুঁয়ের উঠান।

(মিঃ রামসহায় দে ও তড়িৎসুন্দরী)

রাম। দিদি, এই দোরে ধাক্কা দাও, এইখানে কিশোরীর মা থাকে। অমন actress তুমি পাবে না। তুমি বোঝাবে যে, তোমাদের ড্রামাটিক সমিতিতে কিশোরীকে দিলে এক পয়সা লাগ্‌বে না. কিশোরীর বিবাহ হবে! তা' হলেই মাগী বিবাহ দিতে রাজী হবে। তুমি ব'লো যে, তুমি পাত্র ঠিক করেছ, আমার নাম ক'রো।

তড়িৎ। তোমার বে' আমি টাকা না পেয়ে দেব না।

রাম। বে' দেবে কেন? তুমি মিছে ক'রে ব'ল্‌বে, উচ্চ কার্য্যে pious fraud অর্থাৎ ধার্ম্মিক জুচ্চুরী করা উচিত। তুমি ব'লো যে আমি কিশোরীকে love করি। আমার ঘর আছে, বাড়ী আছে, হাইকোর্টের pleader, একটা সাজিয়ে-গুজিয়ে বলো তোমার থিয়েটারের মুখ তো। আমি চল্লুম।

[রামসহায়ের প্রস্থান।

তড়িৎ। (জোরে দোরে ধাক্কা দিয়া) কিশোরীর মা—কিশোরীর মা।

(কিশোরীসহ রামেশ্বরীর বাহিরে আগমন)

রামে। কেগা বাছা?

তড়িৎ। আমি ফিমেল ড্রামাটিক সমিতির president. কিশোরী নামে আপনার এক অবিবাহিতা কন্যা আছে, যাতে বিনা-ব্যয়ে কন্যাদায় হ'তে আপনি মুক্ত হন, তার উপায় বল্‌তে এসেছি।

রামে। বাছা, আমি হাজার টাকা পর্য্যন্ত খরচ কর্‌তে পারি, এর ভেতর যদি ক'রে দিতে পারো, তা' হ'লে আমায় কিনে রাখো।

তড়িৎ। তোমার এক পয়সা লাগ্‌বে না, তুমি কিশোরীকে আমাদের ড্রামাটিক সমিতির মেম্বার ক'রে দাও।

রামে। সে আবার কি বাছা?

তড়িৎ। শোন না, তা' হলেই বুঝ্‌তে পার্ব্বে। কি জানো, আমাদের থিয়েটার আছে, অভিনয় ক'র্ব্বে। তা' হলে অনেক বড় মানুষের ছেলে আছে, তাদের থিয়েটারের actress-কে বড় পছন্দ। তোমার মেয়েকে বিস্তর টাকা দিয়ে, বিস্তর গহনা দিয়ে, অনেক বড় মানুষের ছেলে বে' কর্‌তে চাবে।

রামে। হাঁ বাছা, তুমি কি বহুরূপী সেজে এসেছ?

তড়িৎ। বহুরূপী নয়। আমাদের নূতন preeching এর গান শোনো! ড্রামাটিক ক্লাবের হেম চৌধুরী বেঁধে দিয়েছে। (হুই-সেল দান)

রামে। ও কি ক'চ্চ—ও কি ক'চ্চ?

তড়িৎ। হুইসেল্ দিচ্চি, actressরা enter ক'র্‌বে। (হুইসেল দান,) (নাচিতে নাচিতে যুবতীগণ সহ রামসহায়ের প্রবেশ)

গীত।

ঘরে ঘরে করি আয় প্রচার।
হবে অনায়াসে মেয়ে পার, ঘুচ্‌লো
মেয়ের ভার।
সোজায় কিসে হয় মেয়ের বিয়ে,
সবাই শোন মন দিয়ে—
সমিতিতে ভর্ত্তি করো মেয়ে নে গিয়ে;
অবজেক্‌সন্ থাকবে না তো কার,
ব্রহ্মজ্ঞানি চক্ষু বুজে দেখ্‌বে থিয়েটার,
চড়ে জুড়ি ফেটিং বাঁকা টেরী আস্‌বে দলে দল,
ভ'রে যাবে হল্;
অ্যাকট্রেসের বিয়ের উমেদার,
পল্টনের সার দাঁড়াবে দুধার,
শোন সব গ্লাড-টাইডিং ভয় কি আর
ঘুচ্‌লো বিয়ের ভার॥

(ধুয়ো)
যারা মত্ত অ্যাক্‌টিং সংসারে, তারা তারা
দু'জন এসেছে রে।
যারা ভাই বোনে প্রিচ্ করে, তারা তারা
দু'জন এসেছে রে।
যারা অ্যাক্‌টার জোটোয় ছোঁড়া ধ'রে,
তারা তারা দু'জন এসেছে রে।
যারা ছোঁড়া ধ'রে ছুঁড়ী করে, তারা তারা
একজন এসেছে রে॥
যাদের ছুঁড়ী দেখ্‌লে নয়ন ঝরে, তারা
তারা একজন এসেছে রে।
যারা ছোঁড়া দেখ্‌লে প'ড়ে মরে, তারা
তারা একজন এসেছে রে॥

('দিদি! কিশোরীকে আমায় দেখ্‌তে বল'—বলিয়া রামসহায়ের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও চীৎকার)

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি। Oh horror! Oh murder! My love, my dear, আমার প্রাণেশ্বরি, আমার প্রাণ!—প্রাণেশ্বরি; আজ কোর্টসিপ্ ক'র্ব্বোই ক'র্ব্বো। প্রাণেশ্বরি! প্রাণেশ্বরি! তোমার ভাইকে আলিঙ্গন ক'র্ব্বো কি তোমাকে আলিঙ্গন ক'র্ব্বো? কিশোরী, কিশোরী, এক খানা পিঁড়ী আন, প্রিয়া আমার বসুক! না হয় প্রাণপ্রিয়ে, তুমি পা ছড়িয়ে বসো, তোমার মুখচুম্বনের জন্য আমার দাঁত সড়্ সড়্ ক'চ্চে। এই দেখ, এই দেখ, আমি প্রেমে মাতুয়ারা হ'য়েছি! তোমার প্রেমে ঢলে পড়ে মাথা ঠোকাঠুকি করি। Thief—Robber—চোর—চোর—পাহারাওয়ালা—পাহারাওলা, আমার প্রাণ চুরি ক'রেছে, ধরো—ধরো!

রাম। দিদি, পালাও, বড় বেপড়ত্।

তড়িৎ। ওরে বাপ্‌রে! কাম্‌ড়াবে নাকি?

সৃষ্টি। চোর—চোর!

[তড়িৎসুন্দরী, রামসহায় ও যুবতীগণের পলায়ন।

রামে। এ কি রে সৃষ্টিধর?

সৃষ্টি। ও তোমায় বল্‌বো, এখন কথা শোনো, কিশোরী যা। আমি এখানে ভাত খাবো,—ভাত চড়া গে।

কিশোরী। দাদা, ওদের তাড়িয়ে দিলে কেন?

সৃষ্টি। যা পোড়ারমুখী চলে যা, তোরে বে' ক'ত্তে এসেছিল, বে' ক'র্ব্বি?

কিশোরী। ওমা ছিঃ! [প্রস্থান।

সৃষ্টি। কাকী মা শোন, এখনি সব গায়ে হলুদের সামগ্রী আস্‌চে, তুমি চুপি চুপি গায়ে হলুদ দে ঠিক ক'রে রেখো।

রামে। কি হলো বাবা!—কি হলো?

সৃষ্টি। সব ঠিক ক'রেছি, ঐ কাকাবাবু আস্‌ছে, সব শুনো। ঐ গৌরীশঙ্করের নাতির সঙ্গে কিশোরীর আজ বে' হবে।

(সদাশিবের প্রবেশ)

সদা। সৃষ্টিধর, বাবা চিরজীবি হ'য়ে থাকো।

সৃষ্টি। ম'শায়, আশীর্ব্বাদ ক'র্ব্বেন এখন, আগে কাজ উদ্ধার হোক্।

রামে। কি হলো, একবার বল না?

সৃষ্টি। তুমি কিশোরীকে নিয়ে আমাদের বাড়ী যাও, তার পর হলুদ এলে কিশোরীর গায়ে দিয়ে ঠিক্ ক'রে রেখো। গায়ে-হলুদের সামগ্রী নিয়ে এখনি এলো ব'লে! সব সাজাচ্চে— গোছাচ্চে, আমি এই দেখে এলুম।

রামে। দেখিস্ বাবা, কিছু তঞ্চক কচ্চিস্ নি তো? মেয়ের খোঁটার ঘর হবে না তো?

সৃষ্টি। না গো না, উকিল দাঁড়িয়ে কাজ হ'চ্চে, এতে তঞ্চকের যো আছে?

সদা। হ্যাঁ হে, উকিল সব ঠিক ক'রেছে তো? লেখাপড়া সব ঠিক তো?

সৃষ্টি। হ্যাঁ ম'শায় আমি লেখাপড়ার একটা কাপি এনেছি, এই দেখুন। "যদি সদাশিব গুঁই আমার নাতি ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে তার কন্যা কিশোরীর বিবাহ দেয়, তাহা হইলে যে দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ যা en dorse ক'রে উকিলের বাড়ী রাখিয়াছি ও যে বাড়ীর দলিল পত্র উকীলের বাড়ী জিম্মা রাখিলাম, সে সমস্ত কিশোরী পাইবে। আমার নাতি ব্রজেন্দ্র, আমার তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীর একরূপ পালিতপুত্র, সেই দুঃখিনীর স্মরণার্থে এই সম্পত্তি, যদি ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে সদাশিবের কন্যা কিশোরীর বিবাহ হয়, তাহা হইলে কিশোরী সমস্ত পাইবে। বাড়ী-খানির নাম থাকিবে, "প্রমদা-কুটীর" আমার অভাগিনী তৃতীয় পরিবারের নাম ছিল, প্রমদা।" যান্ যান্ দেরী কর্ব্বেন না!

রামে। হ্যাঁগা, এতো আমি কিছু বুঝ্‌তে পারলেম না।

সৃষ্টি। বুঝো এখন গো—বুঝো এখন; তোমার উপর বুড়ো ভারি চটা। ব'লেছে 'যদি সদাশিবের পরিবার বাড়ীতে থাকে, তা হ'লে আমি আমার নাতির বে' দেব না। আমার সঙ্গে যেমন বে' দিতে চায় নি, তার শাস্তি এই যে, সে আমার নাতির সঙ্গে তার মেয়ের বে' দেখ্‌তে পাবে না।' এখন এসো।

রামে। হ্যাঁ বাবা, যদি রেগেছে, তবে বে' দেবে যে?

সৃষ্টি। ওগো অশৌচের সময় হাঁপানীতে ভুগ্‌লে জান না? বদ্দিতে বলেছে, আর সে বেশী দিন বাঁচবে না, তাই বুড়োর মতি ফিরেছে. কাকাবাবুর ঠেঙে সব শুনো এখন; এখন যাও।

[সদাশিব ও রামেশ্বরীর প্রস্থান।

(আনন্দরামের প্রবেশ)

সৃষ্টি। আ'ন্দ খুড়ো, কি হলো?

আনন্দ। যেমন বলেছ বাবা! আমি লাল

কাপড় পরিয়ে বস্তীতে যত বেটী দুধ বেচ্ছুনি ছিলো সব নিয়ে এসেছি, আর তাদের ঘরের মানুষদের পাঁচ পাঁচ টাকা কবলে খানসামা ক'রে এনেছি। তাদের ভেতর জন দুই তিন বামুনও ছিল, তারা পরিবেশন ক'র্ব্বে বলে এনেছি ; আর শম্ভুচরণ বলে, এক ব্যাটা থিয়েটারের পাট' না কি 'শোন্' লেখে, সেই ব্যাটা দাওয়ান হ'য়ে এসেছে। ব্যাটা খুব বক্‌বলে।

সৃষ্টি। সে ব্যাটা কিছু আঁচ পায়নি তো?

আনন্দ। বাবাজী! এতদিন ভিক্ষে ক'রে খেলুম, সে ব্যাটার চোখে কি আর ধূলো দিতে পারি নি। আর চার ব্যাটা মেড়ুয়া গাড়োয়ান, তাদের গরু ম'রে গিয়েছে, তাদের দরোয়ান ক'রে এনেছি।

সৃষ্টি। এইবার তুমি দাড়ি গোঁফ প'রে জমীদার হয়ে বৈঠকখানায় বসো।

আনন্দ। বসছি বাবা, তোমার কল্যাণে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে, রূপোর গুড়গুড়িতে তামাক টেনে নেব।

[প্রস্থান।

সৃষ্টি। (গাড়োয়ানগণের প্রতি) তোম্ লোক দেউড়ীমে বৈঠ। (পুরুষগণের প্রতি) দেখ তোমরা বরের বাড়ীর লোকজন যত আসবে, তাদের অভ্যার্থনা ক'রবে। (স্ত্রীগণের প্রতি) আর তোমরা বাড়ীর ভেতর যাও, বরের বাড়ীর ঝিরা এলে খাবার-দাবার পাঠিয়ে দিচ্চি, খাইও—দাইও। (ব্রাহ্মণগণ প্রতি) ঠাকুর তোমরা পরিবেশন ক'রো। মস্ত জমীদার, বে' হ'য়ে গেলে খুব বক্‌শিস পাবে।

১ম ব্যক্তি। হাঁ সৃষ্টিধর বাবু, জমীদার বাবু কোথায়?

সৃষ্টি। বৈঠকখানায় গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্চেন।

নেপথ্যে। ওরে নিদে—নিদে!

নেপথ্যে। আজ্ঞে।

নেপথ্যে। কলকে বদলে দে!

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

১ম স্ত্রীলোক। হ্যাঁ বাবু, মা ঠাকুরুণ আসেন নি?

সৃষ্টি। তিনি সন্ধ্যার সময় পৌঁছোবেন, তোমাদের হার অনন্ত নিয়ে আসবেন তোমাদের খুব জোর বরাত! (ভৃত্যগণের প্রতি) নাও, সব তামাক টামাক দেখে শুনে নাও, ঐ ভাঁড়ার ঘরে আছে। (গাড়োয়ানদের প্রতি) দরোয়ানজী বাইরে বেঞ্চি পেতে বসো গে।

[সকলের প্রস্থান।

(গায়ে হলুদ লইয়া ফ্যান্সি ড্রেসে
দাস, দাসীও দরোয়ানগণের
প্রবেশ ও গীত)

দাসীগণ। ছিলুম কুম্ভকর্ণের মাসী, এড়া
ভাত বেড়ে নিয়ে বসি,
করি একাদশী—গুল মুখে দে ঘুমিয়ে
পালি নিশি,
ক'নের মা, তেল হলুদ নাও।

অন্য দাসীগণ। ত্রেতায় ছিলুম সূর্পনখা,
দ্বাপরেতে সাজি কুব্জী,
কাজ করতে সাধে মাসী হই রাজী—
ঘরামী ছোঁড়ার নেই পুঁজি
চেপে ভাতটী বেড়ে নিয়ে যাই—
দাওয়ায় ব'সে দু'জনে খাই!
সাড়ী সিঁদ্-চুপড়ি ওগো এয়োরা সব
নিয়ে যাও।

ভৃত্যগণ। লিখেছে ভারতচন্দর,
বিদ্যেসুন্দরের আমরাই সুন্দর,
যখন নেয়ে আসি,
বাবুর বাড়ী ক্ষেন্তি দাসী,
টেরী-টিপ দেখে ব'লে, আমরি কি সুন্দর!
সিদু, থালা রাখো,—তামাক চাও।

দরোয়ানগণ। কুস্তিগির্ মায় মহাবীর,
রাতিমে যাতা বাহির,
দেউড়ী মে রহানে মানা—কিয়া কবীর !
গাঞ্জা লে আও,—কাঁহা বৈঠে বাতাও।

আনন্দ। (জমীদার গুরুগোবিন্দের ভাণে প্রবেশ করিয়া) ওরে সর্ব্বেশ্বর, অরে গোরা, ও ভূতির মা এদের সব জল-টল দাও, পা ধোবার জল-টল দাও, তামাক-টামাক দাও। হরু ঠাকুর, সব পাত-টাত করে দাও। (স্বগতঃ) ও ছিষ্টেটা এতও পারে, এদের আবার সং সাজিয়ে এনেছে! (প্রকাশ্যে) দেখ,' কারো যেন অযত্ন না হয়, রেলে চড়ে এসে আমার মাথা ধ'রেছে। ও সদী, গিন্নি এলে আমায় খপর দিস্, আমি শুই গে।

[প্রস্থান।

১ম-স্ত্রী। এসো গো এসো, মা ঠাকরুণ বলেন,—এ গরীবের কুঁড়ে, তোমাদেরই ঘর, কিছু মনে করো না।

১ম-ভৃত্য। আরে আস্তে আজ্ঞা হয়, তামুক খাও।

১ম-দরোয়ান। আও ভাই, বাহারমে বৈঠো, তামাকু-উমাকু পিয়ো।

শম্ভুচরণ। দাওয়ানজী ম'শায়, আসতে আজ্ঞা হোক। কর্ত্তার শিরঃপীড়া হ'য়েছে, একটু শুয়েছেন। এ বাড়ীতে স্থান নাই, তবে মিত্তিয়জা ম'শায় জেদ কল্লেন, শ্রীযুত আর কি ক'র্ব্বেন বলুন?

দাওয়ান। তাতো বটে—তাতো বটে।

শম্ভুচরণ। আসুন, তামাক খাওয়া যাগ্—আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—*—

শ্রীরামপুর ষ্টেসন।

(ধর্ম্মযাজকবেশে কিনু ও বামা)

গীত।

কিনু। যদি সাহেব হবা, মাথায় দেবা,
জর্ডন নদীর পানি।
বামা। যদি ম্যাম হবা, তো আইস খাবা,
রুটি মাখম চেনি॥
উভয়ে। (আইস—আলোয় আইস চলে!)
কিনু। ধরবা ছুরী চামচ কাঁটা—
বামা। চেবাবা ছাঁচি কুমড়ার ডাঁটা—
চিংড়ি দিয়া—
কিনু। সানকের বিচে থুইয়া;
উভয়ে। দারু সরাব চুমকে খাবা মিশায়ে
আমানি॥
(আইস—আলোয় আইস চলে!)
কিনু। আঁটবা পেণ্টুলুন,—
বামা। ঝোলাবা গাউন,—সাজবা ম্যাম,
কিনু। বল্‌বা ড্যাম্;
উভয়ে। সাহেব ম্যামে নাচবা দু'জন
ধিন্ ধিনা ধিন্ ধিনি॥
(আইস—আলোয় আইস চলে!)

বামা। অরে চ'—চ', এখানে কেন এলি?

কিনু। মশায়, আইসেন—আলোয় আইসেন।

১ম লোক। কি উৎপাত!

কিনু। আইসেন—আইসেন!

২য় লোক। বাপু চোখের ব্যামো, অত আলো সইবে না, তোমরা আলোতে থাক'।

বামা। আলোয় আসবে কে? বল্লুম, এলাহাবাদের টিকিট কেন।

কিনু। আরে বুরা এতক্ষণ ট্যালিগ্রাফে

খপর দিছে। এহানে কেউ খোজ্‌বে না, এই শ্রীরামপুরটা পাদ্রীর আড্ডা।

বামা। কোথায় থাকবি?

কিন্নু। আরে সহর জায়গা, থাক্‌বো কনে ভাব্‌তিছ ক্যান?

বামা। সৃষ্টিধরটাকে পাঁচ পাঁচশো টাকা দিলি। আমি বলেছিলুম; পঁচিশটে টাকা দে, তা তুই শুন্‌লি কই?

কিন্নু। হাদে সে কি না সেই ছাওয়াল! তারে না দিলি এতক্ষণ জ্যালে নে ঠ্যাস্‌তো।

বামা। তবে চ—এই বেলা চল।

কিন্নু। আরে র' না, গাড়ীটে আস্‌তিছে, মুই বক্তার হইমু, লোকে অবাক্ হইয়ে শুন্‌তি থাক্‌পে, আর তুই জামার জ্যাবে হাত চালায়ে কিছু সাথাবি। ঢাহা যাওয়ার পথ খরচটা হবে।

বামা। না আমি বক্তার হবো, তুই জামার জ্যাবে হাত চালাস্‌।

কিন্নু। হাদে তুই বক্তার হবার জানিস্‌ কি—যে বক্তার হবি?

বামা। আমি লোকের জামার জেবেয় হাত দিতে পার্কো না।

কিন্নু। তবে ত্যাখ, তুই এই খাতাখানা ল, বল্‌বি, 'কানার ঘর বেনিয়েছিস্‌, তার খরচা চাই।' দু' একটা ছোঁরা বেকুব আছে, কিছু চাঁদা দেবে অ্যানে।

বামা। ঝাঁটা খাবার জুত করেছিস্‌? রেল-পুলিসের নজর জানিস্‌?

কিন্নু। আরে স্যাব-ম্যাম হয়েছি, কার বাপের সাধ্যি আগে'য়। থাক্ বরাত ঠুকে, গাড়ী অ্যাসুক, একটা বরাৎ লাগ্‌বেই লাগ্‌বে, ঐ গাড়ী আস্‌তিছে।

(ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া পঁহুছিল; সৃষ্টিধর ও বরবেশে গৌরীশঙ্করের গাড়ী হইতে অবতরণ। জনতা ও কোলাহল)

১ম। ছিরামপুর—ছিরামপুর!

২য়। পানি পাঁড়ে—পানি পাঁড়ে।

৩য়। পান-চুরুট-সিগ্রেট!

৪র্থ। চাই মিঠাই।

৫ম। মুটে—মুটে!

কিন্নু। আইসেন—আলোয় আইসেন!

বামা। অন্ধ অনাথাদের কিছু চাঁদা দিন, স্বর্গের সিঁড়ি করুন!

গৌরী। এই বামী বেটি! পুলিস, পুলিস, চোর চোর,—পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো!

(পুলিস কর্তৃক বামার ধৃত হওন)

কিন্নু। আইসেন,—আলোয় আইসেন!

বামা। ওরে ও গুখোর ব্যাটা, আমায় পুলিসে ধ'রেছে।

কিন্নু। আইসেন—আলোয় আইসেন!

বামা। এই তোরে আলোয় আসাচ্চে! বাবু, ঐ কিনে গুখোর-ব্যাটা! ও কে ধরো, আমি কিছু জানি নি।

কিনে। আইসেন—আলোয় আইসেন!

গৌরী। কিনেই তো বটে, পাহারা-ওয়ালা—পাক্‌ড়ো!

(পুলিস কর্তৃক কিন্নুর ধৃত হওন)

তবে রে ব্যাটা, গিল্‌টী বিক্রী করে পাদ্‌রী হয়েছ?

কিন্নু। কেডা তোমার কিনে? পাদ্‌রী সাহেবের সাথ জুলুম কচ্চ?

জমাদার। আরে ভাই পাক্‌ড়া গিয়া, এতো ফিকির চলেগা নেই, হামি তোম্‌কো জেল দিয়া থা। হাওড়া ষ্টেশনমে পকেটসে ঘড়ী উঠায়া থা, হামি তোম্‌কো পাক্‌ড়কে জেল দিয়া থা না?

কিন্নু। তবে বুড়ারেও পাকরাও, ও চোরাই মাল কেন্‌চে।

জমা। সো বাৎ পিছে হোগা দাদা!

কিন্নু। মিত্তিরজা মশায়, আমায় ছাড়াম

জ্যান! শোনেন, আপনি বিয়া কর্‌বার ক'নে যাতিছেন? সদাশিব বাবুর মাইয়ার আপনার নাতি বেজেন্দ্রের সাথে বে' হতিছে দেখেন যাইয়ে;—স্ষ্টিধর বাবু, আপনাকে ঠকাইয়া এহানে আন্‌ছে। মুই সত্যি বলতিছি, মোরে কইছিলো যে আপনাকে লইয়া বাদীতে আস্‌বে। তাই ছিরামপুরে আস্‌ছি, নইলে বদ্দমানে যাতাম। ছিষ্টিধর বাবু, মোর সাথও জুয়াচুরী কর্‌লেন? আমি তো তোমারে ঠক ই নেই।

স্ষ্টি তোমার ভয় নাই—ভয় নাই, ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও।

বামা। আর ঠাণ্ডা হবে আমার গুষ্টির মাথা! ছিষ্টিধর বাবু, তুমিও এই জুচ্চুরীর মধ্যে আছ।

গৌরী। স্ষ্টিধর ভায়া, এ সব কি বলে? ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে কিশোরীর বে' হ'চ্চে?

স্ষ্টি। আজ্ঞে, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তবে সদাশিব খুড়ো কি জুচ্চুরী ক'রেছে? আসুন, ওয়েটিং রুমে চলুন, এখনি ক'ল্‌কাতার গাড়ী আস্‌বে। দেখুন দাদা, এই খুড়ো ব্যাটাকে জেলে দেব তবে ছাড়্‌বো। (অন্তরালে কিনুর প্রতি) কিনু, বামাকে চুপ কর্‌তে বল, আমি সব ঠিক কচ্চি।

কিনু বামা চুপ দে। স্ষ্টিধর বাবু বাগাবে এনে, ও গরীব মার্‌বার লোক নয়।

গৌরী। ঠাণ্ডা হবো কি? বলো, কি জুচ্চুরী করেছে বলো?

স্ষ্টি। ম'শায় ব্যস্ত হবেন না, ক'ল্‌-কাতায় ফিরে চলুন, খুড়োর জুচ্চুরীটে আমি বার কচ্চি!

গৌরী। ভায়া, আমি সব ব্যাটাকে বাঁদিয়ে দেবো, তোমায়ও ছাড়্‌বো না।

স্ষ্টি। ম'শায় আমি তো আর পালা-চ্চিনে। ঐ আনন্দে ব্যাটা এত জোচ্চর, তা আমি জানি নে! গুরুগোবিন্দের মেয়ের বে'র লগ্ন রাত দুপুরে। আমি আপনার সঙ্গে যদি কিশোরীর বে' দিতে না পারি, তখন আপনি জেলে দেবেন। আসুন, ওয়েটিং রুমে আসুন। জমাদার সাহেব, ওদের সব নিয়ে এস, দেখ না তোমায় কিছু পাইয়ে দিচ্চি।

কিনু। বামা, স্ষ্টিধর বাবু যা বলতিছে, তাই শুনে চেপে থাক। বুড়া কিছু কর্‌বার পার্‌বে না।

নেপথ্যে। ঘণ্টা মারো—ঘণ্টা মারো।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

—:0—

সদাশিবের বাটীর বাহির।

(সদাশিব, আনন্দরাম, রামসহায়, নিরু উকীল, তড়িৎসুন্দরী, মট্‌কো ও বরযাত্রীগণ)

১ম বর। বর-ক'নে স্ত্রী-আচার ক'রতে নিয়ে যাও—স্ত্রী-আচার কর্‌তে নিয়ে যাও!

২য় বর। বাঃ, বাঃ—রাজযোটক!

আনন্দ। ঐ বুড়ো আস্‌চে

(গৌরীশঙ্কর, স্ষ্টিধর এবং কিনু ও বামাকে লইয়া জমাদার ও পাহারাওয়ালার প্রবেশ)

সদা। আস্‌তে আজ্ঞা হয় তালুই ম'শায়।

গৌরী। তবে রে ব্যাটা জুচ্চুরী! দশ হাজার টাকা আর বাড়ী ঠকিয়ে নেবে? যা ব্যাটা জেলে যা।

আনন্দ। (রামসহায়ের প্রতি) দেখ, ভদ্রলোকের মেয়ে বার করবার জন্যে

বোনকে নিয়ে গৃহস্তের বাড়ীতে এসে traspass করেছ, সে চার্জ্জ হ'তে বেঁচে যেতে চাও, তাহ'লে আমি যে রকম বলেছি, সে রকম করো।

রাম। ম'শায় আমি তো রাজী আছি—রাজী আছি! কিন্তু কিছু দেবেন, দু'শো টাকার মধ্যে 'মুভিং ষ্টেজ' হবে, তা' হ'লে তড়িৎসুন্দরীর আর মুখনাড়া খাই না।

গৌরী। দেখ সদাশিব, ভাল চাও তো বিয়ে ক্যানসেল করো; আমার সঙ্গে কিশোরীর বিয়ে দাও।

আনন্দ। দেখ্‌ছো—বুড়ো কি আমুদে লোক্‌! দেখ্‌ছ? নাতবউকে বে' ক'র্ত্তে চাচ্চে! রসিকতাটা একবার দেখ, নাতবউএর বে ফিরে নিতে চাচ্চে!

গৌরী। রসিকতা বই কি! চালাকি না কি? তোমাকেও জেলে দেব।

রাম। ম'শায়, আমার থিয়েটারের ছোক্‌রা নট্‌কোকে আপনি 'মিস নট্‌কু' ব'লে, এই সব জিনিস present দিয়েছেন। আমি আপনার নামে kidnappingএর চার্জ্জ দেবো।

(ভুলো পোদ্দারের প্রবেশ)

ভুলো। ম'শায়, আমি ভুলো পোদ্দার। আপনি গিল্টির গয়না সাচ্চা গয়না ব'লে present ক'রেছেন, এই আপনার হাতের লেখা। আপনি বড়লোক, আপনার সই চিনি, তাই বাঁধা রেখে টাকা দিয়েছি!

সৃষ্টি। দাদা, কি ক'র্ব্বে দাদা! এ বড় ফ্যাসাদ! আপনি নাতি-নাতবউকে সব আশীর্ব্বাদ করুন। সকলকে বলুন যে, আপনার প্রিয় নাতি—তেজপক্ষের পালিত পুত্র—বে'কর্‌তে চায় না, তাই এই কৌশল ক'রে বিয়ে দিয়েছেন। আর কিছু টাকা খরচ ক'রে এই ব্যাটাদের মিটিয়ে দিন, নইলে আর উপায় নাই। এই নিরুবাবু উকীল আছে, জিজ্ঞাসা করুন। আর আপনি ত আইন জানেন।

গৌরী। হ্যাঁ নিরু বাবু, এ কি হবে?

নিরু। আজ্ঞে—ম'শাই তো বুঝচেন, সৃষ্টিধর বাবু যা বল্‌ছেন, তা ছাড়া তো আর উপায় দেখি না।

গৌরী। এ্যাঁ এ্যাঁ, ধনে-প্রাণে মারা গেলেম—ধনে প্রাণে মারা গেলেম!

সৃষ্টি। না দাদা, ভয় নাই, আমি তোমার ক'নে ঠিক করেছি। (তড়িৎসুন্দরীর প্রতি) প্রাণপ্রিয়ে, গৃহস্তের মেয়ে বার কর্‌তে এসেছিলে, trespassআর kidnappingএর charge তুমি এড়াতে পাচ্চ' না, তবে এক উপায় আছে, যদি তুমি দাদাকে বে' করো।

নিরু। তড়িৎসুন্দরি, আমি তোমাকে presecute কর্ব্বার instruction পেয়েছি।

তড়িৎ। না না, আমি বিয়ে কর্‌তে রাজী আছি।

সৃষ্টি। তবে দাদাকে আলিঙ্গন করো।

গৌরী। ও বাবা! এ কেরে? সৃষ্টিধর, ভাই, আমি নাকে কানে খৎ দিচ্চি আর যদি বে' কত্তে চাই; তুই বড় ক'নে আন্‌তে ব'ল, আমি আশীর্ব্বাদ ক'রে চলে যাই। আমার হাঁপানি আছে, ও বেটি ধর্‌তে আস্‌ছে, তা' হ'লেই মারা যাবো।

সৃষ্টি। তড়িৎসুন্দরি, তোমাতে আমাতে love করি এসো। ও বুড়োকে ছেড়ে দাও।

(বর ক'নে বেশে ব্রজেন্দ্র ও কিশোরীর প্রবেশ)

ব্রজেন্দ্র। কিশোরি প্রণাম করো। দাদা আশীর্ব্বাদ করুন।

গৌরী। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ ভাই, তা হ'য়েছে

—তা হ'য়েছে। আমার অসুখ শরীর—আমি শুইগে।

সৃষ্টি। আমি সেকেন্ ক্লাস গাড়ী আনাই।

কিনু। সৃষ্টিধর বাবু, আমাগোর কি হবে ?

সৃষ্টি। তা তো বটে, দাঁড়া না। দাদা, charge withdraw ক'রে নিন। আর আপনার কাছে তো টাকাশো দুই তিন আছে, এই জমাদার সাহেবকে দিয়ে বিদেয় করুন।

গৌরী। এই নাও জমাদার সাহেব, আমি ঝকমারি করেছি !

জমা। বাবু, সেলাম।

মটকো। My dear ! প্যাজ-পয়জার—onion sleeper দুই-ই হ'লো, তবে হীরের আঙ্গটী—সৃষ্টিধর বাবু আমায় দু'শো টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছেন। আমি লক্ষৌ চল্লম, সেখানে মোসানমাষ্টার হবো।

সৃষ্টি। এই দেখুন দাদা ম'শায় ! আমি কিশোরীর আঙ্গুলে পরিয়েছি, সেই আঙ্গটী কি না দেখুন ! আমায় জোচ্চোর বল্‌তে পার্‌বেন না !

গৌরী। না ভায়া, তুমি আমায় আক্কেল দিয়েছ !

সৃষ্টি। যদি এ বয়সে তোমায় আক্কেল দিয়ে থাকি, তবে আমার বাহাদুরী বটে !

কিনু। হঃ !

গৌরী। না ভাই, আক্কেল হ'য়েছে, আমি কানমলা খাচ্চি ! উকীল বাবু, তুমি আমার trustee হয়ে একখানি আয়না তোয়ের করিও, আমার মত যদি client পাও, তাক সেই আয়নাখানিতে মুখ দেখ্‌তে দিও !

(আনন্দরামের গীত)

যারা পরাশরের দোহাই দিয়ে
দুঃখে কাঁদ বিধবার।
কুমারী ঘরে ঘরে, পার কে করে,
ব্যবস্থা কি কর তার ॥
মেয়ে পার কর্‌তে কত গিয়েছে ভিটে,
স্মলকজ্ কোটে হেঁটে
গেছে চাকরীটী ছুটে,
ফেন খেয়ে ছেলে কত ঘুমোয় আধপেটে !
থাকুক জেতের অভিমান,
থাকুক কন্যাদানের কাণ ;—
রেখে দাও হিন্দুয়ানীর ভাণ ;—
আইবুড়ো পার ক'ত্তে গিয়ে গেরস্ত যায়
ছারেখার !
যুবতী কুমারী আছে, দোজবরে ! কি
ভাবো আর ॥

(পট পরিবর্ত্তন)—বড়দিনের উজ্জ্বল দৃশ্য।

—ঃ*ঃ—

গীত।

আছে রকম বেরকম কত আয়না।
এক রকমে ছেলে জখম, মুখ দেখে ছাড়ে
বায়না ॥
ক্রমে বড় হ'লে বায়না বেয়াড়া,
পুরোণো আয়না দেখে খায়না আর তাড়া,
নয় তো সে খোকা, দেখে মুক বাঁকা,
লাগে না ধোঁকা,
দেখে পয়জারে আয়না,
শেখে টেরীকাটা সেয়ানা ॥
এক রকম নয় সং, আয়না হরেক রং,
পরকলার রকম রকম ঢং ;
একখানি আয়নাতে সবার মুখের বহর
পায় না ॥]

শীষ দে ফেরে ভণ্ড রেতে,
বাপ মাকে দেয় না খেতে,
হঠাৎ বাবু মাটীতে হাঁটে না পা পেতে ;
কারো সাহেবয়ানা এ, বি, পড়ে,
খালি-ভাঁড়ে বাক্যি ঝাড়ে,
কারো গভীর হিন্দুয়ানী তলান' যায় না ॥

এবার, "বিয়ের আয়না"
বড়দিনে ধরেছি সরল মনে—
চাও চাও চাও, যাও বলে যাও—
আয়নাতে-সমাজ ছায়া দেখা কি যায় না ॥
ক্রিষ্ট্‌মাস মেরী, নিউ ইয়ার হ্যাপি,
হোক সবার, এই রঙ্গভূমির কামনা !!

যবনিকা পতন।

করমেতি বাই।

(ভক্তি ও জ্ঞানমূলক দৃশ্যকাব্য)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ
রাজা
মন্ত্রী
পরশুরাম ... ... রাজপুরোহিত।
আলোক ... ... সম্ভ্রান্ত যুবক ও পরশু-রামের জামাতা।
আগমবাগীশ ... ... তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।
টুকরো ... ... ঐ চেলা।
দেমো ... ... ঐ চেলা।

বৈদ্য, গোলকবাসীগণ, স্বপ্নপুরুষগণ, বরকন্দাজদ্বয়, ব্রাহ্মণবালকগণ, রাজ-দূতগণ, ফকিরগণ ও শিক্ষানবিশ চণ্ডগণ।

স্ত্রীলোকগণ।

শ্রীমতি রাধিকা
কৃত্তিকা ... ... পরশুরামের স্ত্রী।
করমেতি ... ... পরশুরামের কন্যা, আলো-কের পত্নী।
অম্বিকা ... ... পরশুরামের দাসী।

গোলকবাসিনীগণ, ব্রাহ্মণবালিকাগণ স্বপ্ননারীগণ, রাধার সহচরিগণ।

করমেতি বাই।

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

— ০ —

কদমতলা।

করমেতি আসীনা।

কর। আমার সব খেলনি আছে। সেই সেখানে, সেই কোথায় আমার মনে হ'চ্চে না। মা বলে মিছে, বাবা বলে মিছে, না না মিছে না, আমার সব খেলনি আছে। আমার আর কে আছে? আছে, কে আছে, কোথায় আছে, কিছু মনে প'ড়ছে না। আমার যেন কি হ'য়ে গিয়েছে। মনের উপর যেন চাপা প'ড়েছে। কিন্তু আছে, আমার কে আছে; মিছে নয়, মিছে নয়।

কামদমল্লার—একতাল।।

নয় ত মিছে আমার কে আছে।
অন্যমনে থাকি যখন সে এসে বসে কাছে॥
কোথায় যেন তারে দেখেছি,
সে দিন থেকে মনের ভিতর লুকিয়ে রেখেছি,
সে ব'লেছে তাইত এসেছি,
মন রেখে তার সদাই চলি, অভিমান
করে পাছে।
লুকিয়ে থেকে আমায় দেখে, দেখ্‌লে
স'রে যায়,
ভুলে যাই কত কথা বলে সে আমায়,
বলতে কি চায় ফুরায় না কথায়,
বুঝতে নারি সে ফেরে কি আমি ফিরি
তার পাছে॥

(অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বিকা। ও দিদি ঠাকুরুণ দিদি ঠাকুরুণ! ঘরে এসো না গা, মা ঠাকুরুণ যে খুঁজে সারা হ'লো।

কর। দেখ দেখ কেমন ফুল ফুটে আছে! আমার মনে হ'চ্ছে যেন কে ব'সে আছে, তার রাঙা পা দুখানি দুল্‌ছে!

অম্বিকা। ও মা গো!

কর। তুমি দেখ্‌তে পেয়েছ? আমি এক একবার দেখছি। পা দুখানি পেলে আমি বুকে রাখি। ঐ দেখ ঐ দেখ, ঐ ব'সে আছে!

অম্বিকা। ও মা গো! গেলুম গো! মলুম গো!

(পরশুরাম ও কৃত্তিকার প্রবেশ)

পরশু। কিরে, কিরে, অমন কচ্ছিস কেন?

অম্বিকা। ও মা ঠাকরুণ গো! কদম গাছে কে ব'সে গো! তোমার মেয়ের সঙ্গে কথা ক'চ্ছে গো! খোনা খোনা রা—উলুটো দুটো পা!

কৃত্তিকা। আঃ দূর্ আবাগী! যা বাড়ী যা।

অম্বিকা। ওমা আমি একলা বাড়ী যেতে পার্বো না বাছা!

পরশুর। যা মাগী, ন্যাকরা করিস্ নি! কৈ করমেতি কোথা?

অম্বিকা। আর কোথা, এই গাছ তলায় ব'সে বিড় বিড় বকছে!

পরশু। যা তুই বাড়ী যা, ভয় নেই।

অম্বিকা। (স্বগত) আমি একলা যাচ্চি! পথে আমার ঘাড় ভাঙুক! কাল সকালে চাকরীতে জবাব দিয়ে দেশে চ'লে যাব।

কৃত্তিকা। তুমি ভাবছ কি? তুমি তো ব'ল্লে কোন কথা শোন না।

পরশু। লক্ষ্মীনারায়ণ কি এই করবেন?

কৃত্তিকা। রাখ তোমার লক্ষ্মীনারায়ণ! কলিতে কি দেবতা আছে?

পরশু। অমন কথা মুখে এনো না, আমাদের কর্ম্মভোগ আমরা ভুগি!

কৃত্তিকা। তুমি কি বোল্‌চো? করমেতি জন্মাবার আগে তুমি আমায় বলেছিলে—যে স্বপ্নে আমায় লক্ষ্মী দর্শন দিয়ে বলেছিলেন যে তোর মেয়ে হবে। যখন গর্ভে তখন পদ্ম গন্ধ পেতেম, তুমি বল্‌তে যে মা লক্ষ্মী আবির্ভাব হয়েছেন, তাই পদ্মগন্ধ পাও।

অম্বিকা। ওমা পেট থেকে দৃষ্টি দিয়েছে গো, পেট থেকে দৃষ্টি দিয়েছে! হ্যাগা, তোমার মেয়ে যখন পেটে, মাথার কাপড় চোপড় খুলে বনে বাদাড়ে বেড়িয়েছ কি?

কৃত্তিকা। মর্ মাগী এখনও যাস্ নি?

অম্বিকা। যাচ্চি। হ্যাঁ দেখ মা ঠাক্রুণ! কাঙ্গালের কথা কিন্তু বাসি হ'লে খাটবে। তোমরা রোজা ডাক। দেখ্‌তে পাচ্ছ না গা, ওপোর দৃষ্টি নৈলে কি একলা গাছের তলায় বসে বিড়্বিড়্ বিড়্বিড়্ বকে?

কৃত্তিকা। ব'ল্‌চে তো মিছে নয়!

পরশু। মা করমেতি! তুমি এখানে ব'সে কি ক'চ্ছো? সোমত্ত মেয়ে, একলা এমন করে গাচ তলায় ব'স্‌তে আছে কি? তুমি তো বুঝতে পার মা, পাঁচ জনে পাঁচ কথা কইবে সে কি ভাল?

কর। বাবা আমি একলা নেই, আমি একবারও একলা থাকিনি, আমার সঙ্গে কে থাকে।

কৃত্তিকা। আ মর্ কালামুখী, ধিক্-জীবনী, কে তোর আর সঙ্গে থাকে।

কর। কে থাকে আমি জানিনি, সে বেস্ যেন দেখি দেখি দেখিনি। সে বেস্ বলে, কি বলে তা বুঝতে পারিনি।

অম্বিকা। ওমা কাঙ্গালের কথা শোন মা! ঐ অমনি করে আমাদের গাঁয়ের বেনেদের বৌ বোল্‌ত। তুমি রোজা ডাক, তুমি রোজা ডাক।

পরশু। হ্যাঁরে তুই কাকে দেখিস্?

কৃত্তিকা। দেখে আমার মাথা আর মুণ্ডু, অম্বিকা বল্‌চে তা ত আর মিছে নয়! হ্যাঁরে সে এখন কোথা?

কর। কেন, ঐ কদম ডালে। যেন পা দুখানি দেখ্‌তে পাই, আর সরে যায়।

অম্বিকা। ঐ শোন মা ঠাকরুণ, গা ডুলি মেরে ওঠে!

পরশু। মা তুমি ঘরে চল।

কর। বাবা আমার ঘর কোথা! এক একটী ক'রে তারা ফোটে, আমি চেয়ে চেয়ে দেখি—ওর ভেতর কোথায় আমার ঘর! আমার ঘর যেন ঐ দিকে, ঐ দিকে। এক দিন স্বপ্নে যেন দেখেছিলেম, সে এমন ঘর নয়, লতায় লতায় ঘর ক'রেছে, ফুলে ফুলে আলো ক'রেছে, পাখীর গানে আমোদ ক'রেছে! আমায় যেন কে বলে—সেথায় আমি যা'ব। তাকে সেখানে দেখ্‌তে পা'ব, আর সে সরে যাবে না, তার কথা সেখানে শুনতে পা'ব, আর শুন্‌তে শুন্‌তে ভুলে যা'ব না। সেখানে খুব আলো, সেখানে খুব

আলো,—তারার মতন আলো, চাঁদের মতন আলো, সূর্য্যের মতন আলো; সে আলোয় তাত্ নেই, তার রূপের ছটায় আলো! আমি দেখেছি, আমি দেখেছি, মিছে নয়, মিছে নয়। আমি আকাশ পানে চেয়ে দেখি—সে কোথায়; একবার মনে হয় ঐ তারাতে, না সে তেমন না; আবার মনে হয় ঐটীতে, না—সে তেমন না; এক এক ক'রে দেখি কোনটী তেমন নয়! সে কোথায় আছে, লুকিয়ে আছে। আমি সেথা যাব, আমি সেথা যাব!

পরশু। গিন্নি! আমি কিছু বুঝ্তে পাচ্চিনি, এ যে কথা ব'ল্‌ছে, এ যে গোলকের কথা, এ যে গোলকের স্বপ্ন!

কৃত্তিকা। তুমি ঐ ক'রেই মেয়েটার মাথা খেলে।

অম্বিকা। ঠাকুর মশায়! উপদেবতায় কত কি দেখায় গো, কত কি দেখায়! ঐ বেনেদের বউ অমন দেখ্‌তো—কেমন সুন্দর বাড়ী, কেমন সুন্দর হাঁড়ী, কেমন সুন্দর খাবার! তার পর সকাল বেলা উঠে দেখ্‌তো মড়ার হাড়, ছেঁড়া চুল, আর বিষ্ঠে! তুমি চণ্ড নাবাও গো চণ্ড নাবাও।

পরশু। হ্যাঁ মা! সেখানে আমাদের নিয়ে যাবি?

কর। হুঁ, তোমাদের নিয়ে যাব, আর কাকে নিয়ে যাব, তাকে চিনি নি। আর কত লোক নিয়ে যা'ব, তাই এয়েছি, তাই আমায় পাঠিয়েছে। না না হেথা তো থাকবো না, আমি সব নিয়ে যাব, সব নিয়ে যাব। দেখ দেখ ঐ শোন, সত্যি—সত্যি—সত্যি, চার দিকে সত্যি, সে ব'ল্‌চে সত্যি, সে মিছে জানে না, মিছে নয়, মিছে নয়।

অম্বিকা। ওঃ ভর হ'য়েছে! ও সেই বেনেদের বউ ভর হ'লে কত কি ব'ল্‌তো, কত আবোল্ তাবোল্, বক্‌তো!

কৃত্তিকা। আচ্ছা তুই আয় আমার সঙ্গে আয়।

কর। ঐ চলেছে, ঐ চলেছে।
আগে আগে যায় চলে ঐ নূপুর বাজে পায়।
পদ্ম-মালার গন্ধ পেয়ে ভ্রমর ছুটে ধায়॥
ডাক্‌লে কি আর থাক্‌তে পারি,
ক'র্‌ব্বো কি মন টানে।
সে জানে আর আমি জানি, আর কি
কেউ এ জানে॥
আমি জেগে ঘুমুই, ঘুমুই জেগে,
এক রকমে যায়।
তারির সনে সদাই থাকি, স্বপনের
খেলায়॥
কাছে থাকে দেয় না চেনা, চিন্‌বো
কি ক'রে।
সে অঘোর, আমি অঘোর, কেটে
যায় ঘোরে॥
দাঁড়িয়েছি তাই দাঁড়িয়ে আছে,
চল্লে সাথে যায়।
আমি তারে চাই কি না চাই, সে
তো আমায় চায়॥
ভুল্লে পরে সে ভোলে না, মন
টলে না তাই।
নইলে একা যেথা সেথা সাধ ক'রে কি
যাই।

[করমেতির প্রস্থান।

অম্বিকা। দিনরাত সঙ্গ নিয়ে আছে!

পরশু। গিন্নি! তুমি সঙ্গে যাও, আমি রাজবাড়ী থেকে আস্‌ছি।

[কৃত্তিকার প্রস্থান।

অম্বিকা। আমিও ঘরে যাই; কে বাবু রাত দুপুরে একা ঘরে যাবে। মা গো, বামুনের বাড়ী তো না, যেন ভূতের বাসা!

[পরশুরাম ও অম্বিকার প্রস্থান।

(টুকরোর প্রবেশ)

টুক্‌রো। মাসী!

(অম্বিকার পুনঃ প্রবেশ)

অম্বিকা। কেরে টুক্‌রো?

টুক্‌রো। শোন্ শোন এ দিকে আয়।

অম্বিকা। তুই কবে এলি রে?

টুক্‌রো। সব ব'ল্‌ছি, এ দিকে আয় না। (খোনা স্বরে) হ্যাঁ মাসী, আঁমি কেঁ বঁল দিকিন?

অম্বিকা। ওমা! এমন খোনা খোনা কথা কচ্ছিস্ কেন?

টুক্‌রো। হুঁ-হুঁ-উ-উঁ-উ-উ-উঁ, আঁমি কেঁ বঁল্ না বেটী, আঁমি কেঁ বল্ না।

অম্বিকা। ও বাবা, অমন করিস নি বাবা, আমার ভয় করে! অমন করিস নি।

টুক্‌রো। (স্বাভাবিক স্বরে) এরি মধ্যে তোর ভয় করে। আমি কে বল দেখি। ব'ল্‌তে পাল্লিনি, ব'ল্‌তে পাল্লিনি, আমি চণ্ড!

অম্বিকা। ওমা, আমি কোথা যা'ব গো!

টুক্‌রো। বেটী, দুটী পান্তা ভাত চেয়েছিলুন্ দিস্‌নি, আমি এখন রোজ রাত্তিরে দুধ কলা খাই।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, তুই কি ম'রে ভূত হয়েছিস্ বাবা?

টুক্‌রো। অমনি কি যে সে ভূত, চাঁড়ালের চণ্ড ভূত!

অম্বিকা। ও মাগো, গেলুম গো, তোমরা ঠ্যাকাও গো!

টুক্‌রো। আ মর্ বেটী, ভূত হ'য়েছি তো তোর বাবার কি, অমন কচ্ছিস্ কেন?

অম্বিকা। ও বাবা, আমার ভয় লাগে বাবা, তুই সরে যা!

টুক্‌রো। মর হ্যাকা বেটী, ও'র ভয় করে! অমন কর্ব্বি তো কিলিয়ে মাতা ভেঙ্গে দেবো।

অম্বিকা। না বাবা চণ্ড, না।

টুক্‌রো। আ মর বেটী, তুই মনে করেছিস্ বুঝি আমি সত্যি সত্যি মরেছি।

অম্বিকা। তবে কি রকম মরেছ বাবা, তবে কি রকম মরেছ?

টুক্‌রো। মরি রাত্তিরে, যখন চণ্ড নাবায়।

অম্বিকা। এই তো বাবা রাত হয়েছে, এখন কি তুই মরেছিস্?

টুক্‌রো। বেটীর দুটি পান্তা ভাত দেবার ক্ষমতা নেই, বেটী বলে মরেছিস্! এক গামলা দুধ কলা চণ্ডকে দিতিস ত মরে তিনটে ডিগবাজী খেতুম। তুই মনে কচ্ছিস বুঝি আমি যে সে চাঁড়ালের চণ্ড। নিদেন দেড় সের খাঁটি দুধ, এক পোয়া চিনি, আর চারটে চাটিম কলা নৈলে কোন শালা মরে। রোজা যে দিন জোগাড় কত্তে পাল্লেন—পাল্লেন, নইলে একটা টাকা না পেলে তাঁর টিকি উপ্‌ড়ে ফেলি, আর ভাতের হাঁড়ি ছুঁয়ে দি। (খোনা স্বরে) মাঁসি আঁমায় চিনলিনে মাঁসী! ঐ দেখ্ আর সব শিক্ষানবিস চণ্ড আসচে।

(শিক্ষানবিশ চণ্ডগণের প্রবেশ)

বিভাসমিশ্র — খেমটা।

আমার গোড়মড়ো বাকা থাকি তালগাছের মাথায়।
মাসী বেটী ম'লে শোব তার ছেঁড়া কাঁতায়॥
ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ মট্‌কা মাতায় যাই,
গপ্ গপ্ গপ্ চাটিম কলা খাই,
কট্ কট্ কট্ আড়কাটা কাঁপাই,
খুড়ি লাফ খাই, সট্ উঠে যাই,
ফুকী দে চালের বাতায়।
যে ভীরকুটীতে ভয় করে না,
চাটী লাগাই তার মাথায়।
লাগে দাঁতে দাতে, কাঁপে আঁতে,
কাপড়ে মাল সরে যায়॥

[চণ্ডগণের প্রস্থান।

টুক্‌রো। ওরে যা যা তোরা সব ভট্‌চায্যির বাসায় যা। মাসি! বেটী উঠবি ত ওঠ, নৈলে চণ্ড হ'য়ে এক কিলে তোর মাথা ভেঙ্গে দেব।

অম্বিকা। না বাবা, মাথা ভেঙ না, আমি উঠে ব'স্‌চি বাবা।

টুক্‌রো। বোস! শোন্ আমরা সব নাব্‌বে।

অম্বিকা। না বাবা, নেবোনি বাবা!

টুক্‌রো। নাব্‌বোই নাব্‌বো! বিশ কোশ্‌ রাস্তা ভেঙে এলুম, তুই বেটী বল্লেই শুন্‌বো নাকি?

অম্বিকা। কেন ম'ত্তে এখানে এসেছিলুম গা। ও টুক্‌রো! তুই কিসে মলি, তুই যে বড় দুরন্ত ভূত হ'লি! দেখ্‌ দেখ্‌ আমার মনিবের মেয়ের ঘাড় ভাঙগে বাবা, আমার মনিবের মেয়ের ঘাড় ভাঙগে, আমায় ছেড়ে দে।

টুক্‌রো। তবে আর কি ক'ত্তে এসেছি, তোর মনিবের মেয়ের জন্যই ত নাব্‌তে এসেছি। আমরা সব খবর রাখি রে আমরা সব খবর রাখি; তার দিষ্টি লেগেছে। তুই বেটী এক কাজ কত্তে পারিস্?

অম্বিকা। না বাবা, তুই আমার মনিববাড়ী যা, আমি ঘরে যাই।

টুক্‌রো। আরে শোন্ না, খুব্ সোজা কাজ। পেত্নী হ'তে পারবি?

অম্বিকা। দোহাই বাবা, পেত্নী হতে পার্ব্বো না!

টুক্‌রো। তা পার্ব্বি কেন! বেটী মড়াখেকো পোয়াতির মেয়ে, পান্তাভাত খেয়ে মর্‌বি! তোফা গলদা চিংড়ী খাবি, ইলিশ মাছ খাবি, তোর বাবার ভাগ্যে থাকে তবে পেত্নী হ'বি! কিন্তু ভটচায্যির তোর ওপর টাঁক আছে, বোধ করি তোরে পেত্নী ক'রবে।

অম্বিকা। ওমা পোড়ারমুখো ভট্‌চায কোথেকে এলো গো।

টুক্‌রো পোড়ারমুখো না—তার দুটো কাটা কাটা বুলি শুন্‌লে তুইত তুই তোর বাবাকে পেত্নী হতে হবে! ঝাল্ দে যখন দোরসা গলদা চিংড়ী সাম্‌নে ধ'রবে পেত্নী না হয়ে আর যাস্‌ কোথা। তা সে থাক, সে ভট্‌চায্যি যা হয় ক'রবে।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, পেত্নী কর্ব্বে?

টুক্‌রো। নিশ্চয়! আমি কি আর সোজায় চণ্ড হ'তে চেয়েছিলুম? পাঁটার মুড়ি আর দুধ কলা সামনে ধর্ত্তে, বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে চণ্ড হলুম্। তা সে যাক, সে এসে যা হয় কর্ব্বে। দেখ্‌ ও পরশুরাম ঠাকুর রাজি হবে না। তুই গিন্নীমাগিকে বোঝা, তোর মনিব বাড়ীতে না হয়, চুপি চুপি তোর ঘরে এনে চণ্ড নাব্‌বো। ভট্‌চায্যি শুনেছে সে ছুঁড়ী দেখ্‌তে বেস্‌, তাকে শক্তি কর্ব্বে।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, তুই কি মিছি মিছি চণ্ড? তুই মরিস্‌ নি, না?

টুক্‌রো। বেটী, তুই মিছে চণ্ড আমায় বলিস্‌! একটু নাবো হচ্ছিলুম্, তাইতেই বেটী অমন ক'রে উপুড় হ'য়ে পড়েছিলি, দেখবি বেটী নাব্‌বো?

অম্বিকা। না বাবা, আর নেবে কায নেই।

টুক্‌রো। আচ্ছা, যা বেটী আর নাব্‌বো না। কিন্তু বাছা, যদি তোদের গিন্নিকে না রাজি করিস্‌, আমায় নাব্‌তে হবে না, ঐ শিক্কেনবিস চণ্ড ছেড়ে দেবো, তোর চালের খড় ওজড় ক'রে আনবে। আর নিতান্ত পক্ষে রাজি ক'ত্তে না পারিস্‌, একদিন গিন্নিমাগীকে তোর ঘরে ভট্‌চায্যির সঙ্গে দেখা করিয়ে দিস্‌, আমি চল্লুম। দুধ কলার জোগাড় হলো কিনা দেখিগে।

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, এস বাবা এস।

টুক্‌রো। এস নয়, যা বল্লুম তা করিস, যদি না করিস্, তোর ঘাড় ভাঙবো।

আলোক। ভট্চায ঘোমটা খোল ব'লুচি, ঘোমটা খোল ব'লুচি।

আগম। কি, ঝাঁটা না ঝেড়ে, ঘোমটা খুলবো? এমন মেয়ে মানুষ আমি নই।

আলোক। দোহাই ভট্চায, দোহাই ভট্চায, ঝাঁটার সক্ ছুটে যাবে। বড্ড বদ্‌খৎ রমক হয়েছে, বুঝ্‌তে পাচ্চ না?

আগম। তোমার সব অন্যায়! সক ক'রে বল্লে ঝাঁটা জুতো চল্‌বে। আমার সরল প্রাণ, রাজী হলুম। আর এখন বঞ্চিত ক'চ্চ, এতে কি ভাল হবে!

আলোক। তবে ভট্চায, আলোটা নবোও। আলোয় ও চেহারা চল্‌বে না। বড় বেথাপ্পা! তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চো না। আচ্ছা ভট্চায, তোমার সব দমবাজী? টুক্‌রোকে যে মেয়ে মানুষের সন্ধানে পাঠালে, তা কই? বাবা, মেয়ে মানুষের লোভ দেখিয়ে বিদেশে আনলে, এখন ঘোমটা টেনে কুল্ মজাচ্চ! আমায় নিতান্ত প্রাণ ছাড়তে হ'লো।

আগম। নিতান্তই যদি ছাড়্‌বে ত রূপা-ওর টান।

আলোক। আমি প্রাণটা ছাড়ি, তুমি ততক্ষণ ঘোমটা খোল।

আগম। ওটী আমায় বোলো না।

আলোক। ভট্চায, তুমি কি আমায় সন্ন্যাস দেবে? তোমার চেহারা দেখে আমার প্রাণে বৈরাগ্য আস্‌চে। আমি ঘরে থাকতে পার্ব্বো না ভট্চায, আমি ঘরে থাকতে পার্ব্বো না! উঃ, চেহারা দেখে প্রাণ উদাস হ'য়ে গেল!

আগম। এ ঘরে একটী নৎ নেই?

আলোক। উঃ, এ শালা খুনে!

(টুক্‌রোর প্রবেশ)

টুক্‌রো। ভট্চায সব ঠিক, কাল নাব্‌বো।

আলো। কেরে, টুক্‌রো? বাবা! যদি তুমি আমার প্রাণ বাঁচাতে চাও, এ শালার ঠ্যাং ধরে টেনে ঘর থেকে বার কর। শালা আবার নৎ নাকে দেবে!

আগম। বাবা টুক্‌রো! আমায় কেমন দেখাচ্ছে বাবা?

টুক্‌রো। আঃ ছাই দেখাচ্চে! মাসী যখন পেত্নী সেজে আসবে, তখন তুমি তাক্ হ'য়ে যাবে।

আগম। বাবা আলোক! আমি যে মনের ঘেন্নায় প্রাণ রাখ্‌তে পাচ্চিনি।

আলোক। ওকায ক'রো না ভট্চায, ওকায ক'রো না, বাইরে গিয়ে প্রাণ ছাড়। বাইরের হাওয়ায় সমস্ত রাত প্রাণ ছেড়ে পড়ে থাক, আমি একটু দোর দিয়ে জুড়ুই। ওড়নাখানা পুড়িয়ে ফেলে, তবে আমি আর নেসা ক'র্ব্বো।

আগম। বাবা আলোক! আমি ওড়না মুড়ি দে প্রাণ ছাড়্‌বো।

টুক্‌রো। ভট্চায তোমার রকমখানা কি? আমরা পাঁচ ছজন লোক ম'রে চণ্ড হ'য়ে র'য়েছি, আবার তুমি ম'র্ত্তে চাও? ছ্যা! তোমার আক্কেল নেই, কাযটা খারাপ কর্ব্বে?

আগম। বাবা টুক্‌রো! মনের ঘেন্নায় ম'র্ত্তে চাই।

আলোক। খবরদার শালা, ওড়না মুড়িদে ম'র্ব্বি ত বিশ জুতো লাগাবো!

আগম। উঃ! এ প্রাণ কি আর আমি রাখতে পারি, আমি মর্ব্বোই।

(দেমোর প্রবেশ)

টুক্‌রো। ওরে দেমো আয়তো! শালাকে নিয়ে শশ্মান ঘাটে পুড়িয়ে আসি। ওঃ, কায আর জুট্‌বে না! মোদো মাগ্তের দুটো চণ্ড ছেড়ে গিয়েছে, সেই দলে চল্ ভর্ত্তি হইগে।

দেমো। তা বটে ত।

টুক্‌রো। কি ভট্‌চায, মর্‌ব্বি, না কাল নাবাবার উদ্‌যুগ কর্‌ব্বি?

আগম। দেখ আজ একটা ওড়না মুড়িদে মরি, কাল রাত্তিরে তখন তোমাদের নাবাবো।

টুক্‌রো। দেমো তুই একটা ঠ্যাং ধর!

আলোক। বাবা টুক্‌রো! যদি তুই চণ্ডর মতন চণ্ড হ'স, তুই শালাকে গো-ভাগাড়ে মেরে আয়। ফের্ না ওড়না গায়ে দিয়ে সাম্‌নে আসে।

টুক্‌রো। দেমো যা'ত, কলসী কতক জল তুলে আন্‌তো। ওর মাথায় ঢালি।

আগম। বাবা! জল ঢেল না জল ঢেল না। গো ভাগাড়ে আমায় আচ্‌ড়ে মা'র।

আলোক। বাবা ওড়না খুলে নে, ওড়না খুলে নে, যায় শালা ভাগাড়ে যাবে।

আগম। কোন ব্যাটা ওড়না খোলে, আমি ভাগাড়ে যা'ব।

[আগমের প্রস্থান।

আলোক। উঃ এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি! শালা নত্ আনলেই খুন করেছিলো। বাবা টুক্‌রো! সে মেয়েমানুষের কি হোলো?

টুক্‌রো। দাড়ান মশাই! কাল না নেবে, এ কথার উত্তর দিতে পাচ্ছিনি। আমি যে ভাব্‌চি ঐ ভটচায মাতাল হ'য়েছে, কাল যদি দিনের বেলা গোঁয়ারির মুখে চালায় তা হলে বাগান' মুস্কিল হবে।

আলোক। কি রকম্ মেয়ে মানুষটা বুঝলে?

টুক্‌রো। মাসীর কথার আঁচে বুঝ্‌লুম বড় মন্দ নয়।

আলোক। ছাখ্ বাবা! একটা মনের কথা তোরে বলি, একটা জবরদস্ত মেয়ে মানুষ যোগাড় করো। অমন প্যান্ পেনে ঘ্যান্ ঘেনে, মুখ মোচানে, পা টিপুনে, এতে বাবা অরুচি জন্মেছে। দু'ট রাগ কল্লে, দু'ট বল্লে, দু'ট মান ক'রে বস্‌লো, আবার ভাব সাব করে চুমখেয়ে বুকের ধন বুকে নিলুম! তা নয়—মশাই মশাই ক'রে বাঁদী বেটী মুচ্চেন!

টুক্‌রো। যদি মার ধোর ঝগড়া ঝাটী ক'ত্তে চাও ত সে আমার মাসী। ঐ যে বৈরাগী মেয়ে যে ছিল, কি বোল্‌বো ম'রে গিয়েছে, তা নইলে তোমায় দেখাতুম, ঝাঁটার দাগে পিট ভ'রে গিয়েছে।

আলোক। দেখতে কেমন?

টুক্‌রো। এই পেত্নী হ'য়ে এলেই দে'খ এখন! তুমি বলেছিলে ভট্‌চাযকে ওড়না খুল্‌তে, মাসী এসে দাঁড়ালে বাপ্ বাপ্ করে ওড়না খুল্‌তে পথ পেত না।

আলোক। ইস্ তাই তো! বেটীরে সব টাকার লোভে অমন করে বুঝেছিস্। মর্ বেটী, ভালবেসে দুটো ঠোনা মেরে লাথি মল্লে কি আর টাকা দিই নি, ডবল দি।

টুক্‌রো। তোমার ওসব কথায় এখন আমি কাণ দিতে পাচ্ছিনে। আমি ভট্‌চাযকে বাগিয়ে ঠাণ্ডা করিগে।

আলোক। আচ্ছা শোন্ একটা কথা শোন্। এইখানে কোথা বে ক'রে গিয়েছি, সন্ধান ক'ত্তে পারিস্?

টুক্‌রো। কেন, তুমি বউ ঘরে আনবে নাকি?

আলোক। না, ঘরে আন্‌বো না, বার ক'র্ব্বো।

টুক্‌রো। ওঃ তোমার মতলবের থাই পায় কে? বেটী আর কোন কালে না ঘাড়ে পড়ে!

আলোক। টুক্‌রো! তুই চণ্ডগিরি ক'রিস্ বটে, কিন্তু আমার মতলবের থাই পেলি নি, আর পাবিও নি। মাগ্ বার ক'র্ব্বো কেন তা জানিস্, বার করা সক্‌টা মিটিয়ে নেব।

টাকা ছেড়ে অনেক বেটীকে বার ক'ত্তে পাত্তুম, মেয়ে মানুষ ভালবাসি বটে টুক্‌রো! কিন্তু এক জনের সর্ব্বনাশ ক'ত্তে পারিনি। এ বাবা আপনার মাগ বার করলুম ব'নে ঘর করলুম। তা না হয় খোরাকির বন্দোবস্ত করে বাজারে ছেড়ে দিলুম।

টুক্‌রো। এ বেস্ কথা, মাসীর কাযের ভার বা'ড়্‌লো, পেল্লীও হ'তে হবে, দূতী গিরিও ক'ত্তে হবে।

আলোক। আমি একটা মতলব ঠাওরাই, কাল তোরে বোল্‌বো। এতে তোর মাসীর দরকার হবে না, আমি আপনিই মাসী হব।

টুক্‌রো। তুমি কি গোঁফ্ মোড়াবে?

আলোক। হুঁহুঁ—তোকে তো ব'লেছি ব্যাটা টুক্‌রো, তুই আমার বুদ্ধির থাই পাবিনি!

টুক্‌রো। ভার! গোঁফ্‌বন্দি মাসী হবে, এ ভট্‌চাযের বাবা হ'লে যে!

আলোক। ব্যাটা বুঝ্‌বি কি?—খানসামা মাসী!

টুক্‌রো। ওঃ ব'ল্‌তে পারিনি, তোমার মতলবটা যদি দাঁড়িয়ে যায়, তা হ'লে একটা কারখানা হ'য়ে যাবে। মালিনী মাসী, গয়লা মাসী, নাপ্তিনী মাসী, এই সব চলে আস্‌চে, তুমি খানসামা মাসী যদি বার ক'ত্তে পার তো চুটিয়ে চ'লে যাবে।

আলোক। খানসামা মাসীর খুব চলন্ আছে, তুই জানিস না। খানসামা মাসী কি জানিস? মাসীকে মাসী, নাগরকে নাগর! দেখ্ কোন শালা যা পারেনি তাই ক'র্ব্বো। আমা। শ্বশুর বাড়ীতে খানসামাগিরি করে আমার মাগ্‌কে বার কর্ব্বো। তার পর আলাদা রেখে দে'ব, সে জান্‌বে খানসামা। মশাই মশাই ক'রে আর বাঁদিগিরি কর্ব্বে না। দেখ্ আমার দেল চটে গেছে।

টুক্‌রো।। দ্যাখ, এখন অমি ঘড়া কতক জল ভট্‌চাযের মাথায় ঢেলে আসি। কাল চণ্ড যতক্ষণ না না'ব্‌চে আমার বুদ্ধি খাড়া হচ্ছে না।

আলোক। না, আমার শ্বশুরবাড়ী না তুমি খুঁজে দিয়ে কোন কাযে হাত দিতে পা'চ্চ না।

টুক্‌রো। না, চণ্ড না নেবে আমি কোন কথা শুন্‌তে পারিনি।

[টুক্‌রোর প্রস্থান।

আলোক। তবে যাও আমি আপনি খুঁজে নেবো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

বনপথ।

গোলকবাসী ও গোলকবাসিনীগণ।

দেশবিভাস—একতালা।

ছানিত কিরণে ভাসে দশদিশি মৃদুল মুরলী বোলে।
মৃদু মৃদু হাসি, শশি পড়ে খসি,
বিভোর চকোর ভোলে॥
গোপীনীগণ নিয়ত সঙ্গ, নবনটবর নবীন রঙ্গ,
মান ভঙ্গ, মোহ অনঙ্গ, মাধুরী লহরী দোলে॥

[প্রস্থান।

(করমেতির প্রবেশ)

কর। এই, এই খানে গান হ'চ্ছিল। আহা কি গাচ্ছিল? এ গান কি কোথাও শুনেছি? কোথায় শুনেছি? কি গাচ্ছিল, কি গাচ্ছিল? ঐ ও দিকে গান গাচ্ছে।

[প্রস্থান।

(গোলকবাসী ও গোলকবাসিনীগণের পুঃন প্রবেশ)

উত উতরোলি, ঘন করতালি,
রাখাল নাচে, নাচে বনমালী,

কুলকামিনী কুলমান ডালি,
মঞ্জীর ধীর বোলে ॥

[সকলের প্রস্থান।

(করমেতির পুনঃ প্রবেশ।)

কর। আমি কোথায় যাচ্ছি, এরা আগে আগে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্চে।

(পরশুরাম ও কৃত্তিকার প্রবেশ)

কৃত্তিকা। রোজ শেষ রাত্তিরে এমনি দোর খুলে বেরোয়। কি ব'ল্‌চে বুঝতে পেরেছ ? "আমি কোথায় যাচ্চি, কে আমায় ডেকে নিয়ে যাচ্চে"—

পরশু। কোথায় যাচ্চে ?

কৃত্তিকা। ঐ কদমতলাটীতে গিয়ে ব'সবে।

পরশু। এমনটা হ'য়েছে আমায় ব'ল্‌নি !

কৃত্তিকা। এটা আ'জ দু তিন দিন হ'চ্ছে। বলিনি আর কেমন ক'রে ? রোজ ত তোমায় ব'ল্‌চি। তুমি কি কোন কথা কাণে তোল ?

কর। তোমরা কোথায় লুকুলে, তোমরা কোথায় লুকুলে ? কেন লুকুলে ? দেখা দাও না। দেখা না দাও গান গাও, আমি ব'সে শুনি, আর চ'ল্‌তে পা'চ্চিনি।

পরশু। ও গান গায় কি ব'লচে ?

কৃত্তিকা। দেখ সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি আমিও যেন কি গান শুনতে পাই ! যেন এগিয়ে এগিয়ে কারা গেয়ে গেয়ে যাচ্চে !

পরশু। আমি এর কি বিহিত ক'র্ব্বে। কিছু বুঝ্‌তে পারিনি।

কৃত্তিকা। দিন দিন আর লজ্জা সরম কিছু করে না। সোমত্ত মেয়ে, বেটা ছেলের সামনেই গা মাথার কাপড় খুলে চ'ল্লো' ব'ল্লে কই মা পুরুষের কাছে ত যাই নি এ বাই হ'লো কি দিষ্টি দিলে আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

কর। গাও গাও আবার গাও ! তোমাদের গান শুন্‌তেই আমি এসেছি। তোমরা কে ? যদি না বল, ব'ল্‌তে পার আমি কোথা থেকে এসেছি। আমার মনে হ'চ্চে তোমরাও সেথাকার, আমার মনে হ'চ্চে তোমরা আমার খেলুনি।

(নেপথ্যে গীত)

গোঠে চলে কানু নাচিছে ধেনু,
গগনে সজনী উঠিছে রেণু,
নখরে ঝলকে তরণ ভানু,
ফুল কলি আঁখি খোলে।

কর। ঐ যে—

[পরশু, কৃত্তিকা, করমেতির প্রস্থান

(গোলকবাসী ও গোলকবাসিনীগণের পুনঃ প্রবেশ ও গীত)

* * * * * *

কদম তলায় মাধব মাধবী,
আদরে যমুনা হৃদে ধরে ছবি,
আয় শ্যাম প্রেমে মাতোয়ারা হবি
রাধা ব'লে উতরোলে ॥

[প্রস্থান।

(আগমবাগীশের প্রবেশ)

আগম। গোভাগাড়ে মরিচি না মত্তে আছি ওড়না ছাড়চিনি। যখন কারণ সঙ্গে রয়েছে, কার্ তোয়াক্কা করি !

(অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বিকা। সকাল হবে আর টুক্‌রো ব্যাটা এসে পেত্নী ক'র্ব্বে। বামুন বাড়ীও যা'ব, না আর কোথাও যা'ব না। রাজার ছত্তরে খা'ব, আর চুপি চুপি সেখানে প'ড়ে থা'ক্‌বো। ও মা গো, পেত্নী হ'তে পা'র্ব্বো না ! এই ঝোপটায় চুপটী মেরে ব'সে থাকি।

আগম। থাক, তুমি ও ঝোপ আগলাও, আমি এ ঝোপ আগলাই।

অম্বিকা। ওমা! এ কে আবার!

আগম। দিদি, তুমি বাসায় ম'রে পেত্নী হ'য়েছ, আমি গোভাগাড়ে ম'রে শাঁকচুন্নী হ'য়েছি।

অম্বিকা। আঃ মর! আমি ম'র্ব্বো কেন? তোর সাতগুষ্টি মরুক।

আগম। ম'রেছ বাছা তার আর উপায় কি ব'ল!

অম্বিকা কেরে মড়া! ম'রিচি ক'চ্চিস?

আগম। ছিঃ, তুমি অমন বেহুঁস মেয়ে মানুষ! ভোর রাত্তিরে ম'লে টের পেলে না?

অম্বিকা। হুঁ মলুম, তোমার পিণ্ডী চট্‌কালুম!

আগম। তার যো কি? তুমি আগে ম'লে দেখে গিয়ে, তবে গোভাগ'ড়ে ম'রিচি।

অম্বিকা। তুই কেরে ড্যাকরা?

আগম। ডেক্‌রী ব'ল। দেখ্‌ছ না ওড়না মাথায়? দেখ তুমি যদি হলপ্ কর যে মরিনি তাতেও আমি বিশ্বাস ক'চ্চিনি তন্ত্রে লিখ্‌চে,—

কলাগাছে বসি আমি কলা বাদুড়।
চৈত্রী মাসের নিরেবেতে ম'লেন মাচারু॥

আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা ক'চ্চি বাছা! কি ক'র্ব্বে কাছে এসে ব'স, ব'সে একটু কারণ কর। মারা প'ড়েছ তা তো আর চারা নেই।

দেমো. টুকরো ও খানসামা বেশে
(আলোকের প্রবেশ)

টুক্‌রো ভটচায! সাড়া দিবি ত দে।

আগম। (স্বগত) উঃ! টুক্‌রো চাঁদ! এখনি ব্যাটা পুকুরে চুবিয়ে নারী জন্ম ঘুচিয়ে পুরুষ জন্ম দেবে। (অম্বিকার প্রতি) বাছা তুমি ঝোপে থাক, আমি অশত্থ গাছে যাই। উঁহুঁ—গাছে উঠ্‌তে পা'র্ব্বো না, ট'লে পড়ে যা'ব।

অম্বিকা। এই টুক্‌রো ব্যাটা এলো, সার্‌লে! আমি সাড়া দেবো না, চুপ ক'রে ব'সে থাকি!

আলোক। এই যে শালা! দেখ্‌তে পা'চ্চিস্ নে. ওড়না চিক্ চিক্ ক'চ্চে!

টুক্‌রো। সত্যি ত এই যে ব'সে! দেমো ধর্। নিয়ে চ, শালাকে পানা পুকুরে চোবাই গে।

আগম। তা চোবাও! আমার মিতিন মাসী ঐ ঝোপে ব'সে আছে তাকেও নিয়ে এস!

টুক্‌রো। দাড়াও তোমায় আগে পাঁকের ভেতর ঠেসে ধরি।

আগম। কি রে পাঁকে চোবাবি! পাঁক যে গয়ার পিণ্ডীর বাবা, আমার ভূত যোনি ছেড়ে যাবে!

[টুক্‌রো ও দেমো ভট্‌চাযকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

আলোক। (স্বগত) এ ব্যাটা ত বেল্লি-কের ধাড়ী, দেখি ওর মিতিন মাসী পেত্নী বেটা কি রকম পাজী! এ ব্যাটা বোধ হয় এ দেশী। দেখি যদি আমার শ্বশুর বাড়ীর সন্ধান পাই। (প্রকাশ্যে) মিতিন মাসী পেত্নী! মিতিন মাসী পেত্নী!

অম্বিকা। (স্বগত) এ ত এক ব্যাটা মাতাল দেখ্‌চি! পেত্নী হ'য়ে ভয় দেখাই, নইলে মাতালের হাতে প'ড়ে ম'ত্তে হবে!

আলোক। মিতিন মাসী পেত্নী!

অম্বিকা। (খোনা স্বরে) কেঁ রেঁ ব্যাটা!

আলোক। (স্বগত) এ ব্যাটা ভট্‌চাযের ওপর বেল্লিক! একটু কারণ ক'র্ব্বে?

অম্বিকা। উঁহুঁ—উঁহুঁক্।

আলোক। একটা খবর দিতে পা'র্ব্বে?

অম্বিকা। উঁহুঁ উঁহুক্!

আলোক। কেরে ব্যাটা বেরসিক পেন্নী! আয় ত এদিকে দেখি! (টানিয়া আনয়ন)

অম্বিকা। তোঁর ঘাঁড় ভাঁঙবোঁ, ছেঁড়েদেঁ। তোঁর ঘাঁড় ভাঁঙবোঁ, ছেঁড়ে দেঁ।

আলোক। খেপেছ, তোমার চাদ বদন না দেখে ছাড়ি!

(হস্ত ধরিয়া মুখ দর্শন)

অম্বিকা। ছাঁড়—ছাঁড়—ছাঁড়।

আলোক। (মুখ দেখিয়া) ওঃ দেলখোস্! এ যেসে না! হয় টুক্‌রো ব্যাটার মাসী, নয় ভট্‌চাযের যমক ভাই আছে!

অম্বিকা। ছাঁড়—ছাঁড়!

আলোক। কেন, ছাড়্‌বো কেন? এই খানে ব'সো, এই টাকা নাও। তুমি ব'ল্‌তে পার, আলোক ব'লে এক ছোঁড়া এখানে কোথাও বে থা ক'রে গিয়েছে কি? তার বাপের টাকা কড়ি ছিল, উড়িয়েছে—আছেও কিছু। যদি ঠিক খবরটা দিতে পার ত আরও কিছু পাও।

অম্বিকা। বলত বল ত, বামুনদের বাড়ী?

আলোক। ঐ আলোক—বামুন। কার বাড়ী বে হয়েছে ব'ল্‌তে পারিনি।

অম্বিকা। বেন্ বাড়ন্ত গড়ন মেয়েটী? চোক্ মুখ নাক কাটা কাটা?

আলোক। হ'লে হান নেই।

অম্বিকা। বছর চোদ্দ পোনের বে ক'রে খবর নেয়নি, কেমন?

আলোক। বরং বেসি।

অম্বিকা। হ'য়েছে!—আমার মনিব বাড়ী।

আলোক। খুব ভাল কথা। আমি সেই আলোকের কাছ থেকে আস্‌চি। আলোক তার পরিবার নিয়ে যাবে। আর যদ্দিন না পাঠান্, আমি সে বামুন বাড়ী থাক্‌ব'। তার পরিবারের যা দরকার টরকার হয় দেবো টেবো। শুনেছি কি তার অসুখ হ'য়েছে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'র্ত্তে হবে।

অম্বিকা। উপদিষ্টি লেগেছে গো উপদিষ্টি লেগেছে!

(করমেতির প্রবেশ)

ঐ দেখ মেয়েটী আপনি আ'স্‌চে। রোজ ভোরের বেলা এসে গো!

আলোক। কই? (স্বগত) আহা! এ কি ভাব! যেন পাগল! গা মাথার কাপড়ের খপ নেই। এ কোথায় যায়? কারুর পাছে কি যায়? কোন ভাগ্যবানকে কি এ চায়?

কর। (আলোকের প্রতি) তুমি এস, এস, দেখ্‌বে এস, দেখ্‌বে এস, এই খানে তারা নেচে ছিল, এই খানে তারা গেয়ে ছিল, এই খানে সে ব'সে ছিল। আমার সঙ্গে দেখা হ'লো না। এই এই দেখ, কোথায় আছে দেখ্‌তে পাচ্চিনি।

অম্বিকা। দেখচ গা ওপর দিষ্টি লেগেচে!

আলোক। তুমি এই নাও, বাড়ীতে খবর দাওগে।

অম্বিকা। তা আবার তোমার সঙ্গে কোথা দেখা হবে?

আলোক। আমিই দেখা ক'র্ব্বো।

অম্বিকা। হ্যা গ্যাখ, শীতকালে একখানি গার কাপড় দিও।

আলোক। এমনি পেন্নীগিরি যদি ক'র্ত্তে পার।

অম্বিকা। তা পা'র্‌বো, তা পার্‌বো।

[প্রস্থান।

আলোক। (স্বগত) কখন না। এ দেবীকে কি পিশাচে স্পর্শ ক'রেছে? আমি হেন লম্পট, আমার স্ত্রী আমায় ডাকৃচে, আর এই আলু থালু রকম, কাছে যেতে সাহস

হ'চ্চে না। কোন্ পিশাচের বাবা, আমার ওপর ছাতি যে এগুবে!

কর। আমি কি দেখচি জান? তুমি তাকে দেখচ কিনা দেখচি। তুমি তাকে দেখতে পা'চ্চ না। এস আমার সঙ্গে এস। দেখ তুমি যদি তারে ধ'ত্তে পার, এই খানেই আছে, আমায় ধরা দেয় না।

আলোক। তুমি কে?

কর। কে তা ঠিক্‌টী জানি নি। কে আমি তাই খুঁজচি।

আলোক। এ ত বাবা কথার মাথা কিছু পাচ্চিনি, পাগল বটে!

কাফি—একতালা।

কর। চকিতে আসবে যাবে একটু থাকে না।
ব'লে কি ক'র্বো বল কথা রাখে না॥
পলকে যায় সে স'রে, রূপে যায় নয়ন ভ'রে,
যাতে মন দেখ্‌ব কি ক'রে,—
মনে আর মন কি থাকে মন তা জানে না॥
জানি ত মনের কথা মন ত ঢাকে না॥
কত সে কয় গো কথা,
কি কথা বুঝ্‌বো কি তা,
অঘোরে কি কই কথা নাইকো তার মাথা
কথা তার যেথা সেথা মানা মানে না।
ব'ল্‌তে হয় বল' ফুটো গায়ে মাখে না॥

আলোক। এ স্বর্গ পৃথিবীতে আছে! আমি স্বর্গ আশায় আগমবাগীশের কথায় নরককে স্বর্গ মনে ক'রেছিলুম। মাত্‌লা-মোর চক্কোর করেছি। যে জিনিস মানুষকে পশু করে, সেই জিনিস নিয়ে স্বর্গে যাব! শাস্ত্রে থাকলেও সে শাস্ত্র আমার মাথার ওপর! আর আমি মদ ছোঁব না, মদ খেয়ে আর পশু হব' না। পশু হ'লে একে দেখতে পাব' না?

কর। তুমি কি ভাব্‌ছ'?

আলোক। আমি কি ভাব্‌ছি আমি বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

কর। আমি কি ভাবি আমিও বুঝ্‌তে পারিনি। তুমি যদি টের পাও কি ভাব্‌চি, আমায় ব'লো। আমি যদি টের পাই কি ভাব্‌চি, তোমায় বল্‌'বো। মিলিয়ে দেখবো তোমার মনের কথা আমার মনের কথা এক কি না।

আলোক। তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে সুজতে পাচ্চিনি! তোমার নাম কি? তোমায় তো একটা নাম ব'লে ডাকে?

কর। ওঃ তুমি এখানকার কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্চো? আমার নাম করমেতি। আমি চ'ল্লুম, তোমায় লজ্জা করে চ'ল্লুম। এখানকার কথা, তোমার কাছে থাকতে নেই। এখান-কার কথা, আমার বে হ'য়েছে, আমার স্বামী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে কথা ক'ইতে নেই। এখানকার কথা বাপের নাম পরশুরাম, মার নাম কৃত্তিকাদেবী, সোয়ামির নাম আলোক। এখানকার বচ্ছরে, চোদ্দ বচ্ছর বে হ'য়েছে, আমার সোয়ামী আমার খবর নেয় না। আর এখানকার কথা কিছু নেই। শুনলে? আর তোমার কাছে থাক্‌বো না। তুমিও আমার কাছে এসো না।

(দূরে গিয়া অবস্থান)

আলোক। সকলই অদ্ভুত! এখান-কার কথা সেখানকার কথা কি বলে!

কর। ইস সব এখনকার কথা হ'য়ে গেল। কি মজা, কি মজা! এক এক বার আমার ভারি হাসি পায়! কেউ জানে না কোথায় ছিলুম, কেউ জানে না কোথায় যাব, আগা শেষ জানে না, মাঝে দিন কতকের জন্যে করমেতি নাম দিয়েছে। আমিও ডাকলে করি "হু"। আচ্ছা এখানে কি হ'চ্চে, এমন সব ক'চ্চে কেন? খেলা ক'চ্চে, খেলা ক'চ্চে! এত খেলেছে যে খেলা কি

সত্যি মনে নেই। আমিও খেলেছি, আমারও মনে নেই।

আলোক। তুমি এখানে ব'সে কি কোচ্চ?

কর। আপনি এখানে এসেচেন? আমি চল্লুম, আপনার কাছে আমার থাকা উচিত নয়। কিছু মনে করবেন না, রীতি এই। বাপ মা গুরুজন, তাঁদের কথা ত ঠেল্‌তে নেই।

আলোক। শোন শোন আমি তোমার শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেছি।

কর। এসে থাকেন, কি বল্‌বেন আমার বাবার কাছে গিয়ে বলুন।

আলোক। তোমার সোয়ামী তোমায় কিছু ব'লেছে।

কর। ব'লে থাকেন আমার বাবাকে ব'ল্‌বেন, বাবা মাকে ব'ল্‌বেন। মা কোন অছিলে ক'রে আমায় শোনাবেন।

আলোক। তা হ'লে আমি জবাব পাবো কি করে?

কর। বাবার মুখেই জবাব পাবেন।

আলোক। আমি খানসামা, আমায় পাবেন পাবেন ক'চ্চ কেন? যা হয় কথা শুনে, যা জবাব দেবে বল না।

কর। না, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া আমার উচিত নয়! কথা ক'য়ে কুকর্ম্ম ক'রেছি।

[প্রস্থান।

আলোক। এ কি! এতে ত একটুও পাগলামো নেই এ কি ঢং ক'ল্লে—না! আমি শুভক্ষণে এদেশে এসেছিলুম এ যদি আমার হয়, এ কি গোলামী করে? কখন না। এ কি মিছে মন যোগায়? কখন না। এ কি দেখানে সেবা করে? না, না, কখন না। ছি ছি আমি পত্নী ফেলে গণিকা নিয়ে ছিলেম। বাবা!, পাপ পুণ্যি কিছু বুঝ্‌তে পাত্তুম না। এখনও যে পারি তাও ব'ল্‌চিনি। কিন্তু পাপের অন্য সাজা থাকুক বা না থাকুক, এই রত্ন বুকে না রেখে ভাঙা কাঁচ বুকে দিয়ে বুক আঁচ্‌ড়েছি। এর যদি ভালবাসা পাই ত ফকির হই। তাতে আপশোষ নেই।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন।

—*—

স্বপ্নস্থান প্রকাশ।

পিলু—যোগ—দাদরা।

স্বপ্ন-পুরুষ ও নারীগণ।

নারী। এলো আর চ'লে গেল ধ'র্‌লে ধরা যায়।
ফুলের মতন চিকণ কায়া মিল্লো ফুলের গায়॥

পুরুষ। ধ'ল্লে ধরা যায়, মিস্‌লো ফুলের গায়,
ধরি ধরি ধ'র্‌তে নারি ফ'র্‌কে চলে যায়,
আয় আয় বুকে রাখি আয়॥

নারী। মাখামাখি চাঁদের কিরণে,
চেয়ে আড় নয়নে ঘোম্‌টা টেনে ঢাকে বদনে,
এসেছে পাখীর গানে তানে নাচে গায়।

পুরুষ। এসেছে পাখীর তানে, বিঁধেছে নয়ন বাণে,
আঁচলে বদন ঢাকে ঈষৎ হাসি তায়॥
উড়ে যায় অম্‌নি বসন,
লাজে হয় রাঙা বদন,
মলয়া অলকা ওড়ায়,
বুকে রাখি আয়।

সকলে। এলে ফের আসতে পারে,
কিরণ মালা গলায় প'রে,
সোহাগ ভরে চায় যদি কেউ পায়॥

স্বপ্ন-সঙ্গিনী। ছি ছি ছি পদ্ম ফেলে মজ্‌লি কি কেতকী ফুলে।
রঙিলা তর্ এ সুরা স্বাদ কি তুমি গেলে ভুলে॥

রসে ভোর আদর ক'রে এস নাগর
ধরি গলা।
মলা নেই খোলা এ প্রাণ জানে না ত
ছুতো ছলা॥
ছি ছি ছি সুধা ফেলে বিষ খেলে কি
পিয়াস মেটে।
ক'রেছ কার কামনা জান না ভুন দেবে
কেটে॥
রসিকা হয় কি যে সে রসিক হ'য়ে তাও
জান না।
পাথরে জল কি ঝরে বোঝালে ত বুঝ্‌
মা'ন না॥
চল হে বিলাস ঘরে হেথা কেন এস
চ'লে।
সাধ ক'রে জ্বে'ল না জ্বালা ছাই হবে
না জ্ব'লে জ্ব'লে॥

আলোক। জ্বলে জ্বলুক, পিশাচিনী দূর্ হও! এ কি স্বপ্ন দেখ্‌লুম না কি! না না স্বপ্ন নয়—সত্য, আমার মনের বিকার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে। এ বিকার কি দূর হবে? হবে—তার সঙ্গে থেকে হবে। সে বিকার-শূন্য দেবীসঙ্গে কখন মনের মলা থাক্‌বে না। আমি কত রাজ পরিচ্ছদ প'রেছি, আমি কত যত্নে সুবেশ ক'রেছি, আজ আমার এবেশের তুল্য আর প্রিয় বেশ হবে না। দিনান্তে যদি দূর থেকে তারে দেখ্‌তে পাই, যদি তার কাছে বুকের রক্ত যায়, যদি তাকে ভেবে দিবা রাত্রি জ্বলি, তবু আমি আপনাকে ভাগ্যবান ভাব'বো। তার ধ্যানে যদি মন পোড়ে, মলা মাটী কেটে গিয়ে মন খাঁটী সোণা হবে। জ্বলবে বটে বুঝ্‌তে পাচ্চি, এই যে জ্বলছে, সে কাছে নেই ব'লে জ্বল্‌ছে। এ জ্বালা আমার স্বর্গ! এ জ্বালা আমি আদর ক'রে বুকে রাখবো। ছি! ছি! পাপ তুমি ঘৃণার জিনিসই বটে! পরকালের ভয়ে ব'ল্‌চি নি, ইহকালে তুমি এ রত্ন থেকে আমায় বঞ্চিত ক'রেছ। পাপ! নরক তোমার সঙ্গে সঙ্গে। আমি এই পথে যাই, স্বর্গের সৌরভ এই পথে—এই পথে সে গিয়েছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পরশুরামের বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যান।

(ব্রাহ্মণবালক বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো! তুমি একবার এদিকে এস ত গা! এস' এস', একটু বাতাস কর।

(করমেতির প্রবেশ)

ব'সো, কাছে ব'সে বাতাস কর।

কর। তুমি কে?

কৃষ্ণ। কোনখানকার কে? এখানকার কথা না সেখানকার কথা?

কর। তুমি কি সেখানকার কথা জান'?

কৃষ্ণ। দাঁড়াও, হাঁপিয়েছি, ব'লচি, বাতাস কর।

কর। আচ্ছা জিরোও।

কৃষ্ণ। ঘেমেছি, মুখ মুছিয়ে দাও। সুধু কি আর হাঁপিয়েছি? ছুটে ছুটে হাঁপিয়ে গেছি। এই ছুটে ছুটে তোমায় দেখতে এলুম।

কর। আমায় দেখ্‌তে এলে কেন?

কৃষ্ণ। অত কেন আমি জানি নি। তোমার একটা মনের কথা ব'লে দিতে পারি। তুমি এক জনকে খোঁজো। তুমি এক জনকে চাও। কেমন, ব'লেচি?

কর। সে কে তুমি জান'?

কৃষ্ণ। জানি, সে শ্যাম। সে তোমায় চায়। এসে না কেন বোল্‌বো? তোমরা সেধে এলে বড় তাড়িয়ে দাও।

কর। না, না, আমি যত্ন ক'রে রাখি।

কৃষ্ণ। সে ঠকে ঠকে আর মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস করে না। তোমরা মাথায় ক'রে এনে পায়ে ক'রে থ্যাঁৎলাও।

কর। ছি, ছি, ছি, অমন কথা বল!

কৃষ্ণ। সে ঠেকে শেখেছে, সে কি কথায় ভোলে। সে কেমন, তোমায় বোলবো?—এই আমার মতন। ঘাসফুল দেখেছ ত? (ঘাসফুল প্রদর্শন) এই ঘাস ফুলের মতন রং। আমায় চূড়ো বাঁধলে যেমন দেখায়, ঠিক তেমনি দেখায়। একটী বাঁশী আছে। বাঁশীটী এমনি ক'রে ধরে, বাজায় কি তা জানো?

রামকেলী—ভরতঙ্গা।

কৃষ্ণ। জয় রাধে শ্রীরাধে।

রাধা নামে আঁকা, শিরে শিখি পাখা,
রাধা বলে বেণু সাধে॥
রাধা প্রেমে ভাসি, রাধা অভিলাষী,
রাধা হৃদয়বাসী,
বাঁধা রাধা রূপ ফাঁদে॥
রাধাময় রাধা প্রাণ,
রাধা নাম সুধা পান,
রাধা প্রেমে বিকায়েছি অভিমান,
রাধা আমারি, রাধা সদা হেরি,
মোহিত মোহিনী ছাঁদে॥

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

কর। এ কোথায় গেল, কোথায় গেল? শ্যাম! শ্যাম! বাঁশী বাজিয়ে অমনি করে নাচে! আমি শ্যামের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ল্লেম। কোথায় গেল, কোথায় গেল?

[করমেতির কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে প্রস্থান।

(পরশুরাম ও আলোকের প্রবেশ)

পরশু। শ্যাম—বেশ নামটী! দেখ শ্যাম আমার সন্দেহ নেই। রাজ বাড়ীতে মোহর দেখালুম, (আলোকের মোহর করা পত্র দেখিয়া) তারা ব'ল্লে এ আলোকেরই সইমোহর।

আলোক। আমি কি আর মিছে কথা কইব'? আমি মিছে কথার মানুষ নই। তবে বাজারটা আসটার দস্তুরি গণ্ডা খানসামার থাকেই।

পরশু। বাবা আমার বাজার হাট ক'ত্তে হবে না। আমি আপনিই আনি।

আলোক। তবে চিংটে মোণ্ডাটা এ পাশ ও পাশ থাকে, একটা বা গালে দিলুম।

পরশু। দেখ ও কায কোরো না, কলসী শুদ্ধ চাল এঁটো হবে।

আলোক। তবে চালের কলসীটে দেখলুম, দুরেক ঢেলে নিলুম, পাইকিরিতে বেচলুম। আমায় মিথ্যা কথার মানুষ পাবেন না।

পরশু। বল কি, তুমি রেক রেক চাল বেচ না কি?

আলোক। একটী বার বাবু এক ভট্‌চায্যির বাসায় সিদে পাটিয়েছিল, রাত হ'য়ে গেল আর ফির্‌তে পাল্লুম না। ভোরের বেলা কলসী দুই চাল মুদীনীকে বেচে রাহাখরচাটা ক'রে ছিলুম।

পরশু। তুমি ক'দিন থাক্‌বে?

আলোক। মাস খানেক থাক্‌ব'।

পরশু। তুমি খাও দাও কেমন?

আলোক। বেশি পারিনি। সকালে উঠে এক পাথর এড়াভাত খেলুম, খেটে খুটে এসে দুটী গরম চাক্‌লুম, আর নেয়ে উঠে রেক দুতিন ঢেলেছ কি না না করেছি।

পরশু। থেমে যা থেমে যা ব্যাটা ডাকাত!

আলোক। তবে পলা দুই ঘি নৈলে

খেতে পারিনি। আর তেষ্টার জ্বালায় যদি দুধের বাটী টাটী কোথাও থাকে ত ভুলে চুমুক দে ফেলি,—সে ভুলে। আমি মিথ্যা কথার মানুষ নই।

পরশু। হাঁড়ির মাছ খাও কি?

আলোক। না, আমি মিথ্যে কথার মানুষ নই। তবে যা ব'ল্লে, কারুর পাতে ভাল মাছটা দেখলে আঁষ্টে গন্ধে গা গুলিয়ে উঠে হুড়ুম ক'রে তার পাতে মুখ দে পড়ি।

পরশু। তুই ভেড়ো কি গিন্নির পাতেও প'ড়্বি নাকি?

আলোক। সে ঝোঁকে—ঝোঁকে! ঝোঁকের কথা কি ব'ল্‌তে পারি বল'।

পরশু। ভাল, জামাতার অভিপ্রায়টা কি? তোমায় পাঠিয়েছেন কেন? এক ঘর বামুনকে বাস্তচ্ছেদ ক'ত্তে?

আলোক। কেন মশাই, এমন কথা বলেন কেন?

পরশু। আর হ'লো বৈকি! চাল বেচ্‌বে, চিনি মোণ্ডা খাবে, দুধের বাটী চুমুক দেবে, পাতে মুখ জুব্‌ড়ে প'ড়বে, আর কি ক'র্ব্বে, ঘরের চাল্‌টে কি কাট্‌বে?

আলোক। না, আমি মিথ্যে কথার মানুষ নই। তবে পেট জ্ব'ল্‌লে, চাল থেকে দু আঁটী খড় টেনে নে চিবুই।

পরশু। সে জ্ব'ল্‌বে—জ্বল্‌বে! আমার চালের খড় থাক্‌বে না।

আলোক। তা আজ থেকেই কাযে লাগি। মাইনে এই খান থেকেই পাব'?

পরশু। দাঁড়া ব্যাটা ভিটে বেচে তোর খোরাক যোগাই! গিন্নির তো খেয়ে দেয়ে কর্ম্ম নেই—এক মেয়ে বিইয়ে রেখেছেন।

আলোক। হাঁ। খোরাকটী যুগিও। আজ থেকে তোমার মেয়ের খবরদারিতে থাকি, চোখে চোখে রাখি?

পরশু। তোর যা খুসি কর্ ব্যাটা, আমি মরিয়া হ'য়েছি!

[পরশুরামের প্রস্থান।

(করমেতির পুনঃ প্রবেশ)

কর। কই কোথা গেল, কোথা গেল! আমি তার কথা শুন্‌বো। তোমার নাম কি? শ্যাম—বেস্ নাম! আমি শ্যামকে খুঁজি, আমি শ্যামকে খুঁজি সে ব'লে গেল—তার নাম শ্যাম। সে ব'লে গেল—সে তার মতন, সে তার মতন, একটু কাল, একটু কাল! চূড়ো মাথায়, হাতে বাঁশী আছে। সে বাঁশী বাজায় আর তেমনি ক'রে নাচে। বাঁশী গান করে আর বলে আহা! তুমি বল্‌তে পার কোথায় তারে খুঁজে পাবো? তার দেখা পেলে ব'লো ভয় নেই, আমি তারে অযত্ন কর্ব্বো না, আমি তারে অযত্ন কর্ব্বো না।

আলোক। তোমার শ্যাম কে আমায় ব'ল্‌তে পার?

কর। আমি জানি নি, আমি জানি নি। সে ব'লে গেল, সে ব'লে গেল! সে শ্যাম, সে শ্যাম, সে ভয়ে দেখা দেয় না! অযত্নর ভয়ে দেখা দেয় না! খুঁজে দেখ, খুঁজে দেখ, খুঁজে যদি দেখা পাও ত তোমার প্রাণ জুড়োবে!

আলোক। না, তোমার শ্যাম যে হোক তাকে দেখে আমার প্রাণ জুড়োবে না! আমার প্রাণ জুড়োয় তোমায় দেখে। তুমি শ্যামের জন্যে পাগল, আমি তোমার জন্যে পাগল। তুমি শ্যামের পিছনে ফির্‌বে, আমি তোমার পিছনে ফির্‌ব'। তোমার শ্যাম হয় হোক, আমার কিন্তু তুমি!

কর। তুমি কি ব'ল্‌চো—তোমার আমি? আমি কি তোমার শ্যাম? শ্যামের যদি শ্যাম থাক্‌তো, আমি শ্যামকে খুঁজে

দিতুম। আমি যদি তোমার শ্যাম, আমার শ্যামকে খুঁজে দাও?

আলোক। আমি আগে তোমায় চিনি, তার পর তোমার শ্যামকে চিন্‌বো, তার পর তারে খুঁজে এনে দেব। তুমি কি ভাবে থাক? এখানকার কথা, সেখানকার কথা কি বল? আমায় তুমি বল, আমি তোমার কাছে শিখি, তুমি কোথাকার?—এখানকার না সেখানকার? আমি কোথাকার?—এখানকার না সেখানকার? শ্যাম কোথাকার?—এখানকার না সেখানকার?

কর। জানি নি।

আলোক। জান না! তুমি উন্মত্ত হ'য়ে থাক' আর জানো না!

কর। না, জানি নি, আমি চল্লুম।

আলোক। না যেও না, দাঁড়াও, তোমায় দেখি! এই আকাশের নিচে, এই গাছের তলায়, তোমায় দেখি! এই তরু তলার মাঝখানে, অলঙ্কারবিহীনা তোমার সরল প্রতিমা দেখি! যেও না, আমায় বঞ্চিত কোরো না, আমায় বঞ্চিত ক'রে তুমি শ্যামের দেখা পাবে না।

কর। কি আমি শ্যামের দেখা পাব' না? সে কোথায় থাক্‌বে!

আলোক। কি আমি তোমায় দেখ্‌তে পা'ব না? তুমি কোথায় যাবে?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—oo—

গ্রাম্যপথ।

টুক্‌রো ও আগমবাগীশ।

টুক্‌রো। আমি ঠিক ব'লে দিচ্ছি, তুমি নাও না, ও আমার মাসির মনিবের মেয়ে।

আগম। তাকে দেখ্‌লে কি ক'রে?

টুক্‌রো। আরে সেই মেয়েটার ত ওপর দিষ্টি হ'য়েছে! সে যে সেখানে যেখানে ঘুরে বেড়ায়।

আগম। কোন ছোঁড়া ফোঁড়ার কাছে যায় বুঝি?

টুক্‌রো। না, সে ধেতের মানুষ নয়। কি একটা দিষ্টি ফিষ্টি আছে।

আগম। আছেই আছে, সন্ধান রাখিস্।

টুক্‌রো। ঐ দেখ আস্‌ছে। নাগর একটু ঝিমিয়ে প'ড়েছে। কি বুলি ঝাড়্‌বি ঝাড়।

আগম। আমি যা যা ব'ল্‌বো তুই সায় দিয়ে যাস্।

টুক্‌রো। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, আমায় কি শিক্ষানবিস পেলি যে শেখাতে এলি।

(আলোকের প্রবেশ)

আলো। না না, এত সয় না! এত সইব কেন? একবার দেখ্‌বো, তাতেও গুমোর! এত সয় না! দেশে চ'লে যাই। না দেখি নেই দেখ্‌বো, কি আর হবে ম'রে ত যাব না! কথা যে কয় না, তা হ'লে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'ত্তুম! পাগল নয়, ও অমন করে! লোককে জ্বালাবার জন্য করে! এক একবার কিন্তু দেবী মনে হয়। আচ্ছা কেন? আমি দূর থেকে দেখি, এতে আর অসুখ কি? বুঝেছি—আমি কুচরিত্র! আমার অপবিত্র দৃষ্টি! কোথায় পবিত্রতা পাব', কোথায় পবিত্রতা পাব'? সে রত্ন ফেলে দিয়েছি, আর কি আমি পাব'?

আগম। বাবা, এমন নইলে পছন্দ!

টুক্‌রো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আগম। এই মেয়ে মানুষের জন্যেই ত আলোককে বিদেশে আমি আনি।

টুক্‌রো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আগম। তোরে বলিনি?

টুক্‌রো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আগম। আলোক যেমন চায় তেমনিটী।

টুকরো। তা বটে ত, তা বটে ত!

আলোক। এত তাচ্ছিল্য সয় না, এ বড় যন্ত্রণা! যাই দেশে ফিরে যাই, হেথায় আর কি ক'র্ব্বো! অনেক কথা ভুলে গিয়েছি, এত ভুলে যাব। ভুলে গেলে কিন্তু একটী সুন্দর ছবি ভুলে যাব, পরম সুন্দর— ধ্যানের ছবি! কি বড় যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা! আমি পরিচয় দি, আমি তার স্বামী। তা হ'লে ত দেখা ক'র্ত্তে দোষ থাক্‌বে না? তা হ'লে ত কথা কইতে দোষ থাক্‌বে না? না না না, পরিচয় দেব না। জোর ক'র্ব্বো না। আমায় ইচ্ছে ক'রে দেখা দেয়, তবেই দেখ্‌বো। ইচ্ছে ক'রে কথা কয়, তবেই কথা কব'। স্বামী হ'য়ে জোর ক'র্ব্বো না। বুঝ্‌তে পার্ব্বো না, ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় এসেছে? কি ভাব আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি! ও কাকে খোঁজে, কাকে চায়? পাগল নয়, সহজ নয়! এ কি, এ ভাব এত মিষ্টি কেন? কি হে ভট্‌চায যে! এখানে কেন?

টুকরো। খানসামা মাসী তোমায় ঝাঁড় ফোঁক ক'র্ত্তে হবে, তোমায় দিষ্টি দিয়েছে!

আলোক। ভট্‌চায! বলতে পার পরশু-রাম ব'লে কে রাজার পুরুত আছে?

আগম। হ্যাঁ হ্যাঁ, তার একটা মেয়ে আছে।

আলোক। আছে।

আগম। তারে তুমি চাও।

আলোক। না সত্যি না। তুমি তারে দেখে ব'ল্‌তে পার, তার কি হয়েছে? সে এক রকম হয়ে বেড়ায় কেন?

আগম। তার একটা ছোঁড়া আছে।

আলোক। না না, তুমি কার কথা ব'লুচ? তুমি তারে দেখ নি। ঐ আস্‌চে দেখ।

(করমেতির প্রবেশ)

মল্লার—লোফা।

কর। নই ত তার মনের মত।
মন শোনে না, বুঝ্‌ মানে না,
লাঞ্ছনা তায় দিই কত॥
পোড়া মন সদাই যেতে চায়,
তারি কথা তোলা পাড়া থাকে সেই কথায়,
কত যে জ্বালায়,
পোড়া মন মান অপমান মাখে না ত গায়,
জ্বালার সোহাগ জ্বেলে দিয়ে জ্ব'লে জ্ব'লে
সয় কত।
ছি ছি ছি মন জানে এত॥

কর। আচ্ছা, তোমাদের মন কেমন, বোঝালে বোঝে?

আলোক। না।

কর। তবে কি কর?

আলোক। যখন বোঝে না, তার কি ক'র্ব্বো!

কর। সত্যি। তুমি আমার জ্বালা বোঝ'?

আলোক। তুমি আমার জ্বালা বোঝ কি?

কর। না। তোমার কি জ্বালা?

আলোক। তুমি আমায় কাছে থাক্‌তে দাও না, তুমি আমায় তাড়িয়ে দাও, তুমি আমার সঙ্গে কথা কও না!

কর। সত্যি, আমি জানি নি। আমি আপনাতে আপনি থাকিনি, জানবো কি? তুমি কিছু মনে ক'রো না। আমি কি করি, জানি নি। এই দেখ আমি বিভোর হ'য়ে আছি। কি করি, তা জানি নি। সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই। এত কথা হ'ল সব ভুলে যা'ব। সব ভুলে যাই, সব ভুলে যাই।

আলোক। কিন্তু আমি তোমায় ভুলি নি। দিনে রেতে ভুলি নি; তোমার কথা

নিয়ে থাকি, এত যন্ত্রণা, তবু তোমার কথা নিয়ে থাকি।

কর। আমি জানিনি। কি ক'রে জান্‌বো বল', আমাতে আমি থাকিনি! তুমি কিছু মনে ক'রো না, তুমি কিছু মনে ক'রো না, আমি অঘোর হ'য়ে আছি।

[করমেতির প্রস্থান।

আলোক। স্বপ্নের মত চ'লে গেল। এ কি অবস্থা, এত পরাধীন অবস্থা কেন? এ ত কিছু না, ভোলাই ভাল, ওঃ!

আগম। রুগীও দেখেছি, ওষুধও জানি।

আলোক। এ কি রোগ?

টুকরো। বিষম রোগ, ছোঁড়া পাওয়া রোগ।

আলোক। চোপ্।

আগম। এ রোগের ওষুধ হ'চ্চে টাকা।

আলোক। কি রোগ, কি রোগ? যত টাকা লাগে নাও।

আগম। কিছু খরচ ক'রে বৈঠকখানায় নিয়ে আসুন, চক্ষের ওপর কি রোগ দেখ্‌তে পাবেন। ওর শিগ্‌গির নেশাটা ধরে। নেশার ঝোঁকে ঐ রকম নাচে গায়,—ফুর্ত্তি এসে কি না?

আলোক। দেখ্ ভট্‌চায তুই এ কথা নিয়ে যদি ঠাট্টা ক'র্ব্বি, তোর আর মুখ দর্শন ক'র্ব্বো না।

আগম। আরে শুনুন মসাই! ওর আমি হাট হদ্দ জানি, ওর সঙ্গে আমি চক্কোর ক'রেছি।

আলোক। পাজি তোর জিব ছিঁড়ে ফেলে দেব!

আগম সে আর বৎসর,—এর অপেক্ষা যুবতী ছিল।

আলোক। ভট্‌চায, তুই বুঝতে পাচ্ছিস্ নি! তুই আর কার সঙ্গে চক্কোর ক'রে-ছিস। এ সে নয়, এ দেবী!

আগম। বাজি ফেল্‌বে? তোমার বৈটক-খানায় আনি।

আলোক। দ্যাখ মিছে কথা ক'ইবি তোর টুঁটি টিপে মেরে ফেল্‌ব'।

আগম। অমন ক'রে টেপাটিপি কর ত ও দেবী, তুমি যা বল' তাই।

আলোক। তুই প্রমাণ দিতে পারিস্?

আগম। বৈঠকখানায় বসিয়ে।

আলোক। যদি না পারিস তোরে খুন ক'র্ব্বো! ব্রহ্মহত্যা মান্‌ব' না! তুই অমন পবিত্র স্ত্রীর কলঙ্ক ক'চ্চিস?

আগম। আর যদি পারি?

আলোক আমি তোরে শিলমোহর দেব, তুই যা খুসি লিখেনিস। যা, তুই আমার সাম্‌নে থেকে যা। যা, আমি কোন কথা শুন্‌তে চাচ্চিনি। আমি প্রমাণ চাই, এখন দূর হ!

[আগম ও টুকরোর প্রস্থান।

আলোক। কখন না, কখন না, কখন সম্ভব না! যদি হয়, তা হ'লে এ পৃথিবীতে থাক্‌তে নেই। যেখানে এত সুন্দর বস্তু এত অপবিত্র সে নরকের চেয়ে ঘৃণার জায়গা! হেথা সুন্দর নাই, হেথায় বাস ক'র্ত্তে নাই? নেই!—এ চাক্ষুষ দেবী মূর্ত্তি! আগমবাগীশ মাতাল, মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর!

(করমেতির প্রবেশ)

তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আমি তোমার শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছি, তোমার সোয়া-মির কাছ থেকে এসেছি। আমার সামনে তুমি আস্‌তে চাও না, আর একলা তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াও এ কি রকম?

কর। তাই ত, আমার কি হ'লো! আমি কেন এসেছি বল দেখি, আমি কেন এয়েছি? কে জানে, তাই ত!

আলোক। তুমি আমার কথা উড়িয়ে দিচ্চ কেন? তুমি কাকে খোঁজ?

কর। শ্যামকে।

আলোক। কে সে?

কর। শ্যাম।

আলোক। কেন খুঁজ্‌চো?

কর। তাকে ভালবাসি।

আলোক। এ কি ভাল?

কর। তা জানি নি। ভাল হয় ভাল, মন্দ হয় সেও আমার ভাল। সেই ভাল, তার সব ভাল, তার ভালয় আমি ভাল, তার ভালবাসা ভাল, তারে আমি ভালবাসি।

আলোক। তোমায় যদি কেউ ভাল বাসে?

কর। ভাল।

আলোক। তুমি তারে ভালবাস?

কর। আমি শ্যামকে ভালবাসি তাই জানি, আর কাকে ভালবাসি কি না জানি নি।

আলোক। আমি তোমায় ভালবাসি।

কর। যদি ভালবাস, এখানে আর এস' না। আমার সঙ্গে কথা ক' না, আমার সঙ্গে দেখা ক'রো না। কেন দুঃখ পাবে! ভালবাসা বড় দুঃখ, আমি জেনে শুনে মানা ক'চ্চি। আর যদি দুঃখের সাধ থাকে, যদি পাগল হ'তে সাধ থাকে, যদি পরের হ'তে সাধ থাকে, লাঞ্ছনার যদি সাধ থাকে, অপমানের যদি সাধ থাকে, ভালবেস', ভালবেস', যত দুঃখ চাও পাবে, যত দুঃখ চাও পাবে, এ দুঃখের বিরাম নেই, দিন রাত দুঃখে কেটে যাবে!

আলোক। তোমার কলঙ্কে ভয় নেই?

কর। ভালবেসে দেখ কেমন কলঙ্কের ভয় কর। ওমা ছি ছি ছি তুমি আমার শ্বশুর বাড়ীর লোক, তোমারপ সাম্‌নে বেরুলুম! আর বেরুব না, ঘরে চল্লুম।

[করমেতির প্রস্থান।

আলোক। এ কারে ভালবাসে?—সে শ্যাম কে? সে যদি ওর হয় আমি তাকে যথাসর্ব্বস্ব দি। ওকে সুখী দেখে বিবাগী হ'য়ে যাই। কেন, বিবাগী হব কার জন্যে? এই যে এত দিন ওকে দেখিনি আমার কি দিন কাটতো না!

(অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বিকা। এই আপনাকে খুঁজছিলুম যা সেদিন কিছু দিয়ে ছিলে, তা চোরের পেট ভরালুম গো চোরের পেট ভরালুম!

আলোক। বটে বটে, কিছু চাও?

অম্বিকা। তোমার ধর্ম্ম, আমি কি ব'লবো।

আলোক। আচ্ছা সত্যি কথা কও; তোমার দিদি ঠাক্‌রুণের কি হ'য়েছে?

অম্বিকা। ব'লেছি ত, ওপর দিষ্টি হ'য়েছে।

আলোক। না, আমি যা যা জিজ্ঞাসা করি সত্যি বল, তা নইলে আমি টাকা দেব না। ও কারুকে ভালবেসে কি না বল?

অম্বিকা। বাসে। দাও আমার বাজার ক'ত্তে হ'বে।

আলোক। শ্যামকে ভালবাসে?

অম্বিকা। বাসে। আমার বেলা হ'চ্চে।

আলোক। কারুর বাড়ী যায়?

অম্বিকা। হাঁ যায়, রাজাদের বাড়ী যায়। এখন তুমি কিছু দাও, সন্ধ্যা বেলা তোমার সব কথা সায় দিয়ে ব'লবো।

আলোক। কারণ করে?

অম্বিকা। হ্যাঁ।

আলোক। আর বচ্ছর আগমবাগীশের কাছে গিয়েছিল?

অম্বিকা। হ্যাঁ।

আলোক। আমি এর জন্যে এত করি! দূর হ'ক ওকেত ত্যাগ ক'রেইছি! আমা হ'তেই এর দুর্দ্দশা হ'য়েছে! আমি আপনার স্ত্রী কেন বাড়ী নিয়ে রাখিনি! একবার দেখা ক'রে পরিচয় দিয়ে ব'লে যাব'—যে তোমার

সব ঠাট্ আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। না, বিশ্বাস হ'চ্চে না, আমি চোখে দেখে তবে মানব'। ম.গী তুই টাকার লোভে মিছে কথা ক'ইলি?

অম্বিকা। হ্যাঁ।

আলোক। হ্যাঁ, পাজী! দূর হ'ক স্ত্রী হত্যা হবে।

[আলোকের প্রস্থান।

অম্বিকা। অ টুক্‌রো টুক্‌রো আয় ত। ধর্ ত ব্যাটাকে ঝেঁটিয়ে ওর খানসামাগিরি বার ক'রে দি।

(টুক্‌রোর প্রবেশ)

টুক্‌রো। ঝাঁটাস্ এখন। এই একটা টাকা নে, তোর মনিবের মেয়ের ঘরে আজ আমায় সন্ধ্যার সময় নিয়ে যাবি।

অম্বিকা। আ মর্ তুই সেথা কি ক'র্ব্বি। সে বামুনের ঘর, মনে ক'রেছ সোনা দানা পাবে? তার ষো নেই।

টুক্‌রো। সে জানি রে জানি।

অম্বিকা। না, আমি তোমায় সেখানে নিয়ে, যেতে পার্ব্বো না।

টুক্‌রো। তোর বাবা নিয়ে যাবে! এই ফের নে তোর বাবা, আর এই তোর কুড়িটে বাবা হাতে রৈল। ভুলিয়ে যদি আমাদের বাসায় নিয়ে যেতে পারিস, যা খরচ হয়! যদি পারিস্ তো আমাদের বরাত ফিরে গেল। ঠিক ক'রে খিড়কী দরজাটী খুলে দাঁড়িয়ে থাক্‌বি, আমি গেলে পথ দেখিয়ে দিবি। সে সময় শুনেছি বামুন যায় রাজ-বাড়ীতে, আর গিন্নি যায় কথা শুন্‌তে।

অম্বিকা। হ্যাঁরে হ্যাঁরে এত টাকা কোথা পেলি, এত টাকা কোথা পেলি? চণ্ড-গিরিতে এত রোজগার চণ্ডগিরিতে এত রোজগার! বাবা তোর ভট্‌চাষকে বলিস্ আমি পেত্নী হব'।

টুক্‌রো। বেটীর সব ছিষ্টিছাড়া! যখন পেত্নী হ'তে বল্লুম, তখন ব'ল্লে বাবা পার্ব্বো না। এখন আর এক কায দিচ্চি, বেটী ব'ল্লে পেত্নী হব! যা, যে কাযে পাঠালুম যা; যদি বাসায় নিয়ে আসিস্ তা হ'লে ত বরাত ফির্‌লো।

অম্বিকা। ওরে এ কাজ কখন করিনি রে! আমার বুক কাঁপ্‌চে!

টুক্‌রো। বেটীর বুক কাঁপ্‌চে! একটা কাযের মতন কাজ পেলি বাপের সঙ্গে ব'ন্তে যা।

[টুক্‌রোর প্রস্থান।

অম্বিকা। টুক্‌রো ব্যাটা আমার মাথা ঘুরিয়ে দিলে! আমর্ পোড়ারমুখো, একায কি কখন আমি করেছি! আমার বুক ঠাঁই ঠাঁই কাঁপ্‌চে! কুড়িটে টাকা কি দেবে, অদ্ধেক নেবে! এই মাথা কাটা কাযে হাত দেব!—ওমা ওর থেকে আবার ওঁকে দিতে হবে! দেখি না দেখি না ব্যাটার কদ্দূর বাড়!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

উপবন।

রাধিকা ও করমেতি।

কানেড়ামিশ্র—একতালা।

রাধিকা। ছি ছি ছি বলিস্ তখন শ্যামকে
যদি চাই।
জল তোলা ছল ক'রে তাকে দেখ্‌তে কি
আর যাই॥
নিয়ে মালতির ডালা, আর কি লো সই
গাঁথি মালা,
ফুরোল' বনফুল তোলা;
শিখেছি ঠেকে দেখে, সামলেছি সই তাই।
কুল মান আর কি লো হারাই॥

কর। কেন গা কেন গা, তুমি শ্যামকে চাও না কেন?

রাধা। ছি ছি অমন কি আর হয়, ওর সঙ্গে কেউ কথা কয়! তুমি ভাব্‌চো তোমার? এক তিল তোমার নয়!

কর। তুমি শ্যামকে দেখেছ?

রাধা। দেখিনি আর! তার কাছে থেকে ঠেকে শিখে তোমায় ব'ল্‌চি।

কর। আমায় একবার দেখাবে?

রাধা। কেন তোমায় মজাব! তারে দেখ্‌লে আর ঘরে ফির্‌তে মন যাবে না। সে তোমায় পথের ভিখারী ক'র্‌বে, যেমন আমায় ক'রেছে। সয় স'ক্ আমার সইলো, আর কারুর না সয়!

কর। তুমি দেখাও। আমি তারে একবার দেখি! তারে না দেখে যে জ্বালা, দেখলে এর চেয়ে কি জ্বালা—হয় হোক তাও সইব'। তুমি আমায় দেখাও, নয় ব'লে দাও কোথায় আছে। আমি তবে দেখ্‌ব' আমার বড় সাধ! তুমি বঞ্চনা ক'র না। আমার না হয় নাই হবে, আমি জান্‌ব' আমার। সে আমার, আমি শতেক জ্বালায় তারে আমার ব'ল্‌তে ছাড়ব' না। তুমি ব'লে দাও তারে কোথায় পাব।

রাধা। তুমি ম'জ্‌বে, ম'জ্‌বে ম'জ্‌বে! দেখে ম'জ্‌বে, বাঁশী শুনে ম'জ্‌বে, তার নূপুরের ধ্বনিতে ম'জ্‌বে, তার চূড়োতে ম'জ্‌বে তার ত্রিভঙ্গিম ঠামে ম'জ্‌বে। তার ঈষৎ হাসি মনে দাগা দেবে। বড় দাগা পাবে! আমি বড় দাগা পেয়ে ব'লচি, আমি ঠেকে শিখে ব'ল্‌চি।

কর। তুমি ভাব্‌চো আমি ম'জ্‌তে ভয় কর্‌ব্বো। আমার কি ম'জ্‌তে বাকি আছে! শ্যাম নামে কি মজিনি! আমার কি দাগার বাকি আছে! আমি শ্যামকে দেখিনি। আমি মজেছি আর মজ্‌'ব কি?

রাধা। তুমি শ্যাম নিয়ে অত মাখামাখি ক'রো না। দাগার কথা কি তোমায় বল্‌বো—আমারই সয়েছে! শ্যামকে দেখেছি, শ্যাম ডেকেছে, শ্যামের কাছে বসেছি, শ্যাম বলেছে আমি তোমার, তার পর এক'শ বচ্ছর কাঁদিয়েছে! এক'শ বচ্ছর দিনরাত কেঁদেছি!—তার দেখা পাই নি। দূতি পাঠিয়েছি, তবুও এসেনি। বল দিকি কি দাগা কি দাগা!

কর। তুমি এক'শ ব চ্ছর কেঁদেছ?

রাধা। সে কাঁদিয়েছে, কাঁদব না!

কর। তুমি আমার সঙ্গে তামাসা ক'চ্চ!

রাধা। দেখ্‌ ছুঁড়ীকে ভাল কতা বল্লুম, বলে তামাসা ক'চ্চ!

কর। তুমি হদ্দ আমার বয়সী হও, তুমি একশ ব'চ্ছর কাঁদলে কি ক'রে!

রাধা। কেঁদেছি আর কাঁদলুম কি ক'রে! অজ্ঞান হয়েই থাক্‌তুম। জ্ঞান হলে বলতুম, শ্যাম তুমি কি এত কঠিন! শ্যামের এ ব্যাভার কি ভুলব! আমার মতন কেঁদে বেড়ায় তবে তার শোধ যায়!

কর। ব'লো না ব'লো না, শ্যাম কেঁদে বেড়াবে একথা ব'লো না।

রাধা। রাখ্‌ ছুঁড়ী তোর রস রাখ্‌ দেখিস এখন, তোর শ্যাম দোরে দোরে কেঁদে বেড়াবে, জয় রাধা ব'লে কেঁদে বেড়াবে!

[প্রস্থান।

কর। এ কি পাগল?—পাগল। যখন শ্যামনাম নিয়েছে, তখন পাগলের আর বাকি কি! শ্যামকে দেখেছে, শ্যামের কাছে বসেছে, শ্যাম বলেছে আমি তোমার, ওতে কি আর ও আছে! ও মিছে বলেনি, ও মিছে বলেনি—ও শ্যাম হারা হয়েছে, ওর পলকে প্রলয় জ্ঞান হ'য়েছে। এই যে আমার মনে হচ্ছে কত হাজার বচ্ছর শ্যামকে খুঁজছি

পাইনি। শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম তোমার দেখা পেলেম না, তোমার নাম নিয়েই থাকি!

(টুক্‌রোর প্রবেশ)

টুক্‌রো। তা থাক।

কর। তুমি কি আবার ফিরে এয়েছ? তুমি একবার শ্যাম শ্যাম বল। তোমার মুখে শ্যাম নাম বড় মিষ্টি! কৈ বল্লে না, আবার কি চলে গেলে?

টুক্‌রো। চলে কোঁতা যাঁবো?—আঁমি ফুঁল বাঁগানেই থাঁকি।

কর। কে তুমি?

টুক্‌রো। দাঁড়াও ঠাঁউরে বঁলি। (স্বগত) ঐ আলো নিয়ে কে আসচে। (প্রকাশ্যে) মাসী পালাবার পথ কোন দিকে? বরকন্দাজ নিয়ে ঐ যে তোর মনিব আসচে!

(দুইজন বরকন্দাজ ও পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! চুরি ক'ত্তে এসেছ?

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! কি তোর নশ' পঞ্চাশ নিলুম?

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! তুমি এখানে এসেছ কেন?

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! আমি তোমায় বলব কেন?

পরশু। তবে রে বেটা তবে রে বেটা! বাঁধো বরকন্দাজ বাঁ'ধ।

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! বাঁধবি ত বাঁধ্।

পরশু। তবে রে বেটা, তবে রে বেধা! পালাবে?

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা! পথ আটকেছিস্, পালা'ব কোথা?

পরশু। তবে রে বেটা তবে রে বেটা!

টুক্‌রো। তবে রে বেটা, তবে রে বেটা!

বরক। ওগো তোমায় চল্‌তে হ'বে যে!

টুক্‌রো। হ্যাঁ গো নিয়ে চল না!

বরক। এই চল (গুঁতো দেওন)

টুক্‌রো। এই চলি, তুমি দু'ট কান ম'ল।

বরক। তোমার যে বড় শিরকুটী!

টুক্‌রো। তোমার যে গরম চাঁটী!

বরক। তোমার বদমাইসীটে দেখচি জবর!

টুক্‌রো। তোমার কিলেরও খুব জোর।

কর। বাবা মাবা ওকে মারছে কেন? ওকে ছেড়ে দাও বাবা।

পরশু। বটে, ছেড়ে দেব, চোরে সর্ব্বনাশ ক'র্ব্বে!

টুক্‌রো। বামুন দ্যাখ, বাঁধিয়ে দিবি দে, সর্ব্বনাশ কর্‌বো বলিস নি! ব্যাটা দুটো ছেলের কল্‌সী বসিয়ে লাক টাকার সরগরম ক'ল্লে! ছ্যাঁচরা ব্যাটা, বাড়ীতে পা না দিতে দিতেই বরকন্দাজ ডেকেচে! ব্যাটা দুটো কল্‌সী সামলাচ্চে! আর সোমত্ত মেয়ে যে শ্যামের পেছনে ঘোরে, তা ব্যাটা দেখে না!

পরশু। তুই কেরে ব্যাটা কেরে!

টুক্‌রো। চল না, কোতোয়ালীতে নিয়ে চল না, সেই খানে ব'লব'।

পরশু। কি ব'লবি রে ব্যাটা, কি ব'লবি?

টুক্‌রো। দেখবি ব্যাটা তখন দেখবি!

পরশু। দ্যাখ বরকন্দাজ, ব্যাটা কি বলতে কি বলবে তুমি ওকে ছেড়ে দাও।

বরক। আমরা ধরলে ছাড়িনি।

টুক্‌রো। আহা ছাড় বৈকি! (উভয় বরকন্দাজের হস্তে টাকা প্রদান)

বরক। তবে ছাড়ি ঠাকুর, যদি তুমি বল।

পরশু। দাও ছেড়ে। হ্যা দেখ পাজী ব্যাটা তুই যদি দোরে চাট্টে টাকা ফেলেও যাস, তাও আমি ছুঁইনি, আমি এমন বামুন নই!

টুক্‌রো। দ্যাখ্, পাজী ব্যাটা, আমার

চাট্টে টাকা মাটীও হয় তো এইখানে আমি ফেল্লম ! এমন চোর আমি নই !

কর। আহা তুমি বড় মার খেয়েছ, একটু জল এনে দেব খাবে ?

টুক্‌রো। না না, তোমার মাতার ফুলটী আমায় দেবে ?

কর। এই নাও (ফুল প্রদান)

[করমেতির প্রস্থান।

বরক। ভাই, আবার ত দেখা শুনা হবে?

টুক্‌রো। আমি ত তোমাদের ভুলবো না, তবে তোমরা আমায় ভুলে যদি থাক।

[বরকন্দাজ দ্বয়ের প্রস্থান।

টুক্‌রো। ঠাকুর চল্লম ! আবার আস্‌ব' টাসব' কি ?

পরশু। আসিস্ আস্‌বি, যদি ফুলবাগান পেরিয়ে ভিটেয় পা দিবি, দেখ্‌বি।

[পরশুরামের প্রস্থান।

টুক্‌রো। মাসী বেটী থাক্‌লে কাযটা ছর্‌কট্ হ'ত।

(অম্বিকার পুনঃপ্রবেশ)

অম্বিকা। তবে রে আঁটকুড়ির ছেলে, আমায় এই মাথাকাটা কাযে এনে মজান ! আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে যাচ্চে !

টুক্‌রো। দুট' টাকা ধার দে কাঁদ্দে ব'স দিকি। আজকে সব খরচ হ'য়ে গিয়েছে, পথে দরকার আছে।

অম্বিকা। আর দুট' টাকা দিবি ত দে, নইলে মাথাকাটা কাযে থাক্‌ব' !

টুক্‌রো। ধার দুট' টাকা দিবি ত দে, নইলে বরকন্দাজ ধরাব'।

অম্বিকা। ওমা, ব্যাটা বলে কি গো !

টুক্‌রো। ওরে যখন একবার তোকে কাযে নাবিয়েছি, তখন আর কি ফির্‌তে পারিস ? বরকন্দাজকে বোলব' এই বেটী আমায় পথ দেখিয়েছে। যা চুরি হ'ত' ওর সঙ্গে আধাআধী বখ্‌রা। আমি হাতে থুতু দিয়েছি, এঁটো হাতে আমায় ধ'ত্তো না, আর সেই হাতে তোর নাক চুল উপড়ে আন্‌তো।

অম্বিকা। ওমা আমি কোথা যাব', ওমা আমি কোথা যাব' ! ওমা কি খুনের হাতে পড়লুম গো, ওমা আমি কি খুনের হাতে পড়লুম গো !

টুক্‌রো। নে বেটী, হাসন্ হোসন্ করিস তখন ! চল দরকার আছে, দুট' টাকা দিবি। তা দেখ, বেইমানি ক'র্কো না। কায তোকে ক'ত্তেই হবে, তবে বিশ্বাস ক'রে কর্। এই যে চোরের দলে ছিলুম, কেউ বোল্‌তে পারে, যে এক পয়সা বখ্‌রা ছাপিয়েছি !

অম্বিকা। তা চ, দুটো টাকা দিয়েছিলি, আমি নাকের ওপর ফেলে দিচ্চি, আমি তেমন বাপের বেটী নই ! কিন্তু কাযে বাছা আমায় পাচ্চো না, পাচ্চো না, পাচ্চো না ! আমার রাগ বড়—হ্যাঁ !

টুক্‌রো। আমারও রাগ বড়—হ্যাঁ ! কাযে বাছা তোমায় পাচ্চি, পাচ্চি, পাচ্চি ! তুই যাবি কোথা বল্ দেখি ? বরকন্দাজ না ধরিয়ে দি, বামুনকে বোল্‌বো—বামুনঠাকুর ও বেটী তোমার মেয়ে বার করবার দুতী ! আমিই হাতে ক'রে টাকা দিয়েছি। রাজার পুরুত, কি দাঁড়িয়ে বল দিকি ! কাজে যখন হাত দিয়েছিস, আর যাবি কোথা? তা চল্, দ্বিপী গয়লানীর নাতনীকে দুটাকা বায়না দিয়ে রাখ্‌বি। একে যদি না বাগাতে পারিস, সে একটিনী খাট্‌বে। তুই টাকার জন্যে ভাবিস্ নি।

অম্বিকা। আমার ধর্ম্ম আমি রাখ্‌বো, এখন তোমার ধর্ম্ম তোমার ঠেঙে !

টুক্‌রো। ওরে বেটী আমাদের ভেতর সাদাসিদে কথা, ধর্ম্ম টর্ম্ম নেই ! ও প্যাঁচের

কথা চ'লবে না। থাক্‌তে থাক্‌তেই ক্রমে জানতে পার্ব্বি। সাদাকথা বলি, তুনিয়ার লোকের মতন প্যাঁচোয়া কথা আমরা জানি নি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

আগমবাগীশের গৃহ।

আগমবাগীশ ও দেমো।

আগম। দামু!

দেমো। আঁজ্ঞে।

আগম। আজ বাপু একটু নেশা হবে।

দেমো। সে ভয় ক'রো না, সে ভয় করো না। আমরা হুঁসে থাকবো, তোমায় পুকুরে নে ফেলবো।

আগম। ঐটী বাবা মাপ ক'ত্তে হবে! সে দিন পেঁকো পুকুরের জলে নেবে আমার ঠাণ্ডী হ'য়েছিল, আজও গা গতরের ব্যথা সারেনি।

দেমো। সে ভয় ক'রো না, সে পেঁকো জলে নয়, সে গোটা তুই কিলিয়ে ছিলুম।

আগম। কফে টিকির গোড়ায় ব্যাথা!

দেমো। সে হবেই ত। টিকি ধরে তেশূন্যে নিয়ে ফেলেছিলুম।

আগম। বাবা দামু ঐ পালাটা মাপ দিও, আজ বড়ই নেশা হ'বে!

দেমো। তা আসুক, টুক্‌রো দাদা আসুক, সে কি রকম আমোদ ক'ত্তে চায় দেখি! যদি পুকুরে না চোবাতে পায়, সে বোধ করি আজ গয়লাদের গোবর গেড়েয় ছাড়বার চেষ্টা কর্ব্বে!

আগম। বাবা এ গুলো আজ মাপ কোরো!

দেমো। তা আমায় বোল্‌চো, আমি তোমায় বার তুচ্চার টিকি ধ'রে তুলেই আমি তোমায় ছেড়ে দেবো।

আগম। বাবা টিকির গোড়ায় বড় বেদনা!

দেমো। না ওটী আমায় কর্ত্তেই হবে!

আগম। কেন বাবা অমন তোমার ধনুকভাঙা পণ কিসে দাঁড়ালো?

দেমো। দেখাচ্চি, আয়নাখানা সাম্‌নে ধর্। এই দেখ ইসারায় টিকিটা টানি, মুখখানার ভাব দেখ!

আগম। হি হি হি হি—

দেমো। দেখ দেখ মুখখানা দেখ—দেখ্‌লে?

আগম। দেখেছি।

দেমো। অমনি মুখ ক'র্ব্বা চেষ্টায় আছি। কি জান যদি তুমি ম'রে হেজেই যাও, এমনি ক'রে গাছ থেকে ডিগবাজী খেয়ে প'ড়ে, অমনি মুখ ক'রে দাঁড়াতুম! কি ব'লবো ভট্চায, তোমার বয়েস হ'য়েছে, আমাদের মতন জোয়ান বয়েস হ'লে, তোমায় রোজাগিরি ছেড়ে ভুতগিরি ক'ত্তে ব'লতুম! তোমার মতন মুখের কাট্‌নি আমার হ'লে, তোমার দলে চণ্ডগিরি করি? মাঠের মাঝ্‌খানে অশথ গাছ টশত গাছ দেখে ভূত হ'য়ে ব'সতুম।

আগম। বাবা দামু! তোমার মুখখানি ত নেহাৎ মন্দ নয়!

দেমো। মন্দ হ'লে তোমার মুখের ঢং আনতে চাই? বুকের ছাতি হবে কেন? ঐ যে টুক্‌রো দাদাকে ব'লে ছিলুম মুখের ঢং লাও, কস্‌লৎ কর; সে একদম পেচিয়ে গেল!

(টুক্‌রো ও অম্বিকার প্রবেশ)

অম্বিকা। আ মর্ মুখপোড়া! আমি তোকে ব'ল্লুম সে দ্বিপী গয়লানী তেমন নয়।

তোরে মানা ক'ল্লুম জানালা গলিয়ে দু'টো টাকা দিস্‌নে।

টুক্‌রো। আর নে নে, রেখে দে রেখে দে, সে দুটাকা আমি তার গরু বেচে আদায় ক'র্ব্বো। এখন ভট্‌চায্যির সঙ্গে পরামর্শ কর্।

(দেমোর ডিগবাজী খাইয়া অম্বিকার কাছে আগমন)

অম্বিকা। ওমা এ কে গো জাত কুল খাবে না কি!

(দেমো ক্ষণেক অম্বিকাকে দেখিয়া)

দেমো। টুক্‌রো দাদা! ভট্‌চায্যির টিকি ধ'রে আর এই বেটীর ঝুঁটী ধ'রে একবারে তেশূন্যে তুলি—দেখি কোন মুখ খানা বেশী ফোটে!

অম্বিকা। টুক্‌রো, আমার ঝুঁটী ধ'রে তুলবে ব'লচে!

আগম। তা ও তোলে তোলে, আমারও বার দুত্তিন ক'রে তোলে! তুমি এই দিকে কারণ ক'র্ব্বে এস।

অম্বিকা। ওমা কারণ কি গো?

টুক্‌রো। ধেনো মদ রে, তোরে কবার ক'রে ব'ল্‌বো।

অম্বিকা। ওমা মদ! বামুনবাড়ী চাক্‌রী করি আমি মদ খাই!

টুক্‌রো। বেটী কেন এখন আমার সঙ্গে অমন কচ্চিস্? বৈরাগী মেসোর বাঁশের চোঙা থেকে আমি চুরী ক'রে খাইনি? আমি কি না জানি নে খা!

অম্বিকা। ওমা জোর দেখ দেখি গা! ওমা জোর দেখ দেখি গা! (মদ্যপান) মাগো, কি ঝাল মা!

দেমো। টুক্‌রো দাদা একটু চেপে দিও যা'তে বেটী কাৎ হয়! বেটীকে বার দুই তেশূন্যে তুল্‌তে হবে।

টুক্‌রো। নে নে এখন সর্! যখন মাসীকে এনেছি আর ভট্‌চায র'য়েছে, একটা কীর্ত্তি কাণ্ড হবেই হবে! মাসী বেটী চোঙাকে চোঙা পার ক'ত্তো আর বেহুঁস, প'ড়ে থাক্‌তো!

দেমো। আর তুমি ঝুঁটী ধ'রে তুলতে!

অম্বিকা। দেখুন ভট্‌চায্যি মশাই! আপনি গেরামভারি লোক, নেহাৎ না ছাড়েন, আরও দুপাত্তর দিন আমি খাচ্চি! কিন্তু কেউ কিছু ব'ল্‌বেন তার তোয়াক্কা রাখি? এই বৈরাগী ব্যাটাকে বিশ ঝাটা মাত্তুম!

(আগমবাগীশকে প্রহার)

আগম। আহা ফুলকো চাপড়গুলি দিলে মন্দ নয়!

অম্বিকা। টুক্‌রো ব্যাটা টাকা দে, নইলে কাযে হাত দেবো না! তুই কেরে পোড়ারমুখো আমার ঝুঁটী ধ'রে তুল্‌বি?

আগম। টুক্‌রো! একে কারণ করিয়ে বড় ভাল হয় নি।

টুক্‌রো। ভাল হয় নি কিসে? ওর মনিবের মেয়ে আন্‌তে পাল্লে না, দ্বিপী গয়লানীর নাতনী ঘুমিয়ে প'ড়েছে, ওকে ফেলে রাখি। তুই বাবুসাহেবের খুব নেশা জমাতে পারিস্, মাসীকে খাড়া ক'র্ব্বো। সকালে এই ফুলটো দেখে মনে ক'র্ব্বে করমেত্তিই এসেছিল্, বাজি জিত হবে।

দেমো। টুক্‌রো দাদা বেটী প'ড়েছে, ঝুঁটী ধ'রে তুলি!

অম্বিকা। কি, ঝুঁটী ধ'র্‌বি? তোর বৈরাগীর মুখে মারি সাত খ্যাঙ্‌রা!

দেমো। টুক্‌রো দাদা এই বেটীই বুঝি ঝুঁটী ধ'রে তোলে, বড় বেজায় মুট্ ধ'রেছে!

অম্বিকা। দাঁড়া বেটা তোর বৈরাগীগিরি বার ক'চ্চি, তবে আমার নাম অম্বিকে!

টুক্‌রো। দেমো দুপাত্তর চেপে খাইয়ে ও ঘরে ফেলে রাখ্‌গে।

দেমো। বেটী পাট্টা জোয়ান্!

[দেমো ও অম্বিকার প্রস্থান।

আগম। তুইও সরে যা, আলোক আসচে।

টুক্‌রো। তবে এই ফুলটো নাও, আমি মাসীর তম্বিরে থাকিগে।

আগম না, ফুল্‌টো নিয়ে যা। আমি ডাকবো এখন।

টুক্‌রোর প্রস্থান।

আগম। বিষে ছেয়েছে, বিষে ছেয়েছে!

(আলোকের প্রবেশ)

আলোক। না, কখন বিশ্বাস ক'র্ব্বো না। বনের পাখী বনে ঘুরে বেড়ায়। শ্যাম বোধ হয় কোন সুন্দর ফুলের নাম, কোন সুন্দর পাখীর নাম, কোন সুন্দর বস্তুর নাম শ্যাম,—সুন্দরী তাই খুঁজে বেড়ায়! দাসী বেটী মিছে কথা, ভট্‌চায জোচ্চোর! এত সুন্দর, সে কি সুন্দর প্রাণে বোঝে না যে তার সুন্দর প্রতিমা আমার হৃদয়ে ব'সেছে! তবে আমায় তাচ্ছিল্য করে কেন? আমি দাস হ'য়ে তার সঙ্গে থাকবো একি অধিক চেয়েছি! একা কুমারী বেড়িয়ে বেড়ায়, তার রক্ষক হ'য়ে থাকতে চাই, তার রক্ষার জন্যে বুকের রক্ত দিতে চাই এ সুখে, আমার বঞ্চনা করে কেন? শ্যাম—কে সে? কি সে দেবতা? নইলে দেবীর মন কি ক'রে হরণ ক'রেছে! এই যে ভট্‌চায যদি প্রমাণ না দিতে পারিস, খুন ক'র্ব্বো! তোর পাপ জিব টেনে উপড়ে ফেল্‌বো। তুই ব্রাহ্মণ নোস—চণ্ডাল। তুই দেবীর নামে কলঙ্ক অর্পণ করিস! প্রমাণ দে।

আগম। প্রমাণ! কাল রাজবাড়ী থেকে যে ফুলটী সওগাদ পেয়েছিলে, যে ফুলের আর জোড়া এ সহরে পাওনি, যে ফুলটী দিয়ে তোমার দেবীকে পূজা করেছিলে, সে ফুলটী এখন কোথা? তোমার দেবী প্রসন্না হ'য়ে কাকে, সেই ফুল দিয়ে বর দান ক'রেছেন জান?

আলোক। পাজী প্রমাণ দে!

আগম। টুক্‌রো ফুলটো আনতো।

আলোক। কি ফুল কি ফুল?

আগম। যে ফুল তোমার দেবীর খোঁপায় প'রতে দিয়েছিলে।

(টুক্‌রোর প্রবেশ)

টুক্‌রো। এই নাও।

আলোক। এ কি ফুল? চুরী ক'রেচিস! কোথেকে এনেচিস! মদ দে। কালকের বাসী ফুল, আমার হাতের বোঁটা কাটা!

আগম। এখন ঠাওরাও কোন্ বাজারে ফুল কিনলুম, কার ঘরে চুরি ক'ল্লুম!

আলোক। মদ দে। তারে ভুলিয়ে নিয়েছিস!

টুক্‌রো। চারটী টাকা দে টুক্‌রো ভুলিয়ে ফুল এনেছে, আর এখন কান খেল্‌চে, এক-শোর ওপর দুশো দিলেই বৈঠক খানায় এসে ব'স্‌বে।

আলোক। নে, দুশো নে, চারশো নে, চাবি নে, আমার সর্ব্বস্ব নে, কৈ আন্ প্রমাণ দে, ছি ছি এই সংসার! একে বলে সুন্দর! এই নারী, এই মনোহারিণী! ধিক্ ধিক্ আমার চখে ধিক্, আমার কাণে ধিক্, আমার প্রাণে ধিক! ধিক ধিক আমায় শত ধিক্! আমি একে মনে স্থান দিয়েছি! কৈ প্রমাণ দে! মদ দে। ভট্‌চায তুই কি নরক থেকে উঠে আসছিস্? দে দে আমায় সাজা দে। আমি পাপী, আমায় সাজা দে! আমি কেন স্বর্ণ প্রতিমা ঘরে নিয়ে যাইনি! ভট্‌চায তুইও নরকের আমিও নরকের কি কতক-গুলো চেলা রেখেছিস? আমার চেলা কর্। দেখ্ দেখ্ আমার ক্ষমতা দেখ্, আমি দেবীকে বেশ্যা করেছি! দে প্রমাণ দে আয় আয় ভট্‌চায নাচি আয়! তুইও নরকের আমিও নরকের!

আগম। শ্যামটা কে চিনেছ ?

আলোক। না, চিনি নি। তোদের বখ্‌রা থেকে তাকে কিছু দিস, আর বলিস খুব মজায় আছ বাবা ! জান শ্যাম ! এক দিন তোমার নাম না ক'রে আমার নাম করে, তা হ'লে মজায় ভোর হ'য়ে থাকি ! খুব মজায় আছ বাবা ! দে ব্যাটা প্রমাণ দে।

আগম। টুক্‌রো তোর মাসী বাগা, তোর মাসী বাগা ! ব্যাটা গরম হ'চ্চে, ক্রমে হাত পা চালাবে !

টুক্‌রো। সে পড়িয়ে দেমো ঠিক ক'রেছে !

আগম। তবে নিয়ে আয়। এই চুপ ক'রে আছে, এখনি ঝাঁকি মেরে উঠবে আর রদ্দা চালাবে।

[টুক্‌রোর প্রস্থান।

আলোক। কৈ কোথা গেল ? এই যে ছিল ! ভট্‌চায ভট্‌চায বড় সাধের জিনিস ! তুই বল্, মিছে ক'রে বল্, ফুলটো চুরি করেছিস ! প্রমাণ দিসনি ! প্রমাণ দিসনি ! ওরে প্রমাণ পেলে আমি যে মরে যাব, আমি যে মরে যাব ! আমি কি নিয়ে থাকবো ! কি হবে ভট্‌চায কি হবে !

আগম। তবে আর তারে আনায় কায নেই।

আলোক। কি ? আনতে পারিব্‌নি, মিছে বলেছিস ? যা বিদেয় হ ! কি চাস বল্ ? তোরে মাপ ক'ল্লুম। ভট্‌চায ভট্‌চায আমার বুকের ওপর দাঁড়া, বুকটো ফেপে উঠ্‌চে, দেখতে পাচ্চিস নি ! কি কল্লি কি ক'রে ভট্‌চায কি কল্লি ! ছি ছি ছি এমন কাযও করে !

আগম। বাবা আলোক একটু ঠাণ্ডা হ। তারে চাও, তারে পাবে, ভয় কি আমি রয়েছি।

আলোক। দে প্রমাণ দে, দে প্রমাণ দে ! ওহো জ্ব'লে গেল, জ্ব'লে গেল ! দিলি নি ? তোরে খুন ক'র্ব্বো !

আগম। ওরে টুক্‌রো ঝেঁকেছে ঝেঁকেছে, বেটীকে এ দিকে এনে ফেল্।

(নেপথ্যে টুক্‌রো—যাই)

(নেপথ্যে) "অম্বিকা আঃ চিম্‌টোও কেন ? আমি যে—ঘুমুচ্চি শ্যাম কোথায় গেলে !

আগম। অই।

আলোক। শ্যামকে খুঁজ্‌তে এসেছে ওর সেই শ্যামকে খুঁজ্‌তে এসেছে ! শ্যামের নাম ক'রে ভুলিয়ে এনেছিস, শ্যামের নাম ক'রে ফুল নিয়েছিস ! ভট্‌চায আমায় ধর, আমার মাথা ঘুর্‌চে !

(নেপথ্যে অম্বিকে—আঃ বল্‌চি,
শ্যাম কোথায় গেলে !)

আগম। অই !

আলোক। ও সেই ? না, না, না ! তার মুখে শ্যাম নাম শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, এ বাজ লাগছে ! ওঃ চার দিকে বাজ প'ড়ছে, ও চার দিকে বাজ প'ড়ছে ! আমার মাথার ওপর প'ড়তে প'ড়তে পড়ছে না কেন ? প্রমাণ দে, মদ দে

(অম্বিকাকে লইয়া দেমো ও টুক্‌রোর
প্রবেশ)

আলোক। কে তুমি ? মুখের কাপড় খোল।

অম্বিকা। আঃ চিমটুস কেন ! শ্যাম কোথা তুমি ?

আলোক। মুখের কাপড় খোল।

অম্বিকা। না, কারণ ক'রে আমি আলোর বাগে চাইতে পারিনি।

আলোক। কে তুমি ?

অম্বিকা। আমি করমেতি, আমার ভাতার আমায় নেয় না। বল্‌চি, চিম্‌টী কাটিস নি ! আমি শ্যামের সঙ্গে পীরিত

করেছি. আর ভট্‌চায্যির কাছে মদ খেয়ে যাই।

আলোক। তুমি যে হও, তুমি অতি কুৎসিতা! তোমার সকলই কুৎসিত! তোমার চলন কুৎসিত, তোমার বলন কুৎসিৎ আকার কুৎসিৎ, মুখ ঢেকেছ তাও কুৎসিৎ! যদি সে হও, তবু কুৎসিৎ! তোমার কুৎসিৎ প্রকৃতি তোমায় কুৎসিৎ করেছে! যাও, চ'লে যাও! আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি, আমার মাথার ভেতর কেমন ক'চ্চে! ভট্‌চায তোর নরকের দল নিয়ে তুই পালা, যা চলে যা। যদি এক দণ্ড থাকিস, খুন হবি!

আগম। চল্ চল্ এই বারে ঝাঁকবে।

অম্বিকা। আঃ যাচ্চি, চিম্‌টী কাটিস কেন?

দেমো। শিগ্‌গির চ।

অম্বিকা। তবে রে মুখপোড়া বেটা বৈরাগী আমায় সমস্ত রাত চিম্‌টবে!

(দেমো ডিগবাজী খেয়ে সরিয়া যাওন ও অম্বিকা কর্ত্তৃক টুকরোর চুল ধারণ)

টুকরো। মাসী আমি, ছাড় বাগথাবা ছাড়!

দেমো। আজ বেটীর ঝুঁটী ধ'রে তেশ্‌ন্যে তুলবুই তুলবো!

আলোক। নিদ্রে তোমার সঙ্গে ত ফারখৎ একেবারে! তবে নেসার ঝোঁকে খানিক প'ড়ে থাকি, তারও যো নেই! মন বুকের ভেতর তুঁষের আগুন জ্বেলেছে, মাথার ঘি চড়্ বড়্ ক'রে ফুটচে! কি হ'য়ে গেল! কে এলো! সেই ফলুটো? নরক কেমন? কেমন জান, তুঁষের ধোঁ! খালি মাথার ঘি ফুটতে থাকে! শোবার যো কি? টল্‌তে টল্‌তে চল। কোথায় বল্ দিকি, কোথায় বল্ দিকি? ঐ ঐ দিকে—সেই সেই গাছ তলায়,. যেখানে সে বসে। সেই যে—সে যেখানে। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০ঃ০—

কুঞ্জবন।

করমেতি।

কর। শ্যাম তুমি কেমন সে ত ব'লে গেল না! এত খুঁজলুম তার তো আর দেখা পেলুম না আচ্ছা তুমি কেমন আমি মনে মনে গড়ি। তুমি কে আমি মনে মনে বুঝে দেখি। তুমি কেমন, সে যেমন বলেছে। না, তা না; আমি যেমন মনে মনে দেখ্‌ছি। না না—তুমি সুন্দর, না না। তুমি তোমারই মতন! হাঁ হাঁ, তুমি তোমার মতন! শ্যাম শ্যামের মতন, শ্যাম আর কারু মতন নয়! তুমি কে? তুমি আমার হৃদয়েশ্বর! আমি এখানে এসেছি কেন? তুমি আসবে ব'লে। এই আসন পেতেছি, তুমি ব'স্‌বে ব'লে। এই মালা গেঁথেছি, তুমি গলায় দেবে ব'লে! ফুল পরেছি, তুমি সোহাগ ক'র্ব্বে ব'লে। শ্যাম তুমি কই এলে!

বেহাগ—একতালা।

কর। গেল যামিনী।

আশা পথ চেয়ে জাগিনু যামি সাজায়ে
বাসর সাধে,
ধূসর চাঁদ টলিল গগনে, না হেরিনু
শ্যাম চাঁদে,
আমি শ্যাম আমোদিনী॥

(রাধার সহচরিগণের প্রবেশ)

সহচরী। ছি ছি ছি ব'ল্লে শোনে না,
ইকি লো মানা মানে না,
ব'সেছে সাজিয়ে বাসর শ্যামকে জানে না,
সে ত মজায় কামিনী॥

[সহচরিগণের প্রস্থান।

কর। হাসিল উষা, টুটিল আশা,
পিয়াসা রহিল মনে,

বাসী হ'লো মালা বাড়িল জ্বালা,
কিনিনু জ্বালা যতনে,
বনবিহারিণী॥
(সহচরিগণের পুনঃ প্রবেশ)

সহচরী। ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ এ পিরীতে
ঠেকে শিখে তাই বলি,
সাধেরি বাসর সাজায়েছি কত দিবনিশি কত জ্বলি,
তাই মানিনী॥
[সহচরিগণের প্রস্থান।

কর। ছি ছি গঞ্জনা কত গুঞ্জরি অলি
কমলে কত কি বলে,
সরমের কথা মলয় মারুত ধীরে ধীরে ব'লে চলে,
হৃদিনলিনী॥
(সহচরিগণের পুনঃ প্রবেশ)

সহচরী। যদি ঠেকে শেখে সই তবু ভাল,
সেকি হয় লো ভাল, তার বরণ কালো,
যদি না বোঝে, যদি লো মজে
হবে পাগলিনী॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্যপথ।

অম্বিকা ও দেমো।

অম্বিকা। হ্যা দ্যাখ্ বৈরাগী! তুই যখন ম'রে ফিরে এসেছিস, আজ থেকে তোর পিরীতে আমিও ম'লুম! তুই ভুলে ম'লি আমি তোকে ভুলিনি।

দেমো। আরে শোন্ না মাগী!— বৈরাগী কোন্ শালা!

অম্বিকা। হ্যা দ্যাখ্ বৈরাগী আর আমার সঙ্গে তুই চাতুরি করিস নি! তুই কি আর ঢাকতে পারিস! তোর চুলের মুটী ধরেই আমি ঠাওর পেয়েছি আহাহা যখন তুই চিম্‌টী কাট্‌লি, আমার মন অমনি উদাস হয়ে উঠলো! ভাবলুম যে ঝাঁটা গাছটা এত দিন যে তুলে রেখেছি এত দিনে সার্থক হ'লো!

দেমো। মাসী! তুই বৈরাগী কারে বলছিস্? আমি দেমো একটা কথা শোন্ না।

অম্বিকা। আমার বরাত যে এত খুল্‌বে তা আমি স্বপ্নেও জানিনি! তুই যে দেমো হয়ে আমায় মাসী বল্লি বৈরিগী তোর পিরীতে এই বারে মলুম! আমার মতন কেউ যত্ন জানে না, ক'র্ব্বে? তোর সে ছেঁড়া কাঁথা খানি বেচে একখানি পাথর কিনেছি, সেই পাথর খানিতে আমি ভাত খাই। বাঁশের চোঙাটী টাঙিয়ে রেখেছি। আর কোন ব্যাটা বেটী বোল্‌তে পার্ব্বে, যে মুড়ো খ্যাংরা তোরে মার্ত্তুম আর কারুকে মেরেছি! আমি ঝাঁটা গাছটী মাথার শিওরে রাখি আর বলি, যদি কখন আমার বৈরিগী দেমো হ'য়ে এসে তবেই তারে মার্ব্বো, নইলে আবার!

দেমো। তবে কি বেটী তুই পিরীত কর্ব্বি? কর্ বেটী, তা তোরই এক দিন কি আমারি এক দিন!

অম্বিকা। আহা বৈরাগী, পিরীতে আমি মরা!

দেমো। কাজের কথায় কাণ দেনা।

অম্বিকা। ওরে চড়ে চ'ল্‌বে না চড়ে চ'ল্‌বে না, ঝুঁটী ধ'রে কিল মার, নইলে আমার ঝাঁটার মুট আসবে না।

দেমো। শোন্ না, টুক্‌রো দাদা ধল্লে ত তুই পেত্নী হ'তে রাজী।

অম্বিকা। শোন্ বৈরাগী মনের দুঃখ বলি, যখন তোর মাসী হয়েছি তখন আর আমার খেদ নেই, তুই যা বল্‌বি তাই হ'ব !

দেমো। আমি ভট্‌চাযের মুখের ছাঁচ কতকটা মেরেছি। আর তোবেটীর ত মুখের কাটনি আছেই, কাল থেকে চল্ দুজনে মাঠে যাই। আমি সেই বড় বটগাছ-টায় বসবো, আর তুই অশততলায় থাক্‌বি। আমার দিক থেকে লোক এসে আমি তাড়া লাগাবো, তোর দিক থেকে লোক এসে তুই তাড়া লাগাবি। আমি মুখ খিঁচিয়ে এমনি করে ডিগবাজী খেলেই দাঁত কপাটী লাগবে ! আর তোর ডিগবাজী টিগবাজী কিছুই খেতে হবে না, সাদা কাপড় একখানা প'রে দাঁত খিঁচুলেই হবে। নেহাৎ তাতে না হয়, একবার হি হি হি হি ক'রে হাসবি।

(আলোকের প্রবেশ)

আলোক। ওঃ মিতিনমাসী পেত্নী যে ! আর তুমি কে বাবা, তুমি কি আগমবাগীশের চণ্ড? তা বেস! মিতিনমাসী পেত্নী, তুমি একবার করমেতিকে এনে দাও ! কি দু এক টাকার লোভ কর, তোমায় আমি পেত্নীর রাণী ক'রে ছেড়ে দেব ! আর বাপ চণ্ড তুমি একবার নাব'তো, নেবে একটা আমায় ওষুধ দাও যাতে করমেতি শেমো শালাকে ভুলে যায় ! সে মদ খায় খাক্, ভটচাযের সঙ্গে চক্কোর করে করুক, আমায় তাড়িয়ে দেয় দিক্, কিন্তু শেমো শালা যদি ওর জন্যে আমার মতন কেঁদে বেড়ায় তা হ'লে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয় ! শালা কি গুণ জানে বাবা ! রাস্তায় রাস্তায় ফেরাচ্চে, আর আমি ডেকে সাড়া পাইনি !

অম্বিকা। বৈরিগী বৈরিগী দেখিস্, মিনসে আমার জাত কুল না খায় !

দেমো। বেটী কারে কি বল্‌ছিস্, ও যে বাবুসাহেব !

আলোক। উহুঁক্—বল্‌তে পাল্লে না, বাবুসাহেব ছিলুম ! আর বাবুসাহেব নাই। এখন পথের কাঙ্গাল, চিতের মড়া, জ্যান্তে মরা! জ্বল্‌চি, জ্বল্‌চি জ্বল্‌চি, তবু পুড়ে খাক্ হলুম না ! যে জ্বালার কথা কারে বলবো, কে আমার জ্বালা বুঝবে ! এ জ্বালা করমেতি বুঝ্‌বে না।

দেমো। মাসী তুই এখন বাড়ী যা। আমি বাবুসাহেবকে ঠাণ্ডা ক'রে বাসায় নিয়ে যাই।

অম্বিকা। বৈরিগী আর আমি বাড়ী যাব' না ! ঝাঁটা গাছটী নিয়ে ঘর দোরে চাবি দিয়ে, আমি অশততলায় গিয়ে বসবো ! আহা কি জ্বলন, কি জ্বলন ! বৈরিগী, তুই অমন ঝাঁটী ধ'রে তুল্লি, অমন কিল মাল্লি, তোকে দু ঘা ঝাঁটা মার্ত্তে পাল্লুম না, এ খেদ কি আমার রাখবার জায়গা আছে !

দেমো। তুই এখন যা যা, বাবুসাহেবকে ঠাণ্ডা ক'রে বাসায় রেখে আমি আস্‌চি।

আলোক। কি বাপ চণ্ড ! তুমি আমায় ঠাণ্ডা কর্ব্বে? পার্ব্বে না পার্ব্বে না, সাত সমুদ্রের জল মাথায় ঢেলে ঠাণ্ডা ক'র্ত্তে পার্ব্বে না ! ধবলাগিরির মতন বরফে ঢেলে রাখ্‌লে ঠাণ্ডা ক'র্ত্তে পার্ব্বে না ! অমৃত খাইয়ে ঠাণ্ডা ক'র্ত্তে পার্ব্বে না ! এ সে জ্বালা নয়, এ সে জ্বালা নয়, এ বুকের আগুন—নেবে না, নেবে না ! তবে শ্যাম যদি আমার মতন জ্ব'লে বেড়ায়, শ্যামকে যদি আমার মতন করমেতি তাচ্ছিল্য করে, শ্যাম যদি আমার মতন কাঙাল হয়, শ্যাম যদি আমার মতন কেঁদে বেড়ায় তা হ'লে কি হয় তা জানিনি ! শ্যামের চক্ষের জলে কি হয় তা জানিনি ! এখানে করমেতি নাই, চল্লুম—তাকে খুঁজতে চল্লুম।

[দেমো ও আলোকের প্রস্থান।

অম্বিক। অ মুখপোড়া বৈরিগী কোথা যাস?—ঝাটা খেয়ে যা! ও মুখপোড়া বৈরিগী কোথা যাস?—ঝাটা খেয়ে যা! আমি বড় যত্ন ক'রে রেখেছি!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০০—

কানন।

করমেতি।

কর। শ্যাম শ্যাম! তুমি কালো নও। সে ব'লে গেছে কালো, হিংসায় বলেছে কালো! এই যে এই দিঘির জল, দূরে দেখেছিলুম কালো, কাছে নির্ম্মল ফটিক জল! আমার মন বল্‌চে তুমি কালো নও। যদি তুমি কালো হ'তে, তা হ'লে তোমার নামে চারদিক আলোময় দেখি কেন! হিংসেয় বলে কালো, রিশ ক'রে বলে কালো।

(আলোকের প্রবেশ)

আলোক। এই যে করমেতি, তুমি এখানে ব'সে আছ? তুমি এখানে আসবে জান্‌তুম। তুমিও যেমন মনে মনে তোমার শ্যামকে জান', আমিও তেমনি মনে মনে তোমায় জানি; কি ক'চ্চো জানি, কোথায় যাবে জানি। তুমি যখন যা কর আমি মনে মনে দেখ্‌তে পাই। আহা, তুমি যদি একবার আমার পানে ফিরে দেখ্‌তে!

কর। কে তুমি?

আলোক। আমি কে ছিলুম, না এখন কে?

কর। তোমার কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনি।

আলোক। একবার ব'সো, তোমার শ্যামকে ছেড়ে একবার আমায় দেখ। দেখ আমার কি দশা হয়েছে দেখ! এ তুমি করেছ, তোমার হেনস্তাতে আমি এমন হয়েছি। যে দিন তোমায় দেখেছি সেই দিনই আমার স্বাধীনতা তোমার পায়ে রেখেছি। আমি খানসামা বেশে তোমায় দেখেছিলুম, সে বেশের তুল্য আমার প্রিয় বেশ নাই। আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তুমি আমায় ভিখারী করেছ, তবু কি তোমার দয়া হয় না?

কর। তুমি কি বল্‌ছো, কি চাও?

আলোক। আমি তোমায় চাই, তোমায় দেখ্‌তে চাই, তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই, আমি তোমার হ'তে চাই, তোমার পায়ে প্রাণ রাখ্‌তে চাই, তোমায় নিয়ে সর্ব্বত্যাগী হ'তে চাই!

কর। আমি স্ত্রীলোক, তুমি আমায় কি ব'ল্‌চো?

আলোক। তুমি স্ত্রীলোক, তুমি শ্যাম শ্যাম ক'রে কি ক'চ্চ? একলা ব'সে কি কোচ্চ? ঘর ছেড়ে এসে কি কোচ্চ? বাপ মার কাছ থেকে চলে এসে কি কোচ্চ? তুমি এক জনের মেয়ে, এক জনের বউ, এক জনের স্ত্রী, তুমি কার জন্যে পাগল হ'য়ে বেড়াচ্চ? তুমি যদি শ্যামকে চাইতে পার, আমি তোমায় চাইতে দোষ কেন?

কর। তুমি আমায় চাও কেন?

আলোক। তুমি শ্যামকে চাও কেন?

কর। আমি শ্যামকে ভালবাসি।

আলোক। আমি তোমায় ভালবাসি।

কর। যদি ভালবাস, তা হ'লে শ্যামকে চাই ব'লে আমায় দুষো না।

আলোক। কেন দুষ্‌ব' না, অবশ্য দুষ্‌ব'! তুমি কুল স্ত্রী হ'য়ে এ কি তোমার আচার? তোমার বাপ মা রয়েছে, তোমার স্বামী রয়েছে, তুমি শ্যামের সন্ধানে ঘুরে বেড়াও! তোমার কলঙ্কে ভয় নেই, লজ্জায়

ভয় নেই, ঘৃণায় ভয় নেই, তোমার মহা-পাপে ভয় নেই ?

কর। তুমি না ব'ল্লে আমায় ভালবাস্ ?

আলোক। ভালবাসি তাই ব'ল্‌চি। ভালবাসি তাই তোমায় ভাল কথা ব'ল্‌চি।

কর। ভালবাস ? যদি বাস, তুমি কি কলঙ্কের ভয় কর ? তুমি কি লজ্জার ভয় কর ? আমায় ভালবেসে যদি পাপ হয় সে পাপকে কি তুমি ভয় কর ? তুমি ব'ল্লে আমার বাপ আছে, মা আছে, সোয়ামী আছে, সে ভয় ক'রে কি তুমি আমায় খুঁজ্‌তে ভয় কর ? আমার কাছে থাক্‌তে ভয় কর, আমার কথা শুন্‌তে ভয় কর ? যদি তোমার লজ্জা থাকে, যদি কলঙ্কে না কোলে নাও, যদি তোমার পাপ পুণ্য জ্ঞান থাকে, তা হ'লে তোমার মন বুঝে দেখ তুমি ভালবাস না ! আমি শ্যামকে ভালবাসি, আমার কোন ভয় নেই।

আলোক। আমি কে জান ?

কর। একবার বলেছিলে আমার শ্বশুর বাড়ীর খানসামা, এখন শুনছি মিছে।

আলোক। আমি তোমার স্বামী।

কর। আমি বিশ্বাস কল্লুম, তারপর ?

আলোক। তুমি আমার ধন আমার কাছে এস, আমি তোমায় যত্নে রাখ্‌ব' ; আমার কাছে থাক। আমি তোমার, তুমি আমার হও। হাসছো যে ? এ কি হাসির কথা আমি কইলুম ?

কর। তুমি ভালবাসা জান না, তুমি ভালবাসার ভান ক'রো না ; জান্‌লে তুমি ওকথা ব'ল্‌তে না, আমায় তোমার হ'তে ব'ল্‌তে না। তুমি আপনার মনেই বুঝ্‌তে যে, যারে ভালবাসি তার, আর কারুর হওয়া যায় না। যদি ভালবেসে থাক, আমি দেখি, কেমন তুমি আর কারুর হও। আপনি আর কারুর হ'য়ে, তুমি আমায় তোমার হ'তে বল। কেন মিছে আমায় ব'লচো, কেন মিছে আমায় বোঝাচ্চ' ! আমার কি সাধ, আমি কেঁদে কেঁদে বেড়াই ! কি ক'র্ব্বো উপায় নেই ! তুমি যাও, আর আমার কাছে থেকে কি ক'র্ব্বে।

আলোক। তুমি ঘরে যাও, তোমার শ্যামকে খুঁজো না, একলা বনে বেড়িও না, তোমার শ্যাম ত এল না, তবে শ্যাম শ্যাম ক'রে কি ক'র্ব্বে ! তুমি ব'ল্লে না আমি ভাল-বাসা জানি নি ? তুমি ভালবাসা জান না ; ভালবাসা জান্‌লে, আমায় যেতে ব'ল্‌তে না। ভালবাসা জান্‌লে, আপনার মন দিয়ে আমার জ্বালা বুঝ্‌তে। ভালবাসা জান্‌লে, তুমি আমায় পর ক'ত্তে পাত্তে না। আমি ভালবাসা জানি, তাই তুমি স্ত্রী হ'য়ে পর-পুরুষের জন্য ঘোর' আমি দেখি, সহ্য করি ; তোমায় ভাবি, তোমার ধ্যানে থাকি, তোমার পূজা করি ! চ'লে, একটা কথা শোন'।

কর। কি বল।

আলোক। আমি তোমার স্বামী, আমার কাছ থেকে স'রে যাও কেন ? শ্যামকে ভাব্‌তে হয় ভাব,' শ্যামকে পূজা ক'ত্তে হয় কর, আমি তাতে ব্যাঘাৎ ক'র্ব্বো না। আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌বো তাতে তোমার বাধা কি ?

কর। তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার স্বামী ! তুমি কি শ্যাম ! তুমি কি শ্যাম ! কই তোমার চূড়া কই, তোমার বাঁশী কই, সে রূপ কই, সে গুণ কই ? শোন' শোন' ঐ বাঁশী বাজ্‌চে ! ঐ শ্যাম বাঁশী বাজাচ্চে ! সে মোহন বাঁশী ঐ বাজ্‌চে, ঐ বাজাচ্চে ! আমার শ্যাম বাজাচ্চে, আমার শ্যাম বাজাচ্চে !

[প্রস্থান।

আলোক। আমি কাপুরুষ, না হ'লে এত সহ্য করি ! আমার স্ত্রী আমার সাম্‌নে ব'ল্লে শ্যাম আমার স্বামী ! ওঃ এখনও তার

প্রতি মমতা, এখনও তার আশা! ধিক্, ধিক্, আমার জন্মে ধিক্, আমার কর্ম্মে ধিক, আমার ভালবাসায় ধিক্, আমার পুরুষত্বে ধিক্!

(টুক্‌রোর প্রবেশ)

টুক্‌রো। বাবুসাহেব, বাবুসাহেব!

আলোক। কে ও?

টুকরো। আমি টুক্‌রো টাক্‌রা, থান্‌কে থান শ্যাম পাছার করেছে।

আলোক। তুই কি চাস্? স'রে যা, এখানে থাকিস্ নি।

টুক্‌রো। আমি কি চাই, স'রে যাব এখানে থাকব' না! আমি জিজ্ঞেস ক'ত্তে চাই, তুমি হেথায় থাকবে কি বাসায় যাবে, কি পথে পথে ঘুর্‌বে? আমি স'রে যাব না, স'রে যাব না, স'রে যাব না, এখানেই থাকব', এখানেই থাকবো! বাবুসাহেব একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি সোজা পথে চ'ল্‌তে জান না? তা তোমার দোষ নেই, আসনাইয়ে সোজা পথে চল্‌তে দেয় না।

আলোক। তুই কি বলছিস্?

টুকরো। তোমার ইস্তিরী, মুখের ওপর ব'লে গেল শ্যামা বেটাকে চায়!—ওকে হয় মন থেকে দূর ক'রে দাও নয় বাড়ীতে পুরে ধানে চেলে সেদ্ধ ক'রে খাওয়াও, শ্যামের পিরীতের ঘোর অতটা থাকবে না! পিরীত ভাল ক'ত্তে, পেটের জ্বালার মতন ওষুধ আর নেই! দু'দিন ধানে চেলে দাও, তিন দিনের দিন শ্যামা শালাকে বাবা ব'লবে!

আলোক। টুকরো কাকে মন থেকে দূর ক'র্ব্বো? অষ্ট প্রহর দিবানিশি মনে মনে গাঁথা র'য়েছে, মনের জপমালা হয়েছে!

টুকরো। তবে বেটীকে বাড়ীতে নিয়ে পোর'!

আলোক। শুন্‌লিত ও শ্যামকে চায়, আমায় চায় না।

টুকরো। দেখ অত ঝিমকিনি পিরীতে মেয়েমানুষ ভোলে না! ও মেয়েমানুষ কি পুরুষমানুষ কি, পেছনে ফিরেছ কি গুমোর হয়েছে! তবে শুন্‌বে, ভুনী ময়রাণী আমার জন্য ম'ত্তো, যেই বেটীর ওপর দরদ জন্মাল' অমনি বেটী নিতে নাপ্‌তের সঙ্গে আসনাই ক'ল্লে। আমি কেঁদে বাঁচিনি! ছিল যেই মাসী তবে আমার পিরীত ছোটে! বেটী তিন দিন হাঁড়ি চড়ালে না বামুন বাড়ী খেলে। যেমন পিরীতে কেঁদেছি, তেমনি পেটের জ্বালায় পথে পথে ছুটি। তোমায় ত বলিছি পেটের জ্বালা পিরীতের ভারি টোটকা।

আলোক। টুকরো! তোর ওষুধে আমার রোগ ভাল হবে না।

টুকরো। তোমার রোগ কেন গো! তার শামা ডাকা রোগ ভাল হবে।

আলোক। টুকরো দেখ্! সে শ্যাম শ্যাম করে, আমার কষ্ট হয়, খুব কষ্ট হয়; কিন্তু ওর কষ্ট দেখ্‌লে আমি মরে যাব, এ আমার কি হ'ল'।

টুক্‌রো। আচ্ছা দাড়াও, আর একটা বড়ি ঝাড়ি! ঐ শ্যামা ব্যাটাকে কাঁদাতে চাও?

আলোক। চাই, খুব চাই, তারে পথে পথে ঘোরাতে চাই। আমি যেমন জ্বল্‌ছি, তেমনি জ্বালাতে চাই; আমি যেমন কাঁদ্‌চি তেমনি কাঁদাতে চাই; এ কিসে হবে বল, এ কিসে হবে বল!

টুকরো। শোন, শেমো ব্যাটা মস্ত হ'য়ে বেড়াচ্চে, ও বেটী তার পিছনে ফিরচে। আর কি জান পুরুষ মানুষের মন, গোরিব গোর্‌বা দেখ্‌লে, যদি সুন্দরীও হয় তাকে ঘেন্না করে; আর একটা কাল

পেঁচা বড় মানুষ যদি হয়, অমনি তাতে পিরীত জন্মায়। তুমি যদি তাকে নিয়ে ঘরে পোর' ত শেমো ব্যাটা, পিরীতের দায়ে না হ'ক, টাকার লোভে পথে পথে কেঁদে বেড়াবে।

আলোক। শেমো কি ওর সন্ধান রাখে?

টুকরো। রাখে না, একটা মেয়ে মানুষ পেছনে ঘোরে! দশ জন বন্ধু বান্ধবের কাছে জাঁক করে যে বেটী এমনি কেঁদে ফেরে, তার ভাতারকে চায় না, আমার জন্যে মরা, হাসে, ঠাট্টা করে, আর মাঝে মাঝে এর কাছে উঁকিটে ঝুঁকিটে মারে, নইলে এতটা এর মন থাকতো না।

আলোক। উঃ অসহ্য, আর সয় না! তুই যা বল্‌বি আমি তাই ক'র্ব্বো। আমি বন্ধ ক'র্ব্বো, খান খাওয়াব', শেমো ব্যাটাকে খুন ক'র্ব্বো, করমেতিকে খুন ক'র্ব্বো, আপনি খুন হব'।

টুকরো। ওঃ—একেবারে সরগরম ক'রে তুল্লে যে! খুন খারাপীর নামটী ক'র্ত্তে হবে না। কাল ভট্‌চাযকে ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দাও, তার পর বাসায় এনে কায়দায় রেখে দাও। রাস্তার ধারের ঘরে রেখ', শেমো ব্যাটার সঙ্গে যাতে চোখো চোখী হয়; সে ব্যাটা আস্‌বেই আস্‌বে। আমি শালাকে বরকন্দাজ ধরিয়ে দেব, ব্যাটা পিরীতে না কাঁদুক বরকন্দাজের গুঁতোয় কাঁদ্‌বে!

আলোক। বেস কথা, বেস কথা, ভট্টচাযকে ডেকে নিয়ে আয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

করমেতি, শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা

ও

ব্রাহ্মণ বালক বালিকাগণ।

বেহাগ—দাদরা।

বালিকা। চাব না চাব না শ্যাম ত ভাল নয়।
বালক। জেনে শুনে শ্যাম কি করে
নারীকে প্রত্যয়॥
বালিকা। শ্যামের মোহন বেণু শুনে,
ফিরিছি বনে বনে,
কুঞ্জে একা রাত কেটেছে শ্যাম অতি
নির্দ্দয়॥
বালক। ব'ল না করি মানা, ব'ল তারে
যে জানে না,
ছি ছি শ্যাম কেঁদে কেঁদে ধর্‌লে কত
পায়।
শ্যাম ব'লে তাই সইল' অত নৈলে কি
কেউ সয়॥
উভয়ে। যে ছল জানে তার সকল ছল।
হয়কে করে নয়॥
বালক। ছি ছি ছি নয়কে করে হয়,
বালিকা। ওলো সই নয়কে করে হয়॥

কর। তুমি এদ্দিনের পর এলে আমি তোমায় কত খুঁজেছি।

কৃষ্ণ। আমি তোমার জন্যে কত কেঁদেছি, কি ক'র্ব্বো সময় নৈলে ত আস্‌তে পারিনি।

রাধা। ছি ছি ছি ওর কথা শুন' না, ওর কান্নায় ভুল' না ও শ্যামের কথাই কবে।

কৃষ্ণ। ছি ছি ছি ওর কথা শুন' না, ওর কথায় ভুল' না ও সত্যি বলে কবে।

কর। তুমি শ্যামের কথা আমায় বল, শ্যামের কাছে নিয়ে চল, শ্যাম বিনে আর জানিনে ত, যা হবার তা হবে।

রাধা। ছুঁড়ি কেঁদে সারা হবে, না জানি কত জ্বালা সবে।
কৃষ্ণ। চাতুরী দাও ত রেখে, বল্‌চি কথা রেখে ঢেকে,
গুণের কথা ব'লে দেব' টেরটা পাবে তবে।
রাধা। মেয়ে পেয়ে ক'চ্চ হেলা, ব'কো না মিছে মেলা,
বলি যদি খোলা কথা আর কি হেথা রবে।
কর। আমার সকল প্রাণে সবে, আমার শ্যামকে পাব' কবে,
আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাবে, শ্যামকে পাব' যবে।
রাধা। অমনি মনে ক'ত্তুম বটে।
কৃষ্ণ। ছুঁড়ী কি কথায় হটে!
কর। বল না শ্যামের কথা।
রাধা। শুন' না পাবে ব্যথা।
কৃষ্ণ। জেনেছে শ্যামের কদর কথাতে কি চটে।
রাধা। শুন্‌বে শ্যামের ভারি ভুরি,
তার আগাগোড়া সব চাতুরি,
বৃন্দাবনে ক'ত্তো মাখন চুরি।
কৃষ্ণ। সরলা ব্রজের বালা, শ্যামকে পেয়ে হেলা মেলা,
ছল ক'রে মন ভুলিয়ে শ্যামের গলায় দিলে ডুরি।
রাধা। সব কথা বল্‌চি খুলে, দাঁড়াত কদম মূলে,
ছল ক'রে রাধা ব'লে, ডাক্‌ত শ্যামের বাঁশী।
জানে না ত এ যন্ত্রণা, আস্‌ত ভুলে ব্রজাঙ্গনা,
মন প্রাণ শ্যামকে দিত, দেখে বিনোদ হাসি॥
কৃষ্ণ। চ'লেছ যে ভারি চোটে, কথায় কথায় কথা ওঠে,
কলসী কাঁকে ব্রজের বালা যেতেন যমুনায়,
নয়ন ঠেরে মজিয়ে তারে, কাঁদালে বারে বারে,
বারে বারে কেঁদে কেঁদে ধর্‌তো গে শ্যাম পায়।
রাধা। চ'লে তাই গেল মথুরায়।
কৃষ্ণ। তাই গেল মথুরায়, গোপীর লাঞ্ছনার জ্বালায়
কর। মাথা খাও কথা রাখ বল না আমায়।
শ্যামকে যদি যতন করি শ্যাম কি আমায় চায়।

খাম্বাজ মিশ্র—দাদরা।

রাধা। শ্যাম চেও না শ্যাম পাবে না
শ্যাম কি কারোয় চায়।
কৃষ্ণ। ঠেকে ঠেকে শিখেছে শ্যাম
ফির্‌বে কেন পায়॥
রাধা। শিখেছে শিখিয়ে গেছে,
ঠেকেছে যে মজেছে,
মনচুরি শিখেছে ভাল ভোলায় অবলায়।
কৃষ্ণ। শিখেছ কপট নারী,
নারীর প্রেমের খোয়ার ভারি,
ছল জানে না ডাকলে এসে ভয়ে ফিরে যায়,
চাতুরি সব চাতুরি কায কি আর কথায়॥
বালকগণ। জেনে শুনে ঠেকবে কেন দায়।
বালিকাগণ। ওলো শুনে হাসি পায়॥

[করমেতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন।)

পরশুরামের বাটী।

কর। কোথায় গেলে! কোথায় আমি! কই সে কুঞ্জবন কই, সে কুসুম কলি কই, সে অলির ঝঙ্কার কই! এ কোথায়, এ কোথায় আমি, তারা কোথায় গেল! আমি শ্যামের কথা শুনবো, তারা কোথায় গেল!

(কৃত্তিকার প্রবেশ)

মা! মা! তারা কোথায় গেল, তারা কোথায় গেল ?

কৃত্তিকা। ছি তুই কি পাগল হ'লি! বোঝ, কর্ত্তার কাছে পত্তর এসেছে। তোরে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে। তোর শ্বশুর বাড়ীর খান্‌সামা তুই কি করিস্ দেখে বেড়ায়। বয়েস হ'ল একটু সোম্‌জে চল্‌. বুঝে দেখ্‌। যদি এদ্দিনের পর তোর সোয়ামী তোর খোঁজ ক'রেছে, তুই অমন ক'রে পাগলাম' ক'রে বেড়াস্‌! ঘর্‌কন্না হবে, ছেলে পুলে হবে, দশ জনের এক জন হবি! আমি যেন পেটে ধরেছি, আমি তোর পাগলামো সইলুম, পরে কেন সইবে বাছা! সোয়ামীর ঘর ক'ত্তে হবে এখন কি পাগলামো সাজে!

কর। মা আমিত আমার সোয়ামীকে ব'লেছি. আমি স্বামী ঘর ক'র্ব্বো না।

কৃত্তিকা। মর কালামুখী ধিক্‌জীবনী! তোর সোয়ামীর দেখা পেলি কোথা? সে রাজা রাজ্‌ড়া লোক, সে জমিদার লোক, সে তোমার এই কুঁড়ের ভেতর এয়েছিল, না?

কর। সে কি মা! তুমি কি জান না সে যে আমাদের বাড়ী এসে। কোথায় গেল, কোথায় গেল, এই যে ছিল কোথায় গেল!

[প্রস্থান।

কৃত্তিকা। না মেয়ে পাঠান' হবে না, এত ক্ষ্যাপা এত উন্মাদ!

(পরশুরামের প্রবেশ)

পরশু। বাম্‌নী, বাম্‌নী অম্বিকেকে দে ব'লে পাঠা আমি বিদেশ গিয়েছি!

কৃত্তিকা। কি গো! কি গো! অমন ক'চ্চ কেন?

পরশু।. এয়েছে!

কৃত্তিকা। কে এয়েছে গো?

পরশু। সেই খানসামা বেটা, আর তার সঙ্গে একটা বামুণ, আর সে বামুণের একটা তল্‌পীদার।

কৃত্তিকা। তা এলেই বা, বড়মানুষ লোক দু'জন লোক পাঠাবে না? তুমি অমন ক'চ্চ কেন?

পরশু। এখানে থাকবে, তাদের বাসা খরচ ফুরিয়েছে।

(নেপথ্যে—ঠাকুর মশাই—ঠাকুর মশাই বাড়ী আছেন?)

অম্বিকেকে দে ব'লে পাঠা বাড়ী নেই—বাড়ী নেই।

কৃত্তিকা। ওমা! তোমার সকের অম্বিকে ক'দিন কায ক'ত্তে আস্‌চে নাকি?

পরশু। তবে তুই বল. তুই বল বাড়ী নেই।

কৃত্তিকা। ওমা আমি বল্‌ব' কি ক'রে।

পরশু। তবে খাড়ু খোল্‌, খাড়ু খোল, আর একখানা ঠেঁটী প'রে ডুকরে কেঁদে ওঠ, মনে ক'র্ব্বে আমি মরেছি!

কৃত্তিকা। মিনসে যেন কাপ!

(নেপথ্যে—ঠাকুর মশাই!)

পরশু। নে, নে, ঠেঁটী প'রে ডুকরে কেঁদে উঠে দেখা দে!

কৃত্তিকা। আহা কি ঢংই কর!

পরশু। তবে দে চালের বাতায় আগুন ধরিয়ে, ধূ ধূ ক'রে জ্ব'লে যাক!

কৃত্তিকা। ওমা মিনসে নেশা ফেশা ক'রে এসেছে নাকি?

পরশু। নেশা ক'রেছে! তুই নেশা ক'রেছিস, নৈইলে অমন মেয়ে বিয়্‌স! সর্ব্বনাশের যোগাড় ক'রেছে!

(নেপথ্যে—ঠাকুর মশাই।)

পরশু। বাড়ী নেই গো!

(নেপথ্যে—আরে ঐ যে ঠাকুর মশাই র'য়েছে)

পরশু। কই!—ও বাম্‌নী।

(নেপথ্যে—ঠাকুর! জায়গা না দাও, মেয়ে পাঠিয়ে দাও, আমরা নিয়ে চ'লে যাই।

পরশু। দাঁড়াও এখনি, বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে। নে মাগী নে, মেয়ে সাজা!

কৃত্তিকা। ওমা বল কি গো! খ্যাপা মেয়ে কোথা পাঠাবে? না না সেকি হয়! ভাল কথা ব'লে দু'দিন খাইয়ে দাইয়ে ওদের বিদেয় ক'রে দাও।

পরশু। বিদেয় ক'ত্তে চাস্ তুই কর্, আমি আলোয় আলোয় বিদেয় হই। খাওয়াও! ভট্‌চায্যি বেটার হাঁ দেখ্‌লে আঁৎকে উঠবি।

কৃত্তিকা। আহা দুদিন পেটে খাবে বইত না গা!

পরশু। পেটে খাবে! ঐ খানসামা ব্যাটা চালের খড় চিবোয়! আর বোধ হ'চ্চে তল্‌পীদার ব্যাটা খুঁটী খায়! তা তোরে সাফ কথা ব'ল্‌চি, মেয়ে পাঠাবি ত পাঠা, নইলে আমি বিদেয় হলুম।

কৃত্তিকা। হ্যাগা তুমি মানুষ এলে অমন কর কেন?

পরশু। করি—খুসি।

কৃত্তিকা। সে দিন এই খানসামা মিন্‌সে কত সামিগ্রী পত্তর কিনে দিলে।

পরশু। সে ব্যাটা একাই সুদে আসলে আদায় দেবে। কলসীর চাল বেচ্‌বে, দুধের বাটী চোম্‌কাবে, তোর পাতে মুখ জুব্‌ড়ে প'ড়্‌বে!

কৃত্তিকা। মিছে কেন অমন ক'চ্চ গা?

পরশু। মিছে!

(নেপথ্যে—ঠাকুর মশায়? দিন মেয়ে পাঠিয়ে দিন, আমরা নিয়ে চ'লে যাই)

পরশু। দ্যাখ মেয়ে পাঠাস ত ভাল, নইলে আমি এই বিবাগী হ'য়ে বেরুলুম।

[প্রস্থান।

কৃত্তিকা। আজ যেন দুদিন আমি আট্‌কে রাখ্‌লুম, পরকে দিয়েছি কি ক'রে রাখব'। ওমা! আমার পাগল মেয়ে কি ক'রে পরের ঘর ক'র্ব্বে!

(করমেতির প্রবেশ)

কর। মা মা; তুমি কাঁদ্‌ছ' কেন?

কৃত্তিকা। মা, তোমায় ছেড়ে আমি কি ক'রে থাক্‌বো মা!

কর। কেন মা! আমি ত তোমার মায়ায় কোথাও যেতে পারিনি মা, তা নইলে আমি এতদিন চ'লে যেতুম, দেশে দেশে শ্যামকে খুঁজ্‌তুম, তোমার মায়ায় প'ড়ে যেতে পারিনি মা!

কৃত্তিকা। ওমা! তোমায় শ্বশুর বাড়ী পাঠাবে।

কর। আমি যাব' না।

কৃত্তিকা। তা কি হয় মা! পর্‌কে দিয়েছি, আর আমাদের জোর কি? মা তোমার সোয়ামী এতদিন খবর নেয়নি তাই। এখন যখন সে নিতে পাঠিয়েছে, আর কি রাখ্‌তে পারি।

কর। তবে কি মা তুমি আমাকে বিদেয় দেবে?

কৃত্তিকা। বিদেয় দেব কেন মা! তুমি যার, তার কাছে পাঠাব'।

কর। তবে মা বিদেয় দাও, পাঠাও। মা! তুমি আবার কাঁদ কেন? আমি যার, তার কাছে পাঠাবে ত কাঁদ্‌ছো কেন? আর কেন আমার মায়া ক'চ্চ মা! তুমি যার, তার মায়া কর। আমি যার, তার মায়া ক'র্ব্বো। তবে মা বিদেয় হই।

কৃত্তিকা। ক্যানুড়ে করমেতি! তুই অমন হ'লি কেন?

কর। কি হ'লুম, কিছুই না! আমি ভাব্‌চি আমি কার! এদ্দিন তুমি ব'ল্‌তে তোমার, বাবা ব'ল্‌তেন তাঁর; এখন শুন্‌চি

তা নয়, আমি আর এক জনের। কি জানি সে যদি বলে আমি তার নয়, আমি আর একজনের। আমি তোমার, আমি তার এ ত দেখ্‌ছি কথার কথা! আমি সত্যি কার?)

কৃত্তিকা। তোমার স্বামীর, যে তোমার ইষ্ট দেবতা।

কর। আমার স্বামীর, আমার ইষ্ট দেবতার? তবে আমি তার কাছে চল্লুম।

[প্রস্থান।

কৃত্তিকা। পাগল মেয়ে কি খেয়ালে বেরিয়ে গেল। এত কল্লুম কিছুতে ত সারল' না। এ মেয়ে আমি পাঠাব' কেমন ক'রে! পরে কি ঘরে জায়গা দেবে! কি ক'র্ব্বো, ভেবে কি ক'র্ব্বো! ঘর কন্না দেখিগে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আলোকের কক্ষ।

করমেতি, আলোক ও টুক্‌রো।

কর। কই! আমি যার সে কোথা?

আলোক। প্রিয়ে ভেব' না! আজ না হয় কাল শেমো ব্যাটা এখানে উঁকি ঝুঁকি মার্ব্বে। টুক্‌রো তুই আচ্ছা বুদ্ধি বার করেছিস্, বাহবা! কেমন চাদ তোমায় হাতে পেয়েছি কি না বল? সোণার চাদ পালাচ্ছিলে জান না তক্কে ফিচ্চি। কেমন শ্যামের নাম ক'রে ফাঁকি দিয়ে ঘরে এনে পুরেছি!

কর। তুমি কি প্রতারক? তুমি কি মিথ্যাবাদী? তুমি কি আমার সঙ্গে ছল করেছ? তুমি বলেছিলে আমায় ভালবাস, আমি প্রত্যয় করেছিলুম! তোমার কথায় প্রত্যয় করেছিলুম! তোমার মুখ দেখে প্রত্যয় করেছিলুম! ভালবাসায় ছল নাই জান্‌তুম তাই প্রত্যয় করেছিলুম! তুমি কাকে ভুলিয়ে এনেছ, ভাবছ' আমাকে? এই মাটীর দেহটাকে? মাটী প'ড়ে থাক্‌বে আমি শ্যামের কাছে যাব! নিশ্চয় জেন আমি শ্যামের কাছে যাব! আমায় এনেছ বটে, কিন্তু শ্যাম ছাড়া আমাকে এক তিলও ক'র্ত্তে পারনি! শ্যাম আমার অন্তরে অন্তরে, শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করেছে, তুমি ছাড়াবে কেমন ক'রে! আমি শ্যামকে ভালবাসি, আমি শ্যামের কাছে যাব, কেউ আমায় রাখ্‌তে পার্ব্বে না। আমি শ্যামকে পাব, নিশ্চয় পাব! আমি শ্যামকে পাব, শ্যাম আমাকে বিশ্বাস দিয়েছে। আমার ভালবাসা আমায় বিশ্বাস দিয়েছে! তুমি ভালবাস না তোমার সকলি অবিশ্বাস, তাই তুমি আমায় ছল ক'রে এনেছ।

আলোক। টুক্‌রো তোরে বলেছি ত কথার তুফান তুলে দেবে। ওর কথা শুন্‌লে আমি থাক্‌তে পার্ব্বো না, কেঁদে ফেল্‌বো। ও দুবার ছেড়ে দিতে ব'ল্লে এক্ষনি ছেড়ে দেব।

টুক্‌রো। তবে তুমি শ্যামকে জব্দ ক'র্ত্তে চাও না?

আলোক। চাই, খুব চাই। ওকে বেঁধে রাখ, আমি ছেড়ে দিতে ব'ল্লে ছেড়ে দিস্‌নি। আমি কাঁদি, মরি, তবু ছেড়ে দিস্‌নি; খবরদার ছাড়িস্‌নি, টুক্‌রো খবরদার ছাড়িস্ নি! হাঃ হাঃ! শ্যামা ব্যাটা কেঁদে বেড়াবে, দে জানালা খুলে দে! দেখ্ শ্যামা বেটা এসেছে কি কি? ব্যাটা কাঁদ্‌বে আমি গাব'। বস্‌তে পারিনি বল্‌তে পারিনি, সত্যি যদি ওর জন্যে কাঁদে, সত্যি যদি ওর জন্যে ব্যথা পায়, টুক্‌রো আমি শ্যামের জন্যও কাঁদ্‌বো! ওকে যে ভালবাসে আমি তাকে ভালবাস্‌বো।

টুকরো। আর শাম! ব্যাটা জাঁক ক'রে ক'রে বেড়াবে!

আলোক। বটে! ভাল বাসে না? খুব করেছি। বাঁধ, বেঁধে রাখ, যাতে না পালাতে পারে। কেমন চাঁদ পালাবে? শ্যামের কাছে যাবে? বাবা আমি অল্পে ছাড়চিনি; ভট্‌চায্যি তোমার বাপের কাছে খবর দিতে গিয়েছে, সে এলেই তোমায় ভৈরবী চক্রে বসাচ্চি।

কর। শ্যাম কি ক'ল্লে? তোমার নিন্দে শুনচি এখন আমার দেহে প্রাণ আছে! এখন বুঝলুম কেন তুমি আমায় দেখা দাও না, তোমায় ভাল বাসি নে তাই দেখা দাও না; যদি ভালবাসতুম, তোমার নিন্দে শুনে এখনও বেঁচে আছি! শ্যাম তুমি শেখাও, তুমি আমায় শেখাও, তোমার জন্যে প্রাণত্যাগ ক'ত্তে শেখাও! তুমি ছাড়া ত আর আমার কেউ নেই শ্যাম! তুমি না শেখালে কে শেখাবে? যা, প্রাণ চ'লে যা, শ্যামের কাছে চ'লে যা! যে কাণে শ্যামের নিন্দে শুনেছি, সে কাণ হেথা প'ড়ে থাকুক! যে চক্ষে শ্যামের নিন্দুককে দেখেছি, সে চোখ হেথা প'ড়ে থাকুক! যে দেহে এ পাপ গৃহে সেঁদিয়েছি, সে দেহ হেথা প'ড়ে থাকুক! তুই যা তুই শ্যামের কাছে যা! গেলিনি, গেলিনি? তুই শ্যাম-অনুরাগিনী নোস্।

টুক্‌রো। তুমি মরদ বেটাছেলে না কি? আপনার ইস্ত্রিরি, যাওনা কাছে যাওনা। আমি চ'ল্লুম। তুমি কাছে ব'সে গায়ে হাত বুলিয়ে দুট' আলাপ কর। তোমার ঘেঁস না পেলে কি শামাকে ভুল্‌বে?

[টুকরোর প্রস্থান।

আলোক। চাঁদবদনী তোমার কাছে যাই, কি বল', কি বল'? রাগ ক'রো না। আচ্ছা আমি কাছে যাব না, জান্‌লা খুলে দেখদিকি, তোমার শ্যাম এলো কি কি? রাস্তার ধারের জানলা খুলে রেখ' তোমার শ্যামের দেখা পাবে।

কর। শ্যাম শ্যাম তুমি আমায় বারণ ক'চ্চ তাই আত্মঘাতিনী হব না! তুমি আমায় আশা দিচ্চ, তোমায় পাব তাই প্রাণত্যাগ ক'র্ব্বো না।

আলোক। খোল'না খোল'না জানলা খোল'না, ঐ রাস্তার ধারে শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে। খুল্লে না? এই আমি খুল্‌চি, দেখ্‌বে এস, দেখবে এস, তোমার শ্যাম দাঁড়িয়ে! ভয় নেই, ছোঁব'না স'রে যেওনা। ইস! ছুঁলে গায় ফোস্‌কা প'ড়্‌বে, না? আচ্ছা আমি স'রে যাচ্চি, তুমি যাও, জান্‌লার কাছে যাও, ঐ তোমার শ্যাম দাঁড়িয়ে! বাঁশী না কি বাজায়?—পোঁ—পোঁ—ঐ বাজাচ্চে! যাও জানালার কাছে যাও, আমি স'রে দাঁড়িয়েছি।

কর। তুমি আমায় ছেড়ে দাও।

আলোক। তা কি হয় সোণার চাঁদ! তা হ'লে কি তেতালার ঘরে পুরি? আচ্ছা তোমায় ছেড়ে দেব', তুমি খাও, সমস্ত দিন খাওনি, তুমি খাও। খাও, খাও বল্‌চি, নইলে আমি জোর ক'রে খাইয়ে দেব'! খেলে না খেলে না? তবে আমি যাচ্চি, তোমায় ধ'রে খাইয়ে দিচ্চি। জোরে পার্ব্বে?

কর। এস'না, কাছে এস'না! আমার প্রাণের মমতা নেই, আমি উন্মাদ, আমায় স্পর্শ ক'রো না। আমায় মানা ক'রেছে, তাই এখানে আছি; আমি শ্যামের কথায় এখানে আছি, তাই এ পাপ দেহ ত্যাগ করিনি। তুমি ছল ক'রে আনব' নি! শ্যাম আমায় এখানে এনেছে। শ্যাম দেখ্‌ছে, আমি তার জন্যে কত সই। শ্যাম, অনেক সয়েছি আর সৈব না! তুমি মানা ক'ল্লেও আর সৈব না। আমায় পরে স্পর্শ ক'ল্লে সৈব না। শ্যাম শ্যাম কোথায় তুমি! ঐ

যে শ্যাম, ঐ যে শ্যাম দাঁড়িয়ে র'য়েছে— শ্যাম, শ্যাম!

[জানলা দিয়া প্রস্থান।

আলোক। কি কল্লুম, কি হ'ল, আত্ম-ঘাতিনী হ'ল! মূর্চ্ছা।

(টুক্‌রো, বরকন্দাজ, পরশুরাম ও আগমবাগীশের প্রবেশ)

আগম। আমি এত কি জানি ব'লুন! আমায় পত্তর দেখালে, আমি ভাব্‌লেম কে নতুন খানসামা বাহাল হ'য়েছে! আজ বাবুসাহেবের কাছ থেকে এই পত্তর পেয়ে তবে বুঝ্‌লুম। এই দেখ্‌ছেন, এই বেশ দেখ্‌ছেন, এই খানসামার ভাণ করেছিল। ও এক জন লম্পট, এই পত্রে দেখুন শীল-মোহরটা জাল করেছিল। বরকন্দাজ তোল' তোল', ধর, মদখেয়ে প'ড়ে আছে।

পরশু। আমার কন্যা কোথা?

আগম। এই এদিক ওদিক কোথা গিয়েছে।

১ বরক। ওরে মরা এযে লাশ্‌রে!

২ বরক। বরাতে কাঁদা বওয়া আছে কে ছাড়ায় বল'!

আলোক। এসব কে, এসব কে! কর-মেতি কোথা, ভট্‌চায করমেতি কোথা? কোথা কোথা? করমেতি কোথা? কর-মেতি কোথা পালিয়েছে, পালিয়েছে, আমার করমেতি পালিয়েছে, ঐ জানালা গোলে পালিয়েছে।

[আলোক জানলা দিয়া প্রস্থান।

২ বরক। (জানলা দিয়া দেখিয়া) ওঃ মুদ্দর হ'য়ে প'ড়েছে!

পরশু। অ্যাঁ! আমার মেয়েকে খুন করেছে! জানলা থেকে ফেলে দিয়েছে!

১ বরক। আর তুমি যেমন ঠাকুর জানলা থেকে ফেলে দিয়েছে, তা হ'লে তোমার মেয়ে ঐ খানেই গুঁড়ো হ'য়ে থাকত'! এ তেতালার ঘর, উঁচু যেন পাহাড়, অমনি তামাসা বটে!

(টুকরোর প্রবেশ)

টুক্‌রো। এ কি, বরকন্দাজ কেন?

আগম। টুক্‌রো করমেতি কোথা লুকিয়েছে, খোঁজ'! পুরুত মশাই! চলুন, লম্পট ব্যাটা যদি বেঁচে থাকে নিয়ে কয়েদ ঘরে পূরিগে। টুক্‌রো! বুঝেছিস্ ও জাল খানসামা, বাবুসাহেবের ওখান থেকে শিল-মোহর করা চিঠি এসেছে।

টুক্‌রো। সব বুঝেছি!

আগম। যা, যা, খুঁজ্‌গে যা; আমি ও লম্পট বেটাকে নিয়ে রাজার বাড়ী যাই।

পরশু। হায় কি হ'ল! আমার মেয়ে কোথায় গেল!

[টুক্‌রো ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

টুক্‌রো। ওঃ তোমার এত বুদ্ধি, এত সয়তানি! তাই চাবি খুলে শীলমোহরটা বার ক'রে নিয়েছিলে, না! বাবুসাহেবের সাদা প্রাণ, মদের মখ চাবিকাটীটে ফেলে দিয়েছিল। ভট্‌চায চোরের উপর বাটপাড় হয়, আমি বেইমানের ওপর সয়তান!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজা, মন্ত্রী, আলোক, পরশুরাম, আগমবাগীশ ইত্যাদি।

রাজা। হাহা তোমার অদ্ভুত রচনা শক্তি! খানসামা সেজে আপনার পরিবার বার ক'ত্তে গিয়েছিলে, এ কথায় আমায় প্রত্যয় ক'র্ত্তে বল'?

আলোক। মহারাজ! আমি মিথ্যা বলিনি। আমি মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত, অশেষ দোষের আকর। মিথ্যা কথা কইনি এমন নয়, কিন্তু আর আমার মিথ্যার আবশ্যক নেই। আমি করমেতি হারা হ'য়েছি, জগৎ শূন্য দেখ্‌চি! আমার প্রাণ শূন্য, সকলি শূন্য! আমি উদাসী, আর আমার মিথ্যা নাই। করমেতি আমায় ত্যাগ ক'রেছে, আমার পাপসঙ্গ ত্যাগ করেছে, সে নিরাহারে চ'লে গিয়েছে! আমার জীবনে সাধ নাই ধনে সাধ নাই, মানে সাধ নাই। মহারাজ! আমার মিথ্যা বলবার পৃথিবীতে আর কোন প্রলোভন নাই।

পরশু। না, তুমি কি মিথ্যা কথার মানুষ!

আগম। বাপু! তোমার ত ছল এক রকম নয়। তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রে বলেছ' যে আলোকের কাছ থেকে আসছ', সুতরাং বাসায় স্থান দিলেম; শীলমে'হর জাল করেছ', ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ অত কি বুঝি! খরচ পাতি যোগায়, বলে আলোক পাঠিয়ে দেয়, সুতরাং বিশ্বাস জন্মাল'!

আলোক। ভট্‌চায তুই কি চাস? তুই কি লোভে আমার সঙ্গে কৃতঘ্নতা ক'র্‌লি? আমি তোরে দৈন্য দশা ঘুচিয়ে অতুল সুখে রেখেছি, তোর সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করেছি। তুই আমার যথাসর্ব্বস্বর অধিকারী হ'তে পার্‌তিস। আমি করমেতির জন্যে বিরাগী, তোরেই আমি সব দিতেম। ভটচায তুই আমার ঠেঙে একটা কথা শেখ! পাপের সাজা পাপ, আর যমপুরের সাজার অপেক্ষা করে না। আমি অনেক জ্বা'লে বুঝেছি; তুইও বুঝ্‌বি, সকলে বুঝবে, অন্ততঃ মৃত্যুকালে বুঝবে।

রাজা। মন্ত্রী কিছু বুঝ্‌চ'?

মন্ত্রী। মহারাজ না!

আগম। আর বুঝবেন কি, ও মহা লম্পট!

আলোক। মহারাজ, যদি আমায় ছল বুঝে থাকেন, যদি আমায় কপট বুঝে থাকেন, যদি আমায় লম্পট বুঝে থাকেন বুঝুন! যে সাজা হয় আমায় দিন। যদি প্রাণ দণ্ড ইচ্ছা হয় করুন। একটী মিনতি রাখ্‌বেন, এচণ্ডলের হাতে করমেতিকে কখন অর্পণ ক'র্ব্বেন না! আর করমেতির দেখা পেলে তারে জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বেন, সে সত্যের প্রতিমা মিথ্যা বল্‌বে না, করমেতির ঠেঙে শুন্‌বেন, আমি যে হই, আমি তারে ভালবাসি। মহারাজ! দণ্ড দিন, আর আমার কিছু বল্‌বার নেই।

রাজা। মন্ত্রী! বিশেষ অনুসন্ধান কর, রাজাজ্ঞা পরে হবে। আপাততঃ এ ব্যক্তির বৈদ্যের বাটীতে চিকিৎসা হ'ক্, যেন সতর্ক প্রহরী থাকে।

আলোক। করমেতি! করমেতি! তোমায় কি আমি মারলুম! তুমি শ্যামের কাছে প্রাণত্যাগ করা শিখ্‌তে চেয়ে ছিলে, আমায় এসে শিখিয়ে দিয়ে যাও কি ক'রে প্রাণত্যাগ ক'র্ত্তে হয়!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

করমেতির অন্বেষণে রাজদূতগণের গমনাগমন পরে করমেতির প্রবেশ ও চলিতে চলিতে পতন।

কর। আর শক্তি নাই, আর কোথায় যাব! বুঝি অন্তকাল উপস্থিত। চক্ষু!

যখন শ্যামকে দেখ্‌তে পাওনি, আর আলোয় তোমার কায কি, অন্ধকারেই থাক! কাণ! যখন শ্যামের কথা শুনতে পাপনি, তোমার আর শোনবার সাধ কেন, আর কোন রব শুনো না! পা! তুমি আমায় শ্যামের কাছে নিয়ে যেতে পারনি, এই খানেই অবশ হয়ে প'ড়ে থাক! হাত! তুমি শ্যামকে ধরনি, তোমায় আর আমার কায নাই! হৃদয়! তুমি শ্যামকে স্পর্শ করনি, এই খানেই মাটীতে মিশাও!

(নেপথ্যে ওরে আয় আয়,
এই দিকে আছে, এই দিকে আছে)

কর। ওঃ! যেন বজ্রের শব্দ! ঐ যে রাজদূত আমায় ধ'রে নিয়ে যাবার জন্যে আ চে। শ্যাম! শ্যাম! কোথায় লুকুব, কোথায় যাব! একটা মরা মোষ প'ড়ে আছে না? এই যে তুমি আমায় লুকুবার যায়গা ক'রে দিয়েছ! শৃগাল তুমি যে আমার এত উপকার ক'র্ব্বে তা আমি জানতেম না! তুমি ওর পেটের ভেতর সেঁধুবার বেশ পথ করেছ। আমি এর ভেতর প্রবেশ করি।

[প্রস্থান।

(রাজদূতগণের প্রবেশ)

১ দূত। কই কোথায় গেল, এই খানে ছিল না?

২ দূত। তুই যেমন কেলো শালার কথা শুনিস?

৩ দূত। ছিল, এই খানে ছিল, একটা ছুঁড়ির মতন দেখ্‌লুম।

৪ দূত। ছুঁড়ীর মতন দেখ্‌লুম! ঐ একটা পচা মোষ প'ড়ে আছে ঐটে, না? নে নে, রাজার হাজার টাকার তোড়া মেরে নে! ওঃ কি দুর্গন্ধ! শ্যালে খেয়ে পেটটা পচিয়ে ফেলেছে।

১ দূত। নে এগিয়ে চল্‌, এগিয়ে চল্‌, সে জোয়ান ছুঁড়ী, তায় নষ্ট দুষ্টু, মনের টানে দৌড়েছে।

[প্রস্থান।

(টুকরোর প্রবেশ)

টুকরো। নিশ্চয় দেখেছি, কিন্তু গেল কোথা! কি ভূতে উড়িয়ে দিলে! এখানে কি কোন গর্ত্ত গাড়া আছে, তার ভেতর লুকুল'?

(নেপথ্যে) করমেতি—যমদূতেরা চ'লে গিয়েছে, এইবার বেরুই।

টুকরো। ঐ যে, একি পচা মোষের ভেতর লুকিয়ে ছিল!

(করমেতির পুনঃ প্রবেশ)

কর। কোথায় যাব! কোন্‌ দিকে শ্যামকে পাব! শ্যাম। যখন জানলা থেকে প'ড়েছি, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছ, যখন যমদূত ধ'রে এয়েছে, তখন তুমি আমায় লুকিয়ে রেখেছ, কোন্‌ পথে যেতে হবে আমায় মনে মনে ব'লে দাও। শ্যাম! আর যে চ'ল্‌তে পারিনি, এখ খানেই শুই!

টুকরো। উঃ! দুটো মনে ভারি ঝগড়া বেধে গেল। দাঁড়া, বুঝি। তুমি কি ব'লচ' বল। তুমি ব'লচ' নষ্ট। শ্যামা কে? না— একটা ছোঁড়া, তার সঙ্গে আসনাই হ'য়েছে, সে চ'লে গিয়েছে। কেমন? আচ্ছা তুমি কি ব'লচ'? তুমি ব'লচ, যে খুঁজেছ', শ্যামা ব'লে কোন ছোঁড়া নেই, কেউ ছিল' না। তুমি ব'লচ' কে ছোঁড়া নাম ভাঁড়িয়েছে। ওর এত আসনাই, ও কি তার নাম জানে না, ওকি তার বাড়ী চেনে না? আর রাস'না! এক জন এক জন ক'রে কথা শুনি। ইস! দুট' মনে আবার ভারি ঝগড়া বেঁধে গেল। আচ্ছা এ ঝগড়াটা কিসের? রাজা তার পুরুতের খাতিরে ব'লেছে, যে ধ'রে এনে দেবে তাকে হাজার টাকা দেবে। কেমন?

আমি হাজার টাকা চাইনি। ওর ওপর আমার দরদ হ'য়েছে। কেন? চোরকে কে বলে জল খাবে, চোরের হ'য়ে কে বলে মারছ' কেন? কেন?—খুসি! ওরে হাজার টাকা! হুঃ! হাজার টাকা! নোব' না। হাজার টাকা! নোবো না—না, না! আর তোর সঙ্গে ঝগড়া কি ভাই—খুসি।

কর। কোথায় যাব, কোথায় যাব!

টুক্‌রো। আচ্ছা হ্যাঁগা! কোথায় যাবে জান না, সোমত্ত মেয়ে বেরিয়ে পড়েছ' কি ক'রে? আর ঐ পচা ঘোমটা'র ভেতর সেঁধুলে! আর তোমার শ্যাম কে? আমিও শালাকে ঢের খুঁজেছি। বলি, কে ওর শ্যাম? এখন আমার মনে হয়, হয় তোমার শ্যাম কোন উপদেবতা, আর নয় সেই উড়ে ব্যাটা যে শ্যামের গান গেয়ে নাচ্‌তো সেই কালাচাঁদ শ্যাম।

কর। হাঁ হাঁ কালাচাদ শ্যাম! কি ব'লে গান গাইত'? কি ব'লে উড়ে নাচ্‌ত'?

টুক্‌রো। বাঁশরী কৌচি রধা রধা,
শাম কাঁদি কাঁদি কৈলা বাট কদা।
বাঁকা শাম—আ ধেইতা ধেইতা থো,
আ ধেইতা ধেইতা থো,
আ ধেইতা ধেইতা থো।

কর। এই শ্যাম। এ শ্যাম কোথা?

টুক্‌রো। শোন! তোমার কথাটার ভাব বুঝি। এক বেটা ভট্‌চাযিরি টোলের কানাচে লুকিয়েছিলুম, বরকন্দাজ তাড়া ক'রেছিল। ভট্‌চাযি বেটা বিন্দাবনে ছিল, এক শ্যামের কথা ব'ল্‌ছিল। বেড়ে গল্প জমালে, তার মার নাম ছিল যশোদা, বাপের নাম ছিল নন্দ। তারা গয়লা গরু চরাত' আর গয়লানীর সঙ্গে আস্‌নাই ক'ত্তো, একটা ভাল গয়লানী ছিল তার নাম রাধা। গল্পটা বেস ব'ল্লে, শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে প'ড়লুম।

কর। এই আমার শ্যাম! এই আমার শ্যাম! এই শ্যামকে খুঁজি। কোথায় জান' কি? তোমার সঙ্গে ভাব আছে? আমাকে দেখ্‌তে পার'? আমায় সেখানে নিয়ে যেতে পার'? কোথায় সে? কি করে? তার বাঁশী শুনেছ?

টুক্‌রো। তুই বেটী ছরকট ক'ল্লি। আমার কথা শোন। গা-টা ধো। আমি এক খানা কাপড় কিনে আন্‌চি সেই খানা পর্। চল্, একটা বাসায় চল্, তোরে কিছু খাওয়াই। প্রাণে বাঁচ্‌লে তবে শ্যামকে পাবি—না এ মাঠে ম'রে পাবি? আর ওঠ্, ওঠ্, চারদিকে তোর তল্লাসে লোক ঘুরছে। হাজার হাজার টাকা, অমনি ত সোজা নয়।

কর। চল' কোথায় যাবে, আমায় লুকিয়ে রাখ্‌বে চল'।

টুক্‌রো। তবে আয় এদিকে আয়, এখানে একটা পুকুর আছে, গা ধুয়ে নে। বেটী তুই নিঘিন্নে বড়, পচা ঘোমটার ভেতর সেঁধুলি!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

উপবন।

দেমো ও অম্বিকা।

দেমো। মাসী! সাবধান কে আস্‌চে।

অম্বিকা খুঁব সাঁবধাঁন আঁছি।

দেমো। মাসী, তোর আওয়াজে আমার বুক কাঁপে! আমার সঙ্গে সাদা সিদে কথা ক'।

(আগমবাগীশের প্রবেশ)

আগম। ঘোড়া হওয়া ভিন্ন আর উপায় নেই। টকাট্টিক্ চার পায়ে না বেরিয়ে

যেতে পাল্লে ত এখনি বেঁধে নিয়ে যাবে। ধরা প'ড়ে গিছি বাবা! বেটা মূর্খ রাজা, আমার কথাটা বিশ্বাস ক'ল্লে না হ্যা!

অম্বিকা। হিঁ-হিঁ হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ -হিঁ-হিঁ!

আগম। এ বেটী একটা মাদোয়ান ঘুড়ী দেখ্‌চি, যখন সাড়া দিয়েছে আমিও সাড়া দিই—চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ!

অম্বিকা। কেঁর‍্যা কেঁর‍্যা!

আগম। চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ।

অম্বিকা। কেঁর‍্যা কেঁর‍্যা!

আগম। তুমি অমন বেরসিক মাদোয়ান হ'লে আমি কি ক'র্ব্বো বল', বার বার চিঁ হিঁ ক'রে সাড়া দি'চ্চ তুমি ত শুনেও শুনবে না।

অম্বিকা। তোঁর ঘাঁড় ভাঁংবোঁ, তোঁর ঘাঁড় ভাঁংবোঁ।

আগম। আমি চাট ছুঁড়্‌বো, আমি চাট্‌ ছুঁড়্‌বো, চিঁ-হিঁ হিঁ হিঁ!

অম্বিকা। আঁমি পেঁত্নী তাঁ জাঁনিস্‌?

আগম। আমি ঘোড়াভূত তা জান'?

দেমো। মাসী মাসী! আঁৎকে প'ড়েছে কি?

অম্বিকা। পোড়া কপাল! এ পোড়ার-মুখো ভট্‌চায্যি!

আগম। হ্যা দেখ দাম্‌! এখন আর আমার টিকি নেই, ও আমার বালাম্‌চি! মাঠের মাঝখানে ভূতই হও, আর যাই হও, বালাম্‌চি ধ'রেছ কি চাট ছেড়েছি! তবে এক পাত্তর এক পাত্তর টানতে চাও আমি নারাজ নই।

দেমো। পাঁলা ব্যাটা নৈলে তোঁর ঘাঁড় ভাংবোঁ!

আগম। কাছে এস না, কাছে এস না, আমি 'দরিয়া সাই ঘোড়া, বেঁকে কামড় দেব'!

অম্বিকা। ওরে! পার্ব্বি নি পার্ব্বি নি। এখনি চিহি ডেকে কাণ ঝালাপালা ক'র্ব্বে; আঁমি দাঁত খিঁচিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিলুম তাতে কিছু হয় নি।

দেমো। ভটচায! তুই এখানে এয়েছিস কি ক'ত্তে?

আগম। রাজার আস্তাবোল থেকে পালিয়ে।

দেমো। মাসী একটা বুদ্ধি ঠাওরাও! বোধ হয় বেটা আসামী হ'য়ে পালিয়েছে। ঐ যে দুট' মানুষ তখন গেল, ব'লতে ব'লতে গেল ভট্‌চায্যি বেটাকে ধ'ত্তে পাল্লে হয়। বুদ্ধি করত, এই ভট্‌চায্যি না?

আগম। আর বুদ্ধি ক'র্ব্বে কেন বাবা, আমি টগাবগ্‌ চ'লে যাচ্চি!

[প্রস্থান।

দেমো। ধর বেটাকে! ধ'রলে কিছু পাওয়া যাবে।

(নেপথ্যে) আগম। চি—চি—হি—চি —হি—হি—চি—হি—হিঁ।

[উভয়ের পশ্চাদ্ধাবন!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

রাজবাটীর কক্ষ।

রাজা, আলোক ও মন্ত্রী।

রাজা। বাবা আলোক! আমি তোমায় অহেতু যন্ত্রণা দিয়েছি। তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি করমেতির অন্বেষণে নানা স্থানে লোক পাঠিয়েছি, তারা নিশ্চয় তার তত্ত্ব পাবে, তুমি উদ্বিগ্ন হোও না।

আলোক। কোথায় গেল? কোথায় গেল? বড় লেগেছে বড় লেগেছে, কিছু খায়নি, কিছু খায়নি! আমি তারে উপ'সী

রেখেছিলুম, আমি তারে কয়েদ করেছিলুম। সে আমার নেই, আমি ত রয়েছি, আমি ত রয়েছি!

রাজা। ভীষক! কি বুঝ্‌চ'?

ভীষক। মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য, আবদ্ধ ক'রে রাখা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত হয় না। ও করমেতিকে খুঁজ্‌তে চায়।

আলোক। হাঁ। হাঁ। করমেতিকে চাই, করমেতিকে চাই। কোথায়? কোথায়? না, না, সে আমার নেই! বড় উঁচু বড় উঁচু সে আমার নেই, সে আমার নেই!

রাজা। করমেতি আছে, তুমি ভেব' না!

আলোক। ভাব্‌ব' না! কি ভাব্‌ব না? না কিছু ভাবনা নেই। সে নেই! ভাব্‌ব' কি? কার জন্যে ভাব্‌ব? আমি নিশ্চিন্ত হ'য়েছি আর খানসামা হ'য়ে তার সঙ্গে ঘুরতে হবে না।

রাজা। আহা, আমিই এর সর্ব্বনাশের কারণ! মন্ত্রী! আগমবাগীশের কোন তত্ত্ব হ'ল? আমি রক্তরক্ত দর্শন ক'র্ব্বো।

মন্ত্রী। মহারাজ! এখনও ধরা পড়েনি।

রাজা। বৈদ্যরাজ! কোন উপায় আছে?

ভীষক। ঔষধের দ্বারায় কোন উপায় নাই। তবে কখন কখন স্থান পরিবর্ত্তন, দৃশ্য পরিবর্ত্তনে উপায় হয়।

রাজা। ওঃ! আগমবাগীশের শিরশ্ছেদ না ক'ল্লে আমার শান্তি হ'চ্চে না! সে ব্রাহ্মণ নয়—চণ্ডাল, কৃতঘ্ন, তার প্রাণ বধই উচিত।

আলোক। মহারাজ! কাকে মার্ব্বেন? আগমবাগীশকে? মার্ব্বেন না, মার্ব্বেন না, মার্ব্বেন না। ও তাকে পাবার জন্য ছল ক'রেছে। সে সুন্দরী, তারে পাবার জন্যে দেবতাও ছল করে। কিন্তু কেউ স্ত্রীবধ করে না, ও হো—হো!

রাজা। বাবা আলোক! তুমি আমার কথা প্রত্যয় ক'চ্চ না? করমেতি বেঁচে আছে, তুমি খুঁজ্‌তে যাবে?

আলোক। কোথায় যাব? যদি বেঁচে থাকে ত শ্যাম যেথা থাকে সেথায় গিয়েছে। শ্যাম কোথায় থাকে জান'? সে শ্যাম যে সে নয়, কোন দেবতা নইলে দেবীর মন আকর্ষণ ক'ল্লে কি ক'রে! তার বাঁশী আছে, অতি মধুর বাঁশী, আমার করমেতি শুনে ভুলেছে!

রাজা। মন্ত্রী কিছু বুঝ্‌তে পার'?

মন্ত্রী। মহারাজ! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি, বিষয় বুদ্ধি এ যে প্রেমের তরঙ্গ দেখ্‌চি, এতে আমি প্রবেশ ক'ত্তে পার্ব্বো না। সত্যই করমেতি শ্যাম প্রেমে উন্মাদিনী, নচেৎ ও জান্‌লা থেকে প'ড়ে বালিকা পালাতে পার্ত্তো না। এও প্রেমোন্মাদ, বাতুল নয়। বোধ হয় শ্যামচাঁদের কোন অদ্ভুত লীলা!

রাজা। মন্ত্রী! আমারও ঐরূপ অনুভব হয়। চল, আমরা একে নিয়ে করমেতিকে অন্বেষণ করি। আলোক! তুমি করমেতিকে খুঁজ্‌তে যাবে? এস, আমি যা'চ্চি এস। মন্ত্রী ভ্রমণের আয়োজন কর। এস, আমার সঙ্গে এস। আজই আমরা যাব'।

আলোক। যাব? কোথা যাব? শ্যামকে চেন?

রাজা। চল' না, খুঁজে দেখি।

আলোক। তবে চল'।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—oo—

বনপথ।

কৃষ্ণ ও করমেতি।

আশাভৈরবী—দাদরা।

কৃষ্ণ। বাজিয়ে বাঁশরী ফেরে যমুনা তীরে
কে জানে কার প্রেমের শ্যাম -
সদাই ভাসে নয়ন নীরে॥

যদি কেউ হয় মনের মতন,
কত সে করে তায় যতন,
আমোদে বাজায় বাঁশী হাসে কদম বন,—
রুনু ঝুনু নূপুর বাজে নেচে যায় ধীরে।
নেচে যায় চায় ফিরে ফিরে॥
নিয়ে যাও প্রেম যত চাও
নাইত তার মতি হীরে॥

কর। তুমি এয়েছ? যখন মাঠে পড়েছিলুম, মনে করেছিলুম, আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। শ্যাম কি আমার কথা কয়?

কৃষ্ণ। কয় না? তার রাত দিনই তোমার কথা।

কর। কি বলে, কি বলে?

কৃষ্ণ। বলে আমি রাত দিন তার সঙ্গে সঙ্গে থাকি।

কর। কৈ, কৈ? এইটী শ্যাম মিছে কথা বলেছে।

কৃষ্ণ। সে যেমন ব'ল্লে ভাই! সত্যি মিছে তুমি বোঝ ভাই।

কর। আচ্ছা, দেখা দেয় না কেন? কথা কয় না কেন? ব'ল্‌চ মনে মনে দেখা দেয়, স্বপনে দেখা দেয়, সাম্‌না সাম্‌নি দেখা দেয় না কেন? ব'ল' না দেখা দিতে, ব'ল' ব'ল'। আমি একবার দেখ্‌ব', তারপর দেখা পাই না পাই।

কৃষ্ণ। সে ভাই নানান কথা বলে, শুন্‌লে আবার তোমার রাগ হবে। সে সব কথায় কায নেই।

কর। কার ওপর রাগ হবে? শ্যামের ওপর? না না, শ্যামের ওপর আমি রাগ ক'র্ব্বো না। বল'না, বল'না কি বলেছে বল'না।

কৃষ্ণ। সে বলে কি জান, দেখা দেব কি, আমি রাখাল মানুষ, গরু চরিয়ে বেড়াই, যদি সে কিছু চেয়ে বসে তখন আমি কোথায় কি পাব'!

কর। না না আমি কিছু চাইনি, আমি একবার তারে দেখ্‌তে চাই।

কৃষ্ণ। সে বলে—অমন বলে! আবার দেখা পেলেই ব'ল্‌বে এ দাও তা দাও।

কর। শ্যাম তবে আমার মন জানে না! শ্যাম তবে আমার মনের ভেতর নেই! শ্যাম অতি নিঠুর। শ্যামের এ কপটতা। শ্যাম আমায় দেখা দেবে না, তাই ছল করেছে। তুমি ব'লো সে বড় নিঠুর, আমি কিছু চাইনি সে জানে! ছল, ছল, আমি স্বধু শ্যামকে চাই। না না, শ্যামকেও চাইনি সে আমার মন বোঝে না, সে আমার মন বোঝে না, আর আমি শ্যামকে চাইনি!

কৃষ্ণ। আমিত বলেছিলুম ভাই, তুমি রাগ ক'র্ব্বে।

কর। না না, রাগ নয়। যে বুঝেও বোঝে না তারে বোঝাব' কি ক'রে! সে আমায় চায় না, তাই ভাণ করে। তা বেস্! আমি যদি তারে না চাইলে সে ভাল থাকে, সে ভাল থাকুক, আমি তারে চাইনি।

কৃষ্ণ। ওমা এত রাগ, যদি সে তামাসা ক'রেই একটা কথা ব'লে থাকে!

কর। না না, তামাসা নয়, এ মর্ম্মান্তিক কথা! দেখা না দেয় না দিক্—কেন, মিছে কথা কেন? আমার ত তার ওপর জোর নেই, সে ত আমায় ভালবাসে না, ব'ল্লেই হয় আমি দেখা ক'র্ব্বো না। থাক্ আর শ্যামের কথা, ক'য়ে কি ক'র্ব্বো!

কৃষ্ণ। তা আমার ওপর রাগ ক'চ্চ কেন? শ্যামের কথা না কও, এস' না আর পাঁচটা কথা কই।

কর। তোমার ওপর রাগ ক'চ্চি কেন, তুমি ব'লেছ তোমার শ্যামের মতন চেহারা! তুমি বল তুমি শ্যামের মতন নাচ,' শ্যামের মতন গাও। শ্যামকে ত দেখতে চাই-ই নি, যে শ্যামের মতন তাকেও দেখ্‌তে চাইনি।

কৃষ্ণ। তবে চল্লুম।

কর। দাঁড়াও, একটা কথা। শ্যামের দেখা পেলে ব'ল' যে সে ছাড়া চাইবার মতন জিনিস কি আছে, তাত আমি জানি নি। যদি কিছু থাকে ত আমি ভিক্ষা ক'রে তাকে দেব। আমার মতন ব্যাকুল হ'য়ে যে তাকে ডাকবে, যেন কিছু দেবার ভয়ে তার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে না, তারে দেখা দেয়। চাইবার মতন কি জিনিস আছে শ্যামের ঠেঙে জেনে আমায় ব'লে যেও,আমি ভিক্ষে ক'রে এনে তোমার ঠেঙে দেব।' তুমি শ্যামকে দিও। জেনে এস ব'লো, আমার মাথা খাও, দেখি তার ছলটাই কত!

কৃষ্ণ। সে যদি ব'ল্লে ভাই, চাইবার মতন জিনিস ঢের আছে! কেন চাইবার মতন নেই? হীরে, মাণিক, মতি, পান্না—

কর। ছি!

কৃষ্ণ। লোক, জন, মান—

কর। ছি!

কৃষ্ণ। ছি, ছি ত ক'চ্চ শ্যামকে কিছু দিতে পার'?

কর। কি চায় শ্যাম?

কৃষ্ণ। যা দেবে!

কর। আচ্ছা এই তুমি সব নাম ক'ল্লে, এর ভেতর কি ভাল?

কৃষ্ণ। কৌস্তুভমণি। সেটী যদি শ্যাম পায় ত বুকে রাখে।

কর। কোথা পাওয়া যায়?

কৃষ্ণ। তা জানলে ত শ্যাম আপনি খুঁজে নিত।

কর। আচ্ছা শ্যামকে ব'ল' আমি তাকে খুঁজে দেব।

[করমেতির প্রস্থান।

সিন্ধুমিশ্র—দাদরা।

কৃষ্ণ। বাঁধা প'ড়ি বারে বারে ছল ক'রে।
বাঁধা প'ড়ি ডুরি আপনি প'রে॥
বারে বারে ঠেকি দায়, ধরি পায়,
আমায় কেঁদে কাঁদায়,
আমায় যোগী সাজায়,
প্রেমভরে মানিনী মান করে,
মানে ম'জে মজায় হে,
যেতে নারি হে রাখে ধ'রে জোরে॥

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

(টুক্‌রোর প্রবেশ।)

টুক্‌রো। ঐ যে যাচ্চেন। বেটী পুরুত বামুণের মেয়ে, না জানি রাজার মেয়ে হ'লে কি চালই হ'ত! বেটীর যেন বাপের খানসামা! বলি টুক্‌রো তোর এমন দশা হ'ল কেন? ঘন দুধের বাটী, চাটীম কলা ত ভুল্লি। যাক্, পাঁঠার মুড়ি যাক্, টাকা কড়ি যাক্। শেষটা এক বেটী পাগলীর পেছনে ফিল্লি? টুক্‌রো তোরে আর বিশ্বাস নেই, তুই সব পারিস! তা চল্, বেটী খেলে কি না দেখ্‌বি, নাইলে কি না দেখ্‌বি, তোর বাপের বংশ নাশ হ'ক! হাঃ তোর বুদ্ধিরে! বাবা পেট ভাতার ওপর খেজমত খাট, আবার ভিক্ষে ক'রে খাওয়াও! নাকাল বটে বাবা!

(দুইজন বরকন্দাজের প্রবেশ)

১ বরক। ওহে! ওহে! তুমি না কি সন্ধান পেয়েছ?

টুক্‌রো। পেয়েছি বৈ কি?

২ বরক। কোথায় কোথায়?

টুক্‌রো। এই এখানে ছিল—ওদিকে ভোঁ দৌউড় মাল্লে।

১ বরক। আহা! তুমি পেছু পেছু গেলে না?

টুক্‌রো। আমি হোঁচট্ খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলুম।

২ বরক। আমরা দৌড়ে গেলে ধ'ত্তে পার্ব্ব'?

টুক্‌রো। এক্ষনি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—ঃ•ঃ—

কদম তলা।

আলোক ও তিনজন ফকির।

আলোক। সেই বাগান, সেই কদমতলা, সেই দীঘী, সেই শ্বশুরবাড়ী, সব সেই, কিন্তু সে নয়! সেথা করমেতি নাই। খুঁজ্‌ব'? কোথায় খুঁজ্‌ব'? পাব কেন? সে ত আর আমার কাছে আস্‌বে না। আমি নির্দ্দয়, নৃশংস, নরাধম, চণ্ডাল! সে গিয়েছে, চ'লে গিয়েছে। পালিয়েছে, পাছে আমি পাছু পাছু যাই, পালিয়েছে। উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়েছে, প্রাণভয়ে দৌড়েছে, অনাহারে দৌড়েছে! পালিয়েছে, পালিয়েছে। সে নেই কোথায় খুঁজ্‌ব'? ওরা কারা? ওরা কি ক'চ্চে?

ঝিঁঝিট্ খাম্বাজ—কাহারবা।

ফকির। তুমে করার কিয়া আবি
ইয়াদ হ্যায় ইয়া নেহি।
হামারা সাথা দোস্তিকা বাৎ,
নেহি কহো ওহি সোহি॥
না ইয়াদ হো, সো মুঝে কহো,
ময় কভি নেই কহেঙ্গে করার কিও,
চল্‌দে ইয়ার তোম্ খোসি রহো,
রঞ্জ নেই করো ময় যাঁহা ঘুমে,
যাঁহা ঘুমে ময় দেখে তুমে
সুরৎ তেরা দেল্‌মে লাগা রহি॥

আলোক। তোমরা কারা?

ফকির। মুসাফের।

আলোক। কি ক'চ্চ?

১ ফকির। আরাম নিচ্চি।

আলোক। কি কি কি? কি গান গাচ্চ?

১ ফকির। গাচ্চি আমার ইয়ার যদি করার না রাখে, যদি দোস্তি না করে, তারে কিছু ব'লব' না, যেথা মন যায় চ'লে যাব, তার পেছু আর নোব না।

যোগিয়ামিশ্র—কাহারবা।

তোম্ ত নেই করার কিয়া ময় পিছে ফিরা।
কসুর তোমারা না, কসুর মেরা॥
তোম দুস্‌রে কা হো, তোম্ সাফা কহি,
ময় দেওয়ানা হো ময় সম্‌ঝে নেহি,
আস্‌কসে কেৎনে মই বোল্‌তে রহি,
নেশা টুটা থোড়া সমঝ্ আয়া জেরা॥

আলোক। এ আবার কি ব'ল্লে?

১ ফকির। এখন ইয়াদ হ'চ্চে তার কিছু কসুর ছিল না। সে আমায় সাফ বলেছিল, আমি তোমার নই। আমার আসকের নেশায় সমজে এসেনি। এখন ইয়াদ হ'চ্চে আমিই বলেছি, সে কিছু বলেনি।

আলোক। তোমার মনে ব্যথা লাগে না?

১ ফকির। দোস্তির সুখই ত ব্যথা পাওয়া। তারে দেখ্‌লে ব্যথা, তারে না দেখ্‌লে ব্যথা, সে হাস্‌লে ব্যথা, সে কাঁদ্‌লে ব্যথা, সে এলে ব্যথা, চ'লে গেলে ব্যথা, ব্যথা পেতেই দোস্তি করা। যে ব্যথা চায় না, সে আপনার দেল ধ'রে রাখে। যার ব্যথা পেতে ভয়, তারে আমি ইয়ার বলিনি।

আলোক। তুমি যে ব্যথার কথা ব'ল্লে তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু তুমি আমার মত কি ব্যথা পেয়েছ? এ ব্যথা কি আর কেউ পেয়েছে? তুমি কি ছল ক'রে অবলা বালিকাকে ভুলিয়ে এনে বন্দি করেছ? মদ খেয়ে পশু হ'য়ে তারে ভয় দেখিয়েছ? সে কি তোমার ভয়ে জানলা গলিয়ে লাফিয়ে পালিয়েছে? সে কি অনাহারে দেশ দেশান্তরে ঘুরেছে? সে কেমন আছে, তার তত্ত্ব পাওনি? এ ব্যথা কি কখন পেয়েছ? যদি পেয়ে থাক আমায় বল, এ দারুণ জ্বালা কেমন ক'রে নিবোয়!

১ ফকির। সে যারে চায় তার কাছে যাও। সে যদি না চায় তার পায়ে ধর। এর পেছুতে যেমন ঘুরেছিলে তার পেছনে তেমনি ঘোর'। তার মন ভুলিয়ে তোমার ইয়ারের সঙ্গে মিলিয়ে দাও। যদি পার, তোমার ব্যথা যাবে। সে তার ইয়ারকে পেয়ে যখন হেসে হেসে চাইবে, যখন ইয়ারের সঙ্গে দোস্তি ক'র্ব্বে, সে যদি তোমার প্রাণে বরদাস্ত হয়, তা হ'লে তোমার প্রাণের ব্যথা যাবে।

আলোক। তারে কোথায় পাব? তারে চিনিনি, তার স্বধু নাম জানি।

১ ফকির। খুঁজে দেখ, যদি পাও।

আলোক। বেস্ কথা তবে আজ থেকে আর করমেতিকে খুঁজব' না। শ্যামকে খুঁজ্‌ব'। ফকির সেলাম! শ্যামকে খুজ্‌ব'। শ্যাম শ্যাম তুমি কি আমায় দেখা দেবে? আমি খুঁজি, দেখি তুমি কোথায় থাক। আমি দু চক্ষে যারে পাব জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বো, যেথায় পা যায় যাব। শ্যাম তোমার নামটী বেস্! নৈলে তোমার নামে করমেতি ভুলবে কেন? শ্যাম শ্যাম, আমার মনে ভরসা হ'চ্চে যে তোমার দেখা পাব! তোমায় দেশ দেশান্তরে খুঁজ্‌ব', যদি তোমার কেউ দেখা পেয়ে থাকে আমিও তোমার দেখা পাব। আমি তোমায় মিনতি ক'র্ব্বো, আমি তোমার পায়ে ধ'র্ব্বো, আমি তোমার দাস হ'য়ে থাকব'। এতেও যদি না তোমায় করমেতির সঙ্গে মেলাতে পারি, আর কি ক'র্ব্বো, তোমার সামনে প্রাণত্যাগ কর্ব্বো।

[প্রস্থান।

১ ফকির। চল' কায ত হ'ল।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—ঃ*ঃ—

কুঞ্জবন।

রাধা ও সহচরিগণ।

ঝিঁঝিট—দাদরা।

চাইলে যদি পায় ওলো কইলো পেলুম তায়।
চাইলে পায় এ কথার কথা
কেনা তারে চায়॥
মন বোঝেনা তাইতে আবার তার কথা ওঠে
বোঝে না মোটে,
পোড়া মন ব্যাকুল হ'য়ে দশ দিকে ছোটে,
ছোটে আকুল হ'য়ে,
ছোটে ব্যথা ব'য়ে,
ছোটে জ্বালা স'য়ে,
ঠেকে শিখে বোঝে না যে সে কি হায়
বোঝে কথায়॥

(করমেতির প্রবেশ)

কর। এ কে গান ক'চ্চে? না গান শুনব' না, যাই।

রাধা। এস না, এস না, কোথায় যাচ্চ? কেমন তোমায় বলেছিলুম?

কর। বলেছিলে, আর সে কথা তুল'না! আর সে নাম ক'রো না! দেখ, সত্যই নিষ্ঠুর! আমি শত জন্ম যদি পথের কাঙালিনী হ'য়ে বেড়াতুম তাতে আমার খেদ ছিল না। তার দেখা না পাই, তার নাম ক'রে কতক জুড়ুতুম! কিন্তু সে নাম আর ক'র্ব্বো না। যদি প্রাণ বেরোয় তবু সে নাম ক'র্ব্বো না। সে আমার মন বোঝে না, এ খেদ আমি কোথায় রাখ্‌ব! সে কেন ব'লে পাঠালে না, সে আমায় দেখ্‌তে পারে না! তার নাম নিতে কেন মানা ক'ল্লে না! সে কি না ব'লে পাঠায় যে পাছে কিছু চাই ব'লে সে আমার কাছে এসে না! ছি

ছি সে সত্যি রাখাল, নইলে এমন মন তার হবে কেন! ছি ছি সে সত্যি ভালবাসা জানে না, নইলে ভালবাসা বুঝ্‌বে না কেন! ছি ছি সে মন বোঝে না, আর তার কথা কব না!

রাধা। তুমি আমাদের সঙ্গে থাক না, আর কোথায় যাবে? আর ত তারে চাও না? আর ত তারে খোঁজ না? এই দেখ, আমরা তারে খুঁজে খুঁজে না পেয়ে এইখানে রয়েছি। তুমি আমাদের সঙ্গে থাক না, বেস্ কথাবার্ত্তা কইব, নেচে গেয়ে বেড়াব।

কর। না ভাই আমার থাক্‌বার যো নেই! আমি এক জিনিস খুঁজ্‌তে যাচ্ছি।

রাধা। কোথায় যাচ্চ?

কর। সমুদ্রে।

রাধা। ওমা সমুদ্রে কি ক'ত্তে যাচ্চ?

কর। কেন, আমি সে জিনিস দেশে দেশে খুজ্‌লুম, কোথাও ত পেলুম না। এক জন আমায় ব'লে দিলে সমুদ্রে আছে।

রাধা। তা কি তুমি সমদ্রে নাব্‌তে চলেছ না কি?

কর। নাব্‌তে হয় নাব্‌ব', জল ছেঁচ্‌তে হয় ছেচ্‌ব', আমি যেমন করে পারি সে জিনিষ আমি আনব'। তার পর তার কাছে সেটী পাঠিয়ে দিয়ে, আর তার নাম ক'র্ব্বো না।

রাধা। সমুদ্রের জল ছেঁচ্‌বে কি, তুমি কি খেপেছ?

কর। তুমি ত জান, যখন তার নাম করেছি, তখন খেপার কি বাকি আছে বল'! তুমি ত ঠেকে শিখেছ' ভুগে দেখেছ, তুমিই ত আমায় মানা করেছ! সত্যি ভাই আমি খেপেছি! খেপেছি—আর উপায় কি!

রাধা। কি জিনিস খুঁজ্‌তে যাচ্ছ শুনি?

কর। কৌস্তুভমণি।

রাধা। ওমা, এর জন্যে সমুদ্রে যাচ্ছ? এই তুচ্ছ জিনিস! দেত' লা ঐখান থেকে কুড়িয়ে এনে। ঐ ঐখানে প'ড়ে আছে।

কর। এই কৌস্তুভমণি! এই সে চায়?

রাধা। শ্যাম কি তোমার কাছে চেয়ে পাঠিয়েছে না কি?

কর। হাঁ। যে বলে চূড়ো বাঁধ্‌লে তার মতন হয়, তাকে দে ব'লে পাঠিয়েছে!

রাধা। তুমি যেমন সে ছোঁড়ার কথা শোন, সে শ্যামের মতন মিথ্যাবাদী!

কর। সত্যি?

রাধা। দেখ্‌তে পাওনা ছোড়ার ঢং? সে দিন অত শ্যামের গুণ গাইলে, এখন শ্যামের গুণ ত বুঝ্‌চ?

(রাধা ও সহচরিগণের গীত)

পরজমিশ্র—ভরতঙ্গ।

ঠিকটী সে শ্যামের মতন শ্যামের মতন সব।
ঠিকটী সে তেমনি চতুর তেমনি অবয়ব।—
যেন শ্যাম।
তেমনি হাসি তেমনি নয়ন তেমনি মিছে কয়,
তেমনি সে মিষ্টি বলে হয়কে করে নয়,
নেই মান অপমান ভয়, মন্দ বল' সয়
তেমনি নেচে রাধা ব'লে করে বাঁশী রব।
তেমনি তেমনি বাঁকা ঠাম॥
যে তারে আপন করে তেমনি তারে বাম।—
ছি ছি কেউ না করে নাম॥
শ্যামের মতন সব তাতে সম্ভব, তেমনি
গুণধাম॥

[গমনোদ্যত।

কর। আমায় থাক্‌তে ব'লে তোমরা যাচ্চ কেন?

রাধা। আবার আস্‌বো, তুমি থাক না।

কর। আমায় হেথা থাক্‌তে ব'ল্‌ছ'—এ কার বাড়ী? এ সব কি এমন চক্ চক্ কচ্চে?

রাধা। এ তোমার বাড়ী—এ সব মণি মুক্ত, হীরে। এ সব তোমার।

কর। আমার!

রাধা তোমার। আমি কি ভাই তোমার সঙ্গে মিছে কথা কই?

কর। আচ্ছা এ গুলো কি হয়?

রাধা। এর একটী দিলে শ্যাম ছাড়া সব পাওয়া যায়।

কর। কি পাওয়া যায়? লোকে কি চায়? আমি কিছু চাই নি, আর আমার কিছু চাইবার নেই! না না কিছু চাই নি! ওহো! আর আমি হেথা থাকৃতে পাচ্চিনি, আমার প্রাণ জ্ব'লে উঠ্‌ছে! আমি ঘুরে বেড়াই, আমি ঘুরে বেড়াই। কিছু খুঁজে বেড়াই খুঁজ্‌ব? কি খুঁজ্‌ব? আর আমার কিছু খোঁজ্‌বার নেই। সে বামুণ কোথা থাকে জান? আমি তারে কৌস্তুভমণিটী দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। খোঁজ্‌বার জিনিস ফুরিয়েছে, কি ক'র্ব্বো নিশ্চিন্ত হই

[করমেতি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পরজ—একতালা।

গোলকবাসিনী। জেনে শুনে বুঝেছেরে মন।
আর কি খুঁজি আর কি মজি ভেঙেছে স্বপন॥
স'য়ে গেছে স'য়ে স'য়ে, রবে না দিন যাবে ব'য়ে,
কায কি রে আর কলঙ্ক ভার ব'য়ে'
ফুরায়েছে সব ফুরাল', ফুরাল' সাধের যতন।

কর। এরা বোধ হয় সেথাকার লোক, তাই আমার মনের কথা ঠিক জেনেছে।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কর। তুমি এয়েছ? এই নাও তাকে দিও।

কৃষ্ণ। কাকে দেব?

কর। সেই তাকে—যে চেয়েছে।

কৃষ্ণ। কে আবার তোমার ঠেঙে কি চাইলে?

কর। যে বলে আমি তাকে চাই হীরে মাণিকের জন্যে। যার প্রাণে ভালবাসা নেই, যে ভালবাসা বোঝে না, যে আমায় কাঁদিয়েছে, যারে আমি আর মনে ক'র্ব্বো না, যে আমার নয়, যার ভাবনা ভাব্‌ব' না

কৃষ্ণ। দেখ ঢং দেখ! কি ব'ল্‌ছে শোন!

কর। সে কি তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

কৃষ্ণ। হ্যা গা! তুমি অত মিছে কথা কও কেন? কবে তোমার কাছে কার জন্য কি চেয়েছি? বেস মেয়ে মানুষটী দেখ্‌লুম, কাছে এলুম, ব'সলুম, দু দণ্ড কথা কব তা নয়! যার জন্যে, যে করেছে, হ্যান করেছে, ত্যান করেছে অত সাত সতের মাথামুণ্ডু কি বক'!

কর। তুমি ত বড় মিথ্যা কথা কও!

কৃষ্ণ। আমি মিছে কথা কই, না তুমি মিছে কথা কও! আমি কি তোমার কাছে বলেছিলুম সে তোমার কাছে এই চায়। আমি বলেছিলুম শ্যাম কৌস্তুভমণি চায়!

কর। এই নাও।

কৃষ্ণ। ঠিক ঠাক্ ক'রে ব'লে দাও— "এই কৌস্তুভমণি নিয়ে শ্যামকে দিও"।

কর। তুমি বড় ছল! এই কৌস্তুভমণি নিয়ে শ্যামকে দিও।

কৃষ্ণ। আমি ভাল শুনতে পাইনি। কি ব'ল্‌ছ'?

কর। এই কৌস্তুভমণি শ্যামকে দিও।

কৃষ্ণ। কি কি?

কর। আর সে নাম ক'র্ব্বো না, আর সে নাম মুখে আন্‌ব' না। তুমি বলেছিলে সে চায়, আমি তোমায় দিলুম নাও, তাকে দিও; না দাও তোমার ইচ্ছে।

কৃষ্ণ। ছি ছি, তুমি তামাসা বোঝ' না!

সে এ সব চাইবে কেন? শ্যাম কি কিছু চায়? সুধু প্রেমের প্রাণ চায়।

কর। এখান থেকে যাও, খোঁজ' যার প্রেমের প্রাণ আছে! এখানে ত প্রেমের প্রাণ নেই, এখানে র'য়েছে কেন? প্রেমের প্রাণ নে সে কি ক'র্ব্বে তাই ভাবি। সে প্রাণ কি সে চেনে? সে প্রাণের দর তার কাছে নেই। সে প্রেমের প্রাণ চায় না, ভাণের প্রাণ চায়। সে কান জানে, কানের কথা কয়। সে কথা কে শোনে, কে জানে!

কৃষ্ণ। সে আবার প্রেম জানে না! অমন প্রেমে গলা কে! তার সম্বলের মধ্যে এক রাধা আছে, সেই রাধা নাম দেশে দেশে দিয়ে বেড়ায়! সে প্রেম জানে না, অমন কথা ব'ল' না। রাধাপ্রেমে উন্মত্ত, যে রাধাকে ভালবাসে, তারে সে ভালবাসে! যার মুখে রাধা নাম শোনে, তার কাছে তখনি এসে! রাধা নাম ক'রে গয়লানীরে তারে পায়ে পায়ে ফিরিয়েছে। তুমি রাধা বল' তোমার পায়ে ফির্‌বে।

কর। তুমি যাও, তোমার কথা আর শুন্‌ব' না।

কৃষ্ণ। রাগ কর চল্লুম, এতই কি!

[প্রস্থানোদ্যত।

কর। যাও, তুমি আর এস না। শুনেছি তুমি তার মতন, তোমার পানেও চাইব না। তোমার সঙ্গেও কথা কইব না। তুমি যেখানে থাক্‌বে, সেখানে থাকব' না।

কৃষ্ণ। এখন রাগ করেছ চল্লুম, রাগ প'ল্লে আবার আস্‌ব'। তোমায় ছেড়ে কি থাক্‌তে পারি!

[প্রস্থান।

কর। আহা! যদি এর কথা বিশ্বাস ক'র্ত্তে পাত্তুম যে রাধা তাকে পেয়েছে! যদি এক জনও ব'ল্‌তে পার্ত্তো এ আমার—তা শুনেও—কেন?—আর এক জন পায় পাক্ তাতে আমার কি! রাধা রাধাই। কে রাধা? যে হয় সে হ'ক! না, একবার তার দেখা পেলে হ'ত, সত্যি মিথ্যে কথাটা জিজ্ঞাসা ক'ত্তুম। না না সে রাধাও ভাল নেই। তাকে ভালবেসে কেউ ভাল থাকে না। কে সে? যে হ'ক্ আমার কি!

গোলোকবাসিনীর প্রবেশ ও গীত।

দেশমিশ্র—যৎ।

শুন্‌তে পাই সে রাধে রাধে বলে।
হ'ত ভাল কে সে রাধা দেখ্‌তে পেলে কোন ছলে॥
কে জানে জানে কি যতন,
ভুলিয়েছে তার মন মানে না ত মন,
যতন পেলে ভুলে যাবে নয় ত সে তেমন,
আসি গে শুনে, তারে কিন্‌লে কি গুণে,
পরের কথায় কায কি আমার, আমার কি রাধার হ'লে,
রাধার তরে প্রাণ কি তার টলে॥

কর। আহা এরা কারা বোধ হয় আমার মতনই অভাগী॥

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন সন্নিকটস্থ বন।

টুক্‌রো ও আলোক।

টুক্‌রো। আমি টুক্‌রো, বাবুসাহেব আমায় চিন্তে পাচ্চ'না?

আলোক। না। আমি আর সত্য মিথ্যা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নি, আমি আমার মন বুঝ্‌তে পাচ্চি নি; আমি কি চাই বুঝ্‌তে পাচ্চি নি; কি শুনি বুঝ্‌তে পাচ্চি নি;

কেবল এক সত্য বুঝ্‌তে পেরেছি, এ পৃথিবীতে যন্ত্রণাই সার; কিন্তু তাও সত্য কি না জানি নি। কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নি। কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নি। এর কি বুঝ্‌ব'? ভেবেছিলুম করমেতিকে চাই, সে বিনে সংসার শূন্য। এখন দেখ্‌চি শ্যামকে চাই। শ্যাম কোথা থাকে জানি নি, শুন্‌লেম সর্ব্বত্রে থাকে, এখানেও আছে! তা কই? মিথ্যে মিথ্যে, মিথ্যে! আমি মিছে, তুমি মিছে, সকলই মিছে, করমেতিও মিছে, শ্যামও মিছে! মিছে মিছে মিছে! মিছের ধোঁকায় ঘুর্‌চি! শ্যাম শ্যাম তুমি মিছে!

(করমেতির প্রবেশ)

কর। কে তুমি, তার নাম ক'চ্চ কেন? ছি ছি তার নাম ক'রো না, সে অতি কপট, সে নাম মুখে এন না।

আলোক। আমায় জিজ্ঞাসা ক'চ্চ আমি কে? তুমি বল' তুমি কে? দেখ্‌লে বোধ হয়, তুমি করমেতি তুমি কি নাম ক'ত্তে বারণ ক'চ্চ? শ্যাম নাম? আমি এক করমেতিকে জান্‌তুম, যে শ্যাম নামে মত্ত, শ্যামের নেশায় আমায় পায়ে ঠেলেছে, শ্যামের নেশায় আমার ভালবাসা পায়ে ঠেলেছে, শ্যামের নেশায় প্রাণ উৎসর্গ করেছে! আবার দেখ্‌ছি তুমি এক করমেতি যে শ্যামের নাম ক'ত্তে চাও না বাবা! কি দুনিয়া! হেথায় কে কি চায় তা বোঝা গেল না!

কর। তোমায় চিনেছি!

আলোক। কি চিনেছ? চিন্‌তে পার'নি। বোধ হয় তুমি চিনেছ—যে তোমার জন্যে খানসামা সেজেছিল! যে তুমি নইলে বাঁচত না! যে তোমায় বন্দি করেছিল! যে স্বামী ব'লে তোমার ওপর জোর করেছিল! না না না আমি সে আলোক নয়! বুঝ্‌তে পাল্লুম না, কিছু বুঝ্‌তে পাল্লুম না!

কর। তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার জন্যে তোমার এই দশা! আমার জন্যেই তুমি সর্ব্বত্যাগী হয়েছ! আমায় ভালবেসেই দিবানিশি জ্বলেছ! আমায় ভালবেসে শ্যামকে খুঁজ্‌ছ'! আমি তোমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কই নি। কি ক'র্ব্বো মার্জ্জনা কর।

আলোক। তুমি শ্যামকে মার্জ্জনা কর।

কর। তাকে মার্জ্জনা ক'র্ব্বো? কেন? সে আমায় পথের কাঙালিনী করেছে ব'লে? সে আমায় উন্মাদ করেছে ব'লে? সে আমার সঙ্গে কপটতা করেছে ব'লে? সে আমায় পায়ে ঠেলেছে ব'লে? সে আমায় কলঙ্ক ডালা দিয়েছে ব'লে তাকে মার্জ্জনা ক'র্ব্বো?

আলোক। আমায় কাকে মার্জ্জনা ক'ত্তে বল'? আমার সরল প্রাণে যে দাগা দিয়েছে তারে? আমায় যে পথে ফিরিয়েছে তারে? তুমি যা যা শ্যামকে ব'ল্লে, সবই আমি তোমায় বল্‌তে পারি—বল্লুমও, কিন্তু এই শেষে বলা আর ব'ল্‌ব' না। তুমি আমায় মার্জ্জনা ক'ত্তে ব'ল্‌ছ', অন্তর থেকে তোমায় আমি মার্জ্জনা কল্লুম। তোমায় মার্জ্জনা করবার নেই, আমি আমার দোষে ক্লেশ পেয়েছি। মুখের কথায় দোষী ক'ল্লে তোমায় করা যায়, কিন্তু সে আমার জোর তোমার দোষ কি, আমারই দোষ। সেই তুমি সেই আমি। তখন ভালবেসেছিলুম আমার দোষ। এখন সেই আছ, আর ত তোমায় ভালবাসি নি। আমি তোমার জন্যে শ্যামকে খুঁজ্‌চি নি। তোমার জন্যে খুঁজেছিলুম। এখন খুঁজ্‌ছি কেন জান? দেখ্‌ব শ্যাম সত্যি কি না, শ্যামকে তুমি ভালবাস কি না, কি আমার মতন মিছের ধোঁকায় ঘুরছ'।

[গমনোদ্যত।

কর। যেও না যেও না আমার একটা কথা শোন।

আলোক। বল' কি ব'ল্‌বে ?

কর। তুমি তাকে মার্জ্জনা ক'র্ত্তে আমায় ব'ল্‌চ কেন ?

আলোক। তুমি জিজ্ঞাসা ক'চ্চ কেন ?

কর জিজ্ঞাসা কচ্ছি মনের খেদে। আমি সত্যই তোমার কাছে মার্জ্জনা চাই, আমি সত্যই তোমায় দ গা দিয়েছি। আমি তাই মর্জ্জনা চাই। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি বড় ক্লেশ পেয়েছ। ভালবাসা দুঃখের শেষ, আমি তোমার সেই দুঃখের কারণ। আমি তাই তোমার কাছে মার্জ্জনা চাচ্চি। কিন্তু বোধ হয় তুমি অভিমানে মার্জ্জনা ক'ল্লে না! তুমি বোধ হয় শ্যামকে মার্জ্জনা ক'র্ত্তে ব'লে আমায় বোঝাচ্চ মার্জ্জনা করা যায় না; আমায় বোঝাচ্ছ লাঞ্ছনা ভোলা যায় না। তুমি অভিমানে শ্যামকে মার্জ্জনা ক'র্ত্তে ব'ল্‌ছ।

আলোক। আমার অভিমান বুঝ্‌লে কি ক'রে ? তোমার আপনার অভিমানে ? তোমার ভালবাসার অভিমান আছে, আমার ভালবাসার অভিমান ছিল না। ছি ছি এই তোমার ভালবাসা! শ্যামকে মার্জ্জনা ক'র্ত্তে বলেছি কেন জান ? মার্জ্জনার নাম ভুলে যাওয়া। যদি ভালবাসা ভোলো সকলই ভুল্‌বে। যদি সুখের অনুভব আমার কিছু হ'য়ে থাকে সে ভুলে যাওয়া। তুমি যদি ভালবাসা ভুল্‌তে পার হয় ত যন্ত্রণাও ভুল্‌বে। আমি বোধ হয় এখনও তোমায় ভালবাসি, তাই শ্যামকে ভুল্‌তে ব'লেছি। কিন্তু আমি এও ভুল্‌ব'; সংসারে তুমি ছিলে, আমি ছিলুম, এ কথা একেবারে ভুল্‌ব'। আগুনের শেষ রাখ্‌ব' না।

[প্রস্থানোদ্যত।

কর। যেও না শোন। আমায় ভুল্‌তে শেখাও। কই কই আমার ভোল্‌বার সাধ হয় কই ? এত যন্ত্রণা এত লাঞ্ছনা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! শ্যাম নামে যে প্রাণের উল্লাস তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! শ্যাম নামে যে দুঃখে সুখ তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'; শ্যাম নামে যে প্রাণ মাখামাখি তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! শ্যাম নাম যে জগৎব্যাপী তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! শ্যাম সর্ব্বস্ব তা কেমন ক'রে ভুল্‌ব'! কই কই আমার শ্যামকে ভোল্‌বার সাধ হ'ল' কই!

আলোক। সাধ কেউ ক'রে দিতে পারে না, সাধ কেউ করে না, সাধ হয়; তোমার না হয় আমি কি ক'র্ব্বো ?

[প্রস্থান।

টিকুরো। অবাক্ ক'রেছে বাবা! কি বুঝ্‌লুম! ব'ল্লে তুমি দাড়াও! ব'ল্লে তুমি ভোল! ব'ল্লে তুমি সাধ ছাড়! ব'ল্লে তুমি কাঁদ্‌লে! ব'ল্লে আমি কাঁদ্‌লুম! বাঃ বাঃ! তোমাদের ভাবটা কি যদি আমায় বুঝিয়ে দাও ত আমি ঘরের ছেলে ঘরে চ'লে যাই। তোমরা দু জনে আচ্ছা এক নূতন খেলা দেখালে।

কর। তুমি আমার সঙ্গে কেন ফের ?

টিকুরো। প্রথম ফিরেছিলুম দয়া ভেবে। এখন ফির্‌ছি রকমটা কি দেখ্‌ব'। তা তুমি ব্যাজার হও আমি তোমার কাছে থাকতে চাই নি। চল্লুম। হ্যা দেখ তোমার রাধাকে আমি খুঁজেছিলুম; দেখ্‌লুম তোমার শ্যামও যেমন ভুয়ো, রাধাও তেমনি ভুয়ো। আর চূড়ন্ত ভুয়ো কি জান ? আমার বুদ্ধি! সেই ভুয়ো নিয়ে ঘুরচ', তাই দেখবার জন্যে আমি ঘুর্‌চি!

কর। আমি আমার অদৃষ্ট ফেরে ঘুর্‌চি, তুমি ঘোর' কেন ? তুমি যাও তুমি আমার জন্যে আর দুঃখ পেও না। আমার অদৃষ্টের ফের তুমি কি ক'রে খণ্ডন ক'র্ব্বে ?

টিকুরো। অদৃষ্টটা বুঝি এঁচেছ তোমাদেরই এক চেটে, আমার আর অদৃষ্ট থাক্‌তে

নেই। ঘোর অদৃষ্টের ফের, নইলে তোমার সঙ্গে ফিরি! যাই হ'ক্, ধোঁকা না মিটিয়ে আমি যাচ্ছি নি। এখন চল্লুম। তোমার গাছের পাতা খেয়ে চলে, আমার ত আর তা না।

[প্রস্থান।

কর। রাধে! রাধে! শুনেছি ডাক্‌লে তুমি দেখা দাও আমি দিবানিশি ডাকচি কই দেখা দিচ্চ?

(রাধার প্রবেশ)

রাধা। বেস! শ্যাম যে একলা মিছে কথা কয়, তা না, তুমিও মিছে কথা কও।

কর। কি কি কি ব'ল্লে? কি মিছে কথা কইলুম?

রাধা। কইলে না ভাই? মুখে বোলছ' রাধে রাধে দেখা দাও, মনে বোলছ' শ্যাম শ্যাম কোথায় তুমি!

কর। কি তুমি এমন কথা বল', আর আমি তাকে চাই? আমি তারে ভুল্‌তে চাই। যন্ত্রণার ভয়ে না, গঞ্জনার ভয়ে না, কলঙ্কের ভয়ে না, তার চাতুরিতে তারে ভুল্‌তে চাই। সত্যই আমি রাধাকে চাই। শ্যামকে দেবার জন্যে নয়, আমার বড় সাধ দেখ্‌ব' যে সে কত চতুরা। সে শ্যামকে পেছনে ফেরায়, না জানি সে কেমন মেয়ে! তবে জানি নি, শ্যাম যদি তারে আমার মত পথে পথে কাঁদাবার জন্য পেছনে ফেরে! তা হ'লে তারে শ্যামের গুণ সব ব'লে দি। বলি দেখ ভুলে যেন শ্যামকে ভালবাসো না। তা হ'লে অকুলে ভাস্‌বে! দিবানিশি কাঁদ্‌বে! কাঁদাবে সে কাঁদ্‌বে না! মজাবে সে মজ্‌বে না!

রাধা। তুমিও ভাই কপট কম নও! সে বামুণ ছোঁড়ার ঠেঁয়ে শুনেছিলুম, শ্যামকে চাও না, শ্যামের নাম ক'র্ব্বে না। তার চেহারা শ্যামের মতন ব'লে তাকে কাছে আস্‌তে দেবে না। এখন শ্যাম শ্যাম ক'রে ভুবন ভরিয়ে দিলে! রাধা তোমার কাছে আস্‌বে কি ভাই, রাধাকে কি তুমি চাও! তোমার শ্যাম, এখনও শ্যাম তখনও শ্যাম, শ্যামকে তুমি ভুল্‌তে পার্ব্বে না!

কর। কি ভুল্‌তে পার্‌ব' না? ভুলব'। সে রাধার শ্যাম আমার নয়। তবে কেন তারে ভুল্‌ব' না! সে কপট আমি সরলা, তবে কেন তারে ভুল্‌ব' না? সে নির্দ্দয় আমি অবলা, তবে কেন তারে ভুল্‌ব' না? সে আমায় চায় না, আমি কেন তারে চাইব'? সে আমার নয় আর কেন তারে ডাক্‌ব'?

রাধা। তবে রাধাকে খোঁজ কেন?

কর। ঐ ত তোমায় বল্লুম, সে কেমন মেয়ে দেখ্‌ব ব'লে; শ্যামের গুণ তারে ব'লব' ব'লে; তারে সাবধান ক'রে দেব' ব'লে।

রাধা। আ বোন্ তুমি আর তারে সাবধান কি ক'র্ব্বে বল'? সে কারুর মানা শোনে নি। সে শ্যামের প্রেমে অকুলে ভেসেছে। তার কালাকলঙ্কিনী নাম, সে নাম তার গৌরব, লোক গঞ্জনা তার আনন্দ! শ্যাম কপট ব'লে শ্যামকে ভালবাসে; শ্যাম ভালবাসে না ব'লে শ্যামকে ভালবাসে; শ্যাম কাঁদিয়েছে ব'লে শ্যামকে ভালবাসে; শ্যাম তার নয় ব'লে শ্যামকে ভালবাসে; সে শ্যামের দাসী—তাই সে আপনাকে ভালবাসে। শ্যামের প্রেমের দর সে জানে তাই শ্যামকে ভালবাসে। শ্যামের প্রেমে যন্ত্রণা তাই যন্ত্রণাকে আদর করে; বিরহ শ্যামের প্রেমের শেষ—যত্ন ক'রে তাই বিরহ হৃদয়ে ধরে; সে শ্যাম কাঙালিনী তাই ব'লে সে গরব করে! রাধাকে তুমি বোঝাতে পার্ব্বে না।

কর। আহা সে বড় অভাগিনী!

রাধা। ওকথা বলো না সে বড় ভাগ্যমানী, সে শ্যাম পিয়াসী!

কর। সে রাধা কোথায়?

রাধা। এইখানেই আছে, তোমাকে পরিচয় দিতে ভয় করে।

কর। কেন কেন?

রাধা। তোমার মনে যে ভাই বড় রিশ। তুমি শ্যামকে একলা চাও; রাধা যদি শ্যামকে পায়, শ্যামকে যে যত্ন করে তারে তখনি দেয়।

কর। তুমি অমন কথা বল' আমার মনে রিশ? কখন না। আমি তারে খুঁজ্‌চি কেন তুমি জান না, তোমায় বলি নি; আমি দেখা পেলে তার পায়ে ধ'রে মিনতি ক'র্ব্বো, সে যাতে শ্যামকে নেয়! তোমার কাছে শুন্‌চি সে শ্যামকে চায়, শ্যামও তাকে চায়। আমার কায ফুরুল' আর আমি রাধা ব'লে ডাকব' না!

রাধা। আচ্ছা ভাই যদি তুমি শ্যামের বামে তাকে দেখ তা হ'লে তোমার মনে কি হয়? চুপ ক'রে রইলে যে? তোমার মনে রিশ আছে, না?

কর। তাই ব'ল্‌তে পারি নি। কিন্তু মনে হয় যেন আমার প্রাণ শীতল হয়! যে যারে ভালবাসে, সে যদি তারে ভালবাসে, তা হলে যে কি হয় তা জান্‌তে আমার সাধ হয়! যদি সে সাধ আমার পোরে, বোধ হয় আমার শ্যামের সাধও পোরে।

রাধা। তবে ভাই তোমার না কি শ্যামের সাধ ফুরিয়েছে?

কর। তুমি না বলেছিলে যে তুমি শ্যামের সঙ্গে প্রেম করেছ? এখন বুঝ্‌লুম তুমি প্রেম কর নি। সে সাধ কি ভোলবার, আমি ভুলব' কেমন ক'রে!

[করমেতি প্রস্থানোদ্যতা।

রাধা। সই! সই! যেও না আমায় শ্যামের প্রেম শেখাও।

কর। আমি ভুলেছি, তুমিই শ্যামের প্রেম জান। যখন শ্যামের প্রেম শিখ্‌তে তোমার সাধ, তুমিই সত্যি শ্যামের প্রেমে মজেছ'। একশ' বচ্ছর কেঁদে যদি তোমার সাধ না পূরে থাকে, এখনও যদি তোমার শিখ্‌তে সাধ থাকে, সে প্রেম তুমিই শেখাতে পার! ক'দিন কেঁদে আমার সাধে জলাঞ্জলি দিতে ইচ্ছে যাচ্ছে! তোমার কেঁদে কেঁদে প্রেম শেখবার সাধ ঘোচে নি। বুঝ্‌লেম আমার প্রেমের প্রাণ নয়! শ্যাম ঠিক বলেছে, আমি শ্যামের মনের মতন নই! যদি আমার প্রেমের প্রাণ হ'ত আমি শ্যামকে পেতেম। রাধা কে তা জানি নি। আর জান্‌তেও চাই নি। যদি তোমায় আমি শ্যামের বামে দেখ্‌তে পাই, বোধ হয় আমি প্রেম শিখি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন সন্নিকটস্থ উপবন।

আগমবাগীশ, দেমো ও অম্বিকা।

আগম। কাযেই ফের নাগরী হ'তে হ'ল! লাখ বরকন্দাজের প্রেমে প'ড়লুম! গো জন্ম ছেড়ে গন্ধর্ব্ব জন্ম হ'ল! লক্ষহীরে হলেম! এখন সকলকে পারি, এক দেমো আর অম্বিকে বেটীর হাত ছাড়ালে খানিক বাঁচি!

দেমো। অ ভট্‌চায! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, টিক্‌রো এ দিকে আস্‌চে।

আগম। তা আমায় কি ক'র্ত্তে বল'?

অম্বিকা। এখনি বরকন্দাজ ধরিয়ে দেবে!

আগম। দেবেই ত।

দেমো। এখ'নি টেনে নিয়ে গিয়ে জেলে পূরবে।

আগম। পূর্‌বেই ত।

অম্বিকা। কি হবে?

আগম। এই ত ব'ল্লে।

দেমো। ঐ এদিকেই আস্‌চে

আগম। আস্‌বে না ত কি যমুনার জলে উল্‌বে না কি?

অম্বিকা। তবে পালাই।

আগম। পার দেখ। আমি মান করি, স'রে পড় না।

দেমো-অম্বিকা। আর চল্‌তে পারি নি।

আগম। দেখ্‌চি মানের যোগাড়ে আছ একটু তফাৎ তফাৎ ব'সে মান কর।

(টুক্‌রোর প্রবেশ)

টুক্‌রো। এখানে ত পাথরের শ্যামসুন্দর গড়াগড়ি, রাধারও ছড়াছড়ি! বাবা সত্যি রাধা শ্যাম ত দেখলুম না। আর বল না, কোন্ বাড়ী খুঁজিনি বল না? আ গ আমি যেন আলিস্যি করেছি, ও বেটী! বাবু-সাহেবও শ্যাম শ্যাম কচ্চে। শেমো বেটা ত কম নয়! এত তাড়াতাড়িতে যদি লুকিয়ে থাকে, বেটা ছেলে বটে! দূর হ'ক, যে শ্যাম খোঁজে খুঁজুক, আমি আর বাবা খুঁজ্‌চি নি! কিন্তু এ বেটীর মায়া ছাড়াতে পাচ্চি নি। কি জানি কেন! ও কি একটা কেন আছে। বেটী এখানে এসে লুকিয়েছে। আমার এর শেষটা দেখে নিতে হবে। ওরে বেটী! ওরে বেটী! নে কিছু খা, কিছু খা, আমি স'রে যাচ্চি। দিন ভোর শ্যাম শ্যাম রাধা রাধা করিস্ এখন।

আগম। ইস্ আমার প্রেমেই মগ্ন হ'ল। মান ত ভাঙা হবে না তা হ'লেই বিপদ।

টুক্‌রো। ওরে বেটী খা না!

আগম। ও ব্যাটা কি বরকন্দাজ না ধরিয়ে ছাড়বে!

টুক্‌রো। খা বল্‌চি খা, মুখের কাপড় খোল্। লক্ষ্মী মা আমার এই নে মুখের কাপড় খোল্।

আগম। ইস্ বসন চুরি ব্যাপার! প্রেমের তরঙ্গ!

টুক্‌রো। দেখ্ বেটী মার খাবি ব'ল্‌চি!

আগম। এইটুকু উপরি হবে। (প্রকাশ্যে) আমার প্রতি এত অনুরাগ কেন? তোমার ওদিকে দু দুট' নাগরী মান ক'রে ব'সে আছে একবার ফিরে দেখ না।

টুক্‌রো। এ কে ভট্‌চায না কি?

আগম। হুঁ—তা কি?

টুক্‌রো। এখানে পালিয়ে এসে রয়েছিস্, না? তোর ওপর খুব আমার রাগ ছিল কিন্তু এখন আর নেই। ঐ বেটীর সঙ্গে ফিরে আমার মনটা এক রকম হ'য়ে গিয়েছে।

আগম। তা বেস হয়েছে, বড় পরিপাটী হয়েছে।

টুক্‌রো। ও দু বেটী কে?

আগম। ওরাও আমার মতন মানিনী, বরকন্দাজ—প্রেম কাঙালিনী।

টুক্‌রো। এ দেমো না?

আগম। যে হয় হ'ক, মুড়ি ঝুড়ি দে প'ড়ে আছে, তুমি আপনার কাযে সটান্ বেরিয়ে যাও।

টুক্‌রো। আর ঐ মাসীবেটী না?

অম্বিকা। এই ভট্‌চায্যি মিন্‌সে চুপি চুপি ব'লে দিয়েছে। তবে রে পোড়ারমুখো!

দেমো। ওরে চেঁচাস্ নি চেঁচাস্ নি।

অম্বিকা। চেঁচাব না ব্যাটাকে বিশ খ্যাংরা মার্ব্বো! আমি চুপি চুপি লুকিয়ে ব'সে আছি, ব্যাটা কি না ব'লে দিলে!

আগম। অত পিরীত ত তোমার সঙ্গে আমার নয়। নেহাৎ প্রেম উৎলে উঠে থাকে ত ঐ দেমো ব্যাটার চুলের মুঠী ধর।

অম্বিকা। ঐ পোড়ারমুখোর জন্যে ত আমার এই দশা হ'ল।

দেমো। বেটী চ্যাচা চ্যাচা, বরকন্দাজ ধরে ধরুক! ওরে বেটী বেজায় টাটিয়েছে, ছাড় ছাড় বেজায় টাটিয়েছে।

আগম। ওঃ বৃন্দাবনে এসে চুটিয়ে প্রেম হ'ল! এই যে বরকন্দাজ ভায়ারা আসচেন, মহারাজেরও আগমন দেখ্‌তে পাচ্চি! আজ নেপুর পায়ে কোঁড়ার তালে নৃত্য ক'ত্তে হ'ল, নইলে আর সাধের বৃন্দাবন বলেছে!

(রাজা, মন্ত্রী, বন্ধি, পরশুরাম, আলোক ও বরকন্দাজের প্রবেশ)

মন্ত্রী। ধর ব্যাটাকে!

আগম। ঠিক ধ'র্ব্বে, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

অম্বিকা। দোহাই মহারাজের, দোহাই মহারাজের, আমি কিছু জানি নি! এই দু জনে আমার জাত কুল মজিয়েছে।

রাজা। আগমবাগীশ! শুনেছি তুমি ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র জান। তুমি এমন কদাচার, দেখদিকি এক জনের কি দশা করেছ!

আলোক। মহারাজ! এদের ছেড়ে দিন!

রাজা। দেখ, নরাধম দেখ্‌ কার কি দশা করেছিস্!

আলোক। মহারাজ! একে আর তিরস্কার ক'র্ব্বেন না। আমার দশা কি দেখাচ্চেন, ওর দশা দেখুন। আমি মার্জ্জনা করেছি, যদি ভগবান থাকেন, তিনি মার্জ্জনা করুন। আর দাসের মিনতি, মহারাজও মার্জ্জনা করুন। আমি যাচিঞা কচ্চি, শুনেছি এ পুণ্য স্থান, রাজার মার্জ্জনা অপেক্ষা দান নাই, রাজার উপযুক্ত দান ভিক্ষুককে দিন, এ সকলকে মার্জ্জনা করুন। শ্বশুর মশাই! আপনার কাছেও আমি মার্জ্জনা চাচ্চি। ব্রাহ্মণকে সাজা দিয়ে আপনার দুঃখ দূর হবে না। আপনি রাজপুরোহিত, রাজাকে মার্জ্জনা শিক্ষা দিন্!

বৈদ্য। ওঃ অদ্ভুত চরিত্র, মুক্তাত্মা! মহারাজ, এ ব্যক্তির আর তত্ত্বাবধারণ প্রয়োজন নাই, এ বন্ধনমুক্ত মহাপুরুষ, আমরা পাগল তাই একে পাগল বলেছি! এ ব্যক্তির অনুরোধ লঙ্ঘন ক'র্ব্বেন না। এদের মার্জ্জনা করুন।

পরশু। মহারাজ! আমারও অনুরোধ মার্জ্জনা করুন। বাবা আলোক! তোমার আর নিন্দা স্তুতি নাই, তোমায় আর কি ব'ল্‌ব'।

রাজা। প্রহরী এদের ছেড়ে দাও।

আগম। আলোক! আলোক শোন্! তোর রকমটা কি হ'ল বল্‌ ত? আমায় তুই ছাড়িয়ে দিলি! দ্বেষশূন্য ব্যক্তি শাস্ত্রেই পড়েছিলুম সত্যি সত্যি হয়! তবে ত বামুণের ছেলে আমি বৃথা জন্ম কাটিয়েছি!

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা খানসামা! আর ত আমায় বরকন্দাজ ধর্ব্বে' না?

দেমো। না রে বেটী না। আমি ত বাবুসাহেবের পেছু নিলুম যদি কিছু সেবা ক'র্ত্তে পারি ক'র্ব্বো।

রাজা। টুকরো আমি শুনেছি তুমি করমেতির সেবা করেছ ভিক্ষা ক'রে করমেতিকে খাইয়েছ, তুমি যা চাও আমি তাই দেব,' তোমার কি প্রার্থনা বল'।

টুকরো। মহারাজ! আমি কিছু চাই নি। মন্ত্রী মশাই, সেই বেটীর আর এই ব্যাটার কি ভাব আমায় বল্‌তে পারেন? এরা দেবতা কি মানুষ!

মন্ত্রী। ঠিক ঠাউরেছ দেবতা।

আলোক। মহারাজ! আমার কায ফুরিয়েছে চল্লুম। [প্রস্থান।

অম্বিকা। আমায় চিন্তে পারে নি তাই ছেড়ে দিলে। কোন্ দিন আবার ধ'র্ব্বে। এখন ত পালাই।

[প্রস্থান।

দেমো। আমি তোমার পেছু নিলুম।

[প্রস্থান।

আগম। ইস্ জন্মটা বৃথা গেল, জন্মটা বৃথা গেল! আর কি এখন ফেরে না, আর কি এখন উপায় নেই!

[প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রী! তুমি দেশে যাও। আমি এর শেষ দেখে যাব।

মন্ত্রী। মহারাজ! যদি দাসের প্রতি কৃপা করেন, আমারও এর শেষ দেখ্‌বার বড় ইচ্ছে।

(কৃত্তিকার প্রবেশ)

কৃত্তিকা। ওগো! তোমরা কেউ আমার করমেতিকে দেখেছ! সে যে আমার খেয়ে এসে নি। বাছাকে যে আমি কত মেরেছি, কত বকেছি!

পরশু। কি সর্ব্বনাশ! কৃত্তিকে!

কৃত্তিকা। তুমি আমায় শূন্য ঘর আগ্‌লাতে রেখে এসেছ, আমি থাকৃতে পার্ব্ব কেন! ঘরে করমেতি নেই, আমি থাকৃতে পার্ব্ব কেন! আমায় কিছু ব'লো না আমি একবার তারে দেখে ঘরে ফিরে যাব।

রাজা। চল মা চল। তোমার মেয়ে পাবে।

পরশু। ব্রাহ্মণী তার জন্যে আর খেদ ক'রো না, সে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।

কৃত্তিকা। না না তুমি ঐ কথা ব'লে ফাঁকি দাও। বাছা আমার অভাগিনী, বাছা আমার পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে! আহা বাছারে! আমার কাছে কেন তুই এসেছিলি! তাই ত বাছা সকল সুখে বঞ্চিত হ'লি!

পরশু। এখানে ত করমেতি নাই চল খুঁজিগে।

কৃত্তিকা। চল চল দু জনে খুঁজি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

কানন।

তিনজন ফকির ও আলোক।

ফকিরগণের গীত।

ধানিমিশ্র—কাহারবা।

সুরয চন্দ্রমা কাঁহা ছিপায়া কাঁহা ছিপায়া তারা।
দুনিয়া দেখো কাঁহা মিলায়া মন কাঁহা তোমারা॥
আস্‌মানমে আস্‌মান মিলায়া—
ছায়া ছায়া ছায়া,
কাঁহা ফিন্ আস্‌মান মিলায়া পাত্তা
নেই কুছ্ পায়া,
সম্‌ঝো তব্ যব্ সমজ্ আওয়ে ভাই,
কুছ্ নেই কুছ্ নেই কেয়া,
দেল্ না বোলে বাৎ না চলে, সমজ্ কোই
কুছ্ লিয়া,
ফাঁক হায় সব কুছ্, ভর্ত্তি সব কুছ্
পূরা পূরা পূরা॥

আলোক। তোমরা কি ক'চ্চ? তোমাদের গান শুনে কি যেন আমার মনে হ'চ্চে। যাই হোক মন বড় চঞ্চল, স্মৃতি বড় প্রবল, ভুল্লেই ভোলা যায় না। ওঠে, অনবরত বিঁধে ওঠে!

১ ফকির। ওঠে উঠুক তোমার আমার কি!

আলোক। আমায় যে টেনে নিয়ে বেড়ায়।

১ ফকির। বেড়ায় বেড়াক্, তোমার আমার কি!

আলোক। আমার যে যন্ত্রণা হয়।

১ ফকির। হয় হোক তোমার আমার কি!

আলোক। তবে কার?

১ ফকির। যার হয় তার, তোমার আমার কি!

আলোক। তোমাদের মৃত্যু ভয় আছে?

১ ফকির। থাকে থাকুক, তোমার আমার কি!

আলোক। চ'ল্লে যে চ'ল্লে যে!

১ ফকির। যে যায় যাক্, তোমার আমার কি!

[তিনজন ফকিরের প্রস্থান।

আলোক। তোমার আমার কি! এ তুমি আমি কে? দেখ্‌তে ত পাচ্চি আমার যন্ত্রণা। তবে মোসাফের কি ব'ল্লে? মৃত্যু কি? দেখ্‌চি ত একটা ভয়, বৃহৎ ভয়। ফকিরের কথা যদি সত্যি হয়, ভয় হয় হোক তোমার আমার কি! এই না যমুনা? বেসী কথা ত নয়, কালো জলে প্রবেশ ক'ল্লেই ত হয়।

(ব্রাহ্মণবালকবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। তুমি কি পাগল যমুনার জলে প্রাণ দিতে যাচ্চ, মনের হাত এড়াবে ব'লে। ম'লে কি হয়, তা ত জান না। ম'লে মন যদি সঙ্গে থাকে তা হ'লে কি হবে?

আলোক। উঁ—সঙ্গে থাকবে? স্মৃতি সঙ্গে থাকবে?

কৃষ্ণ। কে জানে!

আলোক। এ ঘোর অন্ধকার, এ ঘোর সন্দেহের অবস্থা। মৃত্যু নিশ্চয়, কিন্তু ম'লে কি হয় জানা নেই। মন যদি যায়, কি থাকে? থাকে থাকে, আমার পাকি থাকে। তবে সেই আমি, মন যা করে করুক। মনের কথায় থাকব' না। সেই আমি সেই আমি। যা হবার হোক তোমার আমার কি!

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ। যাই আবার তিনি কি ক'চ্চেন দেখি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবনকুঞ্জ।

রাধিকা ও করমেতি।

দেশ বিভাস—যৎ।

রাধা। শ্যামকে যে চায় তারে ভালবাসি।
শ্যামকে যে জন আপন ভাবে
আমি লো তার কেনা দাসী॥
শ্যাম নামে যে মাতুয়ারা,
শ্যাম নামে যার বয়লো ধারা,
দেখে তারে হই আপন হারা,
দেখ্‌লে তারে হৃদয় ভরে, শ্যাম-প্রেম-নীরে ভাসি॥

কর। আমার সাধ হয় তোমার সঙ্গে এই গান গাই, সাধ হয় তোমার মত শ্যাম সোহাগীর দাসী হই! দেখদেকি, আমার মনে রিশ আছে কি? এখনও আছে?

রাধা। কে জানে ভাই! তোমার মনের কথা তুমি জান।

কৃষ্ণ। (নেপথ্যে) তুই ছুঁড়িও যেমন! ও রিশ ক'র্কে না! রিশে ফেটে ম'র্কে!

কর। তুমি কোথায়? তুমি রাগ ক'রে কি আস্‌চ না! তুমি ত বলেছ রাগ প'ল্লে আস্‌বে। আর ত আমার রাগ নেই, তুমি এস।

কৃষ্ণ। (নেপথ্যে)—কি জানি ভাই

আমি তোমার কাছে যাব না, রাধার কাছে যাই।

কর। রাধা কোথায় আমায় দেখাবে ?

কৃষ্ণ। (নেপথ্যে)—তোমায় দেখাই আর দু জনে চুলো চুলি কর।

রাধা। শুন্‌চিস ভাই শুন্‌চিস কথার শ্রী শোন্ ব'ল্‌চে তোর সঙ্গে আমি চুলোচুলি ক'র্ব্বো।

কর। তুমি কি রাধা ?

রাধা। হ্যাঁ লো !

কর। কই তুমি শ্যামের বামে দাঁড়াও।

রাধা। তুই ত ভাই ডাকচিস্ কই আস্‌চে কই !

কর। আমি ত সেই বামুণকে ডাকৃচি। ঐ শ্যাম ? শ্যাম হে প্রেমময়, আমি তোমায় কি ক'রে চিন্‌ব'! আমার মলিন প্রাণ, কেমন ক'রে বুঝ্‌ব' যে তুমি দিনরাত আমার সঙ্গে ছিলে, কেমন করে বুঝ্‌ব' যে তুমি আপনি এসে আমায় প্রেম শিক্ষা দিয়েছিলে, কেমন ক'রে বুঝ্‌ব' যে তুমি আপনার চেয়ে আপনার। আমার গলার হার গলায় ছিল আমি পথে পথে খুঁজে বেড়িয়েছি, তুমি প্রেমময় আমার সঙ্গে ফিরেছ ভ্রমে আমি দেখিনি !

রাধা। তবে ভাই শ্যামকে নিয়ে দাঁড়াই, তুমি কিছু মনে ক'র্ব্বে না!

কর। মনে কর্ব্বো না ! রাধে প্রেমময়ী ! আ মরি মরি রাধার শ্যাম, শ্যামের রাধা !

কৃষ্ণ। করমেতি ! তুমি কে তোমার মনে পড়ে কি ? তুমি আমার হৃদবিলাসিনী লক্ষ্মী, বৈকুণ্ঠে তোমার সাধ হয়েছিল, রাধার সখী হবে।

কর। প্রভু ! আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়েছে। রাধে তুই সই বল্।

রাধা। সই ! সই !

কর। রাই ! তুই আমার সকল সাধ পূরিয়েছিস্। ঐ দেখ্ দেখ্ ওরা সব আস্‌চে। ওদের কাছে আমি শ্যাম শ্যাম ক'রে বেড়িয়েছি ওরা মনে ক'ত্তো আমি পাগল। যদি তুই ভাই একবার তোর শ্যামকে দেখাস্, তা হ'লে ওরা বুঝ্‌তে পারে শ্যাম আমার কি অমূল্য ধন।

রাধা। সই শ্যাম তোর, আমি তোর, তুই যারে খুসি বিলিয়ে দে।

কর। এস এস সবাই এস, দেখ দেখ কি যুগল মাধুরী দেখ !

(সকলের প্রবেশ)

সিন্ধুড়ামিশ্র—দাদরা।

নারীগণ। আমরি কি যুগল মাধুরী।
রূপে মন আপন হারা, প'রেছে প্রেমের ডুরি॥
শ্যাম চাঁদ আপন হারা, আপন হারা রাই,
দেখ্‌লে মন মাতুয়ারা, আপন হারা তাই,
নয়ন ভ'রে চাই,
সাধে সাধ ভাসিয়ে দিয়ে আপনি ভেসে যাই.

ফকিরগণ, টুক্‌রো ও অম্বিকা ব্যতীত সকলে } দয়াময়,

অম্বিকা। নাইক ভয়,
টুক্‌রো। সকের জিনিষ সত্যি মিছে নয়,
ফকিরগণ। জয়, জয়, জয়,
নারিগণ। নয়নে নয়নে মেশামিশি হাঁসে,
হেরি হাঁসি পরে ফাঁসি,
অভিলাষে প্রেমে ভাসে,
আমরি আমরি এ কেনা উহারি,
মনে মনে মন চুরি॥

আলোক। অতি সুন্দর ! অতি মনোহর ! হয় হোক তোমার আমার কি !

যবনিকা পতন।

মনের মতন।

(মিলনান্ত নাটক)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

মির্জান	বাদ্‌সা।
কাউলফ	ঐ সেনাপতি ও বন্ধু।
সায়েদ খাঁ	ধনাঢ্য বণিক।
টাহার	ঐ পুত্র।
নেহার	টাহারের বন্ধু।
সমরকন্দাধিপতি	গোলেন্দামের পিতা।
কাজি	সমরকন্দের বিচারক।
বণিক	সমরকন্দাধিপতির বন্ধু।
ফকির	

দূত, ভৃত্যদ্বয়, প্রহরী ইত্যাদি।

স্ত্রী।

গোলেন্দাম	বেগম।
দেলেরা	কাউলফের প্রণয়িণী।
সানিয়া	দেলেরার ধাত্রী।
পরিয়া	গোলেন্দামের সখী।
মনিয়া	দেলেরার সখী।

সঙ্গিনীগণ ইত্যাদি।

মনের মতন।

প্রথম অঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দেলেরার কক্ষ।

দেলেরা, সানিয়া ও সখিগণ।

সানি। হাঁলো তোর কি হ'য়েছে? তুই দিন রাত রাস্তা পানে চেয়ে থাকিস, খাস্‌নে শুস্‌নে, তুই কার ভাব্‌না ভাবিস? কারো সাথে তোর দোস্তি হোল নাকি? দেখ্‌ সাম্‌লে চল। শুন্‌চি তোর বাপ সওদাগরি হোতে ফিরে আস্‌ছে। টাহারের বাপ টাহারকে নিয়ে এসেছে, তোর সঙ্গে সাদী দেবে।

দেলে। আমি টাহারকে সাদী কর্ব্বো না।

সানি। ও কি কথা লো? ওকি কথা? তুই কি সব কথা শুনিস্‌ নে?

দেলে। কি শুন্‌বো?

সানি। টাহারের বাপ আর তোর বাপ দুজনের ছেলেবেলা থেকে বড় দোস্তি। তারা হাতে হাত দিয়ে কিরে খেয়েছে, যে তোর সঙ্গে টাহারের বে হবে। এখন তুই কি কথা বলছিস্‌? টাহারকে আমি দেখেছি খুব সুরৎ,—কেন তারে সাদী কর্ব্বিনে? তোর বাপকে কি বোলে বোঝাবি? আর বোঝালেই বা শুন্‌বে কেন? সে কি আপনার জবান মিছে কোর্ব্বে?

দেলে। তা যা হয় হবে, আমি টাহারকে সাদি কর্ব্বো না।

সানি। কেন তার অপরাধ কি?

দেলে। তুই কাউলফ্‌কে দেখেছিস্‌?

সানি। দেখেছি, দেখেছি, ওই তো বাদ্‌সার সেনাপতি।

দেলে। যদি দেখে থাকিস, তবে আর টাহারের কথা আমার কাছে তুলিস্‌নে। আমি রাস্তায় কেন চেয়ে থাকি জানিস্‌? কাউলফ কখন যাবে দেখি। টাহারের কথা কি বল্‌ছিস্‌—স্বর্গের দূত এলে আমি চাইনে। আমি চাই কাউলফকে—সেই আমার স্বামী। আমি স্বামী ছেড়ে কি দোস্‌রা পুরুষকে সাদী কর্ব্বো?

সানি। ওলো সর্ব্বনেশে কথা বলিস্‌নে। তোর কিসের স্বামী। এক দিন রাস্তায় যেতে দেখেছিস্‌ বই তো নয়।

দেলে। আমি দেখেছি—দেখে মজেছি,—আর আমার উপায় নাই। আমি মনে মনে তারে মন দিয়েছি। আমি মনে মনে শপথ ক'রেছি, তারে ছেড়ে কারেও সাদী কর্ব্বো না। তারে পাই ভাল, নচেৎ জলে ঝাঁপ দেব। তোরে আমি কেন ডেকেছি—জানিস্‌?

সানি। কেন?

দেলে। ছেলেবেলা থেকেই আমার

না নাই, তুই আমায় মানুষ করেছিস্। এখন তুই আমার প্রাণ বাঁচা।

সানি। সে কিরে—সে কিরে—তুই কি কথা বলিস্! আমি কি কর্ব্বো?

দেলে। তুই সব পারিস্। আমার আর কে আছে বল্? আমি আর মনের কথা কারে জানাব? দেখ্—দেখ্—চেয়ে দেখ্—ঐ—আমার জান পায়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে।

সানি। ও কি কথা বলিস?—আমার কাজ নয়—আমি পারবো না!

দেলে। তবে তোর সাম্‌নে আমি জহর খাব।

সানি। কি সর্ব্বনেশে কথা বলছিস্—বুঝছিস? শুনছি আজ টাহার তোকে দেখ্‌তে আসবে। তোরি কাছে তো টাহারের বাপ বাঁদী পাঠিয়ে খবর দিয়েছে যে, টাহারকে তোরে দেখ্‌তে পাঠাবে। কখন আস্‌বে তার ঠিক নেই। কে দেখ্‌বে কে শুন্‌বে!

দেলে। আমি টাহারের সঙ্গে দেখা কর্ব্বো না।

সানি। সে বাড়ীতে আস্‌বে—তারে কি বলে ফেরাব? তুই মাঝে মাঝে বাড়ীতে পুরুষ আনিস, এ কথাও কানা ঘুসা উঠেছে। তুই যে আমোদ কোত্তে আনিস্ তা তো লোকে বোঝে না, লোকে ছুষ্ট ভাবে।

দেলে। লোকে ভাবুক—আমি তো সাঁচ্চা আছি।

সানি। আর এইবার যে কাঁচ্চা কাজ কোচ্ছ? কাউলফকে ঘরে ডাকৃছ।

দেলে। ভয় কি? আমার পাকা স্বামী আছে।

সানি। এ বুড়ো বেটীর মাথা খাবে, তবে নিশ্চিন্ত হবে—না? আমার কথা শোন্, তুই কাউলফের দরদ ছেড়ে দে।

দেলে। কাউলফকে ছেড়ে দেব? তা কেমন করে পার্ব্বো! ঐ চেয়ে ছাখ্—জানের কাটারি, মরি মরি!—

সাচ্চি বলি সানিয়া তোরে,
মেরি জান দেওয়ানা ওরি তরে।
চেয়ে দ্যাখ এই তুনিয়া পরে—
যেন চাঁদ খানি পড়েছে ঝ'রে,
আমায় কিনে নে ওরে এনে দে,
নইলে জান বাঁচে না যে,
আছি বহুত সামারে,
আর পারি নে—তারে এনে দে!

সানি। আরে ছি ছি ছি!—বলিস কি? তাও কি হয়! এ হামার কাম নয়। ভেজ দোসরা বাঁদী। তোর বাপ এসে শুন্‌বে,—আমায় খাড়া খাড়া কবরে ডাল্‌বে। সে কিরে খেয়েছে, তোর সাথে টাহারের সাদী দেবে। সমজে চল,—নইলে গিরবি ফেরে। তুই এমন সেয়ানা, হাঁসাস্ নে তুনিয়া। তোর বাপ গিয়েছে সওদাগরিতে তুদিনের তরে,—আজ ফেরে কি কাল ফেরে।

দেলে। ওলো মরম ব্যথা বুঝ্‌লিনি
তুই নারী হোয়ে।
কলিজায় আগুন নিয়ে কত দিন আর
থাকৃবো সয়ে॥
দেখেছি যে দিন হ'তে, আর তো আমার
নইক আমি,
আমি ওর পায়ের বাঁদী,
ও বিনে কেউ নয়কো স্বামী।
বলিস্ কি মজে যেতে বাওরা হতে,
কেন কিসে আমার অত,
কে ছাড়ে দেল পিয়ারা,
বল না কথা নারীর মত।
মনের মতন রতন পেলে কে কোথা
বল সমজে চলে,
কে কোথা মনের লহর বাঁধতে
পারে আটকে ঠেলে?

সানি। আচ্ছা তুই তো ওরে চাস্,

ও যদি তোরে না চায়—তোরে যদি দরিয়ায় ভাসায়? মরদ্‌কে তো জানিস্‌নে, ওদের আগাগোড়া সয়তানী আমি পছানি, বেইমানি কোরে যাবে ফেলে, ভাস্‌বি তখন অকুল জলে!

দেলে। যা হয় হবে,—ভেবে দোষ্ঠি করে কে কবে? প্রাণ যারে চায়, তার লোটায় পায়;—এখন বাঁচা আমায়,—নইলে জান যায়!

সানি। তাই তো লো, তাই তো,—ভেবে পাই না কিছু থাইতো! এখন দেখি বেয়ে চেয়ে—একবার যাইত। আমি আন্‌ছি, দেখিস্‌ হঁস্‌নে হাল্‌কা, মরদের প্রাণ বড় পল্‌কা! তবে যদি থাক্‌তে পারিস্‌ গুমরে,—কতক রাখ্‌তে পারবি ধরে। আল্‌গা হোলেই মরদ বসে পেয়ে। মন খুলিস্‌ বুঝে,—সমঝে, রয়ে সয়ে! মরদ বড় বেইমান,—বড় বেইমান!—আমি বড় হ'য়েছি হায়রাণ!

দেলে। তুই যা,—তুই যা—তুই ভাবিস্‌নে। থাক্‌বো গুমরে,—ফেরাব পায় পায়,—দেখি আমায় চায় কি না চায়। হ্যাঁলো তোরি তোবনেয়া' তুই কি চিনিস্‌নে আমায়?

গীত।

সখিগণ। খাল কেটে লো নোনা জল এনে,
আখেরে কি হয় কে জানে।
সব দিকে হোত ভালাই—
থাক্‌লে পরে বুঝ মেনে॥
সব দিকে হতো ভালাই, থাক্‌লে পরে
বুঝ মেনে।
দেলে। নে মেনে নে, মিছে বকিস্‌নে—
তারে দে এনে, নইলে বাঁচিনে,
আঁখিবাণে জান বিঁধেছে বুক, মানি
বল কেমনে?
সখিগণ। আঁখিবাণে জান বিঁধেছে
বুক্‌ মানি বল কেমনে॥
আর কি হবে ভেবে যাই চলে তবে,
বেগানায় ভালবেসে, অকুলে গেছিস্‌ ভেসে,
কে জানে কি হবে শেষে,—
দেলে। যালো যা—যালো ত্বরা,
হোয়েছি আপন হারা,
বুঝ গিয়েছে মন মজেছে,—
পিরীত ডুরি প্রাণ টানে।
সখিগণ। বুঝ গিয়েছে মন মজেছে,
পিরীত ডুরি প্রাণ টানে॥

[দেলেরা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দেলে। কি হবে—কে জানে,—অকুলে ত ভাস্‌লেম! যা বল্লে সানিয়া—তা ত বড় মিছে নয়। মানুষের জিবে জিবে ছুটবে, চার্‌ দিকে কথা রটবে। বাপ যদি টের পায়—তা হোলেই ত মজ্‌লুম। যা হবার হবে, আর মিছে ভেবে কি কর্‌বো! এদিকেও মরেছি, ওদিকেও মরেছি,—না হয় কাউলফকে নিয়ে মর্‌বো।

দেলেরার গীত।

আমার অগাধ জলে জাল ফেলা।
পারি হারি ভুল্‌তে নারি
খেলে দেখি এ খেলা॥
রতন পাই পাব, নইলে জলে ঝাঁপ দিব,
থাকতে সাগর, তীরে কেন নুড়ি কুড়াব!
যে ঢেউ দেখে পায় ভয়,
রত্ন তার তরে তো নয়,
হয় বা না হয়, যা হয় হবে,
শেষ দেখে যাব,
যৌবনে সাধের মেলা—সাধ করে নি
এই বেলা॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—ঃ০ঃ—

পথ।

(সঙ্গিনীগণ সহ সানিয়ার প্রবেশ)

গীত।

চল চল হিঁয়া নেহি ইয়ার।
কভি সেকে কমিনা, দেল লেনা দেনা,
কভি দেনে লেনে সেকে বিন দেল্‌দার॥
আও আও আও,
জোয়ানি মুল লে যাও,
আগর রহে নজর, দেখো বড় জবর,
বুড়িয়া চল্‌দে হিঁয়া ক্যা ইয়ার মিলে
মাঙ্গে দেল কি পিয়ারা কাঁহা আয়সা পিয়ার॥

সানি। মেঘ না চাইতেই জল! ওই লো ওই—দেলেরার নাগর কাউলফ আসছে। ধরা দেওয়া হবে না। ছলে বলে কৌশলে যেমন কোরে হ'ক্ দেলেরার ঘরে নিয়ে যাই চল।

(কাউলফের প্রবেশ)

কাউ। আপ্‌নারা কে?

সানি। আমি কে, না এরা কে?

কাউ। তুমিও কে—এরাও কে?

সানি। আমি হচ্চি পরীর রাণী।

কাউ। বাধিত হলেম চাঁদ—এরা কারা?

সানি। আমার আগে আগাগোড়া পরিচয় নাও।

কাউ। এক পরিচয়ে তো সব মালুম হ'য়ে গিয়েছে।

সানি। এক কথায় কি মালুম কর্ব্বে? আমার বয়স কত শুনবে?

কাউ। যা থাকে অদৃষ্টে, ব'লে যাও শুনি।

সানি। বছর আঠার।

কাউ। আর কি কি ব'ল্‌বে বলে ফেলে, তার পর এদের পরিচয় দাও।

সানি। আমি কি করি শুন্‌বে?

কাউ। আমি ত বলেছি, আমি মরিয়া হ'য়েছি, তুমি যা বল্‌বে তাই শুন্‌বো।

সানি। তবে শোন—আমি আসমানে ঘুরি।

কাউ। আর কি ছুঁচো ধরে খাও?

সানি। না শিশির খাই।

কাউ। শিশির তো জল খাও, আর ভোজন হয় কি? দু'চারটে জোনাক্ ধরে খাও?

সানি। থাকি কোথা জান?

কাউ। সে তো দেখেই ঠাওর পেয়েছি, সেওড়া গাছে।

সানি। না, রাঙা মেঘের উপর।

কাউ। আর মর্‌বে গো-ভাগাড়ে।

সানি। না—বিলকুল মর্‌বই না।

কাউ। তা বল্‌তে পার—নইলে হাড় জ্বালাবে কে?

সানি। আমি কি হাড় জ্বালাই? প্রাণ শীতল করে দি।

কাউ। বরফ করে তো তুলেছ। আর বেশী শীতল না করে একটু গরমে দাও। এরা কে পরিচয় দাও না?

সানি। আরে ছ্যা—ছ্যা!

কাউ। অপরাধী হলেম কিসে?

সানি। এদের পরিচয় চাও!

কাউ। না হয় ঝকমারি করেছি! তুমিই কেন বলে ফেল না?

সানি। বাপ্‌রে, আমার গর্দ্দান কাট্‌লেও না।

কাউ। দেখ বুড়ো চাঁদ, তুমি রসিকা বটে বুঝ্‌তে পেরেছি, তা কৃপা করে পরিচয়টা দাও না, তাতে কেউ বদরসিক বলবে না। বলি এ চাঁদের হাট নিয়ে রওনা হচ্চো কোথায়?

সানি। ওলো দেখ্ দেখ্ ঘোম্‌টা খুলে দেখ্—চাঁদের গাদা দাঁড়িয়ে দেখ্।

কাউ। বুড়ো চাঁদ, তুমি রসিকা বটে। কিন্তু একটু দোষ পড়েছে, অন্ততঃ তো শদাবধি বৎসর রসিকতার তুফান চালাচ্চ ক্রমে রস মরে তো চিটে গুড় দাঁড়িয়েছে এখন স্বয়ং আসরে না নেবে, এদের মধ্যে বেছে গুছে একজনকে এক্‌টিনে কাজ চালাও।

সানি। ওলো দেখ দেখ্, এ বুড়ো কি বলে দেখ্। আমায় বল্‌ছে বুড়ী। ড্যাকরা—কানা নাকি? আমি এমন রস নাগরী! চক্ষের মাথা খেয়ে বুঝি দেখ্‌তে পায় না!

কাউ। বুড়োচাঁদ, ঘাট হয়েছে!—এবার থেকে তোমায় ছুঁড়ী বল্‌ছি। সুন্দরী! আমার প্রপিতামহ আমলের ছুঁড়ী! তুমি আমার ঠাকুরদাদার মনোমোহিনী নাগরী! আমি তোমার নাগর খাড়া আছি, কিন্তু তোমার সখীদের কথা কইতে বল।

সানি। চল্ লো চল্।

কাউ। কেন বুড়ো চাঁদ, আমার প্রতি এত বিরূপ কেন? এই তো বুড়ে-কটাক্ষ হেনে আমায় দেখ্‌ছিলে। এখন যখন হুজুরে হাজির হ'য়েছি, তখন আর এত তাড়না কেন?

সানি। কি কি তুমি কি বল্‌ছ?

কাউ। বেশী নয়, জিজ্ঞাসা কচ্চি—তোম্‌রা কে?

১ম সঙ্গি। কি বল—আমরা ইন্দ্রের অপ্সরী!

কাউ। স্বর্গের অপ্সরী হ'লে হ'তে পার, কিন্তু বাবা, মর্ত্তের কাটকুড়নি!

সানি। ওলো চলে আয়—চলে আয়। ও বুড়ো হ'য়েছে, বাহাত্তুরে ধ'রেছে, ওর কি নজর আছে, তা হ'লে আমায় বলে বুড়ী?

কাউ। তোমার নাগরগিরির আজও সখ আছে নাকি?

সানি। ভোরপুর—প্রাণটা হামাগুড়ি দিচ্চে, বুকের ভেতর ঢেউ খেল্‌ছে। তবে তোমার ও চেহারা পছন্দ হয় না।

কাউ। আহা চোখে জাল প'ড়েছে কিনা,—তাই ঠাওর টাওর হয় না

সানি। তোমার রীত-চরিত্র ভাল নয় দেখ্‌ছি। তুমি পরপুরুষ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা ক'চ্ছ কেন বল দেখি?

কাউ। কে জানে—কেন ঝক্‌মারি করেছি!

সানি। তাই বল।

কাউ। এ রূপসীর পাল কোথায় নিয়ে যাচ্চ বল দেখি?

সানি। কি! রূপের গরবেই যে ফেটে ম'র্‌ছ দেখতে পাই।

কাউ। এতক্ষণ ফেটে মরতুম, কেবল তোমার রূপ দেখে প্রাণ রেখেছি। তোমার রূপলি চুলে প্রাণ তিন পাক খেয়েছে। তোমার কোঁকড়া চামড়ায় প্রাণে গাম্‌ছা মোড়া দিচ্চে, তোমার তোব্‌ড়া বদনে মনটা তুব্‌ড়ে ব'সে গেছে; আর যে টুকু বাকী ছিল, বিশাল গলার ঝঙ্কারে কোটরে সেঁদিয়েছে।

সানি। কোটরেই থাক নাকি?

কাউ। কাকের ডাক সইতে পারি না, তাই কোটরে থাকি।

সানি। তুমি কি প্যাঁচা?

কাউ। প্যাঁচা কেন—বোঁচার বোঁচা, তা নইলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কই।

সানি। তুমি কি চাও?

কাউ। জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেম, রওনা হচ্চো কোথায়? মরিচ সহরে লোকের কি দর্কার হ'য়েছে?

সানি। বড় যে ঠাট্টা হ'চ্চে সুন্দরী কখন দেখেছ ?

কাউ। এই যে দেখ্‌ছি।

সানি। সুন্দরী কখন দেখেছ ? জারী কোর না। না দেখে থাক—দেখাতে পারি।

কাউ। বটে এত দূর, তবে দেখাও।

সানি। আমার সঙ্গে এসো।

কাউ। কোথায় যেতে হবে ?

সানি। সেইটী কিন্তু জিজ্ঞাসা কত্তে পার্ব্বে না।

কাউ। একটা আঁতের কথা খুল্‌বে, এরা কারা বল্‌বে ? বল্‌তে কি, দু-চারখানা তাজা চিজও আছে দেখ্‌ছি।

সানি তবু ভাল—তোমার যে একটু পছন্দ হ'লো।

কাউ। তা বলে তোমায় পছন্দ হয় না।

সানি। তোমার পছন্দও চাই নে।

কাউ বলি আসল কথাটী ভাঙ্‌চ না কেন ? এদের কোথায় নিয়ে যাচ্চ ?

সখিগণের গীত।

মরমে আছি মরে, মনের কথা কইনে কারে।
যাই যদি মনের মত মনের জ্বালা দেখাই তারে॥

সাধে বাদ সাধলে বিধি,
মন পেলে না মনের নিধি,
কে বোঝে দারুণ ব্যথা,
বুক ফেটে যায় বলতে কথা,
ফেটে যেত পাষাণ হ'লে, সয়ে আছি নারী বলে,
কেউ করে না প্রাণের দরদ্, বেচা কেনা হাট বাজারে॥

কাউ। (স্বগতঃ) গানের ভাব কি ? আহা এরা কি বাঁদী? “বেচা কেনা হাট-বাজারে” কি ব'লচে। (প্রকাশ্যে) তুমি কি এদের বেচ্‌তে নিয়ে যাচ্চ ?

সানি। এ্যাঃ—তুমি নেহাত নাবালক দেখ্‌ছি !

কাউ। বেকুবটা কি হ'লো ?

সানি। মেয়েমানুষকে কি কেউ কিন্‌তে পারে মনে করেছ ? কেনা দেয় তো কেনে ! মেয়েমানুষ পয়সায় কেনা-বেচার ধার ধারে না, আজও তুমি এ কথা জান না ?

কাউ। প্রাণের ধার মেয়ে-মানুষ ধারে না,— পয়সার ধারই ধারে !

সানি। তোমার তবে ঢের পয়সা দেখ্‌চি।

কাউ। সে কথা থাক্, এদের তুমি বেচ্‌বে ?

সানি। না।

কাউ। কেন ?

সানি। খুসী।

কাউ। এমন কি খুসী ?

সানি। খুসী—খুসী,—তার আর এমন তেমন কি ?

কাউ। একটু গর খুসী যদি হও, তা হোলে বাধিত হই।

সানি। আরে আমার মানিকের টুকরো, তোমার উপর কি গর খুসী হওয়া যায় ?

কাউ। আহা এমন মুখ থাক্‌তে ঘরে আগুন লাগে, তোমার মুখে লাগে না ?

সানি। এ বয়সে কি আর মুখে আগুন লাগাবার জায়গা আছে ? যখন জায়গা ছিল, তখন মুখ পুড়িয়েছি।

কাউ। অনুগ্রহ করে এদের ব্যাচ না ?

সানি। এ যে খোকার বায়না নিলে দেখ্‌ছি। ভাল, তোমার কি একটীতে হবে না ?

কাউ। এদের একটীতে একশো। কিন্তু আমার ইচ্ছা, এদের কিনে নিয়ে ছেড়ে দি, এদের যেথা ইচ্ছা যাক্। আহা এমন সুন্দরী, আজীবন বাঁদীগিরি করবে, আমার প্রাণে

সহ্য হয় না! (সঙ্গিনীগণের প্রতি) ও ফুলের হার, তোম্‌রা শোন না, আমার পানে একবার চেয়ে দেখ না, মনের মতন তো চাও, দেখ না, মনের মতন হই কি না?

সখিগণের গীত।

বল না কিন্‌বে কি দরে,
এ হাটে কেনা বেচা যতন আদরে॥
চোখে চোখে দর কসাকসি,
সওদা হ'লে চাঁদ বদনে বিকাশে হাসি,
কি হয় শেষাশেষি—
যে জানে সেই তো জানে বল্‌বো কি বেশী—
বিকিয়ে গিয়ে কেনা বেচা জানের কদরে,
সওদাগরি প্রেমের নজরে॥

সানি। এদের টাকায় আমি বেচি না। যদি কেউ প্রাণ দেয়, তবে বেচি।

কাউ। বুড়ো বিবি, আমার তো একটী প্রাণ, কুচি কুচি করে এক এক টুক্‌রো এক এক চাঁদের হাতে দিয়ে ছেড়ে দাও।

সানি। আমার খদ্দেরের অভাব নেই।

মনিয়া। তোমার প্রাণের টুক্‌রায় আমাদের দরকার নাই।

কাউ। জিতা চাঁদ ফের জিতা! যখন, অধীনের প্রতি সদয় হ'য়ে কথা কয়েছ, তোমরা কে বল?

মনিয়া। আমাদের যদি পরিচয় চাও, তবে আমাদের সঙ্গে আস্‌তে হয়।

সানি। আমার সঙ্গে এসো, এর চেয়ে ভাল ভাল জিনিস্ দেখাচ্ছি, যেটী পছন্দ হবে কিনে নিও।

কাউ। বল্‌চো—ভাল মেয়ে মানুষ দেখাবে, না রাজী হয়ে করি কি?

সানি। আমাদের সঙ্গে মেয়ে সেজে যেতে হবে; পুরুষ যাবার হুকুম নেই, তা হোলে গর্দানা যাবে। কেমন রাজী? আমার সখী হ'বে?

কাউ। চোক কান বুজে, মরি মারি করে সখা পর্য্যন্ত হ'তে পারি, সখী কি করে হব বল?

সানি। মেয়ে মানুষ না সাজ্‌লে দরোয়ান আমাদের পথ ছেড়ে দেবে না।

কাউ। এ যে দরোয়ানজীর বড় আব্‌দার।

সানি। এ রাজী হওতো হও, নইলে পথ দেখ। তুমি কি মনে কচ্চ এরা বাঁদা—বাঁদী কিন্‌তে নিয়ে যাচ্চি?

কাউ। এ যে তোমার জুলুম। মেয়ে মানুষ হই কি করে বল? তবে যদি তুমি জিনির রাণী হও, দু' একটা মন্ত্র ঝেড়ে ভোল বদলে দাও, তবেই হয়।

সানি। তবে পথ দেখ, আমরা চল্লেম।

কাউ। আচ্ছা চল জিনির রাণী! সখী সখীই সই। কিন্তু মেয়ে সাজিয়ে এক খানা আয়না দিও,—মেয়ে সেজে গোঁফওয়ালা সুন্দরীটে একবার দেখে নেব। বুড়ো ইয়ার, তোমার হাতে আজ প্রাণ সঁপেছি, যা ইচ্ছা কর! যা থাকে কপালে জান কবুল বুড়ো বিবি! চল এই তোমার পেছু নিলেম।

সঙ্গিনীগণের গীত।

বিকিয়ে কিনে সওদা এনে হোল দায়।
বুঝি কি যাদু জানে, ধরা দিয়ে ধর্‌তে চায়॥
কি হয় কে জানে, প্রাণের বেড়ী মানা না
মানে,
কুল-মান ভাসিয়ে দিয়ে কি হবে কিনে,
শেষে সারা হয়ে মানের দায়ে, ফির্‌তে
না হয় পায় পায়।
মরি ভেবে কি হবে কবে,
অকূলে না যাই ভেসে কূল কিসে রবে,
দেখিস্ খুব সাম্‌লে চলিস্, মজাতে না
মজিয়ে যায়॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

সায়েদ খাঁর কক্ষ।

সায়েদ খাঁ ও টাহার।

টাহা। বাবা, তোমায় নেহাত ভোগা দিয়েছে। দেলেরা বেটী বেজায় বদ্‌খত শুনেছি বেটী বন্ধ্যের বছরের বুড়ি, ওর সঙ্গে বে দিলেই পুত্র শোক পাবে, আমি জানে বাঁচবো না।

সায়ে। তোকে এ সব মিছে কথা কে বোলেছে বল্‌তো?

টাহা। বাবা, সুন্দরীর কথা তার সখীর মুখে শুনেছি। তার কথায় এক প্রকার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটেছে। বেটী বটঠাকুর দাদার ভাত রাঁধ্‌তো, তুমি এ কথা ঠিক্ জেন।

সায়ে। আমার বন্ধুর মেয়ে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তুই এসব কথা কি বলছিস্? আমি বন্ধুর কাছে দিব্যি করেছি, তোর সঙ্গে তার বে দেব। তুই বে না কল্লে আমি তেজ্যি পুত্তর কর্‌বো।

টাহা। বাবা, কাজিকে ডেকে আমায় কোতল করে ফেল। সেই ত মরণ আছেই, বেটীর সঙ্গে চার চক্ষের চাওয়া চাহি হ'লেই ত ঘুরে পড়ে মর্‌তে হবে। তার চেয়ে একটু ধীরে সুস্থে মরি।

সায়ে। ও আবাগের বেটা, অমন কচ্চিস্ কেন? আমি যে চক্ষে দেখে পছন্দ করেছি।

টাহা। বাবা, তোমার চক্ষের দুশো বাহবা! ও বাবা, মাইরি বাবা—তোমার পায়ে ধরে বল্‌ছি বাবা—সে বেটী আই ঠাক্‌রুণ। আমার সঙ্গে এসো—দেখাচ্চি! দেখ্‌-লেই তোমার গর্ভধারিণীকে মনে পড়ে, ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠবে।

সায়ে। তোর সঙ্গে কেউ প্রতারণা করেছে। তুই গিয়ে তারে দেখে আয়। আমি তোরে পাঠাব মনে করে দেলেরার কাছে বাঁদী পাঠিয়েছি যে, তুই আজিই সেথা যাবি।

টাহা। বাবা, আমি সেথা যেতে পার্‌বো না। বেটী ঘাড় ধ'রে বে করে ফেল্‌বে।

সায়ে। আরে এমন উল্লুক পুতও হয়েছিলি? তুই পরিচয় দিয়ে যেতে না চাস, ছদ্মবেশে "দরোয়ান্" হ'য়ে তারে দেখে আয়।

টাহা। বাবা, তুমি ভারি বদিয়াতী সুরু কল্লে।—তোবড়াভাগাড়ে মাগির জন্যে আমায় রামসিং সাজাবে?

সায়ে। তোরে দেলেরাকে বে কত্তেই হবে।

টাহা। ভগবান, অনাথের মুখ পানে চাও। বেটী যেন রাতারাতি ওলাউঠা হ'য়ে মরে।

সায়ে। দ্যাখ—এখনই তোর জবাব চাই, বে কর্‌বি কি না বল? একবার ভেবে নে, তার পর ঠিক্ বল।

টাহা। আচ্ছা বাবা, তুমি একটু সরে দাড়াও, আমি একটু দম ছাড়ি।

[সায়েদ খাঁর প্রস্থান।

(নেহারের প্রবেশ)

নেহার। কিরে কি ভাবছিস্?

টাহা। তোর গলা ধ'রে একবার কেঁদে দেশত্যাগী হই দাদা! বাবা জেদ্ করে ধরেছে, দেলেরার সঙ্গে আমার বে দেবে।

নেহা। দেখ্‌ আমি কিন্তু শুন্‌লুম, দেলেরা সুন্দরী।

টাহা। শুনেছ, খুব করেছ—তুমি দাদা আমার বাপের বিষয় নাও—আর দেলেরাকে বে কর।

নেহা। কথাটা শোন্ না। আমি দেলেরার বাড়ীর দোর গোড়ায় চার্ পাঁচ দিন ঘুর্‌ছি। যে গান-বাজ্‌নার আওয়াজ পেলেম, ভাই, সে তো বুড়ো বুড়ীর কারখানা নয়। যুবতী-কণ্ঠে গানে প্রাণ ভরিয়ে দিলে।

টাহা। ঝাঁকে ঝাঁক্ কোকিল বাচ্ছা ধরা আছে বুঝি?

নেহা। তুই আমার সঙ্গে আয়, তোর চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিট্‌ক।

টাহা। বাবা যে শাসন শাসিয়েছে, তাতে আমার যমের ভয় ছুটে গিয়েছে। আমার জান্‌কে এখন থোড়াই দেখ্‌চি!

নেহা। চল্ না কেন দেখেই আসি।

টাহা। বাবা—বাবা—

সায়েদ (প্রবেশ করিয়া) কিরে—কিরে—চেঁচাচ্চিস্ কেন?

টাহা বাবা, তুমি খপর পাঠাও, আমি বেটীকে দেখে এসে তোমার কথার জবাব দেব।

সায়ে। বেশ কথা, আমি এখনি খবর পাঠাচ্চি, াজিই দেখ্‌তে যা।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—oo—

বাটীর অভ্যন্তর।

দর্পণ হস্তে নারীবেশে কাউলফ ও সানিয়া।

কাউ। বুড়ো মিঞা না বুড়ো চাঁদ, বহুত আচ্ছা তোমার বাহাদুরী। বড় খুবসুরৎ করে ছেড়ে দিয়েছ। এখন আর কি তোমার মাল মসলা আছে—বার কর ধাড়ী যাদুকরী!

সানি। আর কি বার কর্ব্বো?

কাউ। আমি তো নাগরী, দুটো একটা নাগর টাগর বার কর।

সানি। বলতো আমিই নাগর হ'তে পারি।

কাউ। তা হ'য়ে এখন বড় রাস্তায় গিয়ে। রকম সকম দেখাবে বল্লে—কই দেখাও।

সানি। আমার ভয় হচ্চে, তুমি ভাল মানুষ নও।

কাউ। মানুষ আর কেমন ক'রে বল? তোমার মন্ত্রের চোটে তো নারী হ'য়েছি।

সানি। দেখো—বেলেল্লাগিরি কর্ব্বে না তো?

কাউ। তোমার চক্রে পড়ে যে বেলেল্লাগিরি করেছি, তার চেয়ে আর কি কর্ব্বো বল? ছিলেম সেনাপতি—এখন আয়না হস্তে পতি অন্বেষণ কচ্চি।

(সখিগণের প্রবেশ ও গীত)

নারী হেরে নারীর মন ভোলে,
দেখ্‌লো কে এলো কি ছলে।
ঘন ঘন মুখের পানে চায়, নয়ন দুটী সাধে
ভেসে যায়,
যেন লোটাতে চায় পায়—
ছল করে চাঁদ ফাঁদ পেতেছে যেন পড়িস্‌না
ঢোলে॥
দেখিস্ হুঁসিয়ার, ওলো সাম্‌লে থাকা ভার—
নারী সেজে নারী মজায়, ভালয় ভালয় আয়
চলে॥

১ম সখী। ওলো ওলো, কে এলো—কে এলো?

২য় সখী। ওলো তাই তো লো, মেয়ে সাজা কি হলো এলো?

কাউ। হলো আর কেমন করে? তোমাদেরই মত কুলবালা ত দেখ্‌ছো?

৩য় সখী। তুমি কে? বলি কথা কইচ

না যে? এই মেয়ে মানুষের মহলে পুরুষ মানুষ কেন এলে বল দেখি? কথা কও না যে?

কাউ। তাইত আমি কে? কোথেকে এসেছি—আচ্ছা বল দেখি?

৩য় সখী। আচ্ছা তো, তুমি কে আমরা বল্‌বো?

কাউ। মাইরি চাঁদ, আমি গুলিয়ে গেছি!—কি ছিলেম, কোথায় ছিলেম, মেয়ে ছিলেম কি পুরুষ ছিলেম, কি কত্তে এসেছি, সব গুলিয়ে গেছি!—এ সুন্দরীর মাঠে হারিয়ে গেছি!

৩য় সখী। সত্যি?

কাউ। ও সত্যি মিথ্যে সব গুলিয়ে গিয়েছি। আমি যে আমি—তা ভুলে গেছি। আমি জেগে আছি কি ঘুমুচ্চি তা জানি না। এমন যে কখন হয় তা স্বপ্নেও জানিনে। তার পর হুজুরে হাজির আছি! এক একবার বুকের উপর চরণ দিয়ে চলে যাও!—গুলিয়ে গেছি চাঁদ, গুলিয়ে গেছি, আমাতে আমি আর নাই।

২য় সখী। তুমি ত বড় বেহায়া।

কাউ। তুমি অমনি ঘুরে নাচ্‌বে, আর আমায় হায়া রাখ্‌তে বল? আমার যে নানা বেহায়া হয় নি—এই ঢের। তুমি দমক দিয়ে যাচ্চ, এ দেখে কোন্ ব্যাটা হায়া রেখেছে তা জিজ্ঞাসা করি? আমি বেহায়া! আমার চোদ্দপুরুষ বেহায়া, নইলে তোমাদের পাল্লায় পড়ি।

১ম সখী। তুমি বড় মোহিত হ'য়েছ?

কাউ। মোহিত কি বল্‌ছ? হিতাহিত আর জ্ঞান নাই চাঁদ!

১ম সখী। কাকে দেখে মোহিত হয়েছ?

কাউ। কাকে দেখে হই নি বল আগে।

২য় সখী। তুমি এমন সুপুরুষ, আমাদের দেখে কি মোহিত হও?

কাউ। সুপুরুষ আর কেন বল, সু-নারী বল!

২য় সখী। তা তুমি নারী হও আর পুরুষ হও, বল—আমাদের দেখে মোহিত হয়েছ?

কাউ। আমি তো আমি—আমার চাচা মোহিত হয়।

২য় সখী। বল্‌বে ত বল, নইলে আমরা চল্লুম।

কাউ। যেও না যেও না—এখনি খুন হবো, এখনি পাহারাওয়ালায় বাড়ী ঘেরাও কর্ব্বে!

২য় সখী। তুমি ভারি জোচ্চর।

কাউ। কবুল!

২য় সখী। তুমি বদ্‌মায়েস।

কাউ। কবুল!

২য় সখী। তোমার কাছে আমরা থাক্‌বো না!

কাউ। এইটী বেজায় বল্লে!

২য় সখী। তুমি কাকে চাও, সেইটী তোমার কাছে থাকুক, আর আমরা চলে যাই।

কাউ। একে একে বুকের উপর দাঁড়াও, আমি ঠাওরে বলি।

২য় সখী। এ্যাঁ—তোমার সব চতুরালি!

কাউ। তোমাদের নয়নের কারিকুরীতে ছুরি মেরেছে চাঁদ! তোমায় সত্যি বলি, আমার হাড় কালি। খালি একবার মুখপানে চাও—আমি তর হ'য়ে আছি। (সানিয়ার প্রতি) বুড়ো জিনি, এইবার এই গুলো উৎরে নিলে বাঁচি। কি বল হুকুম তো?

সানি। আচ্ছা কুচ্ পরোয়া নেই,—মরদ হো যাও।

কাউ। সাবাস! এবার মন্ত্র ঝাড়, আর ফিতে খুলে দাও।

সানি। নারী ছিল ত্যাখ্ ত্যাখ্ লো,

এবার হবে মস্ত হুলো;—

ইঁদুর নাদী মাখিয়ে মুখে,
ছুটো ফুঁ নাকে ফুঁকে,
গুঁফো নারী পুরুষ করি।
কালা ধলা জিনি এসে,
কাঁধের উপর চেপে ব'সে,
মুখ টিপে ধর হেঁসে হেঁসে,
মেয়ের চটক যাবে খসে,
লঙ্কার ঝাঁজে মরুক কেসে।
দ্যাখ্ দ্যাখ্ দ্যাখ্ লো তোরা,—
পুরুষ হ'লো ছিল নারী।

কাউ। আর লঙ্কা পোড়াবে কেন জিনি, আমি অম্‌নি কাস্‌ছি। যে রূপসীর ফাঁসি দিয়েছ, আর দত্যি দানা কেন ঘাড়ে চাপাবে? অম্‌নিই ত খুব জখম হয়েছি। (পুরুষ বেশ ধারণ) বাহবা চটক্‌দার যাদু-করী। এবার যাও, বড় রাস্তায় গিয়ে নাগরী হও।

(দেলেরার প্রবেশ)

সখীগণের গীত।

বড়িয়া মুস্কিল হিঁয়া আগিয়া কোন।
নেহি জানা পাছনা এ চোরেগা মন॥
নয়না কাটারীকো সমঝ্‌লে ধার,
বহুত হুঁসিয়ার, এ বহুত দাগাদার;
দেখ জানকী না লেকে ভাগে বহুত খবরদার,
সম্‌ঝো আপ্‌না বেগানা এহি নেহি আপন।
বেগানা নেহি আপন শোন—শোন—শোন॥

কাউ। (দেলেরাকে দেখিয়া স্বগতঃ) একি এ যে কবির ধ্যানের মূর্ত্তি! এযে আমার স্বপ্নের ছবি, আমি কি সত্যই কোন কুহকে আচ্ছন্ন হ'য়েছি—বৃদ্ধা কি কোন কুহকিনী—মানবীতে কি এত রূপ সম্ভব! মরি মরি নয়ন ভরে গেল, হৃদয় ভরে গেল,—রূপ-সাগরে আমি ডুবেছি। মাধুরী—মাধুরী—সকলই মাধুরীময়! ভুবন মাধুরীময়!

১ম স। ও সই, এ দাঁত ছিরকুটে মর্‌বে নাকি?

দেলে। চুপ কর, অনেক যত্নে পাখী ধরা পড়েছে।

২য় স। গলায় ফাঁস বেশী করে টেন' না,—পাখির প্রাণ—ফস্ কোরে মরে যাবে।

দেলে। তুইও যেমন, ও পুরুষের মন,—কখন কেমন কে জানে।

১ম স। আর জানাজানিতে কাজ নেই, দম কি রেখেছ? দেখ্‌ছো না—বেদম হ'য়ে পড়েছে।

২য় স। ওহে বেগানা, তুমি আমাদের কি বল্‌ছিলে?

কাউ। কিছু না—কিছু না একটু সরে দাঁড়াও।

১ম স। বুকের উপর না আমাদের দাঁড়াতে ব'লছিলে?

কাউ। আচ্ছা দাঁড়াও—দাঁড়াও,—আমি ঠাউরে নিই। ও বিবি, ও সুন্দরী, ও চাঁদ, তুমি একটু এগিয়ে এসো না? মুখে একটু জল-ছিটে দাও না?

১ম স। দাঁড়াও, আম্‌রা আগে এক এক সখী তোমার বুকের উপর দাঁড়াই। (দেলেরার প্রতি) তুই সরে যালো সরে যা।

কাউ। উনি না সরে, তোম্‌রা একটু সরে পড় না।

১ম স। চল্ লো চল, তবে আমরা সব সরে যাই।

২য় স। আয় লো।

কাউ। তোম্‌রা তো অনেকক্ষণ ঘেরে ঘুরে ছিলে। উনি এই এলেন ওঁকে একটু আমার কাছে বস্‌তে বল না।

দেলে। তোমার কাছে ব'সে কি হবে?

কাউ। দেখ' নাই কেন—কি হয়? আমার প্রাণ যায় যায় হ'য়েছে।

১ম স। আহা হা!—তবে আমি কাছে যাই।

কাউ। কেন চাঁদ আর ভঙ্গি ক'চ্চ? যেমন নারাজ ছিলে, তেম্‌নি নারাজ থেকে যাও না। ওঁরে একটু কাছে পাঠিয়ে দেও না?

২য়। ওলো যাস্ নে যাস্ নে—ও বড় বদ্ লোক! এই আমাদের ডাকছিল বলছিল বুকে দাঁড়াও। আবার এখন বল্‌চে সরে যাও।

কাউ। যা বলেছি বলেছি! একটু ক্ষেমা-ঘেন্না করে নাও ও সুন্দরী—সুন্দরী! কাছে এসো—নইলে মরি!

দেলে। কেন তোমার কাছে যাব কেন?

কাউ। কেন যাবে তা কি তুমি জান না?—জান! আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'র না। আমার কি চক্ষু নাই? আমি কি মানুষ নই? তোমার ছবি রাখ্‌বার আমার হৃদয়ে কি স্থান নাই? তোমার ভুবনমোহিনী রূপের ছটায় মুগ্ধ না হয় এমন কি কেউ আছে? সুন্দরী, ছলনা ছাড়—আমার নিকটে এসো।

দেলে। তোমার কাছে যাব, গেলে তুমি কি ভাব্‌বে?

কাউ। কি ভাব্‌বো, পৃথিবীতে স্বর্গ পেয়েছি—ভাব্‌বো! মানব-জনম সার্থক ভাব্‌বো। নিষ্ঠুর হ'য়ো না দূরে থেক'না। তুমি কি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না—আমার অন্তরে কি হচ্চে! যখন দেখা দিয়েছ, এস কাছে এস, কথা কও—প্রাণ জুড়াও!

দেলে। তুমি কি বল্‌চো, তা তুমি বুঝ্‌ছ না। আমি কুলকামিনী, তা কি তুমি জান না?

কাউ। আমি কিছুই জানি না,—আমি উন্মাদ হয়েছি এই জানি,—আমার বোঝ্‌বার শক্তি কই যে বুঝবো? যখন তুমি আমায় এনেছ, তখন যে পায়ে স্থান দেবে—এই আমি জানি। বিধাতা তোমায় কোমলতায় গড়েছে, তোমার হৃদয় কঠিন, আমি কখনও বুঝ্‌বো না। ছিঃ ছিঃ এখনো দূরে রইলে? এখনো কাছে এলে না? না এসো অনুমতি দাও—আমি তোমার কাছে যাই।

দেলে। না না আমি যাচ্চি (নিকটে আসিয়া) কি বল্‌বে বল?

কাউ। কিছুই বল্‌বো না, তোমায় দেখবো। তুমি কি বল শুন্‌বো; তোমার পায়ে ফিরবো।

১ম স। তুমি কত লোকের পায়ে ফিরবে?

কাউ। ব্যঙ্গ করো না। যখন ব্যঙ্গের সময় ছিল, তখন ব্যঙ্গ করেছি। আর আমার ব্যঙ্গের শক্তি নাই, আমি আত্মহারা। আমার জীবনের সুখ দুঃখের মাঝে সন্ধিস্থল উপস্থিত।

দেলে। তুমি ওরূপ কথা ছাড়। আমার কথা শোন—এসেছ, এস আম্‌রা আমোদ করি। ব'স—আনন্দ কর, পান কর। কিন্তু অন্য ভাবে কথা ক'য়ো না।

কাউ। ভাল তোমার যা অনুমতি, তাই কর্ব্বো। কিন্তু আমার অন্তরে অন্যরূপ কর্ব্বে। পিপাসী-হৃদয় তোমায় চাচ্চে, আমি কেমন ক'রে নির্ব্বাণ কর্ব্বো? আমার দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা কেমন ক'রে শীতল কর্ব্বো? আমার অন্তর বল্‌ছে, তুমি আমার সর্ব্বস্ব! কি ব'লে অন্তরকে শান্ত কর্ব্বো? ভাল, কথায় না বল্‌তে বল, বল্‌বো না। কিন্তু এই আমার মিনতি, আমার মনের ব্যথা বুঝ।

দেলে। তুমি আমার কথা শোন'।

কাউ। বল, আমি সহস্র কর্ণে শুন্‌বো—প্রতি লোমকূপে শুন্‌বো! বল—বল—কি বল্‌বে বল?

দেলে। প্রতারকেও তো অবিকল তোমার মত বল্‌তে পারে?

কাউ। হ'তে পারে। কিন্তু তুমি কি আমায় দেখছো না,—তোমার মাধুরীময়ী

দৃষ্টি কি আমার হৃদয় ভেদ কত্তে পাচ্চে না? আমি প্রতারক, এ কথা কি সত্যই তোমার মনে উদয় হ'চ্চে? পরীক্ষা কর্‌বে—কর! কি পরীক্ষা চাও বল, আমার একদিকে স্বর্গ আর একদিকে নরক আমার কোথায় স্থান, তাই তোমার মুখে শুনি। কি কঠিন পরীক্ষা আছে বল?

দেলে। বল্‌বো, এখন নয়।

কাউ। তুমি আশা দিচ্চ, আমি আশা ধরে থাক্‌বো। আমি আমার মন জানি, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব। এমন কঠিন পরীক্ষা কিছুই নাই, যাতে আমি পরাঙ্‌মুখ হব! দেখ' যেন আমি আশায় নিরাশ না হই!

দেলে। তুমি কে?

কাউ। আমার নাম কাউলফ্‌—আমি বাদ্‌সার সেনাপতি। কিন্তু জাঁহাপনা আদর করে আমায় বন্ধু বলেন। স্বর্গীয় বাদ্‌সার কার্য্যে আমি নিযুক্ত হই। তাঁরই আশীর্ব্বাদে তাঁর শত্রু জয় করেছিলেম। নিজগুণে তিনি চিরদিন আমায় পুত্রের ন্যায় পালন ক'রে-ছিলেন। মৃত্যুকালে আমাকে সাহাজাদা, মির্জ্জানের হস্তে সমর্পণ করে যান; এ নিমিত্ত বাদ্‌সা মির্জ্জান আমায় ভ্রাতার ন্যায় দেখেন।

দেলে। হাঁ 'তুমি যে বল্লে, বাদসা তোমায় ভেয়ের মতন দেখেন, বাদসার অন্দর মহলে যাও?

কাউ। হাঁ।

দেলে। বাদসার প্রধানা বেগম শুনেছি —গোলেন্দাম। তারে তুমি দেখেছ?

কাউ। দেখেছি।

দেলে। তিনি কেমন দেখতে?

কাউ। যত দিন তোমায় দেখি নেই, মনে ক'রতুম তিনি বড় সুন্দরী। আজ আর তা মনে করি না।

দেলে। আমি কে জিজ্ঞাসা কর্‌লে না?

কাউ। তুমি দেবী, স্বর্গের হোরি (অপ্সরী)। আমি তোমার অন্য পরিচয় চাই না।

দেলে। আমি যদি দুশ্চারিণী হই।

কাউ। তুমি যে হও আমার হৃদয়ের পূজার বস্তু।

দেলে। ও বুঝেছি,—বুঝেছি, যারে দেখ তারে দেখেই এরূপ মুগ্ধ হও—নয়? নচেৎ আমার পরিচয় চাচ্চ না কেন?

কাউ। তুমি নারীরত্ন! কি পরিচয় দেবে দাও। প্রাণেশ্বরী! (আলিঙ্গন করিতে উদ্যত)

দেলে। একি? ছিঃ ছিঃ—একি তোমার রীত।

[দেলেরার প্রস্থান।

কাউ। যেও না যেও না, ক্ষমা কর। (স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান) (স্বগতঃ)

দেখি বা এমন, জাগিয়ে স্বপন,
চলে গেল তবু একি এ ঘোর।
কি হলো কে এল, কোথা চলে গেল,
মোহিনী-সুরায় চিত বিভোর!
কুহকীর মায়া, কুহকের কায়া,
কুহক তুলিতে নয়ন আঁকা!
চকিতে দেখিতে, মিশাল চকিতে,
রহিল মোহিনী হৃদয়ে মাখা!

১ম সখী। দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ? এস দেলেরার কাছে নিয়ে যাই।

কাউ। তুমি আমার হৃদয়ের সখী।

১ম সখী। এঃ—মনে থাকলে হয়। এস।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

—০ঃ০—

দেলেরার কক্ষ।

টাহার ও নেহার।

টাহা। বাবা মনে করেছে—আমি খোকা ছেলে, আমি সোনার গাস্ত। টাকার জন্যে এক বেটী কাল পেঁচীকে ধরে দেবে, তাতে আমি রাজি নই। গুল্‌জার মেয়ে মানুষ চাই। মেয়ে মানুষ বুকে বসে দেল্‌খোস করে দেবে না?

নেহা। তা তুমি দেল্‌খোস করবে, আমায় গাওয়া দিতে আনলে কেন ভাই? তোমার প্রেমে যে জর জর করে তুল্লে। দিন কতক ঢেউ তুল্লে, দেলেরা যেন পরীজাদ্, এখন বলছিস্ মাম্‌দোর বাচ্ছা।

টাহা। তুই আমার প্রাণের দোস্ত, যখন যা শুনেছিলেম বলেছি। বাবা বলেছিল পরীজাদ, বলেছিলেম পরীজাদ এখন শুন্‌চি ধাড়ি মাম্‌দোর বাচ্ছা, তাই বল্‌চি তোরে কিন্তু, যেমন দেখ্‌বি, বাবাকে ঠিক ঠাক্ বল্‌তে হবে।

নেহা। ওরে মাল আছে মাল আছে— গানের ঝঙ্কার শুনছিস্ নি?

টাহা। বেটী পাপিয়া পুষেছে। বাঁদী বেটীতো বসিয়ে গেল, এখনও কই যে কেউ উঁকি ঝুঁকি মারে না।

নেহা। কনে সেজে গুজে বেরুবে না?

(মনিয়ার প্রবেশ)

মনি। আপ্‌নারা কে?

নেহা। তুমি কে?

মনি। আমি দেলেরার সখী।

টাহা। সখী কেন? তিনি নিজে উঁকি ঝুঁকি দিন না, আম্‌রা তাঁকে দেখ্‌তে এসেছি।

মনি। আপ্‌নারা কে আগে পরিচয় দিন।

টাহা। কেন আমি টাহার, আমার বাবার চিঠি পাওনি? দেলেরা আস্‌তে বলেছে তবে এসেছি। অম্‌নি এসেছি! নাও নাও তোমার সখীকে ডাক, তোমার কাছে নাড়ী নক্ষত্রের পরিচয় দিচ্চিনি।

মনি। আপনি টাহার? কখনই নয়! তিনি মহা সৌখিন পুরুষ, ত্ববেলা মুর্গীর নাদিতে মুখ সাফ্ করেন, মুখে চুন মাখেন। তিনি মহা রসিক পুরুষ, খালি নাচেন আর হাসেন। তিনি ভারি গুণবান—দেদার খরসান তামাক খান— আর কাসেন?

টাহা। ওরে বেটী বলে কি? বাবা ব্যাটা পাগ্‌লা গারদে ছেড়ে দিলে না কি?

নেহা। ওরে রসিকতা কচ্চে—রসিকতা কচ্চে।

টাহা। এ যে বেজায় রসিকতা বাবা, বেটী মুখে মুর্গীর নাদী মাখাতে চায়!

নেহা। চেপে যা না, চেপে যা না (মনিয়ার প্রতি) ইনিও মুখে মুর্গীর নাদী মাখেন।

মনি। কচু পোড়া খান?

টাহা। খাইরে বেটী খাই, এখন তোর নানিকে ডাক না— দেখে সরে পড়ি।

মনি। আম্‌ড়া গাছের ডাল ধরে ঝোলেন?

টাহা। ঝুলি।

মনি। কচি তেঁতুল পাতা চিবোন?

টাহা। তোর গুষ্টির মাথা চিবুই। এখন ডাক্‌বি কি না বল? না ডাকিস্ সাফ্ জবাব দে, পাশ কাটাই।

(সানিয়ার প্রবেশ)

সানি। কই কই আমার প্রাণেশ্বর কই?

টাহা। ও বাবা।

সানি। হৃদয়েশ্বর, হৃদয়ে এসো।

টাহা। নেহার দেখ্‌ছিস কি? এখনি খুন খারাপি হবে।

সানি। হৃদয়-কান্ত, জীবিতেশ্বর!—

টাহা। খপরদার বেটী সড়ে দাঁড়া

নেহা। ওরে টাহার, সড়ে পড়ি আয়, বেটী আমার পানেও চাচ্চে।

সানি। প্রাণেশ্বর, আমার চন্দ্রবদন দেখ. —এই দেখ এক দিকে গোঁফ এঁকেছি।

নেহা। ওরে সত্যি, বেটী একদিকে গোঁফ এঁকেছে।

সানি। দেখ প্রাণেশ্বর, এ গালে চেয়ে দেখ।

টাহা ওরে-সিঁদুর মেখেছে, বেটী শেওলার মামী।

সানি। আবার প্রাণেশ্বর, আমার রসভরা রসনা দেখ!—

নেহা। টাহার, সাম্‌লা, বেটী কাম্‌ড়াবে।

সানি। আর দেখ প্রাণনাথ. চুলে ঝাঁপা বেঁধেছি দেখ।

টাহা। বেশ দেখেছি বাছা—বেশ দেখেছি। (গমনোদ্যত)

নেহা। (দোর ঠেলিয়া) ওরে পালাবি কোথা? বেটী দোরে শিক্‌লি দিয়েছে।

সানি। ভয় কি বঁধু, আমার হৃদয় কপাট খোলা আছে প্রাণেশ্বর, যদি বল তো এখনি আলো নিবিয়ে দিয়ে, অন্ধকার সাক্ষী করে, তোমার বন্ধুর ঘাড়ে চড়ে তোমায় সাদী করি।

মনি। (নেহারের প্রতি) ওহে ঘোড়া হও—ঘোড়া হও।

নেহা। হাঁা গা বাছা, তোম্‌রা কে? তোমরা কি উপদেবতা? তা বক্‌রা-বক্‌রী, মোর্‌গা-মুরগী যা চাও, তাই দিচ্চি।—দোরটা খুলে দাও, হাওয়ায় গিয়ে হাঁফ ছাড়ি।

মনি। (নেহারকে) আমার সখীর প্রাণেশ্বরের বন্ধু, তুমি ঘোড়া হও—নিদেন বেড়াল হও। আমার সখী ঘোড়ার মাংস বড় ভাল বাসে।

সানি। (মনিয়ার প্রতি) সহচরী, আলো নিবিয়ে দাও।

নেহা। তোবা, তোবা, টাহার তোর পিরীতে প্রাণ খোয়ালেম।

টাহা। মাসী মা, দোর খুলে দাও।

(মনিয়ার আলোক নিবান)

উভয়ে। ওরে বাপ্‌রে, ওরে মাসীরে!

(অন্ধকারে দেলেরার প্রবেশ)

দেলে। টাহার, তুমি আমায় সাদী কর্ব্বে না?

টাহা। না ধরম্ মা, ঝক্‌মারী ক'রে এসেছি।

সানি দেখ ধর্ম্ম সাক্ষী, তুমি দেলেরাকে ত্যাগ করে চল্লে?

টাহা। ধর্ম্মের সাতগুষ্টি সাক্ষী। যদি আর এ পথে চলি—আমার নাক্ কাম্‌ড়ে খেও।

নেহা। আর আমি যদি এ ধারে ঘেঁষি তো আমায় গর্দ্দানা মুচ্‌ড়ে নিও।

সানি। তবে সখি, দোর খুলে দাও। আমার প্রাণেশ্বর সবন্ধু বিদায় হোন্।

টাহা। আর প্রাণেশ্বর কেন মাসী, ধরম ছেলে বল।

(সখিগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

ঝুমুড় নেড়ে ধর্ তেড়ে ঝুঁটী,
খাওয়া মাটীতে লুট পুটী।
থেপ্‌ড়ে ব'সে চাপ না গর্দ্দানা,
দুট' চোখ উপ্‌ড়ে নিয়ে কসে চিব' না,
ছিঁড়ে নেনা নরম্ নরম্ মাংস দুখানা,
মুড়ি দুট খুড়ে নেত ঘুচুক্ বিয়ের ভির্‌কুটী।
আঁশ বঁটিতে আয় লো কাটি,
আমোদে হই কুরকুটী॥

দেলে। তবে টাহার, ত্যাগ করে চল্লে?

টাহা। বাবা ব'লে।

মনি। (নেহারের প্রতি) তুমিও চল্লে?

নেহা। হ্যাঁ ধরম্ চাচীর ঝি! এই নাকে খৎ দিয়ে।

[নেহার ও টাহারের দ্রুত প্রস্থান অপর দিকে সানিয়ার প্রস্থান।

১ম স। রঙ্গময়ী, এ তো এক রঙ্গ হলো। আর ওদিকে আর এক রঙ্গ হচ্চে। তুমি রাগ ক'রে চলে এসেছ, কাউলফ যে কি হ'য়েছে, তা তোমায় কি বল্‌বো! তার মুখ দেখে আমাদের প্রাণ কেমন কচ্চে!

দেলে। দ্যাখ্ দেখি দুবার আমায় আলিঙ্গন কর্‌তে এলো।

১ম স। রঙ্গিনী লো রঙ্গিনী—তার অপরাধ কি বল দেখি? তোমার রূপ দেখে আমরাই উন্মত্ত হই। ভাগ্‌গিস্ পুরুষ নই, তা হলে এত দিন কবে মর্‌তুম্।

দেলে। মরে ভাস্‌তিস্ লো ভাস্‌তিস্।

১ম সখী। ভাসি না ভাসি, ভাজা খোলার খই হতুম বটে।

দেলে। আর সেই খই, দই দে খাইয়ে তোরে ঠাণ্ডা কর্‌তুম!

১ম সখী। তা কাউলফ্‌কে ঠাণ্ডা কর।

দেলে। আচ্ছা তোরা বলছিস্—তারে ডাক।

১ম সখী। রসবতী লো রসবতী, ঠোসাকি আমার! আম্‌রা কি না তারে ডাকিয়েছি, আমরা কি না তার জন্যে রাস্তার পানে চেয়ে থাক্‌তুম, আমরা কি না আহার নিদ্রা ছেড়ে, দিন রাত্তির তার জন্যে ভাব্‌তুম!

দেলে। তবে যা, আমি—

১ম সখী। আচ্ছা তাই তাই, আমরা বল্‌ছি, তারে ঠাণ্ডা কর। কাউলফ কেঁদে চলে যাবে, উনি রাত্তিরে পড়ে কাঁদবেন—সে ভাল হবে।

(কাউলফের প্রবেশ)

কাউ। দেলেরা, দেলেরা আমায় মার্জ্জনা কর! আমি পাগল, আমি কি করেছি জানি না! তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। আমি গোলাম, গোলামের পদে পদে অপরাধ!

দেলে। আমি কুলস্ত্রী, তোমায় বারবার বলেছি।

কাউ। আমি—আমার জেনে ধর্‌তে গিয়েছি।

দেলে। তবে এখন আমি তোমার নই।

কাউ। তুমি আমারই ঈশ্বরী, আমি তোমার গোলাম, তোমার হুকুম শুন্‌বো। আবার যদি অপরাধ করি, আবার মার্জ্জনা চাব। তুমিও মার্জ্জনা কর্‌বে। গোলামকে পায়ে ঠেল্‌বে কেমন করে?

দেলে। একটী সত্যি কথা বলো।

কাউ। মার্জ্জনা করেছ?

দেলে। আমি যা জিজ্ঞাসা কচ্চি—আগে বল।

কাউ। কি বল?

দেলে। গোলেন্দাম কেমন সুন্দরী?

কাউ। তুমি তো বারবার জিজ্ঞাসা করেছ, আমি বারবার উত্তর দিয়েছি যে, বেগম সাহেবকে যখন প্রথম দেখি, তখন আমি মনে করেছিলেম, জগতের রৌসন (আলো)! ধর্ম্মপরায়ণা—গুণবতী, এমন আর হয় না। কিন্তু আজ আমার আর সে ভাব নাই। আমি তোমায় দেখেছি, তোমার সঙ্গে কথা কয়েছি, তোমার গুণের পরিচয় পেয়েছি।

দেলে। তা বেশ। এখন বল, তারে তুমি ভালবাস কেমন?

কাউ। ছিঃ ছিঃ, ও কি কথা ব'ল্‌ছ? —বাদসা কৃপা করে আমায় অন্দরমহলে যেতে দেন।

দেলে। নইলে, আর তুমি তাঁর সঙ্গে আলাপ কর কি করে। তুমি চতুর, তুমি তো আর সব ব'ল্‌বে না!

কাউ। তুমি বল, আমায় মার্জ্জনা করেছ ?

দেলে। তোমায় মার্জ্জনা কর্‌তে নেই, আর আমার মার্জ্জনাতেই বা তোমার দরকার কি ? তবে তুমি ব'লছ, আমি তোমায় বল্‌ছি মার্জ্জনা করেছি।

কাউ। তুমি কথার ভাবে আমায় বল্‌চ যে, আমি অপর স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রণয় করি। কিন্তু শোন, আমি আজীবন সৌন্দর্য্যের ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করেছি। কিন্তু আমার ধ্যানের মূর্ত্তি কখনও দেখি নেই। এই জন্যে কারও সঙ্গে কখন প্রেমালাপ করি নেই, ভেবেছিলেম এক রকমে জীবন কাটিয়ে দেব।

১ম সখী। তবে বাঁদী টাঁদী কেনেম ?

কাউ। না—তখন তোমাদের বাঁদী মনে করে কিন্‌তে চেয়ে ছিলেম, তার কারণ বাঁদীকে দেখ্‌লে আমি প্রাণে বড় বেদনা পাই। ভাবি, এরা পরাধীনা,—স্বাধীন প্রেমালাপে বঞ্চিতা। তাই ভেবেছিলেম, তোমাদের কিনে নিয়ে স্বাধীনতা দেব।

১ম সখী। তবে মেয়ে সেজে এখানে এসেছিলে কেন ?

কাউ। ব'ল্‌লেম তো আমার সুন্দরী দেখবার বড় সাধ। বৃদ্ধা বলেছিল—সুন্দরী দেখাবে। আমি সুন্দরী দেখ্‌বার আশায় এসেছিলেম।—আমি ধ্যানের ছবি দেখ্‌লেম।

দেলে। তা এখন ঘরে যাও, রাত অধিক হয়েছে।

কাউ। তুমি বিদায় দিচ্ছ—আমি যাচ্চি, কিন্তু আশায় প্রাণ বেঁধে—যেন আশায় বঞ্চিত না হই। আর কি কখনও দর্শন পাব ?

দেলে। কাল সানিয়া তোমায় নিয়ে আস্‌বে। দেখো ভুলে থেকো না। যেখানে আজ ছিলে, কাল সেখানে এসো।

কাউ। ভুলে থাক্‌বো ? কি জানি তুমি কি বল আমি বুঝ্‌তে পারি না। তোমার কথা শুনে আমার ব্যথা লাগে। আমার প্রতি তোমার ভাব যেমন হয় হোক, কিন্তু আমি যে তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, এই কথা তুমি বুঝো—এই আমার প্রার্থনা।

দেলে। আচ্ছা কাল এসো—তার পর বুঝ্‌বো।

[কাউলফের প্রস্থান।

দেলে। সই সই, কি বুঝ্‌লি, ও কি আমার হবে ? যে ওরে দেখ্‌বে, সেই মনপ্রাণ সমর্পণ করবে। ওরে দেখে যে মুগ্ধ না হয়, তার নারীর হৃদয় নয়। আমি তো মজেইছি, আর কত নারী যে মজেছে তা আমি জানি নে।

দেলেরার গীত।

মনের মতন নয় ত পোড়া মন।
যতনে রতনে এনে করেছিলো অযতন ॥
আদরে আনিয়ে ঘরে, কাঁদায়েছি অনাদরে,
রহে রতন যতন আদরে,
এলো সে সোহাগভরে, ব্যথা দিয়েছি অন্তরে,
সাধিতে কেঁদেছে কত, ভেসে গেছে দু-নয়ন ॥
করিয়ে মানের কান, করিয়াছি অপমান,
একি লো মনের ছলা, মন নয় মনের মতন ॥

সখিগণের গীত।

সই সই গেল যামিনী।
বিনোদে বিদায় দিয়ে ব্যাকুলা কামিনী ॥
হেরিয়ে অরুণ রাগ, বাড়িল সোহাগ রাগ,
হৃদে উঠে অনুরাগ লাজে মালিনী।
বিষাদ বদনে মাখা, বিষাদ নয়নে আঁকা,
হাসিতে বিষাদ ঢাকা, সয় ব্যথা সোহাগিনী ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

কাউলফের কক্ষ।

মির্জ্জান ও কাউলফ।

মির্জ্জা। বাঃ—একলা মজা কর্ব্বে? আমায় আজ নিয়ে চল।

কাউ। না—না, তা হবার যো নাই। শুনলেন তো গোপনে মেয়েমানুষ সাজিয়ে নে যায়।

মির্জ্জা! ওড়না কাঁচুলীতে যদি তোমার গায়ে ফোঁস্‌কা না পড়ে, আমারও গায়ে পড়্‌বে না। ভয় কিহে—আমি কেড়ে নেব না।

কাউ। মাপ করুন।

মির্জ্জা। আপনি মাপ করুন। বাদ্‌সা হয়েছি বলে, আমাদের কি আর ইয়ারকি দেবার সথ নেই। তুমি কি চতুর! এদিকে মেয়েমানুষের মুখ দেখ না, নাচ হ'লে উঠে যাও, আর লুকিয়ে বাঁদী কিন্‌তে গিয়ে সারারাত ডুবে জল খেয়ে এলে। আমায় নিয়ে যাবে তো নিয়ে চলো; নইলে আমি সব কথা গোলেন্দামকে বলে দেব। বল্‌বো,—"দেখ গোলেন্দাম, তোমার বন্ধু মেয়েমানুষের মুখ দেখেন না, কিন্তু এদিকে লুকিয়ে বাঁদী কিন্‌তে গিয়ে বাঁধা পড়েছেন।"

কাউ। সে আমি কিনে ছেড়ে দেব বলে, কিন্‌তে গিয়েছিলেম।

মির্জ্জা। হ্যাঁ—কিনে কলজের উপর ছেড়ে দেবে, ছাতির উপর লুটবে। যাও—যাও, তোমার লুকোচুরী খেলা আমি এত্‌দিনে বুঝে নিয়েছি। তাই তো বলি, যুবা পুরুষ, এত্‌দিন আওরাৎ ভিন্ন থাকে।

কাউ। সত্য বল্‌চি।

মির্জ্জা। আমিই কি মিথ্যা বল্‌চি। নিয়ে যাবে কি না বল, নইলে আমি গোলেন্দামকে গিয়ে বলিগে, যে তোমার সখের কাউলফ সাহেব—যিনি মেয়ে মানুষের মুখ দেখেন না,—পিরীতের ফাঁদে পড়ে, সারারাত জেগে, চোখ রাঙ্গা করে, ফোঁস ফোঁস সাপের মত নিশ্বাস ফেলে, ঘন ঘন চেয়ে দেখ্‌চেন, কখন সূর্য্য অস্ত যায়—কখন মাসুকের কাছে পঁওছাবেন। এই আমি বল্‌তে চল্লেম।

কাউ। বেগম সাহেবকে বল্‌বেন না, আমায় বড় লজ্জা দেবেন, দোহাই জাঁহাপানা।

মির্জ্জা। আর জাঁহাপনা! জাঁহাপনায় জাঁহাপনা ভোলেন না। ভাল চাও তো সঙ্গে নিয়ে চলো, নইলে আমি বল্‌তে চল্লুম।

কাউ। দু'জনে গেলে যেতে দেবে না। আমায় একলা আস্‌তে বিশেষ করে বলেছে। আপনাকে বলেছি যদি টের পায়, তাহলেও মুস্কিলে পড়্‌বো। দেলেরা বড় অভিমানিনী, তাহ'লে আমায় মাপ কর্ব্বে না—একেবারে ত্যাগ কর্ব্বে।

মির্জ্জা। আচ্ছা, একটা উপায় করা যাক্ এসো। আমি তোমার সঙ্গে গোলাম হয়ে যাব।

কাউ। রসুল আল্লা কি আজ্ঞা কর্‌চেন? আমি জিভ্‌ কেটে ফেল্‌বো, তবু জাঁহাপনাকে গোলাম বলে পরিচয় দিতে পারবো না। স্বর্গীয় বাদসা, যিনি আমার পিতা অপেক্ষাও বড়, তাঁর কোপে আমি ভস্মীভূত হয়ে যাব।

মির্জ্জা। রাখ রাখ—তোমার চতুরালী রাখ। আমি তোমার দোস্ত, বাদশা নই। যদি দোস্ত, দোস্তের গোলামী কর্‌তে স্বীকার না পায়, সে আর দোস্তি কি? আর আমি এ গোলামী কচ্চিনি, আমি ইচ্ছা করে গোলাম সাজ্‌ছি—এতে তোমার আপত্তি

কি? তবে ফাঁকী দিতে চাও—দোস্‌রা বাৎ। কিন্তু আমি তোমায় ছাড়্‌চি নি, ফাঁকে পড়্‌চি নি।—নইলে তোমার পেছুনে পেছুনে যাব। দেলেরার সঙ্গেও দোস্তি ছোটাব, আর গোলেন্দামকে বলেও লজ্জা দেব। তোমার গোলাম সাজ্‌বো—এতে আর দোষ কি? আমার যদি বকৃতে ও রকম দেলেরা জোটে, তোমায় গোলাম সাজাব; ব্যস্—শোধ যাবে। সূর্য্য অস্ত যাচ্চে। চল তয়ের হইগে।

কাউ। যেমন হুকুম। কিন্তু যদি টের পায়, আমার সে পথ বন্ধ হবে।

মির্জ্জা। ভয় নেই—ভয় নেই, আমি সে পথে কণ্টক হব না।

কাউ। আপ্‌নি দায়ী?

মির্জ্জা। স্বীকার।

(গোলেন্দামের প্রবেশ)

গোলে। কাউলফ, কাল তুমি কোথায় ছিলে? হিন্দুস্থানের আমদানী থেকে, সওদাগর তিনটী ডাব বাদসাকে সওগাদ দিয়েছিল। আমি তোমার জন্যে স্বহস্তে রন্ধন করে, সিরাজি সরাপের সঙ্গে সেই ডাবের জল খাওয়াব বলে নিমন্ত্রণ করে পাঠাই। বাদশা আমায় বল্লেন, তুমি বাড়ী নাই। অধিক রাত্রে আবার লোক পাঠিয়েছিলেম। কাল কোথায় ছিলে?

কাউ। আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

গোলে। কই রাত্রে তোমার তো কখনো কোন প্রয়োজন থাকে না।

মির্জ্জা। রাত্রে তুমি তো তোমার বন্ধুর কাছে থাক না, কোন খবরও রাখ না—উনি হচ্চেন নিশাচর!

গোলে। সত্যি নাকি কাউলফ?—কোন ভাগ্যবতীর প্রতি সদয় হয়েছ না কি?

কাউ। জঁহাপনার যা ইচ্ছা হয়, বল্‌তে পারেন, কিন্তু বেগম সাহেব আমায় জানেন।

গোলে। তোমায় জানবো কি করে বল? পুরুষের মন পড়া বড় সিদে নয়। সে তোমার বাদ্‌সাকে দিয়ে জানি।

মির্জ্জা। আর রমণীর মন ফটিক জল, সে আমি বেগম সাহেবকে দিয়ে জানি।

গোলে। জানই তো,—এখন এসো—সেরাজি কার্ফা খোলা রয়েছে; ডাবের জল কড়া হয়ে যাবে।

মির্জ্জা। কি বল কাউলফ?

কাউ। বেগম সাহেব, আজ মার্জ্জনা করুন।

মির্জ্জা। ঐ দেখ বোঝ,—এখন আর তোমার সে কাউলফ নাই।

গোলে। কি কাউলফ, তুমি আস্‌বে না?

কাউ। বেগম সাহেব, আপনার আজ্ঞা আমি ঠেল্‌তে পারি নে,—আপনি যদি অনুমতি দেন,—আমার বিশেষ প্রয়োজন।

গোলে। এমন কি প্রয়োজন?

কাউ। বাদসানন্দ জানেন।

মির্জ্জা। হাঁ গোলেন্দাম, আজ তুমি ক্ষমা কর, কাল সকালে তোমার অতিথি হব।

গোলে। কাউলফের সঙ্গে তুমি যাবে নাকি?

মির্জ্জা। হাঁ।

গোলে। তবে কাউলফ একা নয়,—তুমিও তার সঙ্গে নিশাচর হবে?

কাউ। আমরা এলুম ব'লে।

গোলে। তবে আমি উদ্যোগ করে রাখি, তোম্‌রা কাজ সেরে এসো।

কাউ। আম্‌রা একজন ফকীরের কাছে যাচ্চি, কি জানি কত বিলম্ব হয়। আপনি উদ্যোগ করে বসে থাক্‌বেন?

গোলে। যতই বিলম্ব হোক। তুমি কি

আজ নূতন জান্‌লে যে, তোমাদের জন্যে বিলম্ব করা আমার আনন্দ।

কাউ। ফকির, খানার উদ্‌যোগ কর্ব্বে বলেছে।

গোলে। সে কি—কে ফকির, যার তার খানা খেও না,—বাদ্‌সাকে খেতে দিও না।

মির্জ্জা। সে একজন জ্যোতিষী তার কাছে গোণাতে যাচ্চি, কাউলফের কার সঙ্গে প্রেম হবে?

গোলে। কাউলফের প্রাণে আবার প্রেম! ও লড়াই কর্ব্বে—প্রেমের কি ধার ধারে?

মির্জ্জা। সত্য গোলেন্দাম, বিশেষ কার্য্য। নচেৎ তোমার অনুরোধ কি ঠেলে যেতেম?

গোলে। আচ্ছা যাও। আমি ডাব তিনটে বাঁদীদের খেতে দেব।

কাউ। বেগম সাহেব, রাগ কর্ব্বেন না, কাল সকালে আপ্‌নার অতিথি হব।

গোলে। দেখো—কাল যদি নিরাশ হই, তোমার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি থাক্‌বে না।

[গোলেন্দামের প্রস্থান।

কাউ। বেগম সাহেব আমায় ভাইএর মত স্নেহ করেন। নেহাৎ অসভ্যের কাজ হলো।

মির্জ্জা। কাউলফ, আমি জান্‌তেম তোমার মুখ হতে মিথ্যা কথা বেরোয় না, কিন্তু পীরিতে সব শিখিয়েছে দেখ্‌ছি।

কাউ। সত্য আমার লজ্জা হচ্চে। আমার ইচ্ছা হচ্চে, বেগম সাহেবকে গিয়ে সব বলি, কিন্তু তিনি ক্ষুণ্ণ হবেন। স্ত্রীলোকের জন্য তাঁর কথা ঠেল্‌লেম।

মির্জ্জা। বেগম সাহেব ক্ষুণ্ণ হ'লে তোমার কি এসে যাবে বল? এদিকে দেলেরা পথপানে চেয়ে আছে।

কাউ। না আমি সব কথা খুলে বলে মার্জ্জনা চাই।

মির্জ্জা। না হে না,—প্রেমে এমন দু-একটা মিছে চলে। কাল এই কথা নিয়ে খুব আমোদ হবে। তুমি আজ সব কথা বল্লে, তোমায় ছেড়ে দেবে—আমায় ছেড়ে দেবে না। চল তোমারও সময় হ'য়ে এলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ক্রোড় পট)

নহবৎ খানা।

ফকির।

সন্ধ্যাসূচক গীত।

গিয়া দিন চলা ক্যা সাথ লিয়া কুছ্ মালুম হ্যায়?
লিয়া লিয়া পরমায়ু দিয়া কাঁহা গিয়া কোই পাত্তা বাতায় ॥
আজ দিন গিয়া ভাই দিন্‌কা চিজ কুছ্ মূল্ লিও,—
ক্যা আজকা দিন বরবাদ দিও,
দুনিয়াকি কাম্‌মে ঘুম্‌তে রহো
আয়েগা দিন সো ভুল গিও,
যো গিয়া সো গিয়া ঘুমে নেহি,
আবি সামার না হুঁসিয়ার রহি,
ছোড়্‌না ঘোর, খাড়া হ্যায় চোর,
চোর নিদিয়া লাগায়, চোর নিতি চোরায় ॥

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

নাচঘর।

(দেলেরা, কাউলফ ও গোলামবেশী মির্জ্জান।)

দেলে। ইটি কে?

কাউ। ইটি একজন।

দেলে। একজন কি?

কাউ। এ এ আমার—

দেলে। সানিয়ার কাছে শুনলুম, "গোলাম"। তোমার হ'য়ে বাঁদী কেনে না কি?

কাউ। না—না—

দেলে। সরাপ টরাপ দিতে পারে?

কাউ। তা পারে।

দেলে। শুনলুম ওর মরীচ সহরে বাড়ী। ও আমাদের কথা বোঝে ত? এস গোলাম, এ দিকে এস—বসো! (মির্জ্জানের নিকটে আগমন) এই যে বেশ কথা বোঝে। তবে যে সানিয়া ব'লছিল কথা বোঝে না?

কাউ। একটু একটু বোঝে—একটু একটু বোঝে।

দেলে। গোলাম, তুমি কথা বুঝতে পার?

মির্জ্জা। কো জেরাক্ সান্‌গু।

দেলে। ও কি ব'ল্লে—বুঝিয়ে দাও?

কাউ। বল্লে,—"বুঝতে পারি, বলতে পারি না।"

দেলে। আমাদের মদ দিতে পারবে? মদ দাও।

মির্জ্জা। জ্যারাক্ দে ফোঁ।

কাউ। (দেলেরার প্রতি) ব'ল্লে,—"হ্যাঁ পারবো।"

দেলে। তুমি মদ খাও?

মির্জ্জা স্যাম্বক্।

কাউ। বল্লে—"খাই।"

দেলে। ওরে তুমি মদ খেতে দাও না কি?

কাউ। হ্যাঁ—হ্যাঁ পুরোন লোক—পুরোন লোক।

দেলে। তবে কাছে বসতে দাও বোধ হচ্চে। (মির্জ্জানের প্রতি) এস গোলাম, কাছে বসো। (হস্ত ধরিয়া উপবেশন করান)।

কাউ। ও কি কচ্চো—ও কি কচ্চো?

দেলে। বাঃ—তোমার এমন রসিক গোলাম, আমার মুখ পানে চেয়ে রয়েছে। তুমি একটু সর দেখি,—এখনি বোল ফুটে আমার সঙ্গে পীরিত করবে এখন। (মির্জ্জানের প্রতি) কেমন হে গোলাম,—"পিরীত করতে পার্ব্বে?"

মির্জ্জা। পূর্দ্দা পূর্ব্বা।

দেলে। এইবার বলছে শোন,—পিরীত করতে পার্ব্বে।

কাউ। না না ওকি বলছো? ও বলছে,—"ওকি কথা বলেন?"

দেলে। তুমি ওর কথা ভাল বোঝ না। (মির্জ্জানের প্রতি) কি করে পিরীত কর্ব্বে?

মির্জ্জা। চক্কা চুম্বু।

দেলে। ঐ দেখ বলছে "চুমো খাবে।"

কাউ। না না বলচে,—"ঠাকরুণ, অমন কথা কি বলতে আছে?"

দেলে। তুমি ভাল বোঝ না। (মির্জ্জানের প্রতি) কি করে চুমো খাবে?

মির্জ্জা। হাম্বা হুম্বু!

কাউ। ও বলছে—"ও কথা বলো না—ও কথা বলো না।"

দেলে। ব'লবো না কি? ও বলছে,—"হুম্ করে এসে হাম্ করে চুমো খাবে।"—কেমন না গোলাম?

মির্জ্জা। টাঙ্গা জুঙ্গী।

দেলে। ওই শোন বলছে,—"তুমি তো মনের কথা জান।" তা দেখ আমার আজ সখ হয়েছে,—ঐ গোলামের সঙ্গেই পিরীত কর্ব্বো। আমি ওকে নিয়ে আর একঘরে যাই, না হয় তুমি উঠে যাও। তুমি উঠলে না?—তবে এসো গোলাম!

মির্জ্জা। গালমে গুলমি।

দেলে। কি বল্লে,—তোমার গলা জড়িয়ে ধর্ব্বো? চল, ও ঘরে চল, তুমি যা বলবে তাই শুনবো। ওঠো না—

মির্জ্জা। (রোদন স্বরে) মিন্‌টা মুন্‌টী।

দেলে। তোমার মুনিব না বল্লে উঠবে না? (কাউলফের প্রতি) তুমি এই গোলামটী আমায় দাও, আমি পুষবো—ভাল বাস্‌বো, দাড়ী ধরে আদর কর্ব্বো।

কাউ। বসো—বসো, আমোদ কর।

দেলে। আমার এ গোলামটী বড় সখ হয়েছে।

কাউ। আজ তুমি কি হয়েছ?

দেলে। পীরিত বাজ। আমার নাম দেলেরা, দিল্ যা চায় তায় করি। আজ আমার গোলামের উপর মন ছুটেছে, তোমায় ভাল লাগ্‌চে না।

(মনিয়া ও সখিগণের প্রবেশ)

মনি। কি লো—কি লো—আজ গোলাম নিয়ে ভাস্‌বি না কি?

দেলে। ওলো—এ বড় প্রেমের গোলাম। তুই এর সঙ্গে প্রেম কর্ব্বি? কিন্তু ভাই গোলামের আমার উপর ভারী পছন্দ, তোরে পছন্দ করে কি না করে! আজ আমি গোলামকে নি, তুই কাউলফ্‌কে নে।

মনি। দাঁড়া তোর কথায় আমি হরতনের গোলাম ছেড়ে দেব। ও গোলাম তোমার আমাকে পছন্দ হয়?

মির্জ্জা। চট্টা চট্টি।

দেলে। বল্‌ছে,—"তোর উপর আমি চটা।" শুন্‌ছিস তুই কাউলফকে নে।

মনি। তবে এসো ভাই কাউলফ এসো।

কাউ। দেলেরা, আমি গোলামকে সঙ্গে এনেছি বলে তুমি কি বেজার হয়েছ? ও গোলাম বই তো নয়।

দেলে। আমি গোলামের সঙ্গে প্রেম কর্ব্বো বলে, তুমি কি বেজার হচ্চ? ও গোলাম বই তো নয়।

কাউ। রসবতী রঙ্গিণী, আজ খুব রহস্য কচ্চ দেখ্‌ছি।

দেলে। কেন রসিকবর, তোমার কি স'চ্চে না? তা সোক্ বা না সোক্—আমার কি! তুমি কার যখন মন-প্রাণ আমার পায়ে রেখে গিয়েছ, তখন তোমার গোলামও যে আমারও গোলাম সে।

কাউ। আমার প্রাণ তো তোমার পায়ে ঢেলেইছি।

দেলে। তবে আজ আমার প্রেমে এই গোলামটীকে রেখে যাও।

কাউ। রসের তরঙ্গ একটু থামাও না।

দেলে। কি করে থামাই বল? গোলামী প্রেমের পবন যে জোরে ব'চ্চে।

মনি। কাউলফ, তুমি কিন্তু ভাই ওর সঙ্গে কথা কয়ো না;—আজ তুমি আমার। তুমি আমার সঙ্গে এসো, ও গোলাম নিয়ে থাকুক।

কাউ। (দেলেরার প্রতি) গোলামের উপর যদি তোমার এত সখ,—তবে আমি যে গোলামের গোলাম।

দেলে। আমি গোলামের গোলাম চাইনে, আমি গোলামই চাই।

মনি। আমায় নেবে তো নাও, নইলে আজ শুধু মুখে বসে থাক্‌তে হবে। দেলেরার আজ গোলামের ঝোঁক ধরেছে। আর দেখ না কেন,—আমি তো আর মন্দ নই—কাল আমায় বুকের উপর দাঁড়াতে বল্‌ছিলে! আজ দেলেরাকে পাচ্চ না, ওর যে দিকে ঝোঁক, সেই দিকেই ছোটে। ও আজ রঙের গোলাম পেয়েছে, ছাড়্‌বে কেন?

সখীগণের গীত।

রঙের বিবি রঙের গোলাম ধরেছে।
রঙিলা রঙের খেলা রঙ্ দিয়ে রঙ্ করেছে॥
গোলামের কপাল বড় জোর,
রঙের বিবির পড়েছে নজর,

রঙের বিবির রঙিল রঙে আজকে জবর ঘোর,
দেখো খুব স'মঝে দেখো রঙের খেলা শিখ্‌বে শেখো,
তোমায় আর চায়না বিবি, গোলামে মন হরেছে।

দেলে। গোলাম, তুমি সরাপ দাও, আমরা পান করি। (কাউলফের প্রতি জনান্তিকে) কাউলফ আমার একটী বিদ্যা আছে জান?—আমি সরাপ পড়ে দিয়ে, বিদেশী লোককে আমাদের ভাষা শেখাতে পারি।

কাউ। তোমার নয়নায় যে যাদু আছে, সে যাদুতে সব শেখে।

দেলে। না না—দেখ না। গোলাম, আমাদের মদ দাও।

মির্জ্জা। দরিয়া ধুঙ্গা।

দেলে। দেখ, ওর কথা বুঝেছি—দরিয়ার মত ঢেলে দেবে। নাও ঢাল (সখীগণের প্রতি) আয়লো, গোলামের হাতে সরাপ খাবি।

মনি। তোর আঁটবে তো?

দেলে। এ প্রেমের গোলাম, প্রেমের সুধা সবাইকে সমান বেঁটে দেবে।

সখীগণের গীত।

প্রেমের গোলাম প্রেমে হুঁসিয়ার।
জানে বেশ বাঁটতে সুধা, কম হবে না পেয়ালা কার॥
গোলাম অনেক ঠেকেছে, গোলামী ক'রে শিখেছে,
যা শিখেছে তা মনে রেখেছে,
সবাই সুধা সমান পাবে, গোলাম আজ মাতিয়ে যাবে,
দিয়ে প্রেমের সেলামী, গোলাম করে গোলামী,
গোলাম ঢালতে জানে প্রেমের সুধা, পেয়েছে এ সুধার তার॥

দেলে। তোমার গোলাম খুব তরিবৎ বটে। আমায় একে দাও।

কাউ। তোমারই তো—নাও।। (মির্জ্জানের প্রতি) কেমন রে, দেলেরা তোরে চাচ্চে—তুই এখানে থাকৃতে পার্ব্বি?

মির্জ্জা। হুকুয়ি কু!

দেলে। ও কুকুর ডাকৃলে কেন জেন,—খুব ঠিক হয়ে থাকবে। তোমায় আমার সঙ্গে থাকতে হবে না। রোজ মনিবের সঙ্গে আসবে—আর মদ ঢেলে দেবে।

মির্জ্জা। ক্যা-কাকু—ক্যা-কাকু।

দেলে। আর কুকুর ডোকো না, আমাদের মত কথা কও। আমি তোমায় খুব ভালবাস্‌বো।

কাউ। গোলাম, এদিকে আয়। দেলেরার কুশল কামনা করে এই মদিরা পান কর।

দেলে। আমি গোলেন্দাম আর কাউলফের প্রেমে এই গুলসরাপ পান করি। (কাউলফের প্রতি) তুমিও পান কর, যেন গোলেন্দামের প্রতি তোমার যে প্রেম অভিলাষ আছে, তাহা পূর্ণ হয়।

কাউ। ছিঃ ছিঃ ও কি কথা ব'ল্‌ছ?

দেলে। তুমি এ পেয়ালা নেবে না?—গোলাম তুমি নাও তো,—বল, "গোলেন্দামের প্রতি কাউলফের যে প্রেম অভিলাষ আছে, তা যেন পূর্ণ হয়।"

কাউ। ছিঃ ছিঃ—বেগমের নাম নিয়ে এরূপ বিদ্রূপ করো না। আমি তাঁর দাসানুদাস। এরূপ মন হ'লে যেন ঈশ্বর আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করেন।

দেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভুল হয়েছে বটে—ভুল হয়েছে বটে। তুমি ব'লতে বারণ করেছিলে—তুমি বলতে বারণ করেছিলে।

কাউ। ছিঃ ছিঃ দেলেরা, এরূপ কুৎসিৎ পরিহাস করো না!

দেলে। তুমি অত ভয় পাচ্চ কেন?

কাল যাদের সাক্ষাতে বলেছ, তারা ছাড়া আর তো কেউ নাই। তবে তোমার গোলাম, —সে তো তোমার লোক, সে কখনই প্রকাশ কর্ব্বে না। আর "কাকু-হুন্দা-সুন্দা" এ কথা কে বুঝ্‌বে বল? তোমার সচ্ছন্দে যেমন আমোদ আহ্লাদ চল্‌চে—তেমনই চল্‌বে।

কাউ। তুমি এমন কথা মুখে এনো না, তা হলে আমি এখান হতে চলে যাব।

দেলে। কেন হে কেন—এ কথা মুখে আন্‌বো না কেন? তোমায় মুখে তুলে খাওয়ায়, ভাল সামগ্রী তোমায় না খাওয়ালে তার প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না—তোমায় এক দণ্ড না দেখ্‌লে অধীরা হয়, লোক পাঠায়,—আরো যে কাল কত কি বল্‌লে? (মনিয়ার প্রতি) কি লো কি মনিয়া! বল্‌তো, আমার সব মনে পড়্‌ছে না।

মনি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সে প্রেমের তুফান চলে।

কাউ (উত্থিত হইয়া) আমি তবে এ স্থান হ'তে যাই।

মির্জ্জা। কাউলফ!

কাউ। জনাব!

দেলে। এ কি বাদ্‌সা না কি?

মির্জ্জা। হ্যাঁ আমিই সেই প্রতারিত ব্যক্তি।

দেলে। জনাব, আমি মিথ্যা পরিহাস করেছি। হুজুর যে কাউলফের বন্ধু এ কথা আমি বুঝেছিলুম। একলা না এসে ও যে বন্ধু সঙ্গে করে এসেছে, আমি এ নিমিত্ত বিরক্ত হয়েছিলেম। তাই এইরূপ পরিহাস করেছি। আমায় মার্জ্জনা করুন

মির্জ্জা। সুন্দরী, তুমি চুপ কর—তোমার বাদ্‌সার আজ্ঞা লঙ্ঘন করো না। কাউলফ, তুমি কি ছিলে—স্মরণ আছে কি?

কাউ। জাঁহাপনা, সমস্তই স্মরণ আছে।

মির্জ্জা। না তোমার স্মরণ নাই। তুমি স্বর্গীয় বাদ্‌সার নিকট পরিচয় দিয়েছিলে যে তুমি বণিক পুত্র, ফকীরের কৃপায় তোমার জন্ম হয়। অল্প বয়সে মাতৃ-পিতৃহীন হও।—কুচক্রীর কুচক্রে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে পথের ভিখারী হয়েছিলে।

কাউ। জাঁহাপনা, সমস্তই স্মরণ আছে।

মির্জ্জা। না তোমার স্মরণ নাই,—দয়ার্দ্র স্বর্গগত বাদসা, ভিখারীকে রাজপুত্র ক'রেছিলেন।

কাউ। জাঁহাপনা, আমার উপর কেন কঠিন হচ্চেন!

মির্জ্জা। শোন,—তুমিও রাজ্যের শত্রু সংহার করে বাদসাহের আমা অপেক্ষা প্রিয়-পাত্র হয়েছিলে। সেই সময় সেনাপতি ছিলেন না,—তোমার বাহুবলেই রাজ্য রক্ষা হয়। সেই নিমিত্ত বাদ্‌সা আমা অপেক্ষা তোমায় স্নেহ কর্‌তেন। মৃত্যুকালে তোমায় আমার হস্তে সঁপে যান। তুমি বাদসার স্নেহ ভুলেছ, কিন্তু আমি পুত্র হ'য়ে সে মহাত্মার বাক্য কেমন ক'রে বিস্মৃত হব?

কাউ। জনাব, আমি নিরপরাধী। আমি মিথ্যা বলি নি।

মির্জ্জা। তুমি মিথ্যা কথা জান, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাদ্‌সার অন্দরে তার পরিচয় দিয়েছ। তুমি বিস্মৃত হয়েছ, আমি বিস্মৃত হই নি। আমি মানুষ, ক্রোধ এখনও পরাজয় কর্‌তে পারি নি।

কাউ। জনাব, যে শাস্তি হয় দেন—আমি নিরপরাধী।

মির্জ্জা। হ'তে পার, কিন্তু এই অপরিচিত-পুরুষ-সঙ্গ-রত যুবতীগণের সমক্ষে কি বেগম গোলেন্দামের নাম করেছিলে?

কাউ। জনাব, দেলেরা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল, যে গোলেন্দাম বেগম কিরূপ রূপবতী? তাই—

মির্জ্জা। বুঝ্‌লেম, কিন্তু তুমি অবশ্যই

বলেছ যে গোলেন্দামের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়, নচেৎ এই যুবতীরা কখনও তোমায় জিজ্ঞাসা করতো না যে, গোলেন্দাম কিরূপ রূপবতী। বেগমের অন্তঃপুরে যে চন্দ্র সূর্য্য প্রবেশ করে না, একথা এরা অবশ্যই জানে। তুমি যে এই আমোদরতা যুবতী-গণকে গোলেন্দামের কথা বলেছ,—এতে কি তুমি অপরাধ স্বীকার কর? বাদসার কৃপায় যে গোলেন্দাম বিবিকে দেখেছ, এ কথা প্রকাশ করায় তুমি কি অপরাধ বোধ কর? নীরব রইলে যে?

কাউ। জনাব, আমি অপরাধী। মদিরায় উন্মত্ত হয়ে রূপমোহিনীতে ভুলে—

মির্জ্জা। স্বীকার করলে তুমি অপরাধী, অপরাধের দণ্ড আছে। কিন্তু পিতার দ্বারা তুমি আমার হস্তে অর্পিত। পিতৃ আজ্ঞা না লঙ্ঘন হয়, এই আমার মিনতি।

কাউ। জনাব, দাস বিদায় হলো।

[প্রস্থান।

দেলে। জনাব, আমি অপরাধিনী।

মির্জ্জা। তোমার অতিথি-সৎকারে আমি সন্তুষ্ট। শুনেছিলেম তুমি কুল স্ত্রী যদি সত্য হয়, অপচিত যুবাকে রজনীযোগে গৃহে স্থান দিতে, আমার রাজ্যে আর পার্ব্বে না। যদি কুল স্ত্রী হও, আমার উপদেশ পালন করো। তুমি বেগমের বিষয় আন্দোলন করে, বিশেষ রাজভক্তি প্রদর্শন কর নাই। কিন্তু আমি মুসলমান, তোমার সঙ্গে নুন-রুটী খেয়েছি। জানত হোক্ আর অজানত হোক্ তোমার আতিথ্য স্বীকার করেছি,—এজন্য দণ্ড দিলেম না। কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান! বিবি সেলাম!

[মির্জ্জানের প্রস্থান।

দেলে। সানিয়া, সর্ব্বনাশ! কাউলফ দেশান্তরী হ'ল, সন্দেহ নাই। তুই শীঘ্র যা, কাউলফকে খোঁজ—কোথা গেল দ্যাখ। সানিয়া, যা যা দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোধ হয় এতক্ষণ সে জলে ঝাঁপ দিয়েছে, কি বিষ খেয়েছে বা বুকে ছুরী মেরেছে। দ্যাখ্—দ্যাখ্, কোথায় গেল দ্যাখ্। তারে নিয়ে আয়, নইলে আমায় হারাবি।

সানি। কোথায় যাব, এ রাত্রে কোথায় তারে খুঁজ্‌বো?

দেলে। যেখানে হয়—যেথায় সে আছে। 'কাউলফ—কাউলফ!—দেলেরা তোমায় খুঁজ্‌চে।" এই বলে চীৎকার কর। গভীর নিস্তব্ধ নিশীথিনী ভেদ করে চীৎকার কর,— "দেলেরা তোমায় ডাক্‌ছে—দেলেরা তোমায় ডাক্‌ছে।" একথা শুনে সে কবর হতে উঠে আসবে। "দেলেরা তোমায় ডাক্‌চে—দেলেরা তোমায় ডাক্‌চে" এই চীৎকার করে দশদিক প্রতিধ্বনিত কর। সে শুনতে পাবে, সে আসবে, সে আমায় ভালবাসে! যা যা শীঘ্র যা!

[সানিয়ার প্রস্থান।

মনিয়া, কি হ'ল?—কি হবে!—কোথায় যাব—কেমন করে প্রাণ ধর্ব্বো? কাউল-ফকে আমি রাজদ্রোহী করে বিদায় দিয়েছি। তারে ছেড়ে আর আমি বাঁচ্‌বো না। আর আমি রূপ গর্ব্ব কর্ব্বো না। আমার বেশ ভূষা, চতুরালী, রসভাষ, প্রেমালাপ, আমার সকলই ফুরাল—সকলি ফুরাল—সকলি ফুরাল! কি হলো—কি হলো!—সই—সই আমার কি হলো? কাউলফ কোথায় গেল?

মনি। সখি, তোরে উতলা দেখ্‌লে— আমাদের দেহের বন্ধন খুলে যায়, আমরা অধৈর্য্য হই। শান্ত হ,—তোরে অশান্ত দেখ্‌লে আমরা আত্মহারা হব। কি উপায় কর্ব্বো বল?

দেলে। মনিয়া, আমি খুব শান্ত—খুব ধীর, তা কি তুই বুঝ্‌তে পারিস্ নে? কাউ-লফকে বিদায় দিয়েছি, সে কোথায় গিয়েছে,

তা জানি নে। তথাপি স্থির আছি; তথাপি প্রাণ রেখেছি। সে নাই, সে চলে গেছে। গভীরা নিশীথিনীতে আশ্রয় শূন্য, রাজকোপে পতিত, দেশান্তরিত কাউলফ—একাকী কোথায় বেড়াচ্চে। এখনও আমি গৃহে—এখনও রাজরাণীর ন্যায় সুসজ্জিত। এখনও আমার চৈতন্য আছে, এখনও আমি নিস্পন্দ নই! কি হ'লো—কি হ'লো—কি কল্লুম!

দেলেরার গীত।

এখনো ত আমায় আমি রয়েছি!
তাহার বিরহে সখি, কি বল সহেছি!!
ভেসে সখি নয়নজলে, সে গেছে অকুলে চলে,
কিছু সে তো গেল না ব'লে,—
সাধ ছিল তার থাকতে হেথা,—
জানিয়ে ব্যথা কইতো কথা,
মনে মনে রইলো সে ব্যথা,
পারিলো সকলি পারি বিদায় তারে দিয়েছি!
জানিনে তো পাষাণ হয়েছি!!

মনি। সই, সানিয়া গিয়েছে—দেখি কি কর্‌তে পারে।

দেলে। না—না,—আয়—আয়—আম্‌রা সকলে যাই। আমি যাই, আমার কথা না শুন্‌লে সে আস্‌বে না। সে অভিমান করে গিয়েছে—সে অভিমান করে গিয়েছে—আমার অযত্নে অভিমান করে গিয়েছে। আমি না ডাকলে আসবে না,—আমি যাই—আমি যাই। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

দেলেরার বাটীর সম্মুখ।

(সায়েদ খাঁ, টাহার ও নেহার।)

সায়েদ। কই কোন্ বাড়ীতে ভয় পেয়েছিস্ আমার দেখা?

টাহা। বাবা, খুব কাছিয়েছি। তুমি সাম্‌নে এগোও, নেহারকে বল, আমার পেছনে দাঁড়াক্। বাবা, জানের যদি কদর রাখ, তো ভালয় ভালয় ফের। বড় শক্ত জায়গা বাবা, বড় শক্ত জায়গা! কেমন নেহার?

নেহার। পেছনে কার সাড়া পেলেম।

টাহা। বাবা তবে তুমি পেছিয়ে পড়,—আগুপেছু ঘেরোয়া কর্ব্বে।

সায়েদ। চুপ বেকুব,—কোন্ বাড়ী বল?

টাহা। বাবা, তুমি চেপে যাও, বড় বেয়াপ্পা কারখানা। এই বাড়ীর দোরে এসে পড়েছি। নেহার, আশপাশে গাছের ডালগুলো দেখিস্। (চমকিত হইয়া) ওরে বাপ্‌রে!—ওই কি গাছ থেকে পড়্‌লো!

সায়েদ। পাজী ব্যাটা, গাছের পাতা খস্‌লো,—আর অম্‌নি চম্‌কে উঠ্‌ছেন, এমন ভীতু ছেলেও পয়দা করেছি!

টাহা। বাবা পয়দা করেছ—তোমার খুব বাহবা!—কিন্তু তুমি জান না, সে পাতায় ভর করে নাম্‌তে পারে। বেটীর লক্‌লকে জিভ্ তুমি দেখ নাই, আর তোমায় কি বল্‌বো! আমাদের তিন মিঞাকেই সাপ্‌টে নেবে।—কি বলিস্ নেহার?

নেহার। হুঁ!

সায়েদ। বেল্‌কোপনা রাখ্—কোন্ বাড়ী বল্?

টাহা। বাবা, তুমি তো ব'ল্‌চ, দেলেরার বাড়ী চেন, দেলেরার কোন্ বাড়ী বল দেখি?

সায়েদ। তুই বল্ না,—তোরা কোন্ বাড়ী গিয়েছিলি?

টাহা। তোমার সখের দেলেরার তো ঐ বাড়ী? ঐ বাড়ীতেই গিয়েছিলেম। ঐ ফটক দিয়েই প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

সায়েদ। কখনই তোরা ও বাড়ীতে যাস্‌নি!

টাহা। নয় তো নয় বাবা,—তুমি তো ফটক চিনলে,—তুমি গিয়ে ফটকে ঘা দাও, আমরা দু'জনে সরে পড়ি। তারপর তোমার বুড়ো হাড় বলে যদি খানিক চিবিয়ে ফেলে দেয়, সেইটুকু কুড়িয়ে নে গোর দেব। বাবা, তোমার কালরাত্তির পুইয়েছে। আর কি দেখ্‌ছ. আল্লার নাম নিয়ে দোরে গিয়ে ঘা দাও।

নেহার। টাহার, দৌড় দে—দৌড় দে, —কি যেন উস্‌খুসনি শুন্‌চি।

টাহা। কই—কোন দিকে? বাবা—ঐ শোন!

সায়েদ। তোরা আয় তো,—কে তোদের ভয় দেখিয়েছে দেখি।

টাহা। বাবা শোন, অত গরম হয়ো না। যতক্ষণ না দোর ডিঙ্গিয়ে সে বেটি এসে না পড়ে, ততক্ষণ তোমায় দুটো হিত কথা বলি, কাণে তোলো। মা যে আমায়, তোমার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছিল গো এ দুসমুনি কেন কর্লে? তোমার মউত ঘুনিয়েছে তা বুঝতে পেরেছি। কেন বাবা আমায় সাথী কর্বে?—কুপুত্তুর বলে ক্ষেমা-ঘেন্না করে ছেড়ে দাও! নেহার, —আছিস?

নেহা। টাহার, বন্ধুত্ব ছোটে ছুটুক্‌—আমি চল্লেম। বাবা ঢের সয়েছি, তোর দোস্তিতে আচ্ছা নাকাল হয়েছি! খাঁ সাহেব বাপ-পোএ ফটকের ভেতর চলে যাও—আমার ছুটি।

টাহা। দোহাই নেহার—দোহাই নেহার! —এ'বার বন্ধুত্বের কাজ কর,—বাপের কাছ হ'তে ছাড়িয়ে নে যা!

(হটাৎ দ্বারোদ্ঘাটন ও দেলেরা, মনিয়া ও সানিয়ার বাহির হওন।)

দেলে। সখি, বারণ করো না, সে চলে গেছে,—আমি আর ঘরে থাক্‌বো না।

টাহা। ও বাবা গো!

নেহা। ও খাঁ সাহেব গো!

সানি। দেলেরা চুপ!—সায়েদ খাঁ (সায়েদ খাঁর প্রতি) সায়েদ খাঁ, সেলাম। খাঁ সাহেব, বড় সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। টাহার মশায়, দেলেরাকে ত্যাগ করে গিয়েছেন। আপ্‌নি তো পূর্ব্ব কথা সব জানেন, যে অজ্ঞান অবস্থায় টাহার আর দেলেরার বিবাহ হয়ে গিয়েছে। দেলেরার বাপ তো ঝোঁক ধর্‌লে আর ছাড়্‌তেন না। কথা প্রকাশ কর্‌তে দিব্যি ছিল, সেই জন্য ম'শায়ও প্রকাশ করেন নি, আমিও প্রকাশ করি নি। প্রকাশ্য বিবাহ, দশ জনকে জানাবার জন্যে। কিন্তু যখন টাহার ম'শায় ত্যাগ করেছেন, তখন আর টাহার দেলেরার মিলন হ'তে পারে না।

সায়েদ। হ্যাঁ রে—ত্যাগ করেছিস কি রে?

টাহা। হ্যাঁ বাবা,"ধরম মাদী" বলে, বাপ্‌ বাপ্‌ ডেকে পালিয়েছি!—কেমন নেহার?

নেহা। হুঁ!

সায়েদ। হ্যাঁরে উল্লুকের বাচ্ছা, একবার চেয়ে দ্যাখ তো, এরে ত্যাগ করে এলি?

টাহা। প্রাণের দায়ে করেছি বাবা, কসুর মাপ কর। কেমন নেহার?

নেহা। হুঁ!

সায়েদ। তাই তো—তাই তো, তোমার নাম কি? শোন না বুড়িয়া, এখন কি করা যায়?

সানি। আমার নাম সানিয়া।

সায়েদ। তাই তো ধুনিয়া! কি রকম করা যায়—কি রকম করা যায়?

সানি। আপ্‌নাকে আমি কি বল্‌বো! মুশলমানের রীতিনীতি তো জানেন। তবে যদি এমন জোটাজোট কর্‌তে পারেন, যে আর কেউ বিবাহ করে দেলেরাকে ত্যাগ ক'রে যায়, তার পরে টাহার সাহেব নিকা কর্‌তে পারেন।

সায়েদ। তাই তো,—তাইতো!—কি করি,—কি করি!—চল—তোমাদের সমরকন্দে নিয়ে যাই,—সেথায় যা হয় কর্ব্বো—একটা লোক খুঁজ্‌বো। তা পয়সা ছাড়্‌লে এমন লোকও পাওয়া যাবে, যে, পয়সার খাতিরে বিবাহ ক'রে ছেড়ে চলে যাবে

টাহা। বাবা যাবে কোথা? বুড়ী বেটী পেটে পুর্‌বে।

নেহা। ঠিক!

সায়েদ। চুপ! এখানে আর আমাদের থাকা উচিত নয় আমার বন্ধুর ইচ্ছা যে দেলেরা মাকে সমরকন্দের মোকামে নিয়ে যাই। সমস্ত বিষয়-আসয়েরও ভার আমার উপর দিয়েছেন।—মা দেলেরা, তুমি প্রস্তুত হও। কালই আম্‌রা যাত্রা কর্ব্বো। (টাহারের প্রতি) হ্যাঁরে, চোখ্ থাক্‌তে তুই এমন সুন্দরীকে ত্যাগ কর্‌লি?

টাহা। (দেলেরাকে দেখিয়া) এ কি বাবা—বুড়ো সয়তান্‌নি? একি চেহারা বার কর্‌লে? জান্ যায় সেও কবুল—আমি একে বে কর্ব্বো! উঃ চেহারায় মেজাজ তর্ করে দিলে—কি বলিস্ নেহার?

নেহা। তাই তো!

টাহা। কেমন বিবি—আমি কি তোমায় ত্যাগ করেছি? ঐ সয়তানির ছানাকে মাসী বলে ত্যাগ করেছি। তুমি কল্‌জের ধন, কল্‌জেয় এসো!—কি বলিস নেহার?

নেহা। হুঁ!

টাহা। তুই হুঁ-হুঁই কচ্চিস্—দুটো কথা ফুটেই বল্ না? আমি কি এ সোনার চাঁদকে ছাড়্‌তে পারি?

নেহা। না।

সায়েদ। হ্যাঁ মা, তোমাকে কি ও ত্যাগ করেছে?

সানিয়া। বল' বল' কেঁদো না,—মনের দুঃখ চেপে রেখো না,—মনের আগুনে পুড়ে মরো না। আহা বিরহ-জ্বালায় বাছা আমার কেমন হয়েছে।

দেলে। হ্যাঁ ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে, উনি আমায় ত্যাগ করেছেন।

সায়েদ। ওরে বেকুব, ওরে বেল্লিক! ওরে বেইমান—ওরে কাফের! তুই মট্‌কের জহরৎ পায়ে ঠেলে এসেছিস্? হ্যাঁরে নেহার, তুইও তো সঙ্গে ছিলি,—বেকুবকে একটু আক্কেল দিলি নি?

নেহা। খাঁ সাহেব, ওরা কখন কি সাজে! ঐ বটে, কিন্তু আর এক ধরণে এসে হানা দিয়েছিল। ওর পাশে যে দাঁড়িয়ে, ওর হাতে ধামা ছিল—চাপা দিত।

টাহা। দিত—দিত! বাবা—দোহাই বাবা,—সাদী দাও। জান খোয়াই সেও কবুল! সুন্দরী, ঘোড়া চড়্‌বে? আমি ঘোড়া হচ্চি। ধামা চাপা দেবে?—আমি ধামা চাপা থাকৃচি। ও বুড়ো বেটী যদি কাবাব বানায়—তাতেও আমি রাজী আছি। সুন্দরী তুমি একবার হেসে কথা কও, একবার আমার কাছে এসো।

দেলে। আপ্‌নি ত্যাগ করেছেন যে?

টাহা। ঝক্‌মারি ক'রেছি, বাপের সঙ্গে যা নয় তাই ক'রেছি. তুমি ক্ষেমা-ঘেন্না ক'রে নাও,—তোমার পায়ের গোলাম আমি!

নেহা। টাহার! তুই এত দিনে প্রাণ খোয়ালি!

টাহা। খোয়াই—খোয়াব,—তোর বাবার কি? সুন্দরী, তুমি কাছে এসে দাঁড়াও,—আমি খানিক প্রাণ ঠাণ্ডা করি। বাবা, তুমি বেশ বাবা!—তুমি এই রাতারাতিই সাদী দিয়ে যাও বাবা!

নেহা। গেলিরে গেলি!

টাহা। গিয়েছি! মরেছি! বাবা, রাতারাতি সাদী দাও তো ছেলে পাও,—নয় রূপের ঝাঁঝেই প্রাণ গেল। বাবা, তুমি এমন

সরেস বাবা, তা কি আমি জানি! বুড়ো সয়তানি, এক কামড় কামড়ে নাও, দেলেরাকে আমার কলজেয় ছেড়ে দাও তার পর কোপ্তা হ'তে আমি দু'শো রাজী, নুণ টাক্না দিয়ে চিবিও।

সায়েদ। দেখ ধুনিয়া, আর তো আমি উপায় দেখচি না,—সমরখন্দে চল। আমার অর্দ্ধেক বিষয় যদি যায়, তাতেও আমি সম্মত; একজন দরিদ্রকে সাদী করিয়ে ত্যাগ কর্তে রাজী কর্ব্বো। তা'হলেই মুসলমান নিয়মানুসারে বিবাহ কর্তে কোন বাধা থাক্বে না। চল্ টাহার।

টাহা। বাবা, আমি ওদের সঙ্গে যাব। তুমি নেহারকে নিয়ে ঘরে যাও।

সায়েদ। চল্ বেকুব!

টাহা। বাবা, বেকুবী হয়েছে—আমি কবুল যাচ্চি।

নেহা। টাহার, চলে আয়—চলে আয়,—কথা আছে।

টাহা। তোর গুষ্ঠির মাথা আছে।

নেহা। বুঝ্তে পাচ্ছিস্ নে!—ওরা জিন,—ভোল ফিরিয়ে এসেছে।

টাহা। জিন হ'ক্—দত্যি হ'ক্—দানা হ'ক্,—আমি ওর পায়ের গোলাম।

সায়েদ। নে আয়,—চলে আয়।

টাহা। বাবা, দুখ দরদ্ তুমি কিছুই বোঝ না,—তুমি বেজায় বেরসিক।

সানি। তবে খাঁ সাহেব, আপনি আসুন। আমি দেলেরাকে শান্ত করি। দারুণ বিরহ-জ্বালায় না জানি কি হয়।

টাহা। বাবা, তুমি দুটী প্রাণ জবাই কর্লে।

নেহা। চল্—চল্—বেঁচে গেলি,—যাদুকরীর হাতে বেঁচে গেলি।

টাহা। বাবা, তুমি এমন দুস্মন!

[সায়েদ খাঁ, টাহার ও নেহারের প্রস্থান।

দেলে। সানিয়া, কি হবে?

সানি। উপায় আর নাই। আমিও পত্র পেয়েছি, খাঁ সাহেবকে তোমার বাপ,—তাঁর সমস্ত বিষয় তদারকের ভার দিয়েছেন। খাঁসাহেবের অমতে বিবাহ কর্লে তুমি ভিখারিণী—তোমার এক পয়সা নাই।

দেলে। সানিয়া, আমি ভিখারিণী হ'ব।

সানি। তা হ'লে তুমি কি কাউলফকে পাবে? চিরদিন ননীর মতন যত্নে মানুষ হ'য়েছ। ভিখারিণী হ'য়ে পথে পথে কোথায় ফির্বে? হয় তো পথে পড়েই মারা যাবে;—তা হ'লে তো কাউলফকে পাবে না।

দেলে। তারে কোথায় পাব? কেমন ক'রে পাব? সানিয়া, আমার সর্ব্বস্ব যাক্—আমি কাউলফকে চাই!

মনি। প্রাণ যাওয়া তো সহজ, কিন্তু কাউলফকে পাওয়ার তো কোন উপায় হবে না। সখি, সানিয়ার কথা শোন। সানিয়া চতুরা,—একটা উপায় কর্ব্বেই কর্ব্বে।

দেলে। সই—সই, কি বল্বো! কাউলফকে কেউ আমার চক্ষে দেখিস নি,—কাউলফের কথা কেউ আমার কানে শুনিস্ নি,—কাউলফের স্পর্শ কেউ আমার হাতে স্পর্শ করিস্ নি,—কাউলফের অঙ্গের ঘ্রাণ কেউ আমার নাসিকায় ঘ্রাণ করিস্ নি,—কাউলফের প্রাণ কেউ আমার প্রাণে দেখিস্ নি! সে উদাসী হ'য়েছে, সে সংসার ত্যাগ ক'রে গেছে! আমা হারা হ'য়ে সে সমস্ত বিষময় দেখ্ছে! আমা হারা হয়ে, তার প্রাণ শূন্য, দেহ শূন্য!—সে শূন্যে শূন্যে বেড়াচ্চে, আমি প্রাণে প্রাণে বুঝতে পার্চি! কাউলফ—কাউলফ! কোথায় তোমার দেখা পাব?

সানি। আয়—আয়, প্রভাত হয়েছে। এখানে কেঁদে কি হবে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

বাদসার অন্তঃপুর।

(গোলেন্দাম ও মির্জ্জান।)

গোলে। বাদসা, তুমি কি অসুস্থ? তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? সমস্ত রাত কি ফের নি? তোমার মুখের ভাবে বোধ হচ্চে, যেন কোন অমঙ্গল হয়েছে;—কি হয়েছে, শীঘ্র বল। তোমার মুখে হাসির জ্যোতি না দেখ্‌লে আমার হৃদয়কমল মলিন হয়। স্থিরনেত্রে আমার মুখের পানে চেয়ে কি দেখ্‌ছ? কাউলফ কোথা?

মির্জ্জা। তার সঙ্গে আর তোমার দেখা হবে না।

গোলে। কেন—কি হয়েছে?—তার কুশল তো?

মির্জ্জা। বেগম!

গোলে। এ কি! শুষ্ককণ্ঠে কেন আমায় বেগম বল্‌চো? আমি তোমার গোলেন্দাম। যদি কোন মনোবেদনা পেয়ে থাক,—আমায় বল—আমি সান্ত্বনা কর্ব্বো। যদি কোন অশুভ সংবাদ হয়, আমায় তুমি অংশ দাও—আমি তোমার সুখ-দুঃখের ভাগী।

মির্জ্জা। বেগম—আচ্ছা গোলেন্দাম!—তুমি অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক অর্পণ করেছ—তা কি তুমি জান? কালর্থাঁর কুলবধূর নাম বেশ্যার ন্যায় কাউলফের নামের সহিত জড়িত—তা কি তুমি জান? সত্যই হোক্, আর মিথ্যাই হোক্,—বেশ্যা,বং সামান্যা স্ত্রীর জিহ্বায়, কাউলফের সহিত তোমার প্রেমের কথা উল্লিখিত হয়—তা কি তুমি জান? কিন্তু শোন—তোমার বাদশা মিথ্যাবাদী নয়—যা বল্লেম -সব সত্য! আমি স্বকর্ণে শুনেছি কাউলফ যে তোমার সাক্ষাৎ পায়, কাউলফকে তুমি অন্তঃপুরে আস্‌তে দাও, এ কথা নিয়ে অনেক সামান্য প্রজা সরাপ পান কর্‌তে ক'র্‌তে কৌতুকছলে উল্লেখ করেছে। এখন আমার কি কর্ত্তব্য বল্‌তে পার? এ কলঙ্কের দাগ নিয়ে কি আবার সিংহাসনে বস্‌তে বল?

গোলে। বাদসা—স্বামী প্রাণেশ্বর!—তোমার কর্ত্তব্য তুমি জান। নির্ম্মল রাজনীতি বিশারদ রাজকুলে, আমি বাদসাকে কর্ত্তব্য উপদেশদাত্রী নই। আমি বাদসার বাঁদী, স্বামীর দাসী, মির্জ্জানের পদাশ্রিতা। তোমার যা কর্ত্তব্য হয় কর। আমার কর্ত্তব্য—যে দিন তুমি কৃপা করে, আমার পাণিগ্রহণ করেছ, আমি সেই দিন জানি—আর কবরে সেই কর্ত্তব্যের শেষ হবে। বাঁদী যদি কুলে কলঙ্ক অর্পণ করে থাকে, বাদসার আজ্ঞা প্রতীক্ষায় সম্মুখে দণ্ডায়মান। রাজ-আজ্ঞা ব্যতীত বাঁদীর মৃত্যুতেও অধিকার নেই। নচেৎ কলঙ্কিনীর কি উচিত,—বাদসার দাসী, বাদসার চরণ সেবা ক'রে তা সম্পূর্ণ জানে।

মি[র্জ্জা]। তুমি কি কলঙ্কিনী?

গোলে। বাদসা বলেছেন। বাদসা যা বলেন আমি তাই! আমি বাদসার বাঁদী মাত্র।

মির্জ্জা। আমি তোমায় কলঙ্কিনী বলি নাই। কিন্তু রাজকুলে কলঙ্ক হয়েছে, এই কথা তোমায় বলেছি। শুনেছ কাউলফের সহিত আর তোমার সাক্ষাৎ হবে না?

গোলে। কাউলফ বাদসাহের বন্ধু ছিল। কাউলফকে যত্ন কর্‌তে বাদসা তাঁর বাঁদীকে আদেশ দিয়াছিলেন। কাউলফ কোথা?—কাউলফের সঙ্গে দেখা হয় না হয় সে বাদসার ইচ্ছা,—বাঁদীর স্বাধীন ইচ্ছা নেই।

মির্জ্জা। কাল কাউলফের সঙ্গে আমি কোন স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরে যাই, বোধ হলো কাউলফের প্রণয় পাত্রী। পরিচয়ে শুনলেম—ভদ্র মহিলা; কিন্তু আচারে কিছু

বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। সেখানে আমোদ কর্‌তে কর্‌তে শুন্‌লেম, যে কাউলফ তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।—কথা কি সত্য ?

গোলে। বাদসা—মির্জ্জান, আমি সতী, পতিপ্রাণা!—কোথায় কে বর্ব্বর আছে যে মাতৃভাব ব্যতিরেকে আমার মুখাবলোকন করে! আমি সতী, আমার নয়ন-জ্যোতিতে সে তৎক্ষণাৎ ভস্ম হতো। আমি বাদসার বেগম—বাদ্‌সা আমার স্বামী, আর সমস্ত প্রজা আমার পুত্র।

মির্জ্জা। কাউলফ দেশান্তরিত হয়েছে, —তার জন্য তুমি কি কিছু মাত্র দুঃখিতা নও?

গোলে। কউলফ অভাগা!—অভাগার নিমিত্ত আমি অবশ্যই দুঃখিতা,—কোরাণের আজ্ঞায় আমি দুঃখিতা,—বাদসার আজ্ঞায় আমি দুঃখিতা,—মানবী বলে আমি দুঃখিতা।

মির্জ্জা। যদি তুমি দুঃখিতা,—তোমার কি বোধ হয় যে, অবিচারে আমি তারে দেশান্তরিত হ'তে আজ্ঞা দিয়েছি ?

গোলে। বাদসার অবিচার!—একথা কল্পনায় স্থান দেবার রাজমন্ত্রীরও অধিকার নেই। আমি দাসী!—বাদসা ঈশ্বরের প্রতিনিধি—প্রজাপালক—দণ্ডবিধানকর্ত্তা,—এ শিক্ষা আমি মাতৃদুগ্ধের সহিত পেয়েছি। বাদসার অন্তঃপুরে সে শিক্ষা দৃঢ়ীভূত হয়েছে। বাদসা মির্জ্জান আমার ঈশ্বর—এই জানি। এই ধারণায় আমার আপাদমস্তক পূর্ণিত,—অপর চিন্তার স্থান আমার হৃদয়ে নাই।

মির্জ্জা। গোলেন্দাম, সন্দেহ অতি ভীষণ কাল সর্প।

গোলে। তোমার সঙ্গে চার চোখে চাওয়া-চাহি অবধি, তোমার মূর্ত্তি আমার অন্তঃকরণে বিরাজিত। সন্দেহের ছায়াও কখনো আমার মনোক্ষেত্রে পড়ে নাই। সন্দেহ কেমন তা আমি জানি না।

মির্জ্জা। অতি ভয়ঙ্কর সর্প! তার স্পর্শে বিষ,—নিশ্বাসে বিষ,—তার দংশনেরত কথাই নাই! অতি ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে। তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—তোমার মুখভাব দেখে—তোমার কথা শুনে—তোমার সরলতাপূর্ণ নয়নভাবে সে কালসর্পের জ্বালা আমার হৃদয় হ'তে দূর হয় নি। কলঙ্ক—রাজপুরে কলঙ্ক!—কাউলফ যে তোমার দর্শন পেয়েছিল সে আমার দোষে। কিন্তু কি করে সন্দেহ-ফণীর বিষাক্ত-বেষ্টন হতে মনকে মুক্ত কর্‌বো? আমি মিথ্যা কথা বল্‌বো না, মিথ্যা কথা বল্‌তে তোমার কাছে আসি নি। তুমি নির্দ্দোষী তুমি পতিপ্রাণা, তুমি সত্যবাদিনী—তোমায় দেখে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু কাউলফ কি সাহসে সেই বারবিলাসিনীদের সমক্ষে তোমার নাম উচ্চারণ করেছিল? কেন বা তোমার কথা সেই মদ্যপায়ী বেশ্যার সহিত আলোচনা হয়েছিল? এ কি! এ কি!—হাটে বাজারে তোমার নাম উচ্চারিত হবে? এতে তুমি দোষী, তোমার রূপ দোষী, কাউলফ দোষী, আমি দোষী! দোষীর দণ্ড দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য।—বংশের গৌরবের নিমিত্ত কর্ত্তব্য—সিংহাসনের সম্মানের নিমিত্ত কর্ত্তব্য, মুসলমানের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে কর্ত্তব্য।—দোষীর আমি দণ্ড দেব।

গোলে। বাদসা, বাঁদী উপস্থিত আছে। আমি তোমার সহধর্ম্মিণী।—বোধ হয় সন্দেহ-ফণীর বিষাক্ত বেষ্টন হ'তে আমি তোমায় মুক্তি দিতে পার্‌বো। আমার মৃত্যু-আজ্ঞা দাও! মানব-কল্পনার যতদূর কঠোর নিয়মে মৃত্যু হ'তে পারে—সেই আজ্ঞা দাও। এই-মাত্র দাসীর মিনতি, সে সময় তুমি আমার সম্মুখে থেকো। তা'হলে তুমি আমার মুখে দেখ্‌তে পাবে যে মির্জ্জান ব্যতীত গোলেন্দামের আর কেউ ছিল না! তা'হলে তুমি জান্‌তে পার্‌বে যে, মানব, কঠোর কল্পনায় এতদূর

মৃত্যু-যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারে নাই, যে, যে যন্ত্রণার তাড়নে তোমার সম্মুখে গোলেন্দামের মুখ মলিন হবে! তুমি আলিঙ্গন করলে যে মুখভাবে মুগ্ধ হয়ে, তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি,—সে ভাবের যদি কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দেখ, তা'হলে সন্দেহকে স্থান দিও।—নচেৎ আমার মৃত্যুর পর কালসর্পকে পদদলিত করো। মির্জ্জান—বাদসা—রাজকুলতিলক! —তুমি অনেক কথা জান, অনেক বিষয় বোঝ—কিন্তু তুমি নারী নও। নারীচক্ষে তোমার মূর্ত্তি তুমি কখনো দেখ নেই, তা'হলে বুঝতে পারতে, যে তুমি যার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করেছ,—তার তোমা ভিন্ন আর কেউ নাই। বাদসা, জাঁহাপনা,—দোষীর দণ্ড আজ্ঞা দেন।

মির্জ্জা। গোলেন্দাম, আমিই দোষী। দণ্ড আমিই নেব,—তোমায় দেব না।

গোলে দণ্ড তুমি নেবে?—আমায় দণ্ড দেবে না? এ অপেক্ষা দাসীর গুরুতর দণ্ড,—বাদসা, তোমায়—তোমার কোন মন্ত্রী শেখাতে পার্ব্বে না!

মির্জ্জা। আমি তোমায় বিশ্বাস কচ্চি। কিন্তু আমি আপনাকে মার্জ্জনা করতে পাচ্চি নে। কালখাঁর বংশে আমি এরূপ কুলাঙ্গার যে, তাঁর পুত্রবধূর কাছে একজন বর্ব্বরকে পাঠিয়ে, হাটে বাজারে রাজপুরের কলঙ্কগান রচে দিয়েছি। এ অপরাধের শাস্তি আছে, —সে শাস্তি আমি গ্রহণ কর্ব্বো।

গোলে। বাদসা—জাঁহাপনা!

মির্জ্জা। চুপ কর, তোমার বাদসা আজ্ঞা কচ্চে। তুমি স্বীকার করেছ—তুমি বাঁদী, —তোমার মতামত কিছুই নাই। তোমার বাদসা দোষীর দণ্ড দেবে, তার তুমি সাহায্য কর,—প্রতিরোধ করবার চেষ্টা পেয়ো না। আমি তোমার অন্তঃপুরে আসবার আগে যখন সন্দেহ-তাড়নে দগ্ধ হচ্ছিলেম, আমার মনে হচ্ছিল যে বাদসাও মানুষ, তারও শিক্ষার প্রয়োজন। বেতনভোগী শিক্ষকে আমায় শিখিয়েছে। আমার দোষ আমার সমক্ষে বলতে সাহস করে নি। রাজমন্ত্রী, সভয়ে আমায় যুক্তি প্রদান করে; সকলে সেলাম দেয়—বাদসা বলে। কিন্তু সংসার কি নিয়মে চলছে, প্রজার অবস্থা কি?—প্রেমের কথা শুনেই থাকি, শুনতে পাই সংসার প্রেম-বন্ধনে স্থাপিত, কিন্তু এ কথা সত্য কি না, তা জানি নে। আমার অনুভব হয়েছে আমিও মানুষ, মৃত্যুর পর সামান্য ব্যক্তির ন্যায় আমারও সকল ফুরোবে। শাস্তি ব্যতীত আমোদ-প্রিয় মন, আয়াস সাধ্য শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করে না। আমি যদি সন্দেহের বিষ-বেষ্টন হতে ত্রাণ পাই, তা হলেই ফিরবো,—নচেৎ তোমার সঙ্গে আমার এই দেখা। তুমি উত্তর কচ্চ না কেন?

গোলে। উত্তর—কি উত্তর!—বাদসা আমায় ত্যাগ করে যাবে,—স্বামী আমায় ত্যাগ করে যাবেন! আমার এম্‌নি কুক্ষণে জন্ম, যে বাদসাকে সিংহাসনচ্যুত কর্ব্বে, স্বামীকে দেশত্যাগী করে সংসারে ভাসিয়ে দেব। মির্জ্জান,—এখনও কথা কচ্চি, তুমি উত্তর দিতে বলছ বলে উত্তর দিচ্চি। মির্জ্জান, তুমি আমায় কারে দিয়ে যাচ্চ? কোথায় যাচ্চ, আমি তোমার অর্দ্ধ অঙ্গ!—আমায় ফেলে যাবে, তোমার শিক্ষা পূর্ণ হবে না। মির্জ্জান, রাজকুলে কলঙ্কের হেতু আমি!—এ সাজা ভিন্ন কি আমার অপর সাজা নাই? তুমি আমায় ত্যাগ করে যাবে,—মনে করো না তোমার বিরহে আমি মর্ব্বো! তা'হলে তুমি আমায় যে শাস্তি দেবে মনে করেছ, তা তো পূর্ণ হবে না। তুমি সংসারসাগরে ভাসবে—আমি মরে নিশ্চিন্ত হব—এ কল্পনা আমার স্বপ্নে উপস্থিত হবে না। মির্জ্জান, তুমি চলে যাবে। যদি মৃত্যু এসে উপস্থিত

হয়, আমি তারে সকাতরে বল্‌বো, যে আমার স্বামীকে তুমি এনে দাও, আমি তাঁরে দেখে তোমার সঙ্গে যাব। মির্জ্জান, তোমার সমক্ষে, ঈশ্বরের নামে শপথ কৃচ্চি যে, তোমার মন হ'তে সন্দেহ দূর করে, যত দিন না "গোলেন্দাম" বলে আদর করে আমায় আলিঙ্গন কর,—তত দিন অস্ত্রে, অনলে, গরলে, ব্যাধি-তাড়নে, দৈব-বিড়ম্বনায় আমার মৃত্যু নাই। বাদসা, তুমি ভিক্ষার্থী হ'য়ে সংসারে ভাস্‌বে—সে শিক্ষা সতী নারীর নিকট নিয়ে চলে যাও। তুমি প্রেম দেখ নেই,—প্রেমের প্রভাব দেখে চলে যাও। তুমি সন্দেহ-গরলে জর্জ্জরীভূত,—সন্দেহ দূর করে যাও। তোমার নিকট অস্ত্র আছে, আমায় বধ কর। আমার মৃতমুখ দর্শনে সতী কি—তা জানবে! প্রেম-বন্ধনে সংসার চলে, তা জান্‌বে, তোমার অন্তরে সন্দেহ থাক্‌বে না।—রাজপুরের কলঙ্ক মোচন হ'বে।

মির্জ্জা। গোলেন্দাম, অধিক বলো না, আমায় বিদায় দাও। তোমার স্বামীর আজ্ঞায় নিরস্ত হও। বাদসার আজ্ঞায় এই অঙ্গুরী গ্রহণ কর, এই অঙ্গুরী যার অঙ্গুলীতে থাক্‌বে, আমাদের কুলাচারে, সেই বাদসা। এই অঙ্গুরী-প্রভাবে আজ হ'তে তুমি বাদসা। আমি চল্লেম, বাধা দিও না।

গোলে। মির্জ্জান!—

মির্জ্জা। আবার কি? তুমি না বল্লে, আমি নারী নই, এ নিমিত্ত সতীর হৃদয় বুঝি নাই। তুমিও পুরুষ নও, এ নিমিত্ত আমার হৃদয় বুঝ্‌তে পাচ্চ না। আমি মুসলমান, বাদসার অন্তঃপুরে পরপুরুষকে আমিই ডেকে দিয়েছি, আমার বুদ্ধির দোষে বাদসার অন্তঃপুরে কলঙ্ক রটনা হয়েছে। আমার কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? আমি মুসলমান আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতে পরাঙ্মুখ! তোমার বাদসার তোমার স্বামীর—রাজভক্ত হ'য়ে, পতিপ্রাণা হ'য়ে—এই অপবাদ কি তুমি সহ্য কর্ত্তে প্রস্তুত? তা হ'লে আবার সন্দেহ, গাঢ় বেষ্টনে আমায় ধারণ কর্ব্বে!—গোলেন্দাম আমি চল্লেম। যদি কখনও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়,—ফিরে এসে যদি দেখি যে, সতীর ন্যায় পতির আজ্ঞা পালন ক'রে প্রজার মঙ্গল সাধন করেছ, আবার গোলেন্দাম ব'লে তোমার মুখচুম্বন কর্ব্বো। নতুবা এই বিদায়ই বিদায়।

গোলে। তোমার আজ্ঞা পালন কর্ব্বো। কিন্তু তুমি কোথায় যাবে—কি অবস্থায় থাক্‌বে?—তোমার কথায় বুঝেছি এই অঙ্গুরীই বাদসা। তোমার প্রজা আমি পালন কর্ব্বো, তোমার মত পুত্রবৎ পালন কর্ব্বো। কিন্তু বাদসা,—আমিও তোমার প্রজা,—আমার রক্ষার ভার কার উপর? একটী কথা বল—আশা দাও—সেই আশা ধ'রে আমি জীবিত থাকি। সতী পতিকে পায়—এ শাস্ত্রের কথা,—লোকের কথা, এই ধারণায় সংসার চল্‌চে। আমি সতী, আমার পতিকে কি জন্মের মত বিদায় দেব? বল—আবার দেখা হবে?

মির্জ্জা। তুমি যদি সতী হও,—শাস্ত্রের মর্ম্ম যদি সত্য হয়, সতী পতিতে যদি বিচ্ছেদ না হয়, তুমি তোমার সতীত্বের উপর নির্ভর ক'রে আশা কর। আমি চল্লেম,—কোথায় যাচ্চি জানি নে। আমি নিরাশ-সাগরে ভেসেছি—তোমায় আশা দেব কেমন ক'রে! গোলেন্দাম,—বিদায়!

[মির্জ্জানের প্রস্থান।

গোলে। মৃত্যু!—ম'লেই তো ফুরোয়! মরবো না। আশা কর্ব্বো না কেন? মির্জ্জানের সঙ্গে কে আমার বিচ্ছেদ ঘটাবে? মির্জ্জান কোথায় আছে, কেমন আছে, রোজ আমার মনকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বো। আমার নির্ম্মল মন অসত্য কখনো জানে না, সত্য উত্তর

দেবে। কুলের কলঙ্ক আমিই মোচন কর্ব্বো। আমি বেগম,—রাজ্যভার আমার। মির্জ্জানের রাজ্য, মির্জ্জানকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব। মির্জ্জানকে পাব—নিশ্চয়ই পাব। বাদসা,—তুমি চলে গেলে,—কিন্তু তোমার তত্ব নিতে নিষেধ কর নাই। তুমিই বাদ্‌সা—আমি নই। যতদিন বাদসাই আমার থাক্‌বে,—তুমি ভিকারী থাক্‌লেও বাদসার কর্ম্মচারীরা তোমার শুশ্রূষা কর্ব্বে। বাদসার কর্ম্মচারী—আমি তো বাদসার কর্ম্মচারী—আমিই তোমার তত্বাবধারণ কর্ব্বো। মির্জ্জান এক মুহূর্ত্তও আমি তোমার বিরহ সহ্য কর্ব্বো না। তোমার বিরহে আমি জীবন ধারণ কর্‌তে পার্ব্বো না।—বৃথা চেষ্টা কেন কর্ব্বো? তোমার আজ্ঞা কিরূপে লঙ্ঘন কর্ব্বো? আমি প্রজাপালন কর্ব্বো,—তোমারও অনুসরণ কর্ব্বো—দেখ পারি কি না! (নেপথ্যে চাহিয়া) পরিয়া!

পরিয়া। বেগম সা'ব!

(পরিয়ার প্রবেশ)

পরি। গোলেন্দাম—সখি! তোমার এ কি ভাব?

গোলে। মন্ত্রীকে রাজসভায় উপস্থিত হ'তে বল?

পরি। যাচ্চি। এ কি?

গোলে। আমি অভাগিনী! সবই শুন্‌বে, আজ্ঞা পালন কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—•:•—

নগর-প্রান্তর।

কাউলফ ও ফকির।

কাউ। ফকির, আত্মহত্যায় পাপ আছে?

ফকি। তুমি পাপ মনে ক'রেই আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এসে'ছ, নচেৎ জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে আস্‌তে না। কি পাপ, কি পুণ্য, তা যদি আমি সব জান্‌তেম,—তা হ'লে পাপ পুণ্যের পার হতেম, আমার ঈশ্বর লাভ হ'তো। আমি পাপ-পুণ্যের সীমা স্থির ক'র্‌তে পারি নাই। তবে কতক্‌টা আমার অনুভূতি হয়েছে যে, পুণ্য কার্য্যের কল্পনা ও অনুষ্ঠানে আত্মপ্রসাদ, আর পাপ সর্ব্বদাই সন্দেহ জড়িত। ঈশ্বরকে ডাকা—পাপ কি পুণ্য এ কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌তে এস নি।—এ কল্পনার সঙ্গেই আত্মপ্রসাদ! আত্মহত্যা পাপ কি না, সে কথা সন্দেহই তোমায় ব'লে দেবে, আমায় জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন।

কাউ। বুঝ্‌লেম পাপ।

ফকি। পাপ—তুমি তা বুঝেছ, আর তুমি আত্মহত্যা কর্‌বে না, তাও আমি বুঝেছি। মানুষ ঝোঁকের উপর আত্মহত্যা কর্‌তে পারে, পাপ-পুণ্য বিচার ক'রে আর পারে না।

কাউ। ফকির, তুমি আমার অবস্থা জান না। আমি আমার বাদসার নিকট অপরাধী, বন্ধুর নিকট বিশ্বাসঘাতক।

ফকি। শোন,—ফকিরী কেম নেয়—তা কি তুমি জান? বলবান ইন্দ্রিয় আছে, রক্ত মাংসের দেহ আছে, ভোগ ইচ্ছা আছে,—তথাপি যে কেন ফকিরী নেয়, তা বুঝ্‌তে পার? না—তুমি জান না। এক কথায় বল্‌বে,—ঈশ্বর লাভের আশায়। কিন্তু কথাটা শুনেছ মাত্র,—ঈশ্বর পরম বস্তু, কথা শুনে রেখেছ? সুখে কেন বিরক্তি জন্মে তা জান না,—ফকির জানে। ত্রিতাপদাহনে মানব তাপিত, কল্পনা-সৃজিত অবস্থায়ও ত্রিতাপদহনের ত্রাণ নাই। এই বিবেক অবলম্বনে, এই ত্রিতাপ তাড়নে ইন্দ্রিয় প্রলোভন উপেক্ষা

ক'রে, শোণিত-অস্থি পদদলিত করে, ভোগ-ত্যাগী যোগী হয়। তুমি কি দুঃখের পরিচয় দিতে চাও, যে ভোগত্যাগী ফকির আমি জানি নি? যদি দুঃখের সাগর না জান্‌তেম, যদি এক ঈশ্বরই সার বস্তু প্রতিলব্ধি না হ'ত, তা হলে কি বিলোলাক্ষী বামার কটাক্ষ, হৃদয় বিদ্ধ ক'র্‌তো না? তা হ'লে কি স্বর্ণ ঝন্‌ ঝনার মধুর রব আমার কর্ণ বিমোহিত ক'র্‌তো না? তা হ'লে কি সম্পদ, গৌরব, মানের অদ্ভুত মোহিনী আমায় মুগ্ধ কর্‌তো না? দুঃখের সংসারে দুঃখ পেয়েছ, ফকিরকে অধিক পরিচয় কি দেবে? আগুনে হাত পোড়ে নি, যদি এ সংবাদ দিতে পার্‌তে, তবে নূতন সংবাদ বটে,—নচেৎ আগুনে হাত দিয়ে হাত পুড়েছে,—এ সংবাদ আমায় আর কি জানাবে? তুমি যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে এসেছ, তার উত্তর দিয়েছি। আবার দি শোন,—জলে ঝাঁপ দিলেই মর্‌তে পার্‌বে, কিন্তু মৃত্যু উপস্থিত হ'লে একদণ্ডও জীবিত থাক্‌তে পার্‌বে না। যে কাজ কর্‌লে আর ফিরবে না—একটু বিচার ক'রো। কাজ ক'রে ফেল্লেই হয়, কিন্তু যে, কার্য্যের পরিণাম ভাবে, সে পাপ করে না—এই আমার ধারণা। তুমি যাও,—তোমার উত্তর তো পেয়েছ।

কাউ। এত কষ্টেও আমার অন্তঃকরণে দাগা যাচ্ছে না। আমি ভুলেও ভুল্‌তে পাচ্চিনি, আমার সর্ব্বনাশের হেতু হ'য়েও, আমার প্রাণের সহিত জড়িত। ভোল্‌বার যো নাই, ত্যাগ কর্‌বার যো নাই,—জীবন বিসর্জ্জন ভিন্ন উপায় নাই। ফকির, আমার অশান্ত প্রাণে শান্তি দাও। আমার হৃদয় হ'তে সে ছায়া দূর কর। ফকির, আমায় চরণে আশ্রয় দাও,—ফকির, আমি বড় যন্ত্রণা পাচ্চি—আমায় রক্ষা কর।

ফকির। যন্ত্রণার হাত হ'তে নিস্তার পেতে চাও,—তা'হলে মানব জন্ম ধারণ করেছ কেন? প্রস্তর হ'তে পার্‌তে,—তাহলে কোন যন্ত্রণাই উপভোগ কর্‌তে হতো না। মানবজীবনের যন্ত্রণাই বন্ধু। দুঃখকে আদর ক'রে যদি সুখকে প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পার, —তা'হলে দেখ্‌বে, যাকে তুমি সুখ বল, সে বাঁদীর মত তোমার পেছনে পেছনে ঘুরচে। আর দুঃখই তোমার নিত্যানন্দ ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যাচ্চে। বোধ হয়, তোমার হৃদয়ে প্রেমের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছে, বিরহ-জ্বালায় দগ্ধ হচ্চ। কোন রমণীর ছবি তোমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত—তারে তুমি ত্যাগ কর্‌তে পাচ্চ না। তোমার চঞ্চল হৃদয়—যাহা কখনও এক বস্তুতে স্থির হয় নাই, সামান্য একটী রমণীর ছবি ধারণ ক'রে একাগ্র হয়েছে। একাগ্রতা অনেক সাধনের ফল। ভাগ্যক্রমে তুমি পেয়েছ,—দুঃখ বিবেচনা করো না। সোণা তাতে গলে—তবে গড়ন হয়। যদি মনকে গড়্‌তে চাও, তাপকে ভয় করো না। যাও, আমার কাছে আর তোমার কার্য্য নাই।

কাউ। ফকির—ফকির! তোমার কথায় আমার মনের আবরণ দূর হয়েছে। দুঃখকে আমি হৃদয়ে ধারণ করেছি, দুঃখকে বন্ধু বলে আমি হৃদয়ে স্থান দিলেম, কিন্তু প্রেমে নয়—ঘৃণায় যত দিন জীবিত থাক্‌বো, রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হব না। কি আশ্চর্য্য, এখনও সেই ছবি, এখনো সেই প্রতিমূর্ত্তি আমার নয়ন সম্মুখে বিরাজিত! কি দারুণ বন্ধন! মন না বায়ুর ন্যায় চঞ্চল,—মনের সে চাঞ্চল্য কোথায়? ঐ তো এক ছবি নিয়ে দিবারাত্র আছে। ঐ এক ছবিতে মন জড়িত, মন আবদ্ধ, মনের গতিশক্তিরহিত। কোথায় যাব? মর্‌বো না—দেলেরাকে ভাব্‌বো, দেলেরাকে নিয়ে থাক্‌বো। দুঃখ আমার জীবনের সাথী, দেলেরা আমার জীবনের

সাথী, দেলেরাকে নিয়ে থাক্‌বো—দুঃখ নিয়ে থাক্‌বো! ফকির সেলাম।

[কাউলফের প্রস্থান।

ফকির। যদি কেবল ধ্যান-ধারণা ফকিরের কার্য্য হতো, তা'হলে যদি অনশন বা অর্দ্ধাশন হয়—তাতেই সুখ ছিল। কিন্তু হে গুরুদেব, তোমার কঠোর উপদেশ আমি বুঝেছি, যে আত্মত্যাগে মানব কষ্ট দূর করাই ফকিরের কার্য্য, এই সাধনাই ঈশ্বরের কার্য্য। সাধনা দুঃখময়—সাধনা শান্তিময়।

(গোলেন্দামের প্রবেশ)

গোলে। ফকির, সতীকে কি পতির বিরহ অনুভব ক'র্‌তে হয়? পতি ছাড়া, যে জীবন ধারণ কর্‌তে পারে,—সে কি সতী? যাই হোক্ আমি কুলাচার ত্যাগ কর্ব্বো। ফকির, কুলাচারত্যাগিনীর প্রায়শ্চিত্ত কি,—আমি তোমার কাছে জান্‌তে এসেছি।

ফকির। অনলতাপিত দ্রবময়ী কাঞ্চনের ন্যায় সতীত্ব। সে বিশুদ্ধ কাঞ্চনে মলা স্পর্শ করে না। প্রায়শ্চিত্তের নাম দণ্ড গ্রহণ করা। উত্তাপিত দ্রবময়ী কাঞ্চনে আর অধিক তাপ কি প্রবেশ কর্ব্বে? সতীত্ব পরম রত্ন যার আছে, মা—তার আর পাপ পুণ্য নাই।

গোলে। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য, তবে কি আমি মির্জ্জানকে ভালবাসি নি! পাপ-পুণ্যের বিচারের জন্য ফকিরের কাছে এসেছি কেন? পাপ হয়, পুণ্য হয়,—আমি স্বামীর অনুগামিনী। মির্জ্জান পথে পথে বেড়াবে, আর আমি সিংহাসনে, কল্পনাতেও এ একটা রহস্য বটে! মির্জ্জানের আজ্ঞা পালন করতে পারি নি,—কি কর্ব্বো? পাপ হয় হবে,—পাপের ভয়ে আমি মির্জ্জানকে ছাড়্‌বো না। বাদসাই—অঙ্গুরী, অঙ্গুরীই—বাদ্‌স থাক্‌বে। যেথায় মির্জ্জান—গোলেন্দামও তথায়, তার অন্যথা হবে না। মির্জ্জান,—তোমার আজ্ঞা পালনে আমি চেষ্টা কর্ব্বো, কিন্তু তোমার সঙ্গে ফির্‌বো। দোষী কর'—সাজা দিও, আমি তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো না। (প্রকাশ্যে) ফকির—সেলাম।

[গোলেন্দামের প্রস্থান।

ফকি। নারীর আকর্ষণ অতি মুগ্ধকর! গুরুদেব, কত পুণ্য ফলে তোমার দর্শন পেয়েছিলেম। নারীর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে, আমি কি একবারও ঈশ্বরকে ডাক্‌তে পার্‌তেম? ঈশ্বর, তোমার সাধনাও শান্তি। সাধন অবস্থাতেও ঘোর মায়াজাল হতে নিষ্কৃতি। ঈশ্বর তুমি ধন্য,—দেখা দিয়ে আমায় ধন্য কর!

(মির্জ্জানের প্রবেশ)

মির্জ্জা। ফকির, সংসার ভাল কি ফকিরী ভাল?

ফকি। সংসারের নিম্ন-চরম সীমা দারিদ্র্য, ঊর্দ্ধ-চরম সীমা বাদ্‌সাই। দুই সীমারই অবস্থা আমি অবগত নই। আমি বাল্যাবধি এই অবস্থাপন্ন। বল,—"ফকির—ফকির!" ফকিরীর চরম সীমায় শুনেছি ঈশ্বর প্রাপ্তি। ঈশ্বরের অনুভূতি হয়েছে, ঈশ্বর লাভ হয় নাই; লাভ হলে আর তোমার সঙ্গে কথা কইতে পার্‌তেম না। তিনি দেখা দেন—আবার লুকোন, আবার দেখা দেন—আবার লুকোন—আমার সাধন অবস্থা। আমার কার্য্য—সাধনা, লাভ তাঁর ইচ্ছা। আমি সাধক সুতরাং ফকিরীর চরম সীমা পর্য্যন্ত দেখি নাই। তোমার কথার উত্তর এই, আমি ফকিরী জানিনে। সংসার ভাল কি না? সংসার কি—কেমন?—তা কখনো দেখি নি। তার ভাল মন্দও জানি নে। তুমি যখন জিজ্ঞাসা কচ্চ,—"সংসার ভাল না ফকিরী ভাল?" তাতে বোধ হচ্চে,—তুমিও দুটোর একটাও জান না। দেখে শেখে, ঠেকে শেখে। জান্‌বার ইচ্ছে থাকে, চল সংসার দেখিগে।—

দেখেই শিখি বা ঠেকেই শিখি। যদি শিক্ষা হয়—পরম লাভ। শিক্ষার্থী হয়ে জীবন যায়—হানি নাই। তোমার কি দেখ্‌বার সাধ—ফকিরী না সংসার? আমার ধারণা একটা দেখ্‌লেই দু'টা দেখা হয়। চল না কেন, সংসার দেখে আসি।

মির্জ্জা। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

ফকি। কেন, বিস্মিত হচ্চ কেন?

মির্জ্জা। আমি কে তা জান?

ফকি। যেই হও—একজন সন্তাপিত ব্যক্তি। মানব-সন্তাপ দূর করা—ফকিরের সাধন।

মির্জ্জা। আমি সন্তাপিত—তুমি কেমন ক'রে বুঝ্‌লে?

ফকি। তোমার প্রশ্নে বুঝেছি। সংসারে অধীর হ'য়ে, তবে ফকিরের কাছে এসেছ।

মির্জ্জা। আর কি কখন তুমি কোন সন্তাপিত ব্যক্তি দেখ নি? তার সঙ্গে তো তুমি যাও নি,—আমার সঙ্গে যাবে কেন?

ফকি। সংসারে সন্তাপিত অনেক দেখেছি। ফকিরী নিয়েও আমি তো ভগবানের সংসার ছাড়া নই। তোমায় বলেছি, সন্তাপ দূর করাই ফকিরের সাধন। সংসারে সাধ্যমত সন্তাপ দূর কর্ব্বো সংকল্প ক'রেছি, কিন্তু সঙ্গী পাই নাই। তোমার সংসার দেখ্‌বার সাধ হয়েছে,—মন হয়েছে—চল যাই।

মির্জ্জা। তুমি একেবারে আমার সঙ্গে যাবে!

ফকি। কেন বিস্ময়ের কারণ কি? দেখে বোধ হ'চ্চে, তুমি সংসারী। তুমি যদি সকলই ত্যাগ ক'রে, ফকিরের কাছে আস্‌তে পেরে থাক,—আমি কিসে আবদ্ধ আছি, যে তোমার সঙ্গে যেতে পার্ব্বো না?

মির্জ্জা। ফকির, আমার অন্তরের সেলাম গ্রহণ কর। তোমার চরণে আমার মন-প্রাণ অবনত। আমি বাদ্‌সা ছিলেম, বিস্তৃত রাজ্য ছিল, হৃদ্‌বন্ধু ছিল, প্রণয়িনী পত্নী ছিল? যে সকল প্রলোভনে সংসার প্রলোভিত—আমার সকলই ছিল। কিন্তু সন্দেহ দংশনে যাহা অমৃতময় ছিল, তাহা বিষম হ'য়েছে,—সেই নিমিত্ত তোমার শরণাপন্ন। আমি ঢের ফকির দেখেছি, কিন্তু তাদের ফকিরী দেখে, আমার সংসার-আসক্তি আরও বৃদ্ধি হয়েছিল। সে ফকিরী নয়—সংসার-সুখ আশায় ফকিরী। তুমি যথার্থ ফকির। ফকির,—তুমি কি আমায় কৃপা কর্ব্বে?

ফকি। আমি জানি নে। কৃপা অকৃপা আমার আয়ত্তাধীন নয়। আমার কৃপা অকৃপায় তোমার লাভালাভ নাই। যদি সংসার দেখ্‌তে চাও, চল,—আমি তোমার সাথী। তুমি যদি প্রস্তুত থাক, আমিও প্রস্তুত। (স্বগতঃ) এ যে দেখ্‌ছি, বাদ্‌সা মির্জ্জান! বাদসা মির্জ্জান পরম ধার্ম্মিক। ইনি ফকিরী নিলে সংসারে বিস্তর হানি। এঁর সঙ্গে ফিরে দেখি,—যদি পুনর্ব্বার এঁরে সিংহাসনে বসা'তে পারি—তাহ'লে সমাজের পরম মঙ্গল।

মির্জ্জা। ফকির, এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

—০০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সমরকন্দ—মঠের অভ্যন্তর।

গোলেন্দাম ও পরিয়া।

গোলে। (স্বগতঃ)

কতদিন—কতদিন আর
বহিব এ ভার
প্রাণনাথ এস' ত্বরা

জেনে শুনে কেন হে নিদয়,
জান'ত নিশ্চয়—
বিরহে অধীরা মম প্রাণ!
অদর্শনে রহিব কেমনে?
মোর তরে তুমি হে কাতর
কহিছে অন্তর,
ভালবাস দাসী পদাধীনা—
তবে কেন আছ ভুলে?
আশে প্রাণ কতদিন ক্ষীণ কায় রবে!
চাহে প্রাণ,—ভাঙ্গি এই মৃত্তিকা-পিঞ্জর,
যাইতে তোমার পাশে—
আশায় ভুলা'য়ে রাখি তারে,
আর ভুলে থাকে বা না থাকে।
প্রেমময়! আশ্রিতা—বঞ্চিতা নাহি হয়!
তাহে তব কলঙ্ক রটিবে,
কবে সবে কঠিন তোমারে।
(প্রকাশ্যে)

কেমন পরিয়া, রাজ্যের সমস্ত মঙ্গল তো?

পরি। হ্যাঁ বেগম সাহেব, সমস্ত মঙ্গল। সখি, তুমি এখানে এ অবস্থায় কেন? তোমার স্বামীর কি দেখা পেয়েচ?

গোলে। আমার স্বামী ফকির, আমার আর কি অবস্থা হবে বল? আমার স্বামী সমরকন্দে এসেছেন; কাউলফ আর দেলেরা এইখানে আছে, আমরা যদি কোন উপায়ে কাউলফের সঙ্গে দেলেরার বিবাহ দিতে পারি, তা'হলে বোধ হয় বাদ্‌সার মনের সন্দেহ দূর হয়। বাদ্‌সার মনে সন্দেহ হয়েছে যে কাউলফ আমার অনুরাগী; দেলেরার সঙ্গে বে হলে সে সন্দেহ যাবে। আমি দেলেরাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি; সে কাউলফকে ভালবাসে কি না আমি এখনই জান্‌তে পার্‌বো। তুই যদি কোন উপায়ে কাউলফকে রাজী করে তার সঙ্গে বে দিতে পারিস্, তাহলে বাদ্‌সার মনের সন্দেহ যাবে,—আমায় একজন ফকির বল্ল দিয়েছেন। এই সঙ্ঘটন আমরা যদি কর্‌তে পারি, তা হলেই সকল দিকে মঙ্গল হয়।

পরি। কিন্তু আমরা এই সব যোগাযোগ কর্‌তে কর্‌তে, যদি বাদ্‌সা এ দেশ থেকে চলে যান?

গোলে। না—তা তিনি যেতে পার্‌বেন না। আমার অনুরোধে আমার পিতা সমরকন্দ ঈশ্বর, রাজ্যে প্রচার করেছেন যে, আমার মঠে অতিথি সেবা না নিয়ে, কেউ এ সহর পরিত্যাগ কর্‌তে পার্‌বেন না। তাঁকে তিন দিন এ মঠে এসে থাক্‌তেই হবে। আর বাদ্‌সা কখন, রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে, লোককে কুশিক্ষা দেবেন না।

পরি। দেলেরা কি কাউলফকে ভালবাসে?

গোলে। সম্পূর্ণ ভালবাসে। আমি তার ধাত্রী সানিয়ার কাছে শুনেছি; কিন্তু কাউলফের দেখা পাই নাই। তার মন বুঝ্‌তে পারি নাই। তোরে এই সংঘটনটী কত্তে হবে, বোধ হয় কাউলফও ভালবাসে। এই নগরে সে পাগলের ন্যায় বেড়িয়ে বেড়ায়, উচ্ছিষ্ট অন্ন কুড়িয়ে খায়। বোধ হয় দেলেরার বিরহে তার এই দশা।

পরি। আচ্ছা আমি তার কাছে পুরুষ বেশে গিয়ে, তার মন বুঝ্‌বো। কিন্তু দু'জনের বিবাহ দিয়ে দেবে কেমন করে? তোমার বাপকে বলে? শুনেছি টাহার বলে এক ব্যক্তি, তার সঙ্গে দেলেরার অজ্ঞান অবস্থায়, তাদের উভয়ের পিতার সম্মতিতে বিবাহ হয়েছিল। এখন দেলেরা সেই টাহারের পিতার বাড়ীতেই আছে। তুমি কিরূপে বিবাহ দিয়ে দিবে?

গোলে। তুই কাউলফের মন বোঝ একজন বিবাহ ক'রে দেলেরাকে যদি প্রত্যাখান ক'রে যায়, তা'হলে টাহার দেলেরাকে পুনর্ব্বার বিবাহ কর্‌তে পার্‌বে। টাহারের

বাপও সেইরূপ একজন ব্যক্তি খুঁজচে, কিন্তু দেলেরা পরমা সুন্দরী, তাই ভয় করচে, যে বিবাহ করে যদি কেউ দেলেরাকে প্রত্যাখান না করে, তা'হলে দেলেরা তার হবে। কিন্তু কাউলফ দরিদ্র অবস্থায় বেড়াচ্চে, সে বিবাহ কর্‌বে বল্‌লে, আর সে সন্দেহ থাক্‌বে না। তাকে অর্থ দিয়ে প্রত্যাখ্যান কর্‌তে সম্মত কর্‌বে। তুই কাউলফের মন বুঝে দেখ, আমিও এখনই দেলেরার মন বুঝে দেখ্‌বো।

পরি। আচ্ছা, আমি পুরুষ বেশে তার সঙ্গে দেখা করে তার মন বুঝ্‌বো বিবাহ কর্‌তেও রাজী কর্‌তে পার্ব্বো। কিন্তু যদি টাহারের বাপের টাকার লোভে সে প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে যায়, তা হ'লে ত বাদসার মনের সন্দেহ যাবে না।

গোলে। তুই কি মনে করিস্, যে ভালবাসে সে প্রত্যাখ্যান ক'রে চ'লে যেতে পারে? কাউলফকে আমি জানি, সে অতি উচ্চ হৃদয় ব্যক্তি, সে সামান্য অর্থ লোভে কখনই পরিত্যাগ কর্‌তে পার্ব্বে না। তুই প্রেমিকের প্রাণ জানিস্ নি। সে প্রাণত্যাগ ক'র্ব্বে, তবু তারে ছেড়ে যাবে না। তুই কোনরূপে এই জোটাজোট কর।

পরি। তুমি কি তোমার পিতার সঙ্গে দেখা করেছ?—সমরকন্দ ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ? তিনি কি সকল অবস্থা জানেন?

গোলে। দেখা করেছি,—কিন্তু তিনি চিন্‌তে পারেন নি,—আমায় উদাসিনী বিবেচনা করেছেন। আর আমার কথায় প্রত্যয় করে, আমার ইচ্ছামত রাজ্যে ঘোষণা দিয়েছেন। আয় আম্‌রা সরে থাকি—কে আস্‌ছে

[উভয়ের প্রস্থান।

(দেলেরার প্রবেশ)

দেলেরাকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে সখিগণের গীত।

সুখের স্বপন যার ভেঙ্গেছে, সে আসে
ফকিরের ঘরে।
ফকিরী নয় ত তারি, মন ঘোরে তার
সুখের তরে।
আশা যে ধ'রে থাকে, আশা যে যত্নে রাখে,
প্রেম রতনে যত্নে ঢাকে, প্রেমের আশা
তার ত' পোরে॥
মন যার অবিশ্বাসী, সে ত' নয় প্রেম-পিয়াসী,
যে জন প্রেমের অভিলাষী, বিরহে সে
কি ডরে॥

[এক জন ব্যতীত সকল সখীর প্রস্থান।

দেলে। তোম্‌রা কি গান কর্‌লে?

সখী। শুন্‌লে তো।—যদি তোমার মনের মতন কথা হ'য়ে থাকে, তা' হলে আর কি কথা আছে? আমাদের উদাসিনীকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি এসে উত্তর দেবেন। আর যদি তোমার মনের মতন কথা না হ'য়ে থাকে—চলে যাও, এখানে থেকে তোমার কিছু ফল হবে না।

দেলে। উদাসিনী কোথায়?

[সখীর প্রস্থান।

(গোলেন্দামের প্রবেশ)

গোলে। আচ্ছা, আমি তোমার কথা সব জানি। কাউলফকে যদি তুমি না পাও, তা'হলে কেন টাহারকে বিবাহ কর না? টাহার তো তোমার ছলনায় ত্যাগ করেছিল,—তোমায় জেনে তো তোমায় ত্যাগ করে নি। দেশাচারে টাহার তোমায় ত্যাগ ক'রে, তোমায় বিবাহ কর্‌তে পার্‌চে না। কিন্তু টাহারের পিতার ধনলোভে, তোমায় বিবাহ ক'রে, কেউ না কেউ তোমায় ত্যাগ ক'রে যেতে সম্মত হবে;—তখন তুমি কি কর্ব্বে?

দেলে। তবে কি গান আমায় শুনালে? গানের অর্থমত তো তোমার কথা নয়! যে দিন আমি নিশ্চয় জান্‌বো যে, টাহার আমার স্বামী হবে, সে দিন আমি প্রাণত্যাগ কর্ব্বো। এখন প্রাণ রেখেছি, কাউলফকে পাবার আশায়। আমার মনে হয়—আমি যেমন তার জন্যে ব্যাকুল,—সেও আমার জন্য সেইরূপ ব্যাকুল। মনস্তাপে কোথায় কেঁদে বেড়াচ্চে জানি নে। আমার মনে ধারণা, সে আমা ছাড়া জানে না। আমি তারে দেশান্তরিত করেছি, আমার জন্য সে সর্ব্বত্যাগী। যদি তারে না পাই, তার উদ্দেশে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে অনুতাপ অবসান কর্ব্বো। আমি তার আশায় জীবিত আছি।

গোলে। আর সে যদি তোমায় না চায়?

দেলে। আবার আমার সন্দেহ হচ্চে, তুমি সত্য উদাসিনী? যদি উদাসিনী হও, কি জিজ্ঞাসা কচ্চ? কি, সে আমায় চাইবে না? বোধ হয়, তুমি আজীবন সর্ব্বত্যাগিনী। আমায় সে চায় না,—এ কথা আমি মনে স্থান দিয়ে জীবিত থাকবো, সে কি কখন হয়? তা' হলে আমি এত অধীরা হতেম না, তা হলে আমি তারে চাইতেম না। আমার সে মুখ অহর্নিশি মনে পড়ে, আমি তার ধ্যানে জীবন অতিবাহিত কর্‌তে পার্‌তেম না! চায় না?—আমি চক্ষের উপর দেখ্‌চি সে আমায় চায়। আমি অন্তরে অন্তরে বুঝ্‌তে পার্‌ছি,—কোথায় নির্জ্জনে সে আমার ধ্যান কর্‌ছে। সে আমার জীবনসর্ব্বস্ব—আমি তার জীবন-সর্ব্বস্ব। এ যদি মিথ্যা হয়, তা'হলে জান্‌বো, সংসারে খোদার কোপদৃষ্টি পড়েছে। সংসারে প্রেমের বন্ধন নাই, সংসার ছিন্নভিন্ন হয়েছে, সংসার প্রেমশূন্য!

গোলে। তোমার কথা কি সত্য? তোমার কি বিশ্বাস, তোমার আশা পূর্ণ হবে?

দেলে। অবিশ্বাস কেন কর্ব্বো? অবিশ্বাসের নাম মৃত্যু,—অবিশ্বাসের অর্থ আর আমার নিকট অপর কিছুই নাই। কে জীবন ছাড়্‌তে প্রস্তুত বল? আমি আশা কর্ব্বো না?—আশা আমার প্রাণ! নচেৎ মলেও আমার অনুতাপানলে পরিত্রাণ নাই—মৃত্যুতেও যন্ত্রণা দূর হবে না। তারে পেলেম না, এ বেদনা আমার যাবে না।

গোলে। তুমি তারে পাবার কি উপায় করেছ?

দেলে। উপায় আপ্‌নিই হবে। আমি উপায়ে তারে দেখি নি—সে দেখা দিয়েছিল। আমি তারে কোন উপায়ে ভালবাসি নি—ভালবেসেছি। সে আমার—উপায় করে জানি নি—জেনেছি। যা হবার হয়েচে—যা হবার হবে। ভালবাসা—ভালবাসা পায়। কোন উপায়ে বুঝি নি—বুঝেছি। উপায় আপনি হবে! আমি উপায় কর্‌তে পারলে এত দিন কর্‌তেম, কিন্তু আমার উপায় নাই। আমি পরাধীনা—পরবাসে পরের স্বেচ্ছাধীনা।

গোলে। আচ্ছা আমি যদি কোন উপায় কর্‌তে পারি? কি দেখ,' ঠিক বুঝে ব'ল,—যে যারে চায়, সে তারে পায়—এ কথা কি সত্য? সে তোমায় ফেলে চলে গিয়েছে—তবু তুমি সত্য তারে পাবে? চাইলে পায়—এ কথা কি তোমার নিশ্চয় ধারণা? দেখ, তোমার কথা মিথ্যা হ'লে—তোমার উপায় হবে না। সত্য বল'—আমি উদাসিনী—আমার কাছে মিথ্যা বল্‌তে নাই। আশা কি ফলবতী হয়? আশার ধন কি পাওয়া যায়? যদি সত্য হয়—উপায়ের চেষ্টা করি, —বৃথা চেষ্টা ক'রে কি কর্‌বো বল?

দেলে। এ কথা তুমি আমার মুখে শুনে বুঝ্‌তে পার্‌বে না। যদি তোমার জান্‌বার প্রয়োজন হয়, যদি আশা তোমার

জীবনের সার হয়, আশা ধ'রে জীবিত থাক, —তা হ'লে আপ্‌নার মনকে জিজ্ঞাসা করে উত্তর পাবে,—আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌তে হবে না। তোমার মনই তোমায় বিশ্বাস দেবে—তোমার মনই তোমায় আশা ধরে থাক্‌তে বল্‌বে। আর যদি বিশ্বাস না হয়, যদি নিরাশ হও,—জীবনভাব ব'য়ে কি ফল বল? আশা হারিয়ে কেন মাটীর দেহ বইবে? যদি কোন দাগা পেয়ে থাক, আশা ধরে রাখ,—আশা-হারা হ'লে আর প্রাণ ধর্‌তে পার্‌বে না!

গোলে। তোমার কথা আমি বিশ্বাস কর্‌লেম,—তুমি আমার সই।

দেলে। কই সই, তুমি তো তোমার পরিচয় দিলে না?

গোলে। আমার পরিচয় তুমি পাবে। যদি দেবতা সদয় হন, যদি মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তা'হলে তোমায় পরিচয় দেব। এখন জেনে রাখ, আমি তোমার মতন কাঙ্গালিনী—আমি উদাসিনী নই। আমি তোমার মুখে তোমার কথা শুনবো, তোমার কথায় আমার হৃদয়ের বল বাড়্‌বে,—এই জন্য কৌশল করে তোমায় আনিয়েছি। আমি আমার সখী দ্বারা তোমায় বলে পাঠিয়েছি যে, এখানে এলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তুমিও আমার কথায় বিশ্বাস ক'রে এসেছ,—বুঝ্‌বো তোমার বিশ্বাসের বল। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌তে পারি—তা হ'লে আমারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। বোধ হয়—খাঁ সাহেবের কাছ থেকে তোমায় নিতে এসেছে—ঘণ্টার নিনাদ শুনতে পাচ্চি। আমি অন্তরালে যাই।

[গোলেন্দামের প্রস্থান।

(টাহার ও নেহারের প্রবেশ।)

নেহা। কেন, এখানে কি কর্‌তে এলে?

টাহা। ও আমার জন্যে পাগল। এই খানে একজন মজুম আছে, সে গুণে বল্‌তে পারে। তাই জান্‌তে এসেছে কতদিনে ওর আমার সঙ্গে বিয়ে হবে। তাই বাবা এখানে পাঠিয়েছে।

নেহা। তা তুই আমাকে নিয়ে এলি কেন?

টাহা। তোরে দেখাতে, প্রেমের ঢেউ-তুফান দেখাতে। বাবা বিশ্বাস করেন না যে ভাল বাসে। তুই দেখে বাবাকে গিয়ে বল্‌ যে, ও আমার জন্যে মরে।

নেহা। ঐ ত দেলেরা,—তোকে দেখে ত মুখে কাপড় দিয়ে ফিরে দাঁড়াল।

টাহা। আরে বুঝিস্‌ নি, বুঝিস্‌ নি। আমি বাব্‌রি চুল বাগিয়ে, তাজ মাথায় চড়িয়ে এসেছি, বেটী দেখে পাছে ঘুরে পড়ে, তাই মান ক'রে দাঁড়িয়েছে। কেমন, দেখ্‌চিস্‌! বাবাকে বলিস্‌—ভালবাসে না?

নেহা। তোর মুখে ও ঝাড়ু মারে।

টাহা। যা দূর হ! তোর পিরীতের ধাতই নয়। মেয়ে মানুষ মান কোর্ব্বে, ঘুরে দাঁড়াবে—তা না হ'লে মজা কি হ'ল। ঐ দেখ্‌—দেখ্‌চে আড়ে আড়ে।

নেহা। তোর মুখে বাঁ পায়ের লাথি ঝাড়ে।

টাহা। আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার ইয়ারকি ছুট্‌ল। তুই এমন বেরসিক জান্‌লে, তোর সঙ্গে আমি ফিরতেম না। ওঃ—আমার কি ইয়ার গো! পিরীত চেনেন না! বল্‌বি কি না বল—ভালবাসে। আমার সঙ্গে যদি ইয়ারকি চাস্‌, নিদেন মিছেমিছি করে বল, ভালবাসে।

নেহা। আচ্ছা, তুই ওর সঙ্গে কথা ক' শুনি।

টাহা। চোখে দেখ্‌লি আর শুনবি কি? তবু তোর আক্কেলের জন্য দুটো কথা কচ্চি।

দেলেরা!—ঐ দেখ্ সাড়া নেই। আবার ডাক্‌তে বলিস্? দেলেরা! ফের সাড়া নেই।

নেহা। তোর প্রেমে কি ধুঁক্‌চে না কি, যে কথা কইতে পাচ্চে না? আরে বুঝিস্ নে কম্‌বক্‌ত, ও তোকে চায় না।

টাহা। চায় না? উঃ তোর কথায় চায় না! ও চুপ করে আঁচ্চে, আমার প্রেমের টক্কর দেবে কিসে!—কি বল দেলেরা?

দেলে। আমি ধর্ম্মের স্থানে এসেছি, এখানে তুমি বিরক্ত কর্‌তে এসেছ কেন?

টাহা। ঐ শোন্, ঐ পিরীতের কোপ, আমার উপর অভিমান করেছে

নেহা। তোর গর্দ্দানায় কোপ দেবে আঁচ্‌চে।

টাহা। যা তুই দূর হ! দিন কতক দোস্তি ক'রে পিরীত শিখে তারপর আমার কাছে ইয়ারকি দিতে আসিস্। (দেলেরার প্রতি) দেখ দেলেরা, কি কর্‌বো বল—দেশাচার! একবার ত্যাগ করেছি, আর একজন কেউ বে ক'রে, তোমায় ত্যাগ না কর্‌লে ত তোমায় বে কর্‌তে পারিনি। বেল্লিক বেটা কাজি বে দেবে না। তোমারও প্রাণের ব্যথা বুঝ্‌বে না, আমারও প্রাণের ব্যথা বুঝ্‌বে না। বাবা যোগাড় করে একটা পাত্তর নিয়ে আস্‌চেন, সে টাকা পেয়ে তোমায় ছেড়ে চলে যাবে, তার পর আর কি,—দুজনে প্রেমের তরঙ্গ।

দেলে। বুঝেছি—এখন তুমি যাও।

টাহা। ঐ শোন্ শোন্,—পিরীতবাজ প্রাণ, মোলাম কথার মোলাম জবাব দিলে। এখন বল্, ভাল বাসে কি না?

নেহা। ওরে মুখ পোড়া! তোরে তাড়াচ্চে বুঝ্‌তে পাচ্চিস্ নে।

টাহা। হাঁ দেলেরা, তুমি তাড়াচ্চ?

দেলে। হ্যাঁ—তুমি যাও।

টাহা। ভালবাসার তাড়ান—কেমন?

দেলে। ধর্ম্মের স্থানে এয়েছি,—আর কেন বিরক্ত কর্‌ছ? তুমি যাও।

টাহা। যাব কোথা হল? আমি নিতে এয়েছি। তোমায় সঙ্গে নিয়ে তবে যাব।

দেলে। তুমি যাবে ত যাও, তা না হ'লে আবার আমি তেম্‌নি হব। আমি হি হি ক'রে হাঁসব—যাও বল্‌ছি।

টাহা। তোমার প্রেমের এমন বিদ্‌কুটে হাঁসি কোথা পেলে বল দেখি? এ পিরীত ছাড়া হাসি যে, এর নাম ছেঁচ্‌ড়া হাসি! একে কি বলে পিরীত?

নেহা। ও পিরীতের পয়জার রে মুখ্যু—ও পিরীতের পয়জার!

টাহা। তোর সঙ্গে আমি কথা কচ্চি নি—যার সঙ্গে আমি কথা কচ্চি, সে কি বলে আগে বলুক। ওঃ—ওর গোঁপ দেখে যেন, আমি প্রেম কচ্চি। উনি কথার উত্তর দিতে এলেন!

দেলে। তুমি কি কথায় বুঝ্‌বে, যে আমি তোমায় ঘৃণা করি,—কি কথায় বুঝ্‌বে যে তোমার স্পর্শ, অঙ্গার অপেক্ষা অসহ,—কি কথায় বুঝ্‌বে যে তোমার দৃষ্টিতে আমার দেহ জ্বলে যায়,—কিসে বুঝ্‌বে যে জীবন থাক্‌তে আমি তোমার হব না? যাও চলে যাও, না যাও—আমি চল্‌লেম।

[দেলেরার প্রস্থান।

নেহা। এই ত পিরীত ছোর্‌কুটে গেল?

টাহা। খুব কল্লে!—কিন্তু আমার প্রাণে যে প্রেমের তুফান তুলে দিলে, তার কি কল্লে? আমি বুঝেও বুঝি না যে, ও আমার ভাল বাসে না। বাবা! এমন চিজ আমি ছাড়্‌বো, প্রাণ থাক্‌তেও না। বিয়ে কর্ব্বোই কর্ব্বো। তার পর প্রেম করে ভাল, নইলে বেটীকে দু-পায়ে ঠেল্‌বো। ওগো কে হাত গুণ্‌তে জান—বলত, কি করে আমি দেলেরাকে পাব? যদি পাই জোড়া বোকরী,

তোমার দরগায় বলি দিয়ে যাব, এই মানত কচ্চি।

(পরিয়ার প্রবেশ)

পরি। একজন পাগল আছে—তার সঙ্গে দেলেরার বে দাও।

নেহা। হ্যাঁ—হ্যাঁ আমি তাকে চিনি। সে পথে পথে এঁটো ভাত খেয়ে বেড়ায়, সে ভারি গরীব।

টাহা। বল্‌ছিস্ ত,—সে বেটা যদি না ছেড়ে যায়?

পরি। তার মেয়ে মানুষের উপর ভারি ঘেন্না।

টাহা। ও দেলেরাকে দেখ্‌লে, ঘেন্না-পিত্তি সব ছোরকুটে যাবে।

নেহা। টাকায় সব হয় রে—টাকায় সব হয়।

টাহা। আচ্ছা আয় যা থাকে কপালে—বাবাকে বলে অর্দ্ধেক বিষয় বেচাব।—দেলেরাকে পাইয়ে দে, কত টাকা ছাড়তে বলিস্—বল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

পথ।

কাউলফ।

কাউ। না—ভোলবার কিছুতেই যো নেই, ভুল্‌তে চাইনে,—ভুল্‌ব' কেমন করে? জল্‌তে চাই—জ্বলচি! পাতার শব্দে মনে হয়—সে আস্‌চে, পবন বইলে মনে হয়—সে আস্‌চে, চোকের উপর—সেই ছবি। কানে তার মধুর স্বর, পালাব কোথায়? আপনার কাছ থেকে কোথায় পালাব! সে আমার অন্তরে অন্তরে, কবরে—ভুলবো কিনা জানি নে!

(মির্জ্জান ও ফকিরের প্রবেশ।)

মির্জ্জা। (স্বগত) বাদসা হয়ে ফকির হলেম, তবু ত জ্বালা গেল না!—এ দারুণ সন্দেহের হাত কি এড়াতে পারব'? এই ত কাউলফ! এর সঙ্গে কথা কয়ে দেখি, এ কার জন্যে উন্মত্ত হয়ে বেড়াচ্চে! দেলেরার জন্যে কি?—না গোলেন্দামের জন্যে? এর সঙ্গে কথা কয়ে, এর মনের ভাব বুঝে দেখি। যদি সন্দেহের হাত এড়াতে পারি, তবেই আবার গোলেন্দামের সঙ্গে দেখা করব, নচেৎ এ জীবনে ফকিরের বেশই আমার সাথী। (প্রকাশ্যে) তুমি কে?

কাউ তুমি কে?

মির্জ্জা। দেখচো ফকির!

কাউ। দেখচো ভিখারী!

মির্জ্জা। তুমি কি কর?

কাউ। তুমি কি কর?

মির্জ্জা। আমি সংসার দেখে বেড়াই।

কাউ। আমি আপ্‌নার মনের খোয়ার দেখে বেড়াই।

ফকি। (স্বগত) কৃ।

মির্জ্জা আচ্ছা, তোমায় যদি কেউ বড় লোক করে দেয়, বড় লোকের ঘরে সাদি দিয়ে দেয়, রাজার আদরে থাক।—

কাউ। তা হলে কি করি জিজ্ঞাসা কর্‌চ? তিন সেলাম্ ঝেড়ে সরি।

মির্জ্জা। কেন, এসব তুমি চাও না?

কাউ। না—মনের খোয়ার দেখ্‌তে চাই।

মির্জ্জা। এর চেয়ে আর কি খোয়ার দেখ্‌বে? পথে পথে ভিক্ষা করে খাচ্চ, আর খোয়ার কি হবে?

কাউ। তুমি ফকির, সংসার দেখ নেই! সংসারী হ'লে বুঝ্‌তে, যে আশায় আশা বাড়ে;—যত খোয়ার হচ্চে, খোয়ারের আশা তত বাড়্‌চে।

ফকি। (স্বগত) ঠিক।

মির্জ্জা। তুমি কখন প্রণয়ে পড়েচ?

কাউ। তোমার কিছু আমার প্রতি দরদ দেখ্‌চি যে? কিছু দরদি ফকির তুমি।—তা আমায় ছেড়ে যদি একটী মেয়ে মানুষকে দরদ জানাতে পার, তা'হলে তোমার দুনিয়া দেখার সাধ মেটে। দেখে আর কি শিখ্‌বে, হাড়ে হাড়ে ঠেকে শিখে যাও। দুনিয়ায় নারী কেন এসেছে জান? (অন্যমনস্ক ভাবে) আহা নারী! সংসারে এসেছ—বেশ করেচ! তোমায় না পেলে সয়তান কি করে ভোলাত? দোজক (নরক) কি করে ভর্ত্তি হ'ত? খোদাকে ভুলে কে সংসার কর্‌ত? এসেছ—বেশ করেচ, সংসার বেশ মাতিয়ে রেখেচ। সকলকে উন্মাদ করেচ, তবে আমিই ধরা পড়েছি!

ফকির। (স্বগত) ঠিক্।

মির্জ্জা। তোমার কথার আভাসে অনুমান হয়, তুমি কুচরিত্রাকে প্রেম অর্পণ করেছিলে, সেই জ্বালায় জ্বলচ। হয় ত সেই কুটীলার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হ'য়ে, কোন বন্ধুর নিকট বিশ্বাসঘাতক হয়েচ—সেই অনুতাপে দগ্ধ হচ্চ। হয় ত কোন কুলে কলঙ্ক অর্পণ করেচ তাই তোমার এ দশা; নচেৎ এত অনুতাপ তোমার কেন?—এ দশায়ও তোমার অনুতাপানল শীতল হচ্চে না কেন?

কাউ। হ্যাঁ—হ্যাঁ ঠিক্ বুঝেচ, ঠিক্ বুঝেচ। দংশেছে—দংশেছে—বুকের উপর দংশেছে! মাতার নামে কলঙ্ক দিয়েছি, বন্ধুর মনে আঘাত দিয়েচি। ঘৃণা করেচে, পায়ে ঠেলেচে, তা'র জন্য দেশত্যাগী, পথের ভিখারী, তবু তারে ভুলিনি। ভুলতে চাইনি, জ্বলতে চাই,—জ্বলতে চাই! বা—বা—কি খেলারে! —নারী! নারী কি তোর চোখের খেলা! কি তোর কথার ছলা! কি চাতুরীতেই তোর গড়ন! যে বিধাতা তোরে গড়েচে, সে তোরে এখন বুঝ্‌তে পারে কি না জানিনি। বা—বা—কি যাদু! কি মোহিনী!!

ফকি। (স্বগত) ঠিক্।

মির্জ্জা। শুন, শুন,—মার নামে কলঙ্ক অর্পণ করেচ কি? সত্য বল, যে তোমায় মার ন্যায় যত্ন করেছে, তার প্রতি কি তোমার ঘৃণিত দৃষ্টি পড়েছিল? মদিরার ঝোঁকে তাকে কি তুমি হাটে বাজারে কলঙ্কিনী বলে পরিচয় দিয়েছিলে? সত্য বল, তারে কি তুমি এখনও ভালবাস? তার ছবি নিয়ে কি তুমি উন্মাদ?

কাউ। কি, কি, সে মাতৃছবি—সে দেবছবি—যদি আমি মনে স্থান দিতে পার্‌তেম, দেবী-সেবা, মাতৃসেবায় যদি রত থাকৃতেম, দেবীর নিকট মিথ্যাবাদী হয়ে, দেবীকে প্রতারণা করে—দেবীর মানা অবহেলা করে, যদি সেই কুটীলার নিকট না যেতেম, তা'হলে কি আমার এ দশা হ'ত? কিন্তু তবু ভুলিনি, তবু ভুলবো না, ভুল্‌তে ইচ্ছাও নাই।

ফকি। (স্বগত) ঠিক্।

মির্জ্জা। (স্বগত) নিশ্চয় এ দুরাশয় চিনেছে আমায়।

ছলে চায় জন্মাতে প্রত্যয়—
মাতৃজ্ঞান করে গোলেন্দামে!
কিন্তু পুনঃ হয় সংশয় উদয়—
সত্য কিছু বুঝিতে না পারি।
আসিয়াছে মম অধিকার ত্যজি,
শোনে নাই গোলেন্দাম সিংহাসনে?
আছে তারি ধ্যানে,
তারি কোন তত্ত্ব নাহি রাখে?
দারুণ সংশয়! দারুণ সংশয়!
গোলেন্দামে যবে মনে হয়,
মুখ ভাব হইলে উদয়—
সংশয় পলায় দূরে।
কিন্তু দারুণ কলঙ্ক!

কলঙ্ক,—কলঙ্কহীন পুরে।
বেজেছে অন্তরে, আর না ফিরিব দেশে।
ফকিরী আমার, এ জীবনে সার
কিন্তু কই ?—তারেত' ভুলিতে নারি।
দিবস শর্ব্বরী অন্য মনে আছি তারি
ধ্যানে!
সত্য কয় কাউলফ নিশ্চয়,—
ভুলিবার নয়—ভুলিবার বৃথা আকিঞ্চন!

কাউ। কি হে, তোমারও যে ভাব লাগ্‌লো! যদি চোট্ লেগে থাকে, ফকিরী করে ঘুরে ফিরে জ্বালা জুড়'বে না,—ও কথা আমার পরিষ্কার জানা, তুমিও পরিষ্কার জেনে নাও।

মির্জ্জা। তুমি যারে ভালবাস'—তা যদি বল্‌তে পারি ?

কাউ। পার—পার্‌বে। আমার তা'তে আর বেশী কি কর্‌বে বল ? আমার মনকে কামড়ে বসে আছে, আমি ত জানি! তোমার বলায় আর কি কম্‌বে বাড়বে ?

ফকি। (স্বগত) ঠিক।

মির্জ্জা। তুমি দেলেরাকে ভালবাস ?

কাউ। আরও কিছু বুজরুকী তোমার থাকে, জাহির করে চলে যাও।

মির্জ্জা। তবে কি তুমি তারে ভাল বাস না ?

কাউ। কি করি আমি তা জানি নে, কিন্তু জ্বলি যে তাই জানি। এর নাম যা হয় তাই।

ফকি। (স্বগত) ঠিক্।

মির্জ্জা। (স্বগত) না ঠিক্ হ'ল না, বুঝ্‌তে পার্‌লেম না। যদি দেলেরাকে ভাল-বাস্‌তো—তার নাম শুনে অস্থির হ'ত, আমার কাছে তার সংবাদ জান্‌তে চাইতো না—মিছে কেন মনের যাতনা বাড়াই ? মার্জ্জনা করেছি, বধ করবো না। গোলেন্দামের ছবি এর অন্তরে রয়েছে!

কাউ। ভেবে কিছু ঠিক করা যায় না চাঁদ! ভেবে কিছু ঠিক হবে না। থাই পাবে না—থাই পাবে না! আমিও ঢের ভেবেচি, জুড়'তে যদি চাও, জুড়'বার ওষুধ কোথায় পাও দেখ, আমার কাছে নাই—থাক্‌লে তোমায় দিতেম।

ফকি। (স্বগত) ঠিক্।

মির্জ্জা। শোন শোন আমি সব বুঝেচি, গোলেন্দাম তোমার প্রণয়ের পাত্রী।

কাউ। কি—কি বল্লি দুরাচার! কে তুই ?—ফকির! তুমি যে হও তোমার মুখে এক পবিত্র মূর্ত্তি অঙ্কিত, তাইতে তুমি এমন কথা মুখে এনে আমার কাছে নিস্তার পেলে! নতুবা যম হলেও তোমার নিস্তার ছিল না। গোলেন্দাম আমার মা। ফকির! তুমি এমন কথা মুখে এনো না।

ফকি। কেন তুমি কর্‌তে ? আমরা দুজনে—তুমি একা কি কর্‌তে ?

কাউ। বৃথা দর্পে নাহি প্রয়োজন,
ছিল দিন, অস্ত্রের ঝন্‌ঝন।
বাজিত শ্রবণে—
একতান যন্ত্র-ধ্বনি জিনি।
তোমা সম শত জনে
রোধিতে নারিত অস্ত্র মম।
যাও চলে মঙ্গল কামনা যদি থাকে,
উন্মাদে করো না উত্তেজনা।
অনেক সহেছি, শব দেহে কেন আর
কর অস্ত্রাঘাত ?
দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত বদনে তব!—
ছিল মূর্ত্তি আরাধ্য দেবতা,
সেই হেতু পেয়েছ নিস্তার!
নাহি হায় সে দিন আমার,
আরাধ্য দেবতা প্রতিকূল।

[কাউলফের প্রস্থান।

মির্জ্জা। ফকির! তুমি ওর কথা শুন্‌লে ?

ফকি। সমস্তই শুনেছি।

মির্জ্জা। তোমায় কি বোধ হয় প্রতারণা করলে ?

ফকি। দুঃখের ভয়ে লোক প্রতারণা করে। লজ্জার ভয়, প্রাণের ভয়ে, মানের ভয়ে, লোক প্রতারণা করে। এ ব্যক্তি যে ভয়ের বাহিরে গিয়েচে, এর মনে আশার ছায়াও নাই!

মির্জ্জা। আচ্ছা, তুমি কি সংসার দেখলে ?

ফকি। আমি কিছু নূতন দেখলেম না। কি ফকির, কি সংসারী সকলকেই শিকলী বেঁধে ঘোরাচ্ছে। কারও লোহার শিকলী, কারও সোণার শিকলী। শিকলী বাঁধা উভয়েই।

মির্জ্জা। আমি ত দেখচি সমস্তই প্রতারণা।

ফকি। যদি নিশ্চয় জেনে থাকেন, সমস্তই প্রতারণা; যদি বুঝে থাকেন, আপনার মন আপনার সঙ্গে প্রতারণা করে নি, সকল কথা স্বরূপ বুঝিয়েছে; যদি নিরপেক্ষ হয়ে দেখে থাকেন সকলই ছল, দৃষ্টির উপর সন্দেহের ছায়া পড়ে নি, তা'হলে আপনার সংসার দেখা হয়েচে, আর নূতন কি দেখবেন ?

মির্জ্জা! যদি দেলেরার সঙ্গে এরে একত্রে দেখতে পাই, তা' হলে এর মনোভাব বুঝতে পারি এক দিন সায়েদ খাঁর গৃহে অতিথি হয়ে শুনেছি, যে দেলেরা এইখানে আছে। যদি দেলেরার সঙ্গে কাউলফের সাক্ষাৎ হয়, তা' হলে বুঝতে পারি—কাউলফ কার প্রেমাসক্ত ? কিন্তু তাতে কি সন্দেহের হাত হতে মুক্তি পাব? দেখি দেলেরার সঙ্গে যাতে এর সাক্ষাৎ হয়, সেই চেষ্টা করি।

ফকি। আপনার যেরূপ অভিরুচি। এখন কোথায় যেতে চান ?

মির্জ্জা। কোথাও না!—দূর হোক আর জোটাজোট করে কি হবে ? এ গোলেন্দামেরই অনুরক্ত নিশ্চয় বুঝেছি। বধ কর্ব্বো না।—বধ কর্ব্বো না,—প্রতিজ্ঞা করেছি—বধ কর্ব্বো না—পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্ব্বো না।—জ্বলবো—জ্বলবো!—জ্বালার হাতে তো নিস্তার নাই। তবে পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করে কেন মহাপাতকী হব! মার্জ্জনা করেছি—মার্জ্জনা করেছি। (ফকিরের প্রতি) আপনি কোথায় যেতে বলেন ?—কোথায় যাবেন ?

ফকি। আপনার সঙ্গে আমি এসেছি। আপনি যথায় যাবেন, আমি সেখানে যাব। যাওয়া আসার ঠিকানা ক'রে ফকিরী নিইনি।

ফকিরের গীত।

লাগা রহো মেরি মন,
পরম ধন কি মিলে বিন্ যতন।
যাঁহা ভাসাওয়ে হুঁয়াই ভাস্‌কে চল্ না,
কব আঁধিয়া উঠে, উস্কা ক্যা ঠিকানা,
মগন রহেকে আপনা সামাল্‌না—
হরদম্ উসিপর, নজর ফেল্‌না,
ওহি হ্যায় দোস্ত আওর কাঁহা মিলে কোন্॥
ওহি আপনা, সব্‌ভি বেগানা,
সমজ্‌লেনা কো আপন, এক হ্যায় উও
পরম ধন॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—০ঃ০—

তোরণ সম্মুখ।

কাউলফ।

কাউ। একি! আমি কি দেখচি ? একি স্বপ্ন ? সেই সব, তারাই সব! কিন্তু উল্টে গেছে—উল্টে গেছে। সেই বাদসার

চেহারা, কিন্তু ফকিরের মুখে —উল্টে গেছে ,উল্টে গেছে ! কি ওলট্ পালট্ খাওয়াচ্চে বাবা ! সেই বেগমের স্বর, কিন্তু রাজপুরে নয়—মোসাফের খানায়। বা—বা কি ওলট্ পালট্ ! সেই দেলেরার কথা, সেই কথাই চারি দিকে। তার কথা এক দিন শুনেছিলেম। সে এমন রাস্তায় না—সে এমন রাস্তায় না। সকলই ওলট্ পালট ! সকলই ওলট্ পালট্ খেয়েছে—খাড়া থাকি কেমন করে ! কি করি ?—দেখ্‌চি দুনিয়ার ঐ ভাবনার চাইতে আর ভাবনা নেই। কি করি—কি করি ? দেলেরাকেই ভাবি। ভাব্‌চি আর ভাববো কি ?—দেলেরায় ডুবে আছি !

(টাহার ও নেহারের প্রবেশ।)

নেহা। আমি এই পাগ্‌লার কথা বলেছিলেম। এ বেটা বে' করে ছেড়ে যেতে পারে। আর শুনেছিস্ ত'—এর মেয়ে মানুষের উপর ভারি ঘেন্না। ও টাকার জন্যে বে কর্ব্বে, তার পর বল্‌চি—নিশ্চয় ছেড়ে পালাবে। তা হলেই তোর কাজ হবে। কাজিই হুকুম দিয়েছে তো একজন বে' করে ছেড়ে গেলে, তুই বে' কর্ত্তে পার্ব্বি।

টাহা। কাজিত সোজা হুকুম দিয়েছে। এখন দেলেরাকে বে' করে ছেড়ে যায় কে ? ঐ পাগ্‌লাটার কথা বল্‌চিস্ ? ও এক রকমের পাগল আছে,—দেলেরাকে দেখে আর এক রকমের পাগল হবে।

নেহা। আচ্ছা দেখাই যাক্ না কেন।

টাহা। আচ্ছা দেখ্ তুই। আচ্ছা সত্যি বল্ দেখি, তারে ছাড়া সোজা ?

নেহা। তা বটে ভাই, বেটীর চেহারা বড় জবর।

টাহা। এই বোঝ্, তা নইলে বাবা বলেছিল, নেহারের সঙ্গে বে' দি, নেহার ত্যাগ করুক। আমি বল্লুম, "বাবা কেন বন্ধু বিচ্ছেদ করবে, নেহারের বাবারও সাধ্য নেই, ছেড়ে যায়।"

নেহা। আচ্ছা, বেটী সত্যি পেত্নী নয় তো ? আমার ভয় হয়, মানুষের অমন রূপ হয় ?

টাহা। পেত্নী হোক্, জিনি হোক, আর যেই হোক্,—পেত্নী হয়, না হয় ঘা ভাঙ্গবে। কিন্তু আমি প্রাণ থাক্‌তে ছাড়্‌তে পারবো না, তোকে পরিষ্কার বল্লুম।

নেহা। আচ্ছা দেখি না, পাগ্‌লা বেটা রাজী হয় কি না ?

টাহা। দেখতে চাস্—দেখ্। যদি রাজী হয়, কিন্তু বে দিতে হবে অন্ধকারে, বেটীর চেহারা দেখ্‌তে দেওয়া হবে না।

নেহা। ওরে ও পাগ্‌লা ! ও পাগ্‌লা ! শোন্ না !

কাউ। তুমি ত পাগল নও ঠিক জান ! সবাই পাগল ! যে মেয়ে মানুষের সংশ্রবে থাকে সেই পাগল, যে মেয়ে মানুষ দেখেচে এক দিক্ দিয়ে না এক দিক্ দিয়ে, তার ঘাড়ে পাগ্‌লাম চেপেচে। কেউ পিরীতে পাগল, নয় পিরীতের গরল খেয়ে পাগল, পাগল হতেই হবে বাবা ! জিনিষের গুণ যাবে কোথা ? পাগ্‌লামি কারও বাপেও এড়ায় নি, নইলে আজীবন খেটে, এক মাগীর পায়ে সর্ব্বস্ব ঢেলে যাবে কেন ?

টাহা। ওরে নেহার ? এ ব্যাটা পিরীতের চ'ও ! ও ব্যাটা, বেটীকে দেখ্‌লে ছেড়ে যাবে না।

কাউ। ছেড়ে যাব, কাকে ছেড়ে যাব ? প্রাণ ছাড়্‌তে প্রস্তুত আছি, তবু তাকে ছাড়্‌তে পার্‌ব না। নাও নাও, আমি বুক পেতে আছি, ছুরী মেরে আমার প্রাণ নাও, তাকে ভুলিয়ে দাও, তবে তোমায় দোস্ত জানবো।

৬০

টাহা। ওরে নেহার, দেখ্‌চিস্ কি ?

ওর দোস্তির যে তুফান, বেটা প্রাণ ছাড়বে, তবু তাকে ছাড়বে না।

কাউ। না—না কেন ছাড়বো? জ্বালায় যে সুখ আছে, সে যে জ্বলেচে সেই জানে। ত রে ভেবে সুখ, তার কথা ক'য়ে সুখ, তার আশায় সুখ, সে মুখ অন্তরে আঁকা, এ কে ছাড়বে? কেন ছাড়বে এ জ্বালাই যে তার জীবন!

টাহা। ও নেহার! এ ব্যাটা তাকে দেখেচে, নইলে এমন ক্ষেপন ক্ষেপে? আমার আশা আছে, এ বেটা নিরাশ হয়ে এমন কচ্চে।

নেহা। আচ্ছা দেখি না কেন, আমরা ত পরামর্শই করেছি অন্ধকারে বে দেবো, দেখা শুনা হবে না তো।

টাহা। নেই দেখ্‌লে,—কথা শু'ন্‌বে, ফুলের মত গায়ে হাত দেবে—গায়ের খোস্‌বো শু'ক্‌বে। আমি তোরে দিব্বি করে ব'ল্‌চি, নিশ্চয় তাকে দেখেচে।

কাউ। দেখেচি! তাকে দেখ্‌লে ভোল্‌বার যো নেই,—তার কথা শুন্‌লে ভোলবার যো নেই,—তার গন্ধ শুক্‌লে ভোলবার যো নেই,—তার নিশ্বাস লাগ্‌লে ভোলবার যো নেই।

টাহা। তুই যা বেটা, তুই দূর হ' বেটা, তাকে দেখেচিস্‌ বেটা! বে করা তোর কর্ম্ম য় বেটা, আমাকে মজাতে এসেচিস্‌ বেটা, -পাগলাম কর্‌বার আর যায়গা পাস্‌নি? সহর ছেড়ে যা বেটা, আমার বক্‌তে ড়া দিতে এসেচিস্‌ বেটা! ওরে নেহার, র আয়, বেটা সন্ধান পেলে সিঁদ্‌ কাট্‌বে। টা দাগা পেয়ে ভারি দাগাবাজ হয়েচে, মি বুঝ্‌তে পেরেছি।

কাউ। এই যে তুমিও পাগল দেখ্‌তে চ্চি। কি মোহিনী! অদ্ভুত মোহিনী!—খ, শুনে, ঠেকে, জেনে, কিছুতে বোঝা যায় না!—প্রাণ ছেয়ে রেখেচে। রাগের মুখ মনে পড়ে, হাসির মুখ মনে পড়ে, ঘৃণা মনে পড়ে, আদর মনে পড়ে, সকলেতেই মোহিনী—সকলেতেই মোহিনী! খুব খেলা—খুব খেলা! রকলেই ওলট পালট্‌ খাচ্চে—সকলেই ওলট্‌ পালট্‌ খাচ্চে! তবে আমি ধরা পড়েচি—এই লোকে পাগল বলে।

টাহা। দেখেচিস্‌—খুব করেচিস্‌ বেটা, চলে যা বেটা, তোর মত পাগ্‌লাম আমিও কত্তে পারি বেটা, তবেরে বেটা! নেহার—তুই বেটার বেটা, যদি ওর সঙ্গে কথা ক'স! —ও দাগাবাজ বেটা—বাট্‌পাড় বেটা—খুন খারাপি কর্‌বে বেটা। বেটা ঠিক্‌ দেখেচে,—চলে আয়, চলে আয়।

[নেহারকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

(বালকবেশে পরিয়ার প্রবেশ)

পরি। শুনতে প ই, রাস্তায় ফেলা অন্ন কুড়িয়ে খাও, তোমায় গৃহে অতিথি হ'তে ব'ল্লে, হও না! মঠে মঠধারীরা, সরাইয়ের অধ্যক্ষেরা, তোমায় যত্নে রাখ্‌বার চেষ্টা করে। সুখে থাক্‌লে থাক্‌তে পার, পথে পথে কেন ঘুরে বেড়াও?

কাউ। খুসী, তার উপর কথা আছে? জবাব ত পেলে, চলে যাও।

পরি। আর আমি যদি তোমার সঙ্গে থাকি?

কাউ। তা হ'তে পারে, তোমার দুস্‌মনের মত চেহারা বটে। তোমার নারীর মত অবয়ব, নারীর মত কথা, নারীর মত ধরণ-ধারণ।—তবে বাবা, আর নকলে কি কর্‌বে বেশী? জাত সাপে চুটীয়েচে, তোমার বিষে আর কিচ্ছু হবে না!

পরি। তবে তোমার সঙ্গে রইলুম।

কাউ। কেন, তোমার মতলবটা কি শুনি? মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চলে না, তা

কি তুমি জান না? তুমি ত একটা নাচাবার মত বাঁদর খুঁজ্‌চো? কার জন্যে খুঁজ্‌চো জানিনি। তা এখানে কেন, আর কোথাও যাও, আমিত অষ্টপ্রহর নাচ্‌চি, আমায় আর কি নাচাবে বল? কিন্তু দেখো ছোক্‌রা, সামলে চলো,—তোমায় কেউ না দড়ি ধরে নাচায়।

পরি। বিয়ে বিষক্ষয় হয় তা জান?

কাউ। হতে পারে বাবা, কিন্তু সে এ বিষ নয়। আদত টিপ্‌ ছোবল, এ ছোবলের বিষ কি ওঠে? কে কত ছোব্‌লাবে!

পরি। আচ্ছা, আমি যদি তোমার বিষ তুলে দিতে পারি?

কাউ। তুমি যদি আস্‌মানে ওড়াতে পার বল? তুমি যদি বল, চাঁদ চিব'তে পারি,—তুমি যদি বল, তারা খাও,—তুমি যদি বল, মেয়ে মানুষকে সরল কত্তে পার,—আমার ত বিশ্বাস জন্মাবে না চাঁদ!

পরি। আচ্ছা, তুমি দেখই না কেন?

কাউ। এই ত দুচোক্‌ চেয়ে আছি, কি দেখাবে দেখাও।

পরি। তুমি বে কর্‌বে?

কাউ। ধর কল্লেম, তার পর?

পরি। যদি বে কর ত যারে চাও—তারে পাও।

কাউ। হাঁ—হাঁ আবার বেইমানের বেইমান হই, আবার বাদ্‌সার প্রাণে তলোয়ারের চোট্‌ দিই! দেশত্যাগী হয়েচি, এইবার জমিন ছেড়ে যাই! ও সব সখে এস্তফা দিয়েছি চাঁদ,—তুমি পথ দেখ।

পরি। আমি তোমার বে দেওয়াব।

কাউ। পার—ভাল, আমার বাপের কাজ কর্‌বে।

পরি। আচ্ছা, কেন ঘুরে ঘুরে বেড়াও? টাকা পাবে,—রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ,—অট্টালিকায় থাক্‌বে, মান্য গণ্য হবে।

কাউ। আর ও খেলা, যদি খেলে এসে থাকি ছোক্‌রা? মান্য গণ্য ছিলেম, রাজার দোস্ত ছিলেম, অট্টালিকায় বেড়াতেম, ফল হয়েছে কি জান?—যে মার মতন আমায় যত্ন কর্‌তো, তার নামে কলঙ্ক দিয়েছি,—অন্নদাতা রাজার প্রাণে গরল ঢেলে দিয়ে এসেছি,—বন্ধুর প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, সে সক্‌ আর নেই! কে জানে তোমায় এত কথা কেন বল্‌চি? যদি দরদ করে এসে থাক, চলে যাও। আমায় দরদ করে কি কর্‌বে?—আমি দরদের বা'র।

পরি। আমার একটা উপকার কর।

কাউ। কি বে করে?

পরি। হাঁ।

কাউ। আ হা, কার সঙ্গে বে দেবে—নিয়ে এস আমি দাঁড়িয়ে আছি।

পরি। আচ্ছা, বে করে কি কর্‌বে?

কাউ। তুমি বলে দাও, তুমি কি ক'ত্তে বল শুনি? আমার কাজ শুধু বর হওয়া—বাকী কাজ তোমার।

পরি। আচ্ছা তুমি স্বীকার পাও—অন্ধকারে বে কর্‌বে!

কাউ। আমার আর আলো আঁধার কি চাঁদ!

পরি। আচ্ছা, বে করে—তার পরদিন তাকে ছেড়ে চলে যাবে?

কাউ। যদি পাল্লায় না পড়ি!

পরি। পাল্লায় না পড় কি?

কাউ। ও একটা আছে—ছোক্‌রা! যদি ঠেক'ত শিখ্‌বে। এখন তোমায় বল্‌চি ছেড়ে চলে আস্‌বো—পারি না পারি সে আমার হাত নয়।

পরি। আমি মনে করেছিলুম তুমি প্রেমিক,—একের ধ্যানেই আছ, আর কেউ তোমার মন হরণ কত্তে পারে না।

কাউ। ছোক্‌রা! তুমি জান না,—তুমি

জান না,—তুমি মেয়েমানুষকে চেন না, ওরা অঘটন ঘটাতে পারে। সে যদি এসে দাঁড়ায়, আমার পাগ্‌লাম এক তুড়িতে চলে যায়। যে আমায় ছাড়েনি, সে আমার সঙ্গে আছে,; কি জানি ক'নে হয়ে যদি গ্রেপ্তার করে! একবার ছুব্‌লেচে, আবার যদি ছোব্‌লায়?

পরি। আচ্ছা তারে যদি তুমি পাও, তারে কি তুমি নাও না? তুমি যেমন জ্বলচো, সে যদি তোমার জন্যে তেম্‌নি জ্বলে,—তা' হলে তুমি কি সান্ত্বনা কর না? যদি একবার অপরাধ করে থাকে, তার কি মার্জ্জনা নেই?

কাউ। তুমি কি বল্‌চো ভাই জানিনে,—অত বুঝ্‌তেও চাইনে। বে কত্তে বল্‌চো—রাজী আছি। ছাড়্‌তে পারি ছাড়বো, নইলে এখনও যে দশা—তখনও সেই দশা! কিন্তু তোমার কথায় আমার আশা বাড়চে,—আমি আশা ধরেই আছি। বে করে ছাড়্‌তে পারি ছাড়বো, না পারি আমি কি করবো, আমার ত হাত নেই

পরি। তোমার কোথায় দেখা পা'ব?

কাউ। এই যেখানে দেখা পেয়েচ।

পরি। একটী গান শুনবে?

কাউ। সে তোমার কৃপা—আমি ত গাইবো না।

পরিয়ার গীত।

যে জন যারে চায়, সেই ত তারে পায়।
হাওয়া ধ'রে নইলে কেন ফেরে দুনিয়ায়॥
দুনিয়া সখের শুনতে পাই, যদি না পাই
যারে চাই,
কিসের মিছে দুনিয়াদারি কেন ঘুরি ছাই!
ত'াত না সখের দুনিয়া,
সখের জিনিষ মিল্‌বে সখে, পেছ পা হয়ো না,
সাগর থেকে মানিক নিতে, তুফান দেখে কে
ডরায়,
সখের দুনিয়ায় তার কি সখ পোষায়॥

কাউ। ছোক্‌রা! তুমি আজও পাগল হওনি কেন বল দেখি?

পরি। পাগল হইনি কি করে জান্‌লে? পাগল না হ'লে তোমার সঙ্গে কথা কই?

কাউ। আচ্ছা, তোমার দেখে শেখা কথা, না ঠেকে শেখা কথা?

পরি। আমি দেখেও শিখেছি, ঠেকেও শিখেছি। শিখেছি কি জান? পরকে দিয়ে সুখ, পরের সুখে সুখ। আপনার সুখের প্রত্যাশা কর্‌লে, অনেক দুঃখ পেতে হয়।

কাউ। ছোক্‌রা, তোমার কথা আমি শুনবো। যদি আমায় তোমার দরকার হয়, মোসাফের খানায় আমার দেখা পাবে। তোমার কথা শুন্‌তে আমার বড় সখ্‌ হয়েচে,—তোমার কাছে কিছু শেখবার সখ হয়েচে। এমন দুনিয়া যদি তুমি দেখে থাক,—তুমি ছোক্‌রা, বহুত আচ্ছা ছেলে! এই ওলট্‌ পালটের মাঝে তুমিই একমাত্র খাড়া আছ। আর সব ওলট্‌ পালট্‌ খাচ্চে,—আর সব ওলট্‌ পালট্‌ খাচ্চে!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

সানিয়ার বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যান।

টাহার ও নেহার।

নেহা। তোর সঙ্গে ত' ঘুরে ঘুরে আমি হায়রান হলেম। তোর এক ছটাক সরাপের মায়া আমায় ছাড়্‌তে হোল! তোর দোস্তিতে তো খুব নাকাল হলুম। দুটো একটা কাঁচা পাকা মুখ দেখা যায়, এই খাতিরে ঘুরি; তা না হলে তুই যে নচ্ছার—তোর সঙ্গে আমি এক দণ্ড থাক্‌তেম না।

টাহা। চল্‌না—দুটা কাঁচা পাকা মুখই ত দেখাতে এনেচি। এই বাড়ীতে দেলেরা বেটীর সখীদের, বাবা রেখে দিয়েচে। একত্রে থাক্‌তে দেয় নি, পাছে কুমন্ত্র ফোঁকে। চল্‌না—খানিক ইয়ারকি দিয়ে আসি।

নেহা। সেই সিঁদুর মাখা বুড়ো ইয়ার আছে ?

টাহা। তা থাক্‌লেই বা ভয় কি ? সে বড় ইয়ার।

নেহা। আমার ভয় নেই। বেটীকে দেখ্‌লে তোর পিরীতের পাখ্‌না ঝরে যাবে !

টাহা। নে—নে ন্যাকরা করিস্‌ নি; সে তো আর সত্যি পেত্নী নয় ?

নেহা। পেত্নীর কি আর ল্যাজ্‌ বেরোয় ? তুই রোজা ডাক, ওর জোড়া পেত্নী যদি কোন বেটা বার কর্ত্তে পারে, আমি তোর হাতের দু'শ জুতো খেয়ে বা'র হব।

টাহা। চল্‌না, খানিক মজা করে আসি।

নেহা। মজা ভেট্‌কে উঠ্‌বে !—তোর মৎলব খানা কি ?

টাহা। ওরে তুই শুনেচিস্‌ ত সেই পাগ্‌লা বেটার সঙ্গে বাবা, দেলেরার বে দেবেই। কিন্তু আমার ধোঁকা হচ্চে—বেটা যে পিরীতের চাঁও, বেটা একবার কাছে ব'সে গায়ে হাত দিলেই আর সর্‌বে না, যদি না সরে ! এই বেটীদের ছেড়ে দিলেই, বাপ্‌ বাপ্‌ করে পালাতে পথ পাবে না।

নেহা। হ্যাঁ তুই একটা মৎলববাজ বটে। দু'শ চাবুকে যা না হতো, ঐ বুড়ী বেটীকে ছেড়ে দিলেই তাই হবে! সেই রকম ঝাঁপা পর্‌তে বলিস্‌।

টাহা। তুই যাচ্চিস্‌ যে ?

নেহা। আমি বেটীদের সাম্‌নে কিছু ধোঁকা খাই চাঁদ ! আমার ইয়ারকি বেক্স তেলেয় উঠ্‌বে। বেটীরে যদি আবার হুঙ্কার দিয়ে বলে যে খোড়ন্তু,'—আমি হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে চার পায়ে ছুট্‌বো।

টাহা। আরে না—না, এখন কত খাতির জানিস্‌ ?

নেহা। আচ্ছা তোর খোয়ারটাও দেখি ? তোর আমারও খোয়ার আছে !

টাহা। (দরজায় আঘাত করিয়া) সানিয়া ! সানিয়া ! !

সানি। (নেপথ্যে) কেগা—দোর ঠেলাঠেলি করে ?

নেহা। ঐ শোন্‌, তুই মন্ত্র শিখেছিস্‌, এক ফুঁয়েই নাবিয়েচিস্‌।

টাহা। আমি টাহার।

সানি। (নেপথ্যে) কে ? টাহার সাহেব! আসুন্‌—আসুন ! কি ভাগ্যি ! তা আমি সেজেগুজে বের'বো, না অম্‌নি বের'বো ?

নেহা। তুমি অম্‌নি বেরিয়ে পড় চাঁদ ! —অম্‌নিতেই আঁত্‌কে উঠ্‌বো এখন !

(সানিয়ার দোর উদ্ঘাটন ও প্রবেশ)

নেহা। (টাহারকে অগ্রসর করিয়া দিয়া) টাহার, সামাল্‌।

টাহা। দেখ সানিয়া, তোমায় একটী উপকার কত্তে হবে। এক বেটাকে ভয় দেখাতে হবে।

সানি। ওমা ! কুলনারী, ভয় দেখাব কেমন করে গো ?

নেহা। প্রেম করে গো, প্রেম করে ! সেই যেমন—সেই ঝাঁপা প'রে, গালে সিঁদুর মেখে, আমাদের তাড়া লাগিয়ে ছিলে ! তার আধা—আধি রকমের প্রেমের তুফা-নেই কাজ হবে।

টাহা। এ কাজটী তোমায় কর্‌তেই হবে।

সানি। তবে সব সখীদের ডাকি, তারা কি মত করে।

নেহা। আর ডাকাডাকিতে কাজ নেই, তারা তোমার বনেয়া—খুব মজবুত আছে! আম্‌রা যে দেখছ' মেড়াকান্ত, তার উপর মেড়াকান্ত সে বেটা,—সে বেটা আবার পাগল!

সানি। না—না আমায় সবাইকে ডাকৃতে হবে। ওলো—আয়না লো—আয়! —টাহার ম'শায় কি বল্‌চেন শোন।

সখিগণের প্রবেশ ও গীত।

এই এলুম চলে, ছিলুম সবাই এদিক
ওদিকে।
কেউ ধরেছি সাপের ছানা, কেউ পুযেছি
টিক্‌টিকে।
ওড়ে আর্‌সোলা, দেখি তুবেলা, প্রাণসই
হইলো উতলা.
করেছে ঝালা পালা ব'লব কি তোকে,
কেলে হুলো, বাড়ায় ন্নুলো চিক্‌ চিকে,
ওম্‌নি চোক ঘুরিয়ে হাসি সখি ফিক্‌ ফিকে॥

নেহা। দেখ, এমনি টিক্‌টিকে পুষে জেঁকে জুঁকে এলেই—ব্যস্‌—প্রেমের চূড়ন্ত হয়ে যাবে। টাহার, তুই খুব মতলববাজ!

মনি। কি হয়েচে লো, কি হয়েচে শুনি? টাহার গুণমণি, অনেকদিন দেখিনি তোমার চন্দ্রবদন খানি।

নেহা। সে ভালই করেচ—সে ভালই করেচ;—এখন কথাটা কি শোন না।

সানি। ওলো আমাদের আবার প্রেম কর্‌তে হবে।

মনি। সই! সই! প্রেম না করে আর বাঁচি কই? এস টাহার শশী, তোমার বুকের উপর বসি!

নেহা। টাহার! আমি চল্লুম—আমার খুসী! বেটী বুকে বস্‌তে চায় শুন্‌চিস্‌?

মনি। সাধে বস্‌তে চাই? প্রেমের জ্বালায় বস্‌তে চাই—পিরীতে আই ঢাই খাই।

টাহা। ওগো এখন না—এখন না, কাল সকালে আই ঢাই খেও, যত পার প্রেম ক'রো। সে বেটা আমার চেয়েও বোকা। বেটাকে যদি তাড়াতে পার, এক এক ছড়া হার এক এক জনকে দেব।

(সখীর গীত)

যদি প্রেম কর্‌তে বল প্রেম করি।
মনে হায় হয় গো সদাই ঘাড়টা তার চেপে
ধরি॥
যদি কেউ চার পায়ে হাঁটে,
বুঝ্‌বো রসিক সে বটে,
দেখি কে প্রেমিক পুরুষ
চট পটে, গট গটে, কট কটে,
যে অষ্টরম্ভা আড়ে গেলে খুব সেঁটে,
আমরি, নাগরী,তার তরে,
প্রাণ সরে, করে ফেলি ঝক্‌মারি,
পারি ত তেড়ে ধরি, নয় সরি॥

মনি। এস—তোম্‌রা কে প্রেম কর্‌বে এস!

নেহা। সে আজ না কাল—সে আজ না কাল। কাল খুব প্রেম হবে—কাল খুব প্রেম হবে।

টাহা। দেখ সানিয়া! কথা রইল, এম্‌নি কর্‌লেই হবে আর কি! তুমি মনিয়া ছেড়ে দিলেই কিস্তি মাত কর্‌বে।

নেহা। মনিয়া! যদি এই ঢং ঢাং গুলো ছাড়। তোমার চোকে কতক লজ্জা ত আছে; আমায় আধ গেরেপ্তার করেছ! কিন্তু তোমার আচরণে তো ঘেস্‌বার যো নেই বাবা! নইলে নিরিবিলি তু'টো কথা বল্‌তুম।

টাহা। এই তো দেখ্‌ছি তোর কতক পিরীত হয়েছে?

নেহা। পিরীত হয়, কিন্তু ওর আচরণে যে পিরীত ইস্তফা দিয়ে যায়।

টাহা। সানিয়া—সানিয়া—তবে কথা রইলো।

সানি। হ্যাঁ—তা যা—বলছেন।

[টাহার ও নেহারের প্রস্থান।

সানি। ওলো তোর বরাত ফিরেছে, তোর উপর নেহার ছোঁড়ার চোক্ পড়েছে।

মনি। আমিও ত ওকে চাই, মনের সখে রাত দিন নাচাই।

সানি। কিন্তু দেখ্ এদিকে সর্ব্বনাশ—দেলেরার বর জুটেছে! টাকার লোভে সে বে করে ছেড়ে যাবে, আর টাহারের সঙ্গে জোর করে বে দিবে,—তা হলে দেলেরা বাঁচ্‌বে না। একজন উদাসিনী এসেছেন, আজ রাত্রে আমরা তাঁর কাছে যাব; তিনি যদি কোন উপায় কর্‌তে পারেন ত হয়। শুনেচি তিনি অনেকের ভাল করেছেন।

[মনিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মনিয়ার গীত।

সাদা কথা বল্‌বি মন আমায়?
এই বাঁদরটাকে প্রাণটা কিসে চায়!
মনের খেলা বোঝা ভার,
নারীর মনের খুব বেশী বাহার,
নারী কখন্ কিসে কার,
সে তো মন জানে না তার,
কেউ সিংগী পোষে শিকলি বেঁধে,
বাঁদর নিয়ে কেউ নাচায়।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—*—

দরদালান।

সায়েদ খাঁ ও টাহার।

টাহা। খবরদার, একদম্ আলো না থাকে। বাবা, তোমার লোককে সব সতর্ক করে দাও, নইলে খুন-খারাপি হবে। ঐ বর বেটার খানা তল্লাসি করাও—চক্‌মকি-টক্‌মকি কাছে না রাখে।

সায়ে। আরে নে—নে, অমন কচ্চিস্ কেন?

টাহা। তুমি বোঝ না বাবা, ও চক্‌মকির আলোতে বেটীকে দেখ্‌লে ও পাগ্‌লার মুণ্ডু ঘুরে যাবে বাবা! তোমায় বাবা বলে তাই কিছু বলিনি; তুমি তার সঙ্গে যে রকম কথা কও, আর কেউ ও রকম কথা কইলে, তার মাথা ভেঙ্গে দিতুম। আমার প্রাণে সয় না বাবা—আমার প্রাণে সয় না বাবা! কাজি সাহেবের পায়ে ধরে এই বাসর ঘরটা মোকুব করে দাও। ওঃ—ভোর রাত বেটা কাছে বসে থাক্‌বে, বেটা বেটীর গায়ে হাত দিলেই আমার বক্‌তে পয়জার!

সায়ে। বেটা তোর খালি বেল্লকোপনা।

টাহা। বাবা, দরদি বাবা হোতে ত প্রাণের দরদ বুঝ্‌তে। এই বুকটো ধড়্ ফড়্ কচ্চে—হাত দিয়ে দেখ।

(কাজি, কাউলফ, দেলেরা ও পরিয়ার প্রবেশ)

কাজি। খাঁ সাহেব, বিবাহ হয়ে গেছে। প্রথামত বাসরে আজ রাত্রি যাপন করতে দেন, কাল আপনার অঙ্গীকার মত অর্থ দিয়ে বিদায় দেবেন।

টাহা। কাজি সাহেব, ঐ বাসরটা মোকুব করুন,—বাসরটা মোকুব করুন। আজ রাতারাতি বিদেয় যা দেবার কথা তার ডবল দেন। বেটা একবার বস্‌লে আর ছাড়বে না। তুমি জান না কাজি সাহেব, বেটা পিরীত বাজ।

কাজি। কি পাগলের মত কথা ক'চ্চ! শাস্ত্র কখন লঙ্ঘন হতে পারে না।

টাহা। কাজি সাহেব এখনও পাগল হইনি, এই ভোর রাত ভেবে ভেবে পাগল হব।

কাজি। (কাউলফের প্রতি) মহাশয়, কাল প্রাতে আপনি পুরস্কার নিয়ে একে ছেড়ে যাবেন—কেমন?

কাউ। কাজি সাহেব, আমার উকীলকে জিজ্ঞাসা করুন। ছোক্‌রা তুমি ত উকীলি ক'চ্চ, কি কত্তে হবে বলে দাও। আমি ত বর খাড়া আছি, আমায় কাজ আমি করেচি, বাকি কাজ তুমি কর।

পরি। কাজি সাহেব কেন ভাব্‌চেন? ও পাগলা, কোন্‌ দিকে চলে যাবে।

টাহা। পাগল করে যাবে ছোক্‌রা—পাগল করে যাবে! তুমি বোঝ না ও পিরীতের লাট্টু—পিরীতের ঝোঁকেই রয়েচে।

কাজি। খাঁ সাহেব কোন ভয় নাই। দেখ্‌লেম উন্মাদ, বোধ হয় পুরস্কারও চাইবে না। তবে যা দিতে অঙ্গীকার করেচেন, ওঁর ছোক্‌রাকে দিবেন।

টাহা। ছোক্‌রা, তুমি যা চাও দেব, ভোরের বেলা তুমি বেটাকে সরিয়ে নিয়ে যেও কিন্তু!

কাজি। চলুন—বর কনে বাসর ঘরে থাকুক—আমরা বিদায় হই।

টাহা। বেটা বুকে শেল মার্‌বে,—ভোর রাত কাটাবে!

[কাজির প্রস্থান।

সায়ে। (কাউলফের প্রতি) চল বাবা ঘরে।

[সায়েদ খাঁ, দেলেরা ও কাউলফের প্রস্থান।

টাহা। ছোক্‌রা! ছোক্‌রা!

পরি। আর আমি যদি ছুক্‌রি হই?

টাহা। আরও বাহবা, ঠিক্‌ ঠিক্‌ জোটা-জোট্‌ করেচ, কিন্তু ভাই শেষ রেখ।

পরি। আর আমার মন যে তোমার উপর মজেছে!

টাহা। সে তোমার মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ কর্‌বো। একবার দেলেরা বেটীর সঙ্গে বে হলে, আমি দশ ইয়ার নিয়ে দেদার ইয়ার্কি দেব। ঐ এক বেটীর পায়ে বাঁধা থাকবো? সে পাত্র আমায় পাও নাই! তবে কি জান ভাই—না বিবি—বড় ঝোঁকটা পড়ে গিয়েচে, বেটীর নয়নার ভারি জুত দেখেচ ত!

পরি। তা হলে কি তুমি আমার পানে চাইবে?

টাহা। চাইবো, তোমার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌চি—চাইবো। তুমি যদি মেয়ে মানুষ হও তো খুব জুতের মেয়ে মানুষ বটে, তবে ও বেটীর মতন নয়। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বই করবো, দু'টো দিন সবুর কর।

পরি। আমায় ভাল বাস্‌বে?

টাহা। সাফ্‌ কথা বল্‌চি চাঁদ—আমি ভালবাসার ধার ধারিনি। এ বেটীর মতন কত বেটীর ঝোঁকে পড়েছি, কিন্তু এটা কিছু বাড়াবাড়ি রকম বুঝলে? তার উপর বেটীর বাপের বিষয়টা হাতে লাগবে—এই ডবল দাঁওয়ে ফিরচি। হ্যাঁ হ্যাঁ—আমি বাপের বেটা—শেয়ানা আছি বুঝলে? কিন্তু তোমার মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ কর্‌বো, স্বীকার পেলেম।

পরি। আচ্ছা, আমি আশা করে রইলুম।

টাহা। এই চার পাঁচ দিন সবুর কর বাপের বেটা—একই কথা।

[পরিয়ার প্রস্থান।

টাহা। ছোঁড়া যদি ছুঁড়ি হয় ত খুব জুত্‌ সই বটে। আমায় পছন্দ হয়েচে—হবে না—জুত্‌ সই দেখেচে কেমন—কিন্তু আজ রাতটে কোন রকমে কাটাতে পারলে হয়। বেটা পাগলামর ঝোঁকে যদি গায়ে হাত দেয়—তবেই গেচি!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

সমরকন্দ।

বাসরঘর।

কাউন্‌ফ ও দেলেরা।

কাউ। কোথায় আছি? হ্যাঁ বর আমি—বাসর! কিন্তু এখানেও ত সেই ঢেউ—সেই দেলেরা। কে বাবা! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কে? এও যে বাবা বুক ফাটা নিশ্বেস,—এ তো ফাকা রকম নয়! বোধ হ'চ্চে কনে! অবশ্যি জোর বরাতে কনে,—নইলে আমার সঙ্গে জোট পাট খেত না। পরের কথায় কাজ নেই বাবা, আপনার কথা নিয়েই থাকি।

দেলে। জীবন বহিল এক স্রোতে,
পরিণাম কে জানে কোথায়?
মৃত্যু বিনা কোথায় আশ্রয়!
নিজ করে ধরে ছুরী বিধেছি হৃদয়—
ভাবিলে উপায় কিবা হবে!
একি হোল—কুল নাহি কোন দিকে!
বিনা হৃদয়ের ধন,
পরে দেহ করিবে স্পর্শন,
বিনা মৃত্যু-আলিঙ্গন
নিস্তার কোথায় আর!
হ'ব দ্বিচারিণী, প্রাণ তুচ্ছ গণি,
এই খেদ মনে, পুন দেখা নাহি তার সনে—
নারিলাম মার্জ্জনা চাহিতে।
কেন ভাবি,—সে ত সদাশয়,
ক্ষমা মোরে ক'রেছে নিশ্চয়।
আহা অহঙ্কারে বিদায় দিয়েছি তারে—
ছিছি এ জ্বালা কি মরণে জুড়াবে?
আশা প্রতারণা, জীবন ছলনা,
প্রেমে গড়া নহে এ সংসার;—
নহে কেন প্রাণধন সর্ব্বস্ব আমার—
এত দিনে আমার না হোল!
আশার ছলনা, মিথ্যা প্রতারণা,
ছি ছি কেন আশা ধরে—
এত দিন রেখেছি জীবন।

কাউ। বাবা, আবার সেই বুকভাঙ্গা নিশ্বাস? একি! ব্যাটাছেলে কনে? নারীর প্রাণে কি এমন ব্যথা হয়—যাতে এমন নিশ্বেস পড়ে! একি কাকেও ছোব্‌লাতে পায় নি বলে গর্জ্জাচ্চে নাকি? বাবা, মেয়ে মানুষের প্রাণে ত প্রেম নেই—তবে সবই সুন্দর—সবই সুন্দর! বেটাছেলের আর উপায় নেই। দেখ্‌লেই মজ্‌তে হবে। একি বিবির ব্যাপারটা কি! যদি মেয়ে মানুষ কারুর পিরীতে পড়ে থাকে, এও এক নূতন রকমের ওলট্ পালট। ভাল ভাবটাই নি—একটা কথা কই। হ্যাগা, কে তুমি ভাগ্যবতী কনে—এক পাশে পড়ে নিশ্বেস ঝাড়ছো? যদি আমার মতন তোমার বরাত হয়, এস না দু'ট কথা কই—রাতটা ত কাটাতে হবে?

দেলে। (স্বগতঃ) একি—এ কার স্বর! (বুকে হাত দিয়া) স্থির হও—আশা স্থির হও! আশা! আবার তোমার একি খেলা?

কাউ। কেন চাঁদ সাড়া দিচ্চ না কেন? আজ ত তোমার বর—দুটো কথারও তো একতার রাখি!

দেলে। তুমি কে?

কাউ। কে—এ—না—তার স্বর তো অষ্ট প্রহরই শুনচি! বাবা, প্রাণের ধোঁকা দেখেছ, এই আঁধার ঘরে দেলেরাকে পাব মনে কচ্চি!

দেলে। নীরব হলে যে? কথার উত্তর দিলে না?

কাউ। কি উত্তর দিব বল? আমি কে জিজ্ঞাসা কচ্চ?—অনেক ঠাউরে বল্‌তে হয়। এখন একটা পাগল, ধরে এনে বে দিয়েছে।

আমার কিছু নূতন নেই, বরং তুমি কে বল দু'ট শুনি।

দেলে। কেন তুমি ত পাগল নও—বেশ কথা ক'চ্চ।

কাউ। আমার প্রাণটা কেমন হয়ে উঠেচে! তোমার নিজের স্বরে কথা ক'চ্চ—না আর কারুর স্বর শিখেচ? ঠিক তোমার মত অমনি স্বর আমি শুনেচি। সেই স্বর আমি অষ্ট প্রহর শুন্‌চি! তোমায় দেখতে পাচ্ছি নি, তোমায় জানি নি, কিন্তু তোমার স্বরে যে চক্ষের উপর একটী ছবি এসে দাঁড়াচ্চে, সে অতি সুন্দর—অতি মনোহর! সে ছবি যদি তুমি দেখতে পেতে, তুমিও মোহিত হোতে! আমি মোহিত হয়ে আছি—পাগল হয়ে আছি। ভুলিনি, ভুলিনি, জ্বল্‌চি—তবু ভুলিনি। সে ভোল্‌বার নয়—ভোল্‌বার নয়।

দেলে। আমার কথা শুনবে? আমিও পাগলিনী। আমার হৃদয়ের মণি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, অযত্ন করে তাড়িয়ে দিয়েছি, তারে সর্ব্বত্যাগী করে'চি, তার আর দেখা পাই নি। তার চরণে মার্জ্জনা চেয়ে মরবো—সে অবকাশও আমার হয় নি; তবু আশা ধরে এত দিন ছিলেম। আমার নাম অভাগিনী দেলেরা।

কাউ। কি!—কি!—তুমি দেলেরা! দেলেরা! কাউলফের সর্ব্বস্ব ধন দেলেরা! সত্য বল, সত্য বল, আমি বড় জ্বলচি—আমার সঙ্গে প্রতারণা কোর না।

দেলে। তুমি যদি সত্য কাউলফ হও, তুমি কি বুঝতে পারচ না আমি দেলেরা কি না? তুমি কি বুঝতে পারচ না যে এক জন অভাগিনী তোমার সঙ্গে কথা ক'চ্চে? আমি যদি দেলেরা নই, এমন অভাগিনী আর কে আছে! কাউলফ হারা আর কে হয়েচে? আমি চিন্‌তে পেরেচি তুমি কাউলফ! তুমি কেন আমায় চিন্‌তে পাচ্চ না?

কাউ। প্রাণেশ্বরী—প্রাণেশ্বরী! তুমি কাছে এস। কালরজনী পোহাবে, আমায় তোমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেবে। এস, কাছে এস।

দেলে। কে তোমায় তাড়াবে? কে তোমায় আর আমার কাছে থেকে নিয়ে যাবে। তবে তুমি যদি মার্জ্জনা না কর—তুমি যদি পায়ে ঠেলে চলে যাও, আমি দ্বিচারিণী হবো না, আমি তখনি তোমার পায়ে প্রাণ রেখে দেখাব, যে আমার ভালবাসার কম নেই। তোমায় দুঃখ দিয়েছি না জেনে—সুধায় গরল উঠ্‌বে, তা জানিনি। পরিহাস কত্তে গিয়ে সর্ব্বনাশ করেছি। আমি নারী,—তুমি আমায় মার্জ্জনা কর।

কাউ। মার্জ্জনা? দেলেরা, তুমি কি এখন আমার মন বুঝ্‌তে পার নি? তুমি কি জান না, কি নিয়ে আমি রাস্তায় রাস্তায় বেড়াই? দেলেরা! তোমার ধ্যান, তোমার ছবি, তোমার কথা, তোমার চিন্তা,—তোমা ছাড়া পাগলের আর কি আছে? আমি সর্ব্বত্যাগী, কিন্তু তোমায় এক মুহূর্ত্তের জন্য ত্যাগ করিনি।

দেলে। তবে তুমি আর আমায় ছেড় না। কাজি! কাজির কি সাধ্য যে পতি পত্নী ভেদ করে? তুমি আমায় ছেড় না, আমি তোমার সঙ্গে পথে পথে বেড়াব। আমার পিতৃ সম্পত্তির প্রয়োজন নাই, আমার কিছুই প্রয়োজন নাই—আমার প্রয়োজন তুমি। তোমায় পেয়েছি, আর আমি ছাড়্‌বো না।

কাউ। তবে আমিও শপথ কচ্চি, আমার প্রাণ থাক্‌তে আমিও তোমায় ছাড়্‌বো না। এতে কাজির কোপে, রাজার কোপে, আমার প্রাণ যায়—সেও স্বীকার।

দেলে। কিন্তু প্রভাত নিকট, এখনি এদের লোক তোমায় নিয়ে যেতে আস্‌বে। তুমি কি বল্‌বে?

কাউ। বল্‌বো, আমার প্রাণেশ্বরী আমি ফিরে পেয়েছি, আমার প্রাণ থাক্‌তে ছেড়ে যাব না।

দেলে। কাজির কোপে যে পড়্‌বে?

কাউ। কাজি দণ্ড দিতে পার্‌বে, কিন্তু কোরাণের নিষেধ, বিবাহ রদ হবে না। শাস্ত্রমত বিবাহ হয়েচে, তুমি আমার পত্নী। তুমি যদি আমার হও, কে তোমায় আমার কাছ থেকে নেবে?

দেলে। আমি তোমার। যা হয় হবে,—তুমি পায়ে ঠেল না!

কাউ। প্রাণেশ্বরী!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

সমরকন্দ—বাসর-ঘর।

(কাউলফ ও দেলেরা।)

কাউ। কৈ—পালাবার ত কোন উপায় নাই। প্রভাত নিকট, এস তোমায় একবার জন্মের শোধ দেখি। আহা কি সুন্দর! দেখি, দেখি, অনিমিষ নেত্রে দেখি। বোধ হয় রাজদণ্ডে কাল প্রাণ যাবে। প্রাণ যায় যাবে, তবু আমি তোমায় ছেড়ে যেতে পার্‌বো না। আমার প্রাণ থাক্‌তে তোমায় ত্যাগ ক'রেছি, এ কথা আমার জিহ্বায় আস্‌বে না!

দেলে। কাউলফ! তুমি যেথা, আমি সেথা। যদি রাজদণ্ডে তোমার প্রাণ যায়, আমি তোমার সহধর্ম্মিণী,—স্বামী-অনুবর্ত্তিনী হ'ব। কাউলফ! জীবনে মরণে আর আমাদের কেউ ছাড়াতে পার্‌বে না! এস আমরা ঘরের মধ্যে যাই। কে আস্‌ছে—বোধ হয় টাহারের দুত। এস—এস, ঘরে এস। যতক্ষণ একত্রে থাকি, ততক্ষণই ভাল।

[উভয়ের গৃহমধ্যে প্রবেশ।

(টাহারের ভৃত্যদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম ভৃ। ওহে বাপু—ওহে বাপু! ওহে হাকিম! ওহে বর! দোর খোল,—দোর খোলহে—দোর খোল!—

২য় ভৃ। মরে ঘুমুচ্চে।

১ম ভৃ। ওহে আয়েসে ঘুমুচ্চে—আয়েসে ঘুমুচ্চে!—তোমার আমার মতন নয় ত, ভোর রাতটে টানা আর পড়েন!

২য় ভৃ। যা বল্লি ভাই! বেটা রাস্তার ভিখিরী, ওর বরাতে এক রাত্রি মজাও চল্লো, আবার ছালা ভরা মোহর নিয়ে যাবে।

১ম ভৃ। ওহে ওঠ না, নাগরালা রাখ না!—উঠবে? না, উঠবে না—বল?

(টাহার ও নেহারের প্রবেশ।)

টাহা। বাবা, এমন ছ'মেসে রাত্রি আমার বাবার জন্মে দেখিনি,—ভোর আর হয় না।

নেহা। তুই খুব জ্বালাতন করেছিস্ বটে, তুই ভোর রাতটা জ্বালাতন করেছিস,—এই ভোর হলো! আর লোক গুলোকে খালি ছুটোছুটী করিয়েছিস্! এখনও সূর্য্যি উঠে নাই।

টাহা। ওরে বেটারা দাঁড়িয়ে র'য়েছিস্ কি—দোর ঠেল না!

১ম ভৃ। হুজুর। সেই ইস্তক্ দোর ঠেলাঠেলি কচ্চি, কেউ সাড়া দেয় না।

টাহা। সাড়া দেয় না কিরে? ওর বাবা

সাড়া দেবে,—সাড়া দেবে না ? মস্কারামো! —ঠেল্—ঠেল্—দোর ঠেল্।

১ম ভৃ। ওগো ওঠ না গো ওগো ওঠ গো!

টাহা। জোরে ধাক্কা দে না বেটা!—ভাঙ্গে ভাঙ্‌বে,—তোর বাবার দোরত' ভাঙ্‌বে না। ও নেহার! বেটা মাল নিয়ে সটকেছে! ওরে, দোর খোল্ না,—স্যাকরা পেয়েছিস্—না ? রোদ উঠে পড়'লো, ওঁর বাসরের সক্ আর মিট্‌ল' না! নাগরে আর গুজর হ'চ্ছে না! ও দেলেরা—ও দেলেরা! তুমিই উঠে দোরটা খুলে দাও না? বেটা জানালা গ'লে পালাল না কি ? দোর খোল্, —দোর খোল্—ওরে, তোর সাত গুষ্টির পায়ে পড়ি—দোর খোল্। বাবা—বাবা! খিল্ দিয়ে এক ফ্যাসাদ দেখ!

নেহা। তুমি কেমন মানুষ হে? সাড়া দাও না—ওঠ না।

টাহা। বাবা—বাবা! খুনো খুনি হয় দেখ সে,—দোর ভাঙ্।

[দোর ভঙ্গ করণ।

ওরে নেহার! সর্ব্বনাশ ক'রেছে,—দেখে ফেলেছে।

(সায়েদ খাঁর প্রবেশ।)

সায়ে। কিরে—কিরে?—গাধার মতন চেঁচাচ্ছিস্ কেন ?

টাহা। বাবা! আমার বক্‌তে নুড়ো দিয়েছে গো,—বেটা দেখে ফেলেছে!—ঐ দেখ, বেটা মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সায়ে। মহাশয়! আসুন—বহির্ব্বাটীতে আসুন, রাত্রে কোন কষ্ট হয় নাই ? (স্বগতঃ) ক্ষেপা বেটা করে কি ?—মুখ চেয়েই যে রইল!

টাহা। (ভৃত্যদ্বয়ের প্রতি) ওরে বেটারা, দেখ্‌ছিস্ কি ? ধর্ বেটারা,—টেনে সরিয়ে নে বেটারা! নেহার,—নেহার!—বেটার চোখ টিপে ধর।

কাউ। দেলেরা—দেলেরা!—এই ত' সময়,—এইত' কালপ্রভাত উদয়!—কি হবে কে জানে!

দেলে। যাই হোক্—জীবনে মরণে আমি তোমার।

টাহা। বাবা, দেখ্‌ছো কি ?—খুন্ খারাপি হবে,—বেটা প্রেমালাপ কচ্চে!

নেহা। টাহার, সানিয়াদের ছেড়ে দে —সানিয়াদের ছেড়ে দে! আর উপায় নাই।

টাহা। যাবিনি বেটা—দাঁড়' বেটা! সানিয়া—সানিয়া! বাবা, বাবা হ'য়ে এমন দুষমন হ'তে হয়? যদি বাপ হ'তে চাও, তবে আজ দেলেরাকে যেমন করে হোক্ আমায় দিইয়ে দাও;—নইলে বাপ-বেটায় আজ ফার্‌খত।

সায়ে। একি ? পলক পড়ে না! অনিমিষ-নেত্রে চেয়ে রয়েছে। কি, ছেড়ে যাবে না নাকি ?

নেহা। খাঁ সাহেব! দেখ্‌ছো কি? ও ছাড়বে না।

সায়ে। না না—পগ্‌লামির ঝোঁকে ও অমন কচ্চে।

টাহা। প্রাণের ঝোঁকে বাবা,—প্রাণের ঝোঁকে,—পাগ্‌লামির ঝোঁকে নয়। তুমি যে বুড়ো হয়েছ বাবা, চোখ্ দু'টো লাজ্জত, বুঝ্‌তে পাচ্চ না, বাবা! তুমি টেনে নিয়ে এস বেটাকে।

নেহা। ওরে, তোর দেলেরাও যে ভাবে গদ গদ।

টাহা। দাদা, তুই আমায় ধর্। ও বেটীর ঢং দেখে আমার বুক শুখুচ্চে।

নেহা। দাঁড়া, সানিয়া বেটীদের দলবল শুদ্ধ ডেকে আনি।

[নেহারের প্রস্থান।

সায়ে। দেলেরা!—দেলেরা!—তুমি চলে এস।

দেলে। কোথায় যাব? উনি না ত্যাগ কল্লে, আমি কেমন করে অন্যের কাছে যাব? এখন আমি শাস্ত্রমত আমার স্বামীর; উনি ত্যাগ করুন,—আমি আপনাদের কাছে যাই।

সায়ে। কিহে, তুমি ত্যাগ করে এস না!

কাউ। ত্যাগ!—কাকে ত্যাগ ক'রবো?—কোথায় যাব? কাকে ছেড়ে যাব?—দেলেরাকে?—আমার প্রাণসর্ব্বস্বকে? আমার সহধর্ম্মিণীকে? আমার অন্তরের দেবীকে? আমার ধ্যানের ছবি ত্যাগ করে যেতে বল্‌ছেন? না না, আমা হ'তে হবে না,—এ জীবনে আমার হবে না।

সায়ে। ম'শায় কৌতুক কচ্চেন বুঝেছি,—কৌতুক কচ্চেন বুঝেছি।

কাউ। কৌতুক কি বল্‌ছেন!—আপ্‌নি কৌতুক ক'চ্ছেন,—তাই আমায় পরিত্যাগ ক'ত্তে বল্‌ছেন।

(নেহারের সহিত সখিগণের প্রবেশ।)

গীত।

বুঝি ধরা দেছে নইলে কে ধরে।
মেলে নিধি আপনি যদি, পায় না যতন কদরে॥
নয়ন বারি বইলে কানে কান,
অকুলে ভাসে যখন প্রাণ,
আপন ভারে অতল জলে ডোবে অভিমান,
(তখন) মনে মনে প্রেমের কথা
টান পড়ে যায় অন্তরে।
প্রেমে যে সইতে পারে, সেই যেন সই
প্রেম করে॥

নেহা। ওরে টাহার! এ যে ভোল ফেরালে?

টাহা। পাগলা বেটা পিরীতের চাঁওরে—পাগল বেটা পিরীতের চাঁও!

মনি। সখি দেলেরা!

দেলে। সই—সই,—আনন্দের সময় নয়! কি হয় জানিনে,—যদি পেয়ে আবার হারাতে হয়।

সায়ে। একি! তোমাদের এ কি ব্যবহার?

সানি। খাঁ সাহেব! টাহার ম'শায় আমাদের নৃত্য-গীত ক'ত্তে বলে এসেছিলেন।

টাহা। বলেছিলুম বেটী—এমনি করে নাচ্‌তে বলেছিলুম বেটী? নেহার ত' সাক্ষী আছে,—বলুক নারে বেটী! এম্‌নি করে নাচ্‌লে কি সে দিন মাসী বলে পালাইরে বেটী? ওরে বেটী!—তোর বাপ বেটী—তোর সাতপুরুষ বেটী! নেহার—কি দাগাবাজ বেটী!

নেহা। আরে, বেটীরা ঘুরপাক দিয়ে প্রাণ মুচ্‌ড়ে নিলে। এখন এক বেটীও খিঁচুলে না। (স্বগতঃ) ওঃ—মনিয়া বেটী যদি পিরীত ক'রে ত' পিরীত-বাজ, বেটী গিরগিটে, আরশোলা না ধ'রে ত', বেটীমে নিয়ে মজা ওড়াই।

সায়ে। আশ্চর্য্য করেছে!—তুই এদের নাচ্‌তে আস্‌তে ব'লে এসেছিস্‌,—তবে তুই বেটাই পিরীত বাঁধিয়েছিস্‌। তো' বেটার আগাগোড়া দেলেরাকে বে ক'ত্তে মতলব নেই, তা আমি বুঝেছি।

টাহা। বাবা! বেজায় বুঝেছ বাবা! আগে ছিল না বাবা,—এখন বে ক'ত্তে খুব মতলব বাবা,—তুমি এখুনি বে দাও বাবা।

সায়ে। এর অবশ্য মর্ম্ম আছে। বাসর ঘরে যখন সখীদের নিয়ে আমোদ ক'ত্তে বলে এসেছিস,—তোর কি কু মতলব আছে,—আমি বুঝেছি।

টাহা। বুঝেছ—তোমার নানীর মাথা বুঝেছ বাবা,—আর তোমার বাবার দাড়ী বুঝেছ বাবা!—তুমি ওকে তাড়াও বাবা,

এখুনি আমি বে না করি তো তোমার বাবার বাবার দিব্যি!

সায়ে। দেলেরা! তোমায় টাহার অযত্ন করে বটে?

দেলে। খাঁ সাহেব! আমি আপনার আজ্ঞাধীনা,—আমার আবার যত্ন-অযত্ন কি?

সায়ে। বুঝেছি।

টাহা। একদম্ বোঝনি বাবা। বেটী কাছে গেলে ফিরে চাইত না,—বাবা এই নেহার আছে, জিজ্ঞাসা কর বাবা। বেটী আমায় দেখ্‌লে মুখ ঢাকা দেয় বাবা। আমার চোখে যেন আগুণ আছে, ওর রাঙ্গা গাল্ জ্বলে যাবে। তুমি বাবা হয়ে বদিয়াতি করো না বাবা! তুমি ঐ বেটাকে তাড়াবার যোগাড় কর,—এদিক্ ওদিক্ বুঝ না। দেলেরাকে—দাও,—তোমার সাম্‌নে ওর পায়ের চুট্‌কী হ'য়ে ঘুর্‌চি।

সায়ে। মহাশয়, আপ্‌নি অঙ্গীকার পালন করুন।

কাউ। কোন্ অঙ্গীকার পালন কর্ব্বো বলুন? যে কথা আমি বলিনি, তাই পালন ক'র্ত্তে বলেন বা ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে, খোদা সাক্ষী করে যে দেলেরাকে আমি সহধর্ম্মিণী করেছি—তাই পালন ক'র্ত্তে বলেন?

সায়ে। ইস্! তোমার গাগ্‌লামির ভিতর এতদূর শয়তানি, ছিল? তুমি পাগ-লের ভাণ করেছিলে!—সে ছোক্‌রা তোমার কে?

টাহা। বাবা! সে ছুক্‌রী, ছুক্‌রী!—সে আমায় দেখে মেতে উঠেছে। বাবা, দুনিয়াশুদ্ধ মজিয়ে বেড়াই, এ দেলেরা বেটীর কিছু ক'র্ত্তে পাল্লুম না।

সায়ে। তোমার হয়ে সে ছোক্‌রা কথা কয়েছে, তার কথায় তুমি বাধ্য;—নচেৎ কাজীর নিকট তুমি দণ্ড পাবে। কাজী স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষী,—তাঁরই মতে আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছি।

কাউ। দণ্ড দেওয়া আপনাদের অধি-কার:—কিন্তু আমার অধিকার আমার দেলেরার উপর! কি দণ্ড দেবেন দিন,—কিন্তু দেলেরার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ক'র্ত্তে পার্ব্বেন না।

টাহা। বেটা! জল্‌বিচুটী লাগাব বেটা,—নাইকুণ্ডলে ঘুর্‌ঘুরে ছেড়ে দেব বেটা,—বোল্‌তার চাকে বেঁধে দেব বেটা!

সায়ে। তবে চল কাজীর কাছে চল। তিনি যা বিচার করেন তাই হবে। দেলেরা, তুমি অন্তঃপুরে যাও।

কাউ। আমি প্রস্তুত।

[নেহার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(মনিয়ার প্রবেশ।)

মনি। কি সাহেব! আমায় চিন্‌তে পার? তোমায় টাহার সাহেব ডাক্‌তে পাঠি-য়েছেন।

নেহা। চিন্‌তে বেশ পারি, একটু মোলাম কথা কইবে, কি ঘোড়া ক'র্ত্তে চাইবে?

মনি। মোলাম কথাও কইব,—ঘোড়া চড়্‌তেও চাইব।

নেহা। তোমার কিছু হাড়ভাঙ্গা রকম পিরীত। পাঁচ ইয়ার যে রকম প্রেম করে,—এস না কেন তাই করি। আমি তোমায় চোখ্ ঠেরে ব'ল্‌বো "প্রাণেশ্বরী"!

মনি। আমিও তোমায় চোখ্ ঠেরে ব'ল্‌বো "গির্‌গিটে ধরি"।

নেহা। গির্‌গিটে আর কেন ধ'র্‌বে? আমার গলা ধর না! শোন না বড় মজা হবে।

মনি। তুমিত' ব'ল্‌বে "প্রাণেশ্বরী", আমি কি ক'র্‌বো?

নেহা। তুমি "প্রাণনাথ!" "প্রাণেশ্বর"! —আর অত বাঁকাবাঁকিতে না যাও,—আমিও ব'ল্‌বো "মনিয়া,"—তুমিও ব'ল্‌বে "নেহার"।

মনি। তুমি আমায় আদর ক'র্‌বে?

নেহা। খুব! তুমি কাছে এস না,—আদরের ঢংটা একবার দেখ না!

মনি। হিঃ হিঃ—তুমি আদর ক'র্‌বে?

নেহা। অমন দাঁত বার ক'র না,—তা হ'লে যেমন তফাতে আছ,—তেমনি থাক।

মনি। আচ্ছা, তুমি আমায় আদর ক'র্‌বে,—যা বল্‌বো, তা শুনবে?

নেহা। যা ব'ল্‌বে,—গোলাম হ'য়ে শুন্‌বো।

মনি। আচ্ছা তবে ঘোড়া হও।

নেহা। ওঃ, বেটীর ঘোড়া বাই।

মনি। দাঁড়াও না!—দাঁড়াও না—আদর ক'র্‌বে না?

নেহা। দূর্ তোর—বে-রসিক মেয়ে মানুষ! দরদী হোল না।

[নেহারের প্রস্থান।

মনি। দাঁড়াও না—দাঁড়াও না—

মনিয়ার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

প্রাঙ্গন।

(গোলেন্দাম ও কাজী।)

গোলে। কাজি সাহেব! আপনার চরণে একটী নিবেদন, আমি উদাসীন বালক;—আমার যা মনে উদয় হয়েছে,—আপনাকে বলা আমার কর্ত্তব্য। শুন্‌লেম, এক ব্যক্তি বিবাহ করে পত্নী পরিত্যাগ ক'রে যেতে চেয়েছিল,—এখন সে যেতে চায় না, এই জন্য তার দণ্ড হবে। কিন্তু, প্রতারণা করে থাকে, তারে দণ্ড দেন,—একজনের অপরাধে দু'জনের দণ্ড দেবেন না। আপনি বিচার করে দেখুন,—যদি দোষী ব্যক্তির পত্নী তাকে ভালবেসে থাকে, প্রত্যাখান কল্লে সে যদি ব্যথা পায়,—একজনকে দণ্ড দিয়ে তার ধর্ম্মপত্নীর প্রাণে ব্যথা দেবেন না। সে তার স্বামী জেনেছে,—স্বামী বলে বরণ করেছে—,স্বামী ত্যাগ কর্‌লে বড় যন্ত্রণা, আমি তা জানি। আপনি ন্যায়বান্ আপনার চরণে আমার এই মিনতি।

(মির্জ্জান ও ফকিরের প্রবেশ)

গোলে। (স্বগতঃ) এই যে আমার প্রাণেশ্বর! আবার দেখা হবে মনে ছিল না। জানি না, অদৃষ্টে কি আছে।

কাজী। মহাশয়! এই বালক উদাসীন এসে, এক কথা তুলেছে।—বল্‌ছে স্বামী ত্যাগ কর্‌লে পত্নীর মনে ব্যথা লাগে। এর অনুরোধ, যে এই দোষী ব্যক্তির স্ত্রী যদি তাকে চায়,—তা হ'লে স্ত্রীর মনে ব্যথা দেওয়া, আমার উচিত নয়। আমি কথার উত্তর পাচ্ছি না।

গোলে। ওঁরাও উত্তর পাবেন না,—আমি অতি ন্যায্য কথা ব'লেছি। পুরুষে বুঝ্‌তে পারবে না যে ত্যাগ করে গেলে, অবলার মনে কি ব্যথা লাগে? আমিও বুঝ্‌তুম না,—কিন্তু আমার এক ভগ্নীর দশা দেখে বুঝেছি যে, স্ত্রীলোকের স্বামী ত্যাগ করে যাওয়া অপেক্ষা আর যন্ত্রণা নাই।—আমি তাই কাজী সাহেবকে অনুরোধ ক'ত্তে এসেছি।

মির্জ্জা। বালক! তুমি কি জান যে, স্বামী কেন পত্নীকে ত্যাগ করে? বড় ব্যথা পেয়েই ত্যাগ করে,—সন্দেহের তাড়নায় ত্যাগ করে, অন্তরের জ্বালায় ত্যাগ করে, কলঙ্ক কালিমা মেখে ত্যাগ করে।

গোলে। আপনি বোধ হয়, পুরুষের অবস্থা জানেন। কি জ্বালায় ত্যাগ করে আমি জানিনি। স্বামী ত্যাগ কর্‌লেন, কিন্তু পতি-প্রাণা সরলা, তার কি অবস্থা আপনি জানেন কি? পতি, কলঙ্ক ভয়ে,—পতি, যন্ত্রণা ভয়ে ত্যাগ ক'ত্তে পারেন,—কিন্তু সে অভাগিনী—তার উপায় কি? পতিপ্রাণা তার প্রাণেশ্বরকে কেমন করে ত্যাগ ক'রবে? তার উপর যদি বিনা অপরাধে ত্যাগ করে সে কি দারুণ জ্বালা, তা কি জানেন? সে—যে বোঝে, সে সন্দেহ ক'রে কলঙ্ক ভয়ে আপনার সহধর্ম্মিণী ত্যাগ কর্‌তে পারে না। পরের জ্বালা পরে বোঝে না, তাই বুঝি ত্যাগ করে!

মির্জ্জা। কি ব'ল্‌চো? তুমি কে?

গোলে। ফকিরের পরিচয় নাই, তা'ত আপনি ফকির—জানেন ফকিরের পরিচয় ফকির। জন্ম, কর্ম্ম, নাম, ধাম, সকল ভোল্‌বার জন্য ফকিরী নেয়,—আপনি ফকির আপনাকে নূতন কি বল্‌বো? আমি সকল ভোলবার জন্য ফকিরী নিয়েছি,—আপনি কি নিমিত্ত ফকিরী নিয়েছেন তা জানি না। তা হ'লে বোধ হয়, আমি কে, এ কথা জিজ্ঞাসা ক'ত্তেন না।

মির্জ্জা। আমিও ত' ভোল্‌বার জন্য ফকিরী নিয়েছি।—আমার অনেক ভোল্‌বার কথা আছে,—সেই জন্য ফকিরী নিয়েছি।—কিন্তু বালক, তুমি কি জন্য ফকিরী নিয়েছ?—তুমি কি ভুল্‌তে চাও? তুমি কি এ বয়সে কোন মর্ম্ম ব্যথা পেয়েছ?

গোলে। ঠেকে শেখে, আর দেখে শেখে। আমি আমার ভগ্নীর দশা দেখে শিখেছি যে ভোলাই ভাল। তাই ভুল্‌তে চেষ্টা কচ্ছি। আহা, অভাগিনীর দশা আপনি দেখেন নি; অভাগিনী—স্বামী সোহাগিনী হয়ে,—স্বামী বিরহে কাঙালিনী। স্বামী ধ্যান,—স্বামী জ্ঞান,—স্বামী কোথায় —জানে, স্বামীকে দেখ্‌তে পায়,—কিন্তু তাঁর চরণে স্থান পায় না। উন্মাদিনী দিবানিশি ব্যথিতা,—জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, এক ধ্যানেই জীবন অতিবাহিত কচ্ছে। আমি সেই পাগলিনীর দশা দেখে, প্রেমিকার দশা বুঝেছি,—তাই কাজী সাহেবকে অনুরোধ ক'রে এসেছি। আপনারাও আমার হ'য়ে অনুরোধ করুন, যে অভাগিনী দেলেরা অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করে, পথের ভিখারীর সঙ্গে পথে পথে ফির্‌তে চাচ্চে—এতে যেন অভাগিনী বঞ্চিতা না হয়।

মির্জ্জা। তোমার ভগ্নীকে কি বিনা দোষে তাঁর স্বামী পরিত্যাগ করেছেন?

গোলে। যদি পতিসেবা করা দোষ হয়, যদি পতির আজ্ঞা পালন করা দোষ হয়, যদি পতির আদরের জিনিষকে আদর করা দোষ হয়, যদি পতিপ্রাণা হওয়া দোষ হয়,—তা হ'লে আমার ভগ্নী দোষী। তার আর অপর দোষ নাই। কিন্তু মহাশয়—হয় ত স্ত্রীলোকের ব্যথা বুঝ্‌তে পার্ব্বেন না। আমার ভগ্নীর দুর্দ্দশা বুঝ্‌তে পার্ব্বেন কি না জানি না।

মির্জ্জা। তুমি বালক; তুমি পুরুষের ব্যথা জান না। কে ত্যাগ ক'ত্তে পারে? কে ভুল্‌তে পারে? যন্ত্রণায় কাছে যায় না এই মাত্র, কিন্তু এক দণ্ডের জন্য ভুল্‌তে পারে না—ভুল্‌তে পার্‌লে, ত্যাগ করায় সুখ ছিল বটে; কিন্তু ভোলবার যো নাই, ভোলবার নয়—অভাগা কি ক'রবে? সন্দেহ ব... নিবিড় মেঘ—তার হৃদয় দিবানিশি আচ্ছন্ন করে রাখে। আহা! যদি সে মেঘ তার হৃদয় হ'তে একবার সরে, আবার যদি প্রেমশশী উদয় হয়, অভাগার যে কি আনন্দ, সে অভাগাই বল্‌তে পারে, একথা যে জানে সেই জানে।

গোলে। সন্দেহ, হৃদয়ে যত্ন করে ধরে

রেখে, নিজ সহধর্ম্মিণী অপেক্ষা সন্দেহকে প্রিয় ক'রে,—কার সন্দেহ দূর হয়? সন্দেহ একবার হৃদয়ে স্থান পেলে, আপনার রাজ্য গড়ে নেয়। সন্দেহ-তিমিরে লোক আত্মহারা হয়ে হিতাহিত দেখতে পায় না। নচেৎ কি নারীর সরল প্রাণে ব্যথা দিতে পার্‌তো? —ফকির, কদাচ মনে ক'রো না। তোমার কথা শুনে বোধ হচ্ছে—তুমি কোন সন্দেহ-জড়িত ব্যক্তিকে দেখেছ। তারে যদি তুমি আমায় দেখিয়ে দাও, তা হ'লে আমি তারে বলি যে, সে যেন তার প্রণয়িনীর সরল বদন মনে করে,—সে যেন সেই বিদায়ের চক্ষের জল মনে করে, সে যেন তার বিবশা দশা একবার ভ'বে, সে যেন মনে করে যে তা'র বিরহে অভাগিনী সর্ব্বত্যাগিনী!

মির্জ্জা। থাক্, ও কথায় আর আবশ্যক নাই।

গোলে। তবে আপনি অনুরোধ করুন, দেলেরা যাতে পতি পায়, আমার কথায় বিশ্বাস করুন যে, স্বামী ত্যাগ কল্লে বড় যন্ত্রণা।

কাজী। বালক, তুমি কি দেলেরার কথা জান?

গোলে। কাজী সাহেব! তাকে ডেকে তারই মুখে শুনুন!

কাজী। কয়েদীকে আন।

[একজন প্রহরীর প্রস্থান।

ফকির। আমি দোষীর প্রতারণার নিমিত্ত, পঞ্চাশ বেত দণ্ড দিয়েছি,—সেত দেলেরাকে কোন মতে ত্যাগ ক'ত্তে চায় না। দেলেরাকে কোথায় রাখবো কিছুই স্থির কত্তে পাচ্ছিনে;—এ গুরুতর বিষয় আমার দ্বারায় বিচার হবে না। সাহানসাকে জানাতে হবে;—তাঁর যেরূপ আজ্ঞা হয়, সেরূপ কর্‌বো। উপস্থিত আপনারা থেকে এই বিচার করুন যে, বন্দী যদি দেলেরাকে না পরিত্যাগ করে, রাজার হুকুম অবধি দেলেরাকে স্থান দেব?

ফকি। দেলেরার কথা না শুনে, আপনি স্থির ক'ত্তে পারবেন না।

কাজী। যথার্থ আজ্ঞা করেছেন,—আমি দেলেরাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি।

(কাউলফের প্রবেশ।)

কাউ। তোমার প্রতারণার নিমিত্ত,—তোমার পঞ্চাশ বেত সাজা হয়েছে,—বেত্রাঘাতে মুমূর্ষ হয়ে পড়েছিলে,—কিন্তু তোমার সাজার অবসান হয় নাই। আমি স্বয়ং কিছু নির্ণয় ক'ত্তে পাচ্ছিনে,—রাজাকে এ সংবাদ জানাতে হবে। কিন্তু এখনও যদি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে যাও,—তোমায় আমি নিষ্কৃতি দি;—নচেৎ তোমার জীবন দণ্ড হ'তে পারে।

কাউ। কাজী সাহেব! বার বার প্রাণের ভয় আমায় কেন দেখান? আমি প্রাণের জন্য কাতর নই। আজীবন আমার প্রাণকে তৃণ জ্ঞান করেছি। প্রতারণা কি? ভালবাসায় প্রতারণা নাই, ভালবাসায় জীবন অর্পণ, প্রতারণা নাই! আমার ধ্যানের বস্তু পেয়েছি, তারে ত্যাগ ক'রে যাব? জীবনে কি নিয়ে থাক্‌বো? বৃথা জীবনে আমার ফল কি? যদি দেলেরা আমায় ত্যাগ করে, বিনা আপত্তিতে চলে যাব। কিন্তু সে আমার, সে কখনই আমায় ত্যাগ কর্‌বে না। সে আমার, আমি তার সর্ব্বস্ব,—সে আমায় ছেড়ে কখনও থাকবে না।—লোহার পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখ, তার প্রাণ আমার সঙ্গে ফিরবে, —মরণে সে আমার সঙ্গে যাবে,—তবে আর আমার জীবন মরণে ভয় কি?

মির্জ্জা। তুমি রাস্তার ভিখারী, আর দেলেরা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী,—সে তোমার জন্যে সর্ব্বত্যাগিনী হবে—এই তোমার বিশ্বাস?

কাউ। আমি যে দেখেছি! প্রত্যক্ষ কথা বিশ্বাস করবো না? দেলেরা যে এখনও আমার সাম্‌নে উপস্থিত রয়েছে,—এখনও বল্‌ছে, "প্রাণেশ্বর, তুমি আমার ত্যাগ করে যেও না।" এই যে—এই যে,—চতুর্দ্দিক বল্‌ছে দেলেরা আমার,—আমি তার। সত্য—সত্য, প্রত্যক্ষ কথা! বিশ্বাস করবো না? সে প্রাণ আমার নয়, তা হ'লে রাস্তার ভাত কুড়িয়ে খেতেম না।

গোলে। দেখুন,—বুঝুন,—এরও পুরুষের প্রাণ। কিন্তু সন্দেহ স্থান পায় না। পুরুষ হ'লেই যে সন্দেহ করে তা নয়, তবে যেমন মনের গঠন, সে সেইরূপ ভাবে।

(টাহার ও দেলেরার প্রবেশ)

টাহা। দেখ চাঁদ! ভরা ডুবি ক'রো না। আমি তোমায় ফুলের মতন করে রাখ্‌বো। আমার সঙ্গে যে তুমি ভাল করে আলাপ কর না,—তা হ'লে আমার যত্নে এত দিন ভুল্‌তে। ও বেটার মায়া এক দম কাটাও!

কাজী। দেলেরা, মা! তুমি বল,—তুমি কি এই বাতুল রাস্তার ভিখারীকে চাও?

দেলে। ধর্ম্ম অবতার! আর কাকে চাইবো? আমার আর কে আছে? স্বামী ত্যাগ করেন— ক'রবেন, কিন্তু আমার জীবন থাক্‌তে আমি ত্যাগ ক'রবো না। উনি ত্যাগ করেন, আমি ওঁর পেছনে পেছনে যাব,—ওর যত্নে ভোলাবার চেষ্টা পাব—আমার করবার চেষ্টা পাব। চেষ্টা পাব কি কাজী সাহেব! ও যে আমার—আমার সর্ব্বস্ব ধন! আমার হৃদয় রত্নে আর আমায় বঞ্চিত কর্‌বেন না। আমি ভিখারীর সঙ্গে ভিখারিণী হব,—আমি রাজরাণী হ'তে চাইনি। কাজী সাহেব! আমার স্বামীর মানা, নচেৎ আমি বল্‌তে পারতেম/ উনি রাস্তার ভিখারী নন্। কেন ওঁর দুর্দ্দশা হয়েছে তা জানি, কে দুর্দ্দশা ক'রেছে তা জানি! সে কথা স্মরণ হ'লে আমার বুক ফেটে যায়। কাজী সাহেব! আমার কি জিজ্ঞাসা ক'চ্চেন? আমার স্বামীর পায়ে আমি দাসী, এই আমার উত্তর।

টাহা। ও বেটী হতচ্ছাড়ী! ও বেটী ডাইনি। এই যে ক্ষীর ছানা দিয়ে এতদিন পুষ্‌লুম।

কাজী। চুপ কর, নইলে শাস্তি পাবে (দেলেরার প্রতি) তোমার স্বামীর প্রাণদণ্ড হ'তে পারে তা তুমি জান? তখন তুমি কোথায় যাবে?

দেলে। কাজী সাহেব! জীবনে-মরণে আমাদের বিচ্ছেদ হবে না। স্বামীর প্রাণে আমার প্রাণ জড়িত;—রাজরোষে স্বামীর প্রাণ যায়, আমারও প্রাণ তার সঙ্গে যাবে। কাজী সাহেব! আমাদের স্বর্গের বাঁধন, মানুষে খুল্‌তে পারবে না।

কাজী। ফকির সাহেব! এদের এখন কোথায় স্থান দিই?

গোলে। কাজী সাহেবের যদি অনুমতি হয়, আমাদের মঠে স্থান দেন। আপনি প্রহরী রাখ্‌তে চান—রাখুন। কিন্তু এদের জন্য আমি দায়ী,—এরা পালাবে না। যখন ব'ল্‌বেন, এনে হাজির ক'র্‌বো।

কাজী। জমাদার! এদের ফকিরের সঙ্গে মঠে পাঠিয়ে দাও। সতর্ক প্রহরী রাখ,—না পালায়। আপনি এদের নিয়ে যান।

গোলে। আমার সঙ্গে এস।

[গোলেন্দাম, দেলেরা, কাউন্সফ ও জমাদারের প্রস্থান।

টাহা। কাজী সাহেব! এই বিচার কল্লে কাজী সাহেব? এম্‌নি করে আমার মাথা খেলে কাজী সাহেব! হদ্দ নাকাল, পিরীতে হদ্দ নাকাল হ'লেম!

কাজী। বর্ব্বর, দূর হও।

টাহা। যাচ্চি কাজী সাহেব! তোমার বিচারকে সেলোম কাজী সাহেব!

[প্রস্থান।

কাজী। ফকির সাহেব! আপনাদের অনুমতি হয় ত, আমি রাজ-দর্শনে যাই,—আমি বিষম সমস্যায় প'ড়েছি। আপনারা অতিথি হবেন অঙ্গীকার করেছেন, আমার গরিব-খানায় বিশ্রাম করুন।

[কাজীর প্রস্থান।

মির্জ্জা। ফকির! ও বালক কে? আমি যেন কোথাও দেখেছি,—স্বর যেন পরিচিত,—যেন ভগ্নীর কথার ছলে, আমায় তিরস্কার ক'র্‌লে! যেন সমস্ত ওর নিজের কথা। ফকির, আমি অস্থির হ'চ্ছি—তুমি আমায়, উপায় বলে দাও। আমি কি সত্যই পতি-প্রাণার প্রাণে ব্যথা দিয়ে এসেছি? সেই মুখ মনে পড়্‌ছে,—সেই চক্ষের জল মনে পড়্‌ছে,—তবু একি! কেন এ প্রাণের আবেগ? আহা! অবলা বালিকা—নির-পরাধে যদি যন্ত্রণা দিয়ে এসে থাকি! নিশ্চয় মত্ত হয়ে গোলেন্দামের নাম, কাউলফ দেলে-রার কাছে ক'রেছিল;—কিন্তু গোলেন্দাম বড় যত্ন ক'ত্তো,—অত যত্ন কিসের? স্বামীর বন্ধু—অত যত্ন! না—না,—গোলেন্দামের সঙ্গে কাউলফের প্রণয় ছিল,—এখন দেলে-রাকে দেখে ভুলেছে। গোলেন্দাম অপেক্ষা দেলেরা সুন্দরী, সুন্দরী দেখে ব্যাভিচারীর মন ট'লে থাকে। মাদিরায় উন্মত্ত হ'য়ে গোলেন্দামের নাম ক'ত্তে সাহস হ'ল! দেলেরা, ঈর্ষাবশে গোলেন্দামের কথা তুলে-ছিল,—অহেতু কেন ঈর্ষা ক'র্ব্বে? না—না,—এখনও না—এখনও কিছু স্থির ক'ত্তে পাচ্ছি না। কাউলফ দেলেরাকে একত্রে দেখেও স্থির কর্‌তে পাচ্চি নে। ফকির! ফকির। বড় যন্ত্রণা!

ফকি। এখনও কি বোধ হয় আপনার—সংসারে সবই প্রতারণা? এই যে বাতুল আর দেলেরার ব্যাপার দেখ্‌লেন, এতে কি আপনার প্রতারণা আছে বোধ হয়? আমার বোধ হয়, সংসারে প্রতারণাও আছে, সরল ভাবও আছে। সংসারে সুখ—বিশ্বাস, দুঃখ—সন্দেহ। যার বিশ্বাসী হৃদয়,—সে ফকির হোক্—আর সংসারী হোক্—দুঃখের তরঙ্গ এক রকম কাটিয়ে যায়। কিন্তু যার মনে সন্দেহ, সে দুঃখের তরঙ্গে ওঠে নাবে। দুঃখের তরঙ্গ তাকে নিয়ে খেলা করে, তার অসুখের জীবন।

মির্জ্জা। সত্য!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

সায়েদ খাঁর বাটীর সম্মুখ।

(টাহার ও পরিয়া)

টাহা। ছোক্‌রা ছোক্‌রা! এস; বিয়ে দিয়ে কি ফ্যাসাদ বাধালে বল? বেটী ত' বেহাত হ'ল—বেটা বেত খেয়েও ত' ছাড়্‌তে চাচ্ছে না। সত্যি বল দেখি, তুমি ছোক্‌রা না ছুক্‌রী? যদি ছুক্‌রী হও, একটু পিরীত কর। বেটী বড় দাগা দিলে—বড় দাগা দিলে

পরি। তুমি দু'টো পিরীতের কথা কও।

টাহা। আমার প্রেমে পিত্তি পড়ে গিয়েছে চাঁদ; কথা বড় বেরুচ্ছে না!—পিরীত বড় আন্‌তে পাচ্ছিনি। শালাকে কুচি কুচি করে কাটি, এই খালি মনে হ'চ্ছে!—দেলেরা বেটীকে বাঁদী করে নিয়ে বেড়াই, এই খালি মনে হ'চ্ছে।

পরি। আচ্ছা,—আমি পিরীতের কথা বলি।

টাহা। আচ্ছা বল।

পরি। তোমায় ভালবাসবো,—তোমার মুখ মুছিয়ে দেব,—তোমার চুল আঁচড়ে দেব,—তোমায় বাতাস কর্‌বো,—তোমার মুখে মুখে সদাই থাক্‌বো।

টাহা। থেক' ভাই। এই দেলেরা বেটিকে জব্দ ক'ত্তে পার?

পরি। আর জব্দ কি ক'র্‌বে বল? পথের ভিখারীর সঙ্গে ভিখারী হ'য়ে বেড়াবে।

টাহা। উঁহু—বেটির গুমোর ভাঙ্গ্‌বে না।

পরি। নেই ভাঙ্গলো!—তুমিত' আর তাকে ভালবাসনা?

টাহা। ভালবাসি! বেটীর মুখে পয়জার মারি। কিন্তু বেটীর বড় জুত সই নয়না,—ঐতে মরে আছি।

পরি। তবে আর তোমার কাছে থেকে কি ক'র্‌বো বল? তুমি যে আর তাকে ভুল্‌তেই পা'চ্ছ না।

টাহা। আচ্ছা! তুমি মেয়েমানুষ সাজ্‌লে দেখায় কেমন?

পরি। বেশ দেখায়! বেশ চমৎকার দেখায়!

টাহা। যদি তোমায় বেশ দেখায়,—তবে আমি তোমার পিরীতেই ডুব্‌বো।

পরি। দেলেরাকে ছাড়্‌বে বল?

টাহা। ওকে ত' ছেড়ে দেবই—পেলেও ছেড়ে দেব। বেটী আমায় ভালবাসেনা, আমি এমন সোণার চাঁদ পুরুষ, কেমন না?

পরি। মরি—মরি!

টাহা। এই দেখ, বেটীর নজর নেই, চিন্‌তে পার্‌লে না।

পরি। কিন্ত আমার নজরে তুমি খুব লেগেছ।

টাহা। তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?

পরি। তোমাদেরই বাড়ী। মনিয়াকে ডেকে দিতে পার?

টাহা। আচ্ছা তুমি দাঁড়াও,—আমি ডেকে দিচ্ছি।

[টাহারের প্রস্থান।

পরি। বাঁদর খেলাতে গিয়ে বাঁদর আঁচ্‌ড়ে দিলে নাকি? কি রসিক পুরুষই মন—বেছে নিচ্ছ? এ ত' আর খেলা নয়, এ যে আঁতের খেলা হয়ে দাঁড়াল!!

(নেহার ও মনিয়ার প্রবেশ)

মনি। তোরে বল্‌তেই হবে, বল্‌—বল আমায় ভালবাসিস্?

নেহা। কোন্ শালা ভাঁড়ায়, সত্যি বল্‌ছি ভালবাসি। তুই যে এক একবার ভয় দেখিয়ে বেখাপ্পা করে ফেলিস্!

মনি। আমি ভয়ও দেখাব, তুই ভালও বাসবি।

নেহা। তোর দুটো রকম পারবো না।

মনি। তোরে পারতেই হবে।

নেহা। আচ্ছা, তুই কেন খিঁচুনি মিচুনিটে ছাড়্‌না, তাহ'লে ত,—সোনার চাঁদ মেয়ে মানুষ হ'তে পারিস।

মনি। আচ্ছা, তুই আমায় কাঁধে কর, —তা হ'লে আমি খিঁচুনি ছাড়ি।

নেহা। তোর ঘোড়া রোগ ছাড়্‌বে না, আমি চল্লুম।

[নেহারের প্রস্থান।

পরি। মনিয়া! এখন বাদ্‌সাকে চিনেছ?

মনি। চিনেছি।

পরি। আমি তোমার সখীর সঙ্গে কাউ-লফের মিলন করে দিয়েছি। যাতে কাউ-লফের প্রাণ রক্ষা হয়, তা করবো। আমি দেলেরাকে শিখিয়ে দিয়ে এসেছি,—কাল বিচার স্থানে কাউলফ যেন বলে, যে কাউলফ

কোজণ্ডি নগরের সদাগরের পুত্র। সেই সদাগরের সঙ্গে রাজার বড় বন্ধুত্ব। নচেৎ রাজকোপে কালই তার প্রাণ দণ্ড হবে। রাজসভায় এরূপ বল্লে, দিন কতক পরিত্রাণ পাবে। যত দিন না কোজণ্ডি নগর থেকে রাজার দূত ফিরে আসে, তত দিন নিরাপদে থাক্‌তে পারবে এর ভেতর একটী উপায় তোমায় কত্তে হবে। গোলেন্দাম বেগমকে ত্যাগ করে বাদসা বিবাগী হয়েছেন,—শুনেছ? তুমি যদি গোলেন্দামের সঙ্গে বাদসার, পুনর্ম্মিলন করতে পার—তা হ'লে কাউলফ—দেলেরার উপায় হয়। বাদসা, সমরকন্দের ঈশ্বরের কাছে বলে, উপায় কর্‌বেন।

মনি। বেগম সাহেব কোথা?

পরি। আমাদের মঠে যে উদাসিনীকে দেখেছ,—সেই গোলেন্দাম বেগম! রাজরাণী উদাসিনী—তুমি উদাসিনীকে আবার রাজরাণী ক'র্‌বে।

মনি। কি ক'রে ক'র্‌বো?

পরি। সে তুমি জান।

[পরিয়ার প্রস্থান।

মনি। নেহার! নেহার! শোন্ আর ভয় দেখাব না,—এদিকে আয়। আমার সঙ্গে এক জায়গা যাবি চল।

(নেহারের প্রবেশ)

নেহা। তুই যদি ভয় না দেখাস, তোর সঙ্গে আমি যমের বাড়ী যেতে রাজী আছি,—আর কি বল্‌বো।

মনি। না তোকে ভয় দেখাব না,—খুব ভালবাস্‌ব। আচ্ছা, আমি তোকে একটা কথা শিখিয়ে দিই, তুই ক'ত্তে পার্‌বি?

নেহা। তুই ভয় না দেখালে,—আমি সব পার্‌বো।

মনি। না।—শো'ন্।

নেহা। যেতে যেতে গিরগিটে পুষবি নে?

মনি। না।

নেহা। আর্‌শোলা ধ'র্‌বি নে?

মনি। না।

নেহা। বেঙাচি চিবুবি নে?—তোর ঘেন্না করে না, ঐ কথা গুলো মুখে আনিস্?

মনি। খুব ঘেন্না করে।

নেহা। তবে কি ব'ল্‌বি বল্?

মনি। একটু হিঃ হিঃ করে হেসে বল্‌বো,—না অমনি ব'ল্‌বো?

নেহা। না,—না তোর হাস্‌তে হবে না, অম্‌নি বল।

মনি। আয় তবে বল্‌তে বল্‌তে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

মঠের অভ্যান্তর।

(সমরকন্দাধিপতি ও গোলেন্দাম।)

রাজা। মা! তুমি এ দুর্জ্জনকে কেন স্থান দিয়েছ? এ অতি কপট ব্যক্তি। এই দেলেরা আমার এক বন্ধুর কন্যা।—আমার কন্যা গোলেন্দামের সহিত একত্রে খেলেছে। এই দুর্জ্জন প্রতারণা করে, তার পানিগ্রহণ করেছে। খাঁ সাহেব পরম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আমার বন্ধুর বন্ধু, তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে,—রাজদণ্ডে ওর প্রাণ বধ হ'বে। আজ রাত্রে তুমি ওরে আশ্রয় দিয়েছ,—নচেৎ অদ্যই ওর প্রাণনাশ হ'তো।

(কাউলফের প্রবেশ।)

রাজা। তুই কে?

কাউ। (স্বগতঃ) দেলেরা, তুমি মিথ্যা বল্‌তে বলেছ,—আমার আর উপায় নাই তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী, কায়মনোবাক্যে

আমি তোমার! তুমি যা বল্‌তে বলেছ, তার অন্যথা কর্ব্বো কেমন করে? তোমার অনুরোধ আমি রাখ্‌বো। দেলেরা আমার সর্ব্বস্ব, আমি মিথ্যা বল্‌বো! ভগবান, যদি অপরাধ হয়—মার্জ্জনা করো; আমি আমার নই।

রাজা। উত্তর কচ্চ না?

কাউ। সাহান সা! এই হীন অবস্থায় আমি আত্ম-গোপন করেছিলেম। আমি কোজণ্ডী নগরের সওদাগরের পুত্র সওদাগরিতে এসেছিলেম, পথে দস্যুরা সমস্ত লুটে নিয়েছে। লজ্জায় পিতৃস্থানে ফিরে যেতে পারি নাই, ভিক্ষুকের অবস্থায় সাহান সার নগরে ছিলেম।

রাজা। এ কথা কি সত্য? এ কথা আগে পরিচয় দাও নাই কেন? তা হ'লে তোমার বেত্রাঘাত হ'ত না। কিন্তু সত্য মিথ্যা অনুসন্ধান কর্‌বো, যদি সত্য হয় তুমি রাজবন্ধুর সমাদর পাবে। কি যদি মিথ্যা হয়—এখনও বল—এখনও দেলেরাকে ছেড়ে চলে যাও তুমি নিষ্কৃতি পাবে, নচেৎ তোমার শূল দণ্ড হ'বে।

কাউ। সাহান সা! আমি যথার্থ বলেছি।

রাজা। দেখ্‌চি তুমি মর্‌তে প্রস্তুত। তোমার সৌভাগ্যে বা দুর্ভাগ্যে আমার বন্ধুর পত্র আমি আজ পেয়েছি, তিনি ত্বরায় সমরকন্দে উপস্থিত হবেন। আপাততঃ আমার বন্ধুর পুত্রের ন্যায় আদরে থাক, বিচার পরে হবে!

[রাজা ও গোলেন্দামের প্রস্থান।

(দেলেরার প্রবেশ।)

দেলে। আমি কালসাপিনী, বার বার তোমায় মজালুম। বোধ হয় তোমার জীবনে কণ্টক হয়ে, আমি জন্মেছিলেম। কি কল্লেম, শেষ মিথ্যাকথা শিখিয়ে পতিঘাতিনী হলেম!

কাউ। দেলেরা—দেলেরা!—কেন কাঁদ? কেঁদ না—কেঁদ না, চাও—চাও প্রফুল্ল বদনে চাও, আমি একমুহূর্ত্ত দেখে শত জীবন বিসর্জ্জন দিতে কাতর নই!

(গোলেন্দামের প্রবেশ।)

দেলে। সখি! সখি! সর্ব্বনাশ হ'ল,—আর ত' কোন উপায়ই দেখ্‌চিনি; তুমি বাঁচাও—ও পাগল, আমার জন্যে পাগল। সন্ন্যাসিনী! আমায় সাহান সার কাছে নিয়ে চল। আমার কথায় তুমিও সাক্ষী দিও। আমি মহারাজকে জানু পেতে জানাব যে, আমার জন্যে ও উন্মাদ। উন্মাদের সত্য মিথ্যা নাই, আমি ওর সর্ব্বনাশ করেছি, আমি ওরে কাঙ্গাল করেচি,—শেষে ওর প্রাণবধ কল্লেম! ও পাগল—ও পাগল—ওর অপরাধ নাই। সাহান সাকে মিনতি করে বল্‌বো আমায় দণ্ড দেন। আমিই সকল অনিষ্টের মূল। চল—চল সখি সাহানসাকে মিনতি করিগে চল।

কাউ। দেলেরা! কেন আমায় ব্যাকুল কর? জীবনে মরণে আমি তোমার। তুমি জেন আমাদের প্রেমের স্থান আছে,—আমাদের মিলনের স্থান আছে। যদি লোকের চক্ষে বিচ্ছেদ হয়, তার জন্যে কেন ভাব? আমরা অনন্ত কাল অবিচ্ছেদে থাকবো। আমি এ ধর্ম্ম মন্দিরে, ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে সত্য বল্‌ছি' আমাদের কখন বিচ্ছেদ হবে না,—দেলেরা তুমি কেঁদ না।

গোলে। সখি, তুমি ভেব না। রাজদুহিতা গোলেন্দাম আমায় ভগিনীর ন্যায় দেখেন,—আমার অনুরোধ তিনি ঠেল্‌বেন না,—তিনি তাঁর পিতার নিকট মার্জ্জনা চাইবেন!

কাউ। কে? কে? মা গোলেন্দাম! আহা তাঁর চরণে বিদায় নিয়ে আস্‌তে পারি নি, আমার এই খেদ রইল। মা

উদাসিনী! আপনি যদি মার দেখা পান— ব'ল্‌বেন যে, তাঁর ছেলে কোন অপরাধ করেনি।

দেলে। সখি! গোলেন্দামের নাম কুক্ষণে আমি অভাগিনী বাদসার নিকট ক'রেছিলেম। আমি বাল্যকালে তাঁর নাম জান্‌তেম, তিনি আমার বাল্যসখী,—আমি জান্‌তেম, তিনি পরমাসুন্দরী, তাই ঈর্ষাবশে সে কথা বাদসার নিকট উল্লেখ ক'রেছিলেম —এই তার বিষময় পরিণাম। সখি! আমায় যে আপনার ক'রেছে,—তারে আমি আজীবন যন্ত্রণা দিলেম।

গোলে। ভেবনা।—গোলেন্দাম রাজপুরে আছেন, তিনি তোমার স্বামীর জন্য মার্জ্জনা চাইবেন। রাজার তিনি এক সন্তান, রাজা তাঁর কথা ঠেল্‌বেন না।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মোসাফের খানা।

(মির্জ্জান, মনিয়া ও নেহার।)

মির্জ্জা। বাপু, তুমি কি চাও?

নেহা। আমি বড় গুছিয়ে বল্‌তে পারবো না,— ঐ ছুঁড়ী বেশ বল্‌তে পারবে। তবে মোটের মাথায় একটী মেয়ে মানুষের কাছে তোমায় যেতে হবে। তোফা মেয়ে মানুষ, পছন্দ না হয় চলে আস্‌বেন।

মির্জ্জা। বাপু, আমি ফকির! আমি সেখানে যাব কেন?

নেহা। তোমার পায়ে পড়ি চল। তুমি গেলে আমার এই মেয়ে মানুষটা হাতে লাগে। ফকির সাহেব! একটু বন্ধুর কাজ কর।

মির্জ্জা। আমি ফকির, আমি স্ত্রীলোকের কাছে যাব না।

মনি। আপনার কি এত ফকিরী অভিমান? যদি কেউ দারুণ যন্ত্রণায় পড়ে, দারুণ দুঃখের অবস্থায়, অনাথিনী-কাঙ্গালিনী অবস্থায়,—তোমায় ডাকে তার বেদনা মোচন করা কি তোমার ফকিরীতে নাই? তোমার ফকিরীতে কি বলে,—স্ত্রীলোকের দুঃখ—দুঃখ নয়?

নেহা। বাহবা—ফকির চাঁদ! ফকির চাঁদ, দুটো শিখে যাও!—সাবাস্ মনিয়া—সাবাস্!

মির্জ্জা। যার নিমিত্ত আমায় ডাক্‌তে এসেছ, তিনি কি পীড়িতা?

মনি। পীড়িতা?—মর্ম্ম পীড়িতা, স্বামী পরিত্যক্তা, উদাসিনী, সন্ন্যাসিনী, বিহ্বলা,—উন্মাদিনী!

নেহা। তাই ত! তাই ত! এইবার ফকির লাগ না? ফকির! কথা কাটাকাটিতে পারবে না, নইলে আমার পছন্দ হয়? ফকির! ফকির! সুড়্ সুড়্ করে চলে এস। পার্‌বে না, পার্‌বে না—কথার চোটে পার্‌বে না।

মির্জ্জা। ইনি কে? এঁর কিছু মস্তিষ্ক চঞ্চল বোধ হ'চ্ছে! এঁরে সঙ্গে এনেচ কেন?

নেহা। হ্যাঁ! হ্যাঁ! এইবার আমি ব'ল্‌তে পারি। জান ফকির, ওর জন্যে আমি মরি। তোমরা দু'জনে ওর সঙ্গে আমার বে দিয়ে দাও।

মির্জ্জা। আমরা দুজনে? আমার সঙ্গে যে ফকির থাকেন, তিনি?

নেহা। না—না—আর যার কাছে নিয়ে যাব,—সেই উদাসিনী! সেই মজুম—সে হাত গুন্‌তে জানে। সে ঐ নূতন মঠে থাকে।

মির্জ্জা। (মনিয়ার প্রতি) তুমি না

কোন দুঃখিনী রমণীর কাছে আমায় নিয়ে যাবে ব'লচো! তুমি কি আমায় নতুন মঠের উদাসিনীর কাছে নিয়ে যেতে চাও? কিন্তু তুমি বল্‌লে মর্ম্ম পীড়িতা; তুমি কি ফকির্‌নীর কথাই বলেছ?

মনি। হ্যাঁ, আমি সেই ফকির্‌নীর কথাই বল্‌ছি। ফকির! আশ্চর্য্য হবার ত কিছু কথা নয়। মর্ম্ম পীড়িত ফকিরণীও হ'তে পারেন, ফকিরও হ'তে পারেন। একথা যদি না জানেন, আমার মুখে শুনে শিখুন।

মির্জ্জা। তোমার উদ্দেশ্য কিছু বুঝ্‌তে পারচি না। তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

মনি। তিন জনের জীবন দান দিতে।

নেহা। আর আমাদের বিয়ে দিতে।

মির্জ্জা। এও কি তোমার প্রয়োজন?

মনি। হাঁ! যদি পবিত্র প্রেমের মিলন দেখি,—যদি তিনটী প্রেমিক প্রাণ অকূলে কুল পায়,—যদি প্রেমের খেলা সুখময় বুঝ্‌তে পারি,—তা হ'লে তোমার পদধূলি নিয়ে, আমি এই পাগলের গলায় বরমাল্য দেব।

নেহা। পাগল কি বাবা চিরকাল ছিলেম? নয়না মেরে পাগল ক'রে দিলে—আপনার দোষটী ব'ল্‌চ না!

মির্জ্জা। চল, আমি যেতে প্রস্তুত।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

মঠের সম্মুখ।

(টাহার ও পরিয়া)

টাহা। না তুমি দিব্য ছুঁড়ী! দূর কর, ও দেলেরা বেটীকে চাইনি—ও পথে পথে ঘুরুক!

পরি। তুমি কি আমায় সত্যি চাও, না—দুদিন বাদে পায়ে ঠেলে যাবে?

টাহা। না ছুক্‌রী।

পরি। তোমার ত' আজ এর উপর মন, কাল ওর উপর মন?

টাহা। ঐ রকমই মনটা বটে;—এক জনের উপর বসেনি, রূপের ঝোঁকে গিয়ে টাকা খরচ ক'রেছি। কিন্তু দেখ্‌ ছুক্‌রি! আমি দরদ পাইনি। কিন্তু তুমি সে রকম নও, ঠাট্টাটা তামাসাটা ঝাড় বটে, উল্লুক বানিয়ে দাও, বুঝ্‌তে পারি; কিন্তু দেখ, তোমার মুখে দরদ দেখি, চ'খে দরদ দেখি, কথায় দরদ দেখি,—এমন দরদ আমি কোথাও পাইনি।

পরি। কেন, তোমায় কি কেউ দরদ ক'রেনি?

টাহা। ব'লেছি ত, অমন ঢংএর মুখ মোছান, তা ঢের মুছিয়েছে, বাতাস করেছে, গা টিপেছে, পা টিপিছে,—কিন্তু সে এ রকম নয়।

পরি! তুমি দেলেরাকে চাও না?

টাহা। অন্য কেউ হ'লে আমি দম ঝেড়ে বলে দিতুম,—না। কিন্তু তোমার সাক্ষাতে তা পার্‌বো'না। তোমায় চাই, কিন্তু এক-দিন মনে হচ্ছে বেটীকে মাথায় করে এনে, পায়ে ক'রে থেঁৎলে বেটীর গুমোর ভেঙ্গে দি। তার পর বলি, যা বেটী যা—তোর "বাবার কাছে চলে যা।"

পরি। ওঃ—তোমার এমন সব মতলব? তুমি আমায়ও কোন্‌ দিন ফেলে পালাবে!

টাহা। মাইরি বলছি না—মাইরি বলছি না;—তোমায় বুঝিয়ে দিলুম বোঝ না কেন? কিন্তু বেটীকে একবার জব্দ কর্‌বার মন আছে।

পরি। তুমি যদি ঐ মন ছাড়,—জব্দ করবার মন যদি ছেড়ে দাও—আমি তোমায়

খুব ভালবাসি তুমি আমায় ভাল বাস,—কিন্তু যাকে ভালবাস না—সে যদি তোমায় জব্দ ক'রে তোমার ব্যথা লাগে কি না বল দেখি? হ্যাঁ বুঝ্‌বো তোমার কেমন দরদী প্রাণ।

টাহা। না—না তুমি ভালবেসে'। ও মন থেকে ছেড়ে দেব।

পরি। দেব না!—তোমায় রাজসভায় কাল বল্‌তে হবে যে তুমি দেলেরাকে চাও না,—দেলেরা যেখানে ইচ্ছা যাক্।

টাহা। আচ্ছা তুমি খুব ভালবাসবে?—কেমন—ভালবাসবে?

পরি। এই দেখ,—তোমার পানে এম্‌নি করে চেয়ে হাঁসবো।

টাহা। বেশ—বেশ। যাক্ বেটী জাহান্নবে বাঃ—বাঃ—তুমি বেড়ে চাও—বেশ ছুক্‌রী—তোমার চ'খে দরদ্ দেখেছি—আমি রাগ ভুলে গেছি!

পরি। আচ্ছা এস,—দেলেরা আর সেই পাগলের সঙ্গে আজ রাত্রে আমোদ ক'র্ব্বে, তা যদি পার তা হ'লে আমার বিশ্বাস হবে, যে কাল তুমি রাজার কাছে বল্‌বে—যে তুমি দেলেরাকে চাও না।

টাহা। আচ্ছা চল। দেখ এক একবার রাগের যদি ঝাঁকি মারে,—তুমি অমনি করে আমার পানে চেও—ব্যস্!—প্রাণ গলিয়ে দেব। ব'ল্‌বো যে, যা বেটা দেলেরাকে নিয়ে যা।

[প্রস্থান।

(মির্জ্জান ও গোলেন্দামের প্রবেশ)

মির্জ্জা। একটী স্ত্রীলোক আর এক ব্যক্তি, তার মস্তিষ্ক কিছু চঞ্চল বোধ হ'ল'—কি দেখ্‌লেম—উভয়েই উভয়ের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী,—তাদের অনুরোধ যে আপনি আর আমি উভয় মিলে তাদের বিবাহ দি। তাদের অনুরোধে এলেম, আর ভাব্‌লেম যে তিন দিন এই মঠে থেকে, রাজ আজ্ঞা প্রতিপালন করে স্থানান্তরে চলে যাই। কিন্তু তুমি যে ভাগ্যহীন দম্পতীর কথা বল্‌ছিলে—তারা কোথায়? আমার তাদের মুখে, তাদের দুঃখের কাহিনী শুন্‌তে বড়ই ইচ্ছা।

গোলে। আজ তারা আনন্দে মত্ত আছে।

মির্জ্জা। সে কি? কাল প্রাণদণ্ড হবার আশঙ্কা—আজ আনন্দ কচ্চে—

গোলে। আমার কথামত আনন্দ কচ্চে। কি জানি আমার পাগলের মন,—আজ ভোরে স্বপ্ন দেখেছি যেন প্রেমময় ঈশ্বরের দূত এসে আমায় বল্‌ছেন—যদি এই ধর্ম্মস্থানে—'যদি আজ অকপটে আনন্দ-উৎসব হয়,—যদি পরস্পর মনের দুঃখ অকপটে জানায়, তা হ'লে মঙ্গল হয়।'' তাই সকলে অকপট ভাবে আনন্দ কচ্চে। কাল্‌কের কথা ভাব্‌ছে না। প্রেমিকের প্রাণ, মিলনের সময় ভাবে না। প্রভু, আপনার মনে মলা নাই, আপনার অন্তর-বাহ্য সমান, আপনি আমার হ'য়ে আনন্দ করুন—দেব-আজ্ঞা প্রতিপালন হোক। আপনি নির্ম্মল চিত্ত, আমায়ও নির্ম্মল করুন। আমি বড় ব্যথিতা!

মির্জ্জা। ফকিরী নিয়ে যদি আপনার মর্ম্মব্যথা থাকে, আমারও মর্ম্মব্যথা আছে—আমিও অকপট চিত্ত নই, আমার হৃদয় দেখাবার নয়,—আমার হৃদয় সন্দেহ পূর্ণ—আমিও প্রেমে ব্যথা পেয়েছি। এ দুঃখের কাহিনীতে আমারও সেই প্রেমের কাহিনী উদ্দীপন হ'চ্চে।

গোলে। ফকির! যদি তোমার দুঃখ থাকে, আমায় দাও। আমি দুঃখ বইতে জন্ম গ্রহণ করেছি—আমি দুঃখ বই! তুমি বল, তোমার কি মর্ম্ম ব্যথা? তোমার ব্যথা আমায় দাও,—তুমি আজ রাত্রে আনন্দ

কর—এই আমার মিনতি। তুমি আনন্দ কল্লে সকল মঙ্গল হবে। আমার প্রেম-স্বপ্ন সম্পূর্ণ হবে।

মির্জ্জা। উদাসিনী, তুমি কারে আমোদ ক'ত্তে ব'ল্‌ছো জান না!—কোন্ অভাগার সঙ্গে আমোদের কথা কচ্চ জান না! বিশেষ তোমার স্বর শুনে, আমার অন্তরে যে কি উদয় হ'চ্চে—তোমায় কি বল্‌বো? অমনি মধুর স্বর শুনেচি,—কিন্তু চলে এসেছি,—চলে এসেছি—বিনা অপরাধে চলে এসেছি,—কলঙ্কের ভয়ে চলে এসেছি। ভেবেছি—সয় সোক্ আমার উপর দিয়েই সোক্!—অকলঙ্ক পিতৃকুলে না কলঙ্ক অর্পিত হয়। তুমি জান না—আমার অবস্থা বোঝ না। ভাল তুমি এ বিবাহের কথা জান কি? রাজার মুখে শুনেছি যে ঐ রমণী রাজ-কুমারীর বাল্য-সহচরী ছিল, এ কি সত্য কথা?

গোলে। আমি সে কথা আপনি জানি।

মির্জ্জা। আমি বড় অভাগা, তোমার যদি দুঃখের ভার আমায় দিতে পার—দাও। তুমি আনন্দ কর।

গোলে। তুমি কি আমার দুঃখের ভার নেবে—পারবে? দেখ,—অঙ্গীকার কর।

মির্জ্জা। ধর্ম্মস্থানে অঙ্গীকার ক'ত্তে পারিনি। আমার প্রাণ কেমন হ'য়েছে—এস আনন্দ করি এস। যে যে আনন্দ ক'র্ব্বে—আসুক! এস, আজ আনন্দে রাত্রি প্রভাত করি। যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, আমার পক্ষেও সত্য হ'তে পারে,—আমারও কলঙ্ক দূর হ'তে পারে। আমিও আমার প্রাণ-প্রিয়াকে পেতে পারি।

গোলে। এস ফকির, আনন্দ করি।

(সখিগণ, টাহার, নেহার প্রভৃতি
সকলের প্রবেশ ও গীত।)

রুম ঝমকে ঝমকে পিয়ালা।
ঝমকে চমকে চলি হেলা দোলা খেলা॥
তর্ তর্ তর্ তর্ ঘুমে বদন ঘন ঘন পসন
চুমে,
রুমে ঝুমে রুমকি ঝন রণ ঝন রণ—
আঁখি ঝিমিকি মাতোয়ারা, দেল ভর পুরা,
রাগ রঙ্গে চলে মেলা॥

মির্জ্জা। সন্ন্যাসিনী! যদি আজ্‌কের রজনী সত্য হ'তো, যদি আমরা অভাগা অভাগিনী না হ'তেম,—যদি মনের মলা দূর ক'ত্তে পার্‌তেম,—বোধ হয়, ফকিরী নিয়ে পৃথিবীতে সুখ ছিল।

গোলে। এ সুখে কি ঈশ্বর আমাদের বঞ্চিত কর্ব্বেন? কখনই না! সন্ন্যাসী, তোমার মনেও ব্যথা থাক্‌বে না,—আমার মনেও ব্যথা থাক্‌বে না!—কখনই না!—

মির্জ্জা। ব্যথা কেমন ক'রে যাবে? এ যাবার নয়! শোন, আমাদের পাশে ব'সে কে কথা কচ্চে।

কাউ। দেখ দেলেরা, মৃত্যুতে আমার আর একটি লাভ হবে। আমার মাকে আমি কলঙ্ক-সাগর হ'তে উদ্ধার ক'ত্তে পার্ব্বো। বাদসা মির্জ্জান যেখানে থাকুন, তিনি যদি আমার মৃত্যু-কাহিনী শোনেন, তাঁর মনেও শান্তি হবে। আমি রাজার কাছে কোন কথা গোপন কর্ব্বো না। আমি মৃত্যু-কালে বল্‌বো যে, গোলেন্দাম আমার মা। এ কথায় যে অবিশ্বাস কর্ব্বে,—আমি ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বল্‌বো, যেন সে আমার দশা প্রাপ্ত হয়।

মির্জ্জা। উদাসিনী! উদাসিনী! আমি থাক্‌তে পার্‌লেম না! আমি চল্লেম,—আমার প্রাণ কেমন ক'চ্চে!—উদাসিনী জান না আমার অন্তরে দাবানল জ্বলচে!—নিব্বে না, নিব্বে না—প্রতি বায়ুতে ঘৃতাহুতি দিচ্চে! নিব্বে না—শীতল হবে না! জ্বালা জুড়াবে না!—

[মির্জ্জানের প্রস্থান।

গোলে। পরিন্না, চলে গেল!

মনি। ফকিরের জন্যে আমি দায়ী। ফকিরণী কিছু ভাব্‌বেন না। আমিই এনে দেব,—আমি এই ধর্ম্মমন্দিরে শপথ কচ্চি।

নেহা। হাঁ ফকির্ণী! ও খুব বাগাতে জানে,—খুব বাগিয়ে এনেচে।—আবার বলেচে,—তোমরা ফকির-ফকিরণীতে আমাদের বে দিয়ে দেবে,—তাইতে সুড় সুড় করে চলে এসেছিল।

গোলে। কেরে—কেরে আমার প্রাণ জুড়ান কথা কইলি? কেরে আমায় আশা দিলি? কে তুই! আয়—একবার তোরে আলিঙ্গন করি।

(রাজদূতের প্রবেশ।)

দূত। উদাসিনী, সেলাম! রাজ-আজ্ঞায় আমি কয়েদী আর তার স্ত্রীকে নিতে এসেছি। প্রভাত হয়েছে—তাদের যেতে অনুমতি দেন।

গোলে। চল, আমি তাদের নিয়ে যাচ্চি।

কাউ। দেলেরা! দেলেরা!—

দেলে। কাউলফ! কাউলফ!—কি হবে?

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(সমরকন্দাধিপতি, মির্জ্জান ও কোজণ্ডী নগরের বণিক।)

রাজা। ইনিই কোজণ্ডী নগরের বণিক। এঁর পুত্র নাই।

মির্জ্জা। তা আমি জানি।

রাজা। তবে কি বল্‌ছেন—মার্জ্জনা?—

মির্জ্জা। সাহানসা! এ প্রেমে উন্মত্ত হয়েছে, এর হিতাহিত বিচার শক্তি কিছুই নাই।

রাজা। সে অপরাধ আমি মার্জ্জনা কর্ত্তে চেয়েছিলেম।—কিন্তু ধর্ম্মস্থান কলুষিত করেছে—আমি মার্জ্জনা কল্লে মিথ্যার প্রশ্রয় দেব। ন্যায়বান্ ঈশ্বরের উপর চেয়ে, আপনার অনুরোধ রাখ্‌তে পারলেন না—ক্ষমা করুন।

(কাউলফ, দেলেরা, নেহার, টাহার, সায়েদখাঁ ও ফকিরের প্রবেশ।)

রাজা। আমি সকল অবগত হয়েচি,—তোমরে নাম কাউলক্, বাদসা মির্জ্জানের সেনাপতি ছিলে।—অতি গুরুতর অপরাধে তুমি বহিষ্কৃত হও;—তার পর এই প্রতারণা, ধর্ম্মগৃহ কলুষিত ক'রেছ—

গোলে। পিতা! পিতা! হুকুম দেবেন না, কন্যাকে মার্জ্জনা করুন। এ অভাগার প্রাণদান দেন।

রাজা। কে তুমি?

গোলে। আমি আপনার অভাগিনী কন্যা গোলেন্দাম।

রাজা। গোলেন্দাম! তুই যখন ছদ্মবেশে আমার নিকট আসিস্, তখনি ভেবেছিলেম—তুই কে! তোর গলার স্বর—তোর অবয়বে তখনি আমার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু দেখ্‌লেম—তোর ফকিরিণীর বেশ—আমি কিছু বল্‌তে পার্‌লেম না। দেখ্‌ছি—প্রতারণাই তোর জীবন। গোলেন্দাম! তুই কাউলফের প্রাণ ভিক্ষা কর্‌তে এসেছিস্? শ্বশুরকুলে কলঙ্ক দিয়ে,—পিতৃকুলে কলঙ্ক অর্পণ কর্‌তে এসেছিস?

গোলে। পিতা কি বল্‌ছেন? আমি কদাচ কলঙ্কিনী নই। কাউলফ আমার পুত্র, আমায় ও জননী জ্ঞান করে, এ কথা সত্য—

আমি রাজার নিকট, পিতার নিকট মুক্ত-কণ্ঠে বল্‌ছি। পিতা আমি কলঙ্ক অর্পণ ক'র্ব্বো ? কখন না !—আমার পতি ধ্যান জ্ঞান, পতিশোকে আমি উদাসিনী—আমার পতি-আরাধনা আজীবন ব্রত। নিশ্চয় জান্‌বেন,—আমি রাজকুলে কলঙ্ক অর্পণ ক'র্‌ব না। যদি ধর্ম্ম থাকেন, যদি আমি পতি-প্রাণা হই, যদি এই দণ্ডে সে প্রমাণ আমি দিতে পারি, তবে আমি প্রাণ রাখ্‌বো, নচেৎ এখনি আপনার সম্মুখে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো।

কাউ। সাহানসা ! মৃত্যু-আজ্ঞা দেন—আমি মরণ সময়ে ব'লে যাই, যে গোলেন্দাম আমার মা। জাঁহাপনা, রাজ-আজ্ঞার নিমিত্ত আমি প্রস্তুত।

মির্জ্জা। গোলেন্দাম ! গোলেন্দাম ! প্রাণেশ্বরী—তোমায় বড় যন্ত্রণা দিয়েছি—আমায় মার্জ্জনা কর ! কাউলফ মৃত্যু-কালে কি বলে,—এই শোন্‌বার জন্য আমি অপেক্ষা কচ্ছিলেম। তাই এতক্ষণ হৃদয়েশ্বরীর চরণে মার্জ্জনা চাই নি। কি আশ্চর্য্য ! আমি তোমায় চিনেও চিন্‌তে পারিনি। কিন্তু আর লুকুতে পার্‌বে না, মার্জ্জনা কর।

গোলে। প্রভু ! প্রভূ ! দাসীকে কি বল্‌চেন, দাসীর অপরাধ হয় !

রাজা। কে ? বাদ্‌সা মির্জ্জান ?

গোলে। হাঁ পিতা,—এই নিদর্শন স্বরূপ বাদ্‌সাই অঙ্গুরী দেখুন।

রাজা। বাদ্‌সা ! আপনি স্বয়ং উপস্থিত। আপনি বিচার করুন,—আমি দায়ে খালাস।

মির্জ্জা। দেলেরা ! তোমার বাল্যসখীকে আলিঙ্গন কর। কাউলফ ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা ক'রবে কি ? ভাই, এস—একবার আলিঙ্গন কর।

নেহা। মনিয়া ! মনিয়া !—এইবার ফকির ফকিরণীকে বলে আমরাও যোড়া হই।

টাহা। বেশ বলেছিস্ নেহার ;—তোর আক্কেল হয়েছে। এস পরিয়া, আমরাও দু'জন ফকির ফকিরণীর পায়ে সেলাম দি।

মনি। ফকির সাহেব ! এই ভাল্লুকটার গলায় মালা দি ?

মির্জ্জা। দাও—চিরসুখিনী হও।

টাহা। ফকিরণী আমরা ?

গোলে। পরিয়া ! কি ব'লে লো ? শোন না।

পরি। আর ব'ল্‌বো কি ? এই বাঁদরটা পুষবো।

কাউ। দেলেরা ! দেলেরা ! তুমি আমার ?

দেলে। তুমি আমার !

টাহা দেলেরা ! আমার প্রাণ যেমন সুখসাগরে ভাসছে, তোম্‌রাও দু'জনে তেম্‌নি সুখসাগরে ভাস। আমি প্রাণ খুলে বলচি।

কাউ। (টাহারের প্রতি) ভাই ! ভাই ! আমায় কি মার্জ্জনা কর্ব্বে ?

টাহা। একদম্ ভুলে গেছি,—তোমার কাছে পিরীত শিখে নিয়েছি। আমি আমার মনের মত পেয়েছি। বাবা ! তুমি দেলেরার টাকার জন্যে ভেব না ;—তোমার বাঁদর ছেলে মানুষ হয়ে গেল। বাবা, মনটা বড় পরিষ্কার হয়েছে—তুমিও পরিষ্কার মনে সবাইকে আশীর্ব্বাদ কর।

সায়ে। বাদ্‌সা ! সমরকন্দ ঈশ্বর !—আপনারা সাক্ষী হোন আমি কাউলফ আর দেলেরাকে অন্তর থেকে আশীর্ব্বাদ কচ্চি। পরিয়া ! মা তুমি আমার কুলের রত্ন !—তুমি ঘরে বসে ঘর আলো কর। নেহার, তুই আমার ছেলের মত, তুইও আজ পরম রত্ন পেয়েছিস্ ! সকলে সুখে থাক,' আমি বৃদ্ধ আশীর্ব্বাদ করি।

কো বণিক। বাদ্‌সানন্দ ! বেগম সাহেব ! সমরকন্দ ঈশ্বর ! সমাগত প্রজাগণ ! সকলে শোন্, কাউলফ আমায় পিতা বলেছে ;—

আমি অপুত্রক,---আমি ওর পিতা। আমি কোজণ্ডী নগরের বণিক ;---এ নগরে সুন্দর বাণিজ্য করে গেলেম পুত্র—পুত্রবধূ নিয়ে ঘরে যাই।

রাজা। বাদসা! আপনার আজ্ঞায় আমি প্রচার করি--সকলে আনন্দ কর; আজ পরমানন্দের দিন—সকলে আনন্দ কর, বাদসার আজ্ঞা।

মির্জ্জা। ফকিরুণী! সংসার সুখের। তোমার প্রেমের স্বপ্ন সত্য।

গোলে। ফকির, আমার আজীবনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে কেন?

ফকি। বাদসা, তুমি পরম ধার্ম্মিক। তোমায় আমি চিনতেম তোমার ফকিরী গ্রহণে সংসারে পরম অমঙ্গল হবে! ভেবেছিলেম তোমার সঙ্গে ফিরে যদি তোমার সন্দেহ দূর কর্‌তে পারি, তা হলে মানবহিতকর কার্য্য হবে। মানবের হিতসাধন ফকির ও সংসারী উভয়েরই কার্য্য ঈশ্বর কৃপায় আমার কার্য্য সাধন হয়েছে,—তুমি সিংহাসনে বসেছ, খোদা তোমায় বাদ্‌সাই দিয়েছেন—বাদ্‌সাই কর। আমি ফকির—ফকিরী করি গে। বাদ্‌সা, বুঝতে পেরেছ—সংসার সুখের করা যায়। হৃদয়ে সন্দেহ না থাক্‌লে, ভগবানের সংসার—প্রেমের সংসার স্বরূপ জ্ঞান হ'লে,—কার্য্যের নিমিত্ত কার্য্য ক'ল্লে,—পরহিত সাধন ক'ল্লে—ফকির আর বাদ্‌সাই দুইই সমান।

মির্জ্জা। ফকির, তুমি আমার গুরু!—শিক্ষা দাতা,—তোমার চরণে শত শত সেলাম।

ফকি। (গোলেন্দামের প্রতি) বেগম সাহেব, বিদায়।

গোলে। ফকির! তোমার কৃপায় হৃদয়েশ্বর ফিরে পেয়েছি! দাসীর সেলাম গ্রহণ করুন।

ফকি। (কাউলফের প্রতি) কাউলফ,—সংসারে সুখ দুঃখ উভয়ই আছে। হেথা দুঃখের ভয় পাওয়া—হীনতার পরিচয়।

কাউ। হ্যাঁ ফকির সাহেব—তোমার চরণ-কৃপায় আমি বুঝেছি। সেলাম! আজ সকলেই মনের মতন!

টাহা। পরিয়া আমার মনের মতন!

(সখিগণের প্রবেশ ও গীত)

মনের মতন যে পেয়েছে সে জানে!
আমোদের ঢেউ চলে কানে কানে॥

যে মনের মতন চায়,
কর্‌লে যতন মনের মতন পায়,
না পেলে রতন কেন ডুব্‌বে দরিয়ায়;
যে চেয়েচে, যে সয়েছে—সে পেয়েচে,
পায় সরল প্রাণে যে জন খোঁজে,
মনের কথা যে মানে।
চলে যায় স্রোতে ভেসে, যেদিকে তার
মন টানে॥

যবনিকা।

প্রবন্ধ।

—o—

বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ।

আজ আমরা বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে একত্রিত হইয়াছি। বিবেকানন্দ একটী অতুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার ধন ছিল না, যশঃ মান তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। সাধারণ জনসমাজে যে সম্পত্তির আদর করেন, সে সম্পত্তি তাঁর নাই। তাঁহার সম্পত্তি প্রেম। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দকে সেই সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার সম্পূ আশা-ভরসা ছিল; সেই নিমিত্ত তাঁহার এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী তাঁহাদিগকেই করিয়াছেন। তাঁহার এই কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে, তাহা ও তিনি উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। অতি যত্নে এই সম্পত্তি রক্ষিত হয়। অপর সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত নানাজনের সাহায্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু এ সম্পত্তির রক্ষক সম্পত্তির অধিকারী স্বয়ং। মনে স্থির বিশ্বাস রাখো, মনুষ্যত্বের একমাত্র উপায়—হীন স্বার্থত্যাগ। এই হীন স্বার্থত্যাগ করিলেই পরকার্য্য মহাব্রতে অগ্রসর হইতে পারিবে।" অগ্রসর হও পশ্চাৎপদ হইও না," —বিবেকানন্দ বারবার উচ্চৈঃস্বরে এই উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই প্রচার কার্য্য ভারতমাতার কার্য্য, দীন, হীন, সন্তাপিত, পদদলিত ভারতমাতার সন্তানের কার্য্য, যে কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিবেকানন্দ অনলস হইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছেন। ভারতের উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে সেই উদ্দেশ্যে সাহায্যের নিমিত্ত বারবার উত্তেজিত করিয়াছেন। ভারতের পুনরুত্থান কিরূপে সাধিত হইবে, এই নিমিত্ত আজীবন তিনি ব্যাকুল ছিলেন। যে মহাত্মা তাঁহার সেই মহাব্রত গ্রহণ করিবেন, তিনি বিবেকানন্দের আজীবন কার্য্য সমালোচনা করুন। বিবেকানন্দ বলিতেন, প্রত্যেক জাতীয় জীবনের একটা মেরুদণ্ড আছে, এই মেরুদণ্ড ভঙ্গ হইলে, জাতীয় জীবন বিনষ্ট হইবে। তিনি তাঁহার পত্রে তিনটি জাতির বিষয় বলিয়াছেন, ফরাসী, ইংরাজ ও হিন্দু। ফরাসী জীবনের কেন্দ্র,—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, রাজ্যশাসনে সকলের অধিকার—এই আমাদের মূলমন্ত্র; তাহাদের উপর যে অত্যাচারই হোক, তাহা তাহারা বিনা বাক্যে সহ্য করিবে, কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলে উন্মাদবৎ আচরণ করিবে, ভালমন্দ কিছুই বিচার করিবে না। নগর ভস্মসাৎ করিবে, অট্টালিকা চূর্ণ করিবে, নর-হত্যা করিবে। যতদিন না তাহারা সেই স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তাহারা নিবৃত্ত হইবে না। ব্যবসায়ী ইংরাজজীবন লাভালাভ হিসাবের উপর স্থাপিত, তাহাদের যাহা যাহা করিতে বলো করিবে; কিন্তু যদি তাহাদের নিকট অর্থ চাও, তাহার হিসাব চাহিবে। রাজসম্মান

দিতে তাহারা সম্পূর্ণ উৎসাহিত, কিন্তু রাজাকে বিনা হিসাবে এক কপর্দ্দক দিবে না। তাহারা হিসাবনিকাশ না পাইলে একেবারে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইবে। এই দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় রাজাকেও হত্যা করিয়াছে। হিন্দুর জীবন—ধর্ম্ম। হিন্দুকে অর্দ্ধাশনে রাখো, আবাসহীন করো, কিছুতেই দ্বিরুক্তি করিবে না,—কিন্তু তাহার ধর্ম্মের উপর একবার হস্তক্ষেপ করো, তাহা কোনরূপেই সহ্য করিবে না। পাঠানেরা রাজা হইয়া ধর্ম্ম চালনা করিয়াছিল, এই নিমিত্ত হিন্দু কর্ত্তৃক তাহাদের সিংহাসন বারবার চালিত হইয়া একজাতীয় পাঠানের পরিবর্ত্তে অপরজাতীয় পাঠান স্থাপিত হইয়াছিল এবং পাঠানের কোনও বংশীয় ধারা ভারত-সিংহাসনে স্থায়ী হয় নাই। মোগলেরা ভারত-অধিকার প্রাপ্ত হইল, আকবর হইতে ক্রমান্বয়ে সম্রাটেরা কেহই হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাঁহাদের সাম্রাজ্যও অটলভাবে চলিল, কিন্তু যখন আওরংজিব হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিলেন, অমনি মোগলসাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কার্‌ট্রিজ কাটায় ধর্ম্ম নষ্টের আশঙ্কায় সিপাই বিদ্রোহে ইংরাজ রাজ্য টলটলায়মান হইয়াছিল। ধর্ম্ম হিন্দুজীবনের কেন্দ্র স্বরূপ। যদি হিন্দুর জাতীয় জীবন উন্নত করিতে হয়, বিবেকানন্দের মতে তাহা ধর্ম্মের দ্বারাই হইবে। এ স্থলে তর্ক উঠিতে পারে, জাতীয় জীবন ধর্ম্মের উপর স্থাপিত, হিন্দুর তো ধর্ম্ম নাশ হয় নাই; তবে এরূপ হীনাবস্থা কেন? তাহার উত্তর, সনাতন ধর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হইবার নয়, কিন্তু সার্থচালিত ধর্ম্মযাজকেরা তাহাদের স্বার্থপোষণে কৃতসংকল্প হইয়া হিন্দুধর্ম্ম অতি মলিন করিয়াছে। এই হীন অবস্থা সেই মালিন্যের ফল। বিবেকানন্দ বলেন, "অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ধর্ম্মযাজকের ব্যাখ্যায় সেই গীতার স্বরূপ অর্থ লুপ্ত হইয়াছে। গীতার মতানুসারে, এক্ষণে দেখা যায়, কৃশ্চান ধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্যপ্রদেশ চালিত। বিবেকানন্দ বলেন, কৃশ্চান ধর্ম্মের উপদেষ্টা যিশু বলিয়া গিয়াছেন, 'যদি তোমার একগালে আঘাত করে, তোমার অপর গাল ফিরাইয়া দাও, যীশু আসিতেছেন, সকলে পোঁটলাপুঁটলি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক।' গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—'বীর বীর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক পৃথিবী ভোগ কর; বীর বীর্য্য প্রকাশে চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারিবে।' দেখা যাইতেছে, "গীতার উপদেশ গ্রহণ করিয়া ইংরাজ পৃথিবী ভোগ করিতেছে, আর ভারতবাসী পোঁটলাপুঁটলি বাঁধিয়া বসিয়া আছে।" কেহ বলিতে পারেন, সাংসারিক কার্য্যে ব্রতী হওয়া ত সন্ন্যাস ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। বিবেকানন্দ বলেন,—সন্ন্যাসধর্ম্ম সকলের নয়। বুদ্ধদেব সকলের জন্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করায় অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী হইয়াছিল, তাহাদের দ্বারাই ভারতের অবনতি হইয়াছে। যাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন. বিবেকানন্দ তাঁহাদের নিমিত্ত কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—তাঁহাদের কার্য্য সকলকে শিক্ষা প্রদান। সন্ন্যাসীদের তিনি বলেন,—"দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া, দীনহীন সকলকে শিক্ষা প্রদান করো, যাহাতে জনে জনে স্বধর্ম্মপালনে সক্ষম হয়, এরূপ উপদেশ দাও, গৃহীকে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শিক্ষা দাও।" উপস্থিত হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান মালিন্য এই যে, তমোগুণকে আমরা সত্ত্বগুণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। ক্ষমা অতি উচ্চ শক্তি। আমার প্রতি একজন অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহাকে ইচ্ছা করিলেই ধ্বংস করিতে পারি, তথাপি তাহাকে দণ্ড প্রদান করিলাম না

ইহার নাম ক্ষমা। কিন্তু বলবান্ ইংরাজের লাথি খাইয়া আসিলাম, ভয়ে কিছু বলিলাম না, বাড়ী আসিয়া বলিলাম, ক্ষমা করিয়াছি। ইহার নাম ক্ষমা নয়, ইহার নাম জড়ত্ব। এই জড়ত্ব—কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভগবান্ প্রমুখাৎ গীতা শ্রবণে অর্জ্জুনের জড়ত্ব দূর হইল ও তিনি সতেজে গাণ্ডীব ধারণ করিলেন। আমরা এক্ষণে সেই জড়ত্বের উপাসনা করিতেছি, যে যার গৃহের কোণে বসিয়া আছি। কোন্ জাতি কিরূপে উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহা দেখিবার সাবকাশ নেই, ধর্ম্মযাজকের কুপ্রথা মতে ভ্রমণ করিলে জাতি যাইবে, আমরা ঘরের ভেতরেই বসিয়া থাকিব, কিছুই দেখিব না শুনিব না, মুখে এক একবার উন্নতি ন্নতি করিব,—জড়ত্বের এই অধঃসীমা।

জাপান ভ্রমণে বিবেকানন্দ দেখিয়াছিলেন, জাপান সকল সভ্যজাতির নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু তাহার জাপানিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ইংরাজের যে সকল শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার আড়ম্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। বিবেকানন্দ বলেন, আমরাও সেইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিব, কিন্তু আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ পুষ্টিকর আহার করে, আমরাও পুষ্টিকর আহার করিব, টেবিল চেয়ার আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ, ইংরাজি রকমে চলে, আমরা হিন্দুরকমে চলিব। যেখানে যা ভাল পাইব, লইব, কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখিব—আমরা হিন্দু, অন্তরে বাহিরে হিন্দু। হিন্দুর স্বতন্ত্রতা নষ্ট করিব না। এই স্থলে একটী আপত্তি উঠিতে পারে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন যে, ধর্ম্ম ভিত্তি করিলে ভারতের উন্নতি সাধন হইবে না। কারণ, ভারতবাসী সকলে এক ধর্ম্ম অবলম্বী নহে। ভারতে মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, অগ্নিউপাসক পার্শী প্রভৃতি নানাজাতি আছে, তাহারা সকলে একপ্রাণ না হইলে ভারত উন্নত কিরূপে হইতে পারে? এই প্রশ্নের বিবেকানন্দ একটী চমৎকার উত্তর প্রদান করেন। বিবেকানন্দ বলেন,—"নরসেবা তোমার এক মাত্র ব্রত করো। এই সেবাধর্ম্ম প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম। মনুষ্য মাত্রেই পরমাত্মার মূর্ত্তি-স্বরূপ। ব্রহ্মের বিকাশই মনুষ্য। এই মনুষ্যের সেবাই হিন্দুর পরম ধর্ম্ম। প্রকৃত বৈদান্তিক সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্ম দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মের সেবার নিমিত্ত নর-সেবায় নিযুক্ত থাকেন। আমরা সেই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া যদি প্রত্যেক মানবের সেবায় নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলে মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পার্থক্য কোথায় থাকিবে? সেই সেবায় মুগ্ধ হইবে না, এমন মানবদেহধারী কে থাকিতে পারে? অহিন্দু বলিয়া ঘৃণা করিলে পার্থক্য জন্মিবে, কিন্তু সেবাধর্ম্মে পার্থক্য কোথায়? বিবেকানন্দ যে সকল সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল আশ্রম দেখিলে এই যে সংশয় আর কাহারো মনে থাকিবে না। তিনি বুঝিবেন যে, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম, এই সেবাধর্ম্ম অবলম্বনই,—ভারতের একতার একমাত্র ভিত্তি। সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া ভারত একপ্রাণ হইবে। ইহাতে ঘৃণা বিদ্বেষ তিরোহিত হইবে, যিনি সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি মনুষ্য, ব্রহ্ম তাঁহাতে বিরাজমান। সেই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া অপরের সেবা করিবেন ও সেবা দ্বারা সেই সেব্য ব্যক্তিরও ব্রহ্ম উদ্দীপিত হইবে। আপত্তি হইতে পারে, ইহা কঠিন পন্থা,—কঠিন পন্থাই বটে, সেই কারণে বিবেকানন্দ ধনী বা বড়লোকের দ্বারস্থ হন নাই, বিলাসী হইতে শত হস্ত দূরে অবস্থান

করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বঙ্গযুবকগণকে তাঁহার কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা উদ্যমশীল তাঁহারা মনুষ্য, তাঁহারাই বিবেকানন্দের কার্য্যভার গ্রহণে সক্ষম। তিনি বার বার বলিয়াছেন,—"বঙ্গযুবক, বিশ্বাস করো তোমরা মনুষ্য, বিশ্বাস করো তোমরা অপরিসীম কার্য্যক্ষম। বিশ্বাস করো ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম। অগ্রসর হও, পশ্চাৎপদ হইও না, তোমরাই আত্ম-বলিদানে ভারতমাতার প্রীতি সাধন করিতে পারিবে, বিশ্বাস করো তোমাদের সার্থক জন্ম। বিশ্বাস করো,—কখনই নিষ্ফল হইবে না; তোমাদের বিশ্বাসে মেরু টলিবে, সাগর শুষিবে, ভারতের পুনরুদ্ধারে তোমরাই একমাত্র কর্ত্তা।" কাহাকে ঘৃণা করিও না, ভগবান্ রামকৃষ্ণের মানা বিবেকানন্দের গুরুদেবের মানা। বিশ্বাসে শুষ্ক স্বতন্ত্রতা আসিতে পারে, ভক্তিতে সেই স্বতন্ত্রতা দূর করে। ভক্তির কোমলতা জ্ঞানের দ্বারা দৃঢ় করো। রামকৃষ্ণের জীবনে ভক্তি-জ্ঞান বিশ্বাসের সমন্বয় দেখো,—কল্পিত নৈতিক ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিও না, কাহারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিও না, আত্মত্যাগপূর্ব্বক উৎসাহিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করো। ত্যাগ অর্থে সংসার ত্যাগ নয়, দশকর্ম্মান্বিত প্রকৃত সংসারী হও, প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ করো। বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে আসিয়াছ, প্রাণে প্রাণে সকলেরই বাসনা সেই মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবে। কিন্তু বোঝো, গগনস্পর্শী স্বর্ণচূড়স্তম্ভ স্থাপন করিয়া দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে তাঁহার চিত্রপট স্থাপন করিয়া সেই মহানুভবের স্মৃতি স্থাপনে সক্ষম হইবে না, কিন্তু জনে জনে তাঁহার স্মৃতি স্থাপন করিতে পারিবে। তোমরা নিঃস্ব—আরও ভালো, তোমাদের উদ্যম ও উৎসাহ অপরিসীম! মনুষ্যত্ব লাভ করো, তোমরা মনুষ্য, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় করো। ভগবান্ রামকৃষ্ণ তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন ও কার্য্যশীল বিবেকানন্দ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া তোমাদের উৎসাহ প্রদান করিবেন। "বিশ্বাস করো"—বিবেকানন্দের এই শেষ কথা। এই "বিশ্বাস" দ্বারাই বিবেকানন্দের স্মৃতি স্থাপনা করিবে।

একাদশ ভাগ সম্পূর্ণ।